অন্তরে প্রান্তরে

শফীউদ্দীন সরদার

অন্তরে প্রান্তরে

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা–চট্টগ্রাম–খুলনা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৫৩

১ম সংস্করণ

রবিউল আউয়াল	১৪২০
আষাঢ়	১৪০৬
জুন	১৯৯৯

বিনিময় ঃ ৯৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ONTORA PRANTORA by Shafiuddin Sarder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 95.00 Only.

www.pathagar.com

দু'টি কথা

"অন্তরে প্রান্তরে" আমার ঐতিহাসিক উপন্যাস সিরিজের তের নম্বর উপন্যাস। একে সিরিজ বলা হলেও, আমার এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর কোনটাই কোনটার অবশিষ্ট অংশ নয়। প্রত্যেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ কমপ্লীট উপন্যাস। ঐতিহাসিক কাল অনুসারে বাংলার মুসলিম ইতিহাসের একটার পর একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে এক একটি উপন্যাস রচনা করা হয়েছে বলেই একে সিরিজ বলা যায়। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী দ্বারা বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে অদ্যতক্ বাংলার মুসলমান শাসন ও সমাজ কি পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছে, এর সুদিন-দুর্দিন ইতিহাস-ঐতিহ্য এই উপন্যাসগুলোতে চিত্রিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনা বা সময়	প্রকাশক
১.	বখতিয়ারের তলোয়ার	বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়	মদীনা পাবলিকেশন্স
২.	গৌড় থেকে সোনার গাঁ	বাংলায় স্বাধীন সালতানত্ প্রতিষ্ঠা	আধুনিক প্রকাশনী
৩.	যায় বেলা অবেলায়	গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর রাজত্বকাল	মদীনা পাবলিকেশন্স
৪.	বিদ্রোহী জাতক	রাজা গণেশের রাজত্বকাল	বাংলা সাহিত্য পরিষদ
৫.	বার পাইকার দুর্গ	সুলতান বারবাক শাহ ও দরবেশ ইসমাইল গাজী	আধুনিক প্রকাশনী
৬.	রাজ বিহঙ্গ	আলাউদ্দীন হোসেন শাহর রাজত্বকাল	আধুনিক প্রকাশনী
৭.	শেষ প্রহরী	দাউদ খাঁন কাররানী ও কালাপাহাড়	মল্লিক ব্রাদার্স (কলিকাতা)
৮.	প্রেম ও পূর্ণিমা	সুবাদার শায়েস্তা খানের সময়	আধুনিক প্রকাশনী
৯.	বিপন্ন প্রহর	নবাব মুর্শিদকুলী ও সরফরাজ খান	আধুনিক প্রকাশনী
১০.	সূর্যাস্ত	পলাশীতে সূর্যাস্ত	বাংলাদেশ কো-পারেটিভ বুক সোসাইটি
১১.	পথহারা পাখী	পলাশীর পরে ফকির মজনুশাহ	বার্ড পাবলিকেশন্স
১২.	বৈরী বসতি	সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, তিতুমীর ইত্যাদি	আধুনিক প্রকাশনী
১৩.	অন্তরে প্রান্তরে	–শরিয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলন	আধুনিক প্রকাশনী

www.pathagar.com

এই পর্যন্ত লেখা ও প্রকাশ পাওয়া শেষ হয়েছে। আর চার-পাঁচখানা উপন্যাসের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীকে কভার করার ইরাদা রাখি। সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

এ কাজে আমাকে যাঁরা উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে অধ্যাপক আবদুল গফুর, কথা শিল্পী ইউসুফ শরীফ, বন্ধুবর হাসিবুল হাসান এবং আমার এই উপন্যাস প্রকাশক জনাব আবদুল গাফ্ফার ও আধুনিক প্রকাশনীর অন্যান্য সবাইকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলে তবেই আমার সার্থকতা।

শফীউদ্দীন সরদার

www.pathagar.com

১

গোলাপ ফুলের চারাগাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। ফুল ফুটবে অল্পদিনেই। অনেক দরদ দিয়ে আর তকলিফ করে বাগান করেছে মাহমুদ আলী। তের-চৌদ্দ বছরের তুখোড় এক ছাত্র। এটা তার সখ। অবসর বিনোদন। বাঁশের চটা দিয়ে বেড়া দিয়েছে বাগানে। পানি দেয় হররোজ। সকাল-সন্ধ্যা দু' বেলা। সার দিয়েছে। কোদাল দিয়ে বাগিচার মাটি কুপিয়েও দিয়েছে।

গাছগুলো ঘন হয়ে গেছে। লকলকে হয়ে উঠেছে। ডালে ডাল একটার সাথে আর একটার ঠেকা ঠেকা হয়েছে। কোদাল আর চলে না। এখন দেয় নিড়ানি। তার একাগ্রতা দেখে অনেকে হাসে। কেউ কেউ ঠোঁট উল্টায়। বাহবাও দেয় অনেকে। মাহমুদ আলী গায়ে মাখে না এসব। নিজের ভাবে নিজের কাজ সে করে যায়। দু' দু'বার নিড়ানি দেয়া হয়েছে। এবার দিয়ে তিনবার। আগের দু'বার তেমন তকলিফ হয়নি। আজ নিড়ানি দিতে কষ্ট হয়েছে জিয়াদা। কাঁটার আঁচড়ে ছিঁড়ে গেছে হাত-পায়ের অনেক জায়গা। বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

নিড়ানি দিয়ে বেরিয়ে এসে বাগিচার পাশেই বসে পড়েছে মাহমুদ আলী। আঁচড় লাগা ক্ষতগুলো চিন্ চিন্ করে জ্বলছে। ক্ষতস্থানে হাত বুলাচ্ছে আনমনে। রক্তের দাগ মুছে ফেলছে। এতে করে নিজের উপরই তার রাগ হচ্ছে নিজের। কেন যে সে সাধ করে এই গোলাপের বাগান করতে গেল ! গোলাপ ছাড়াও তো আরো অনেক ফুল আছে। রং গন্ধও অল্প বিস্তর অনেকগুলোর আছে। চমকও আছে অভিনব। সূর্যমুখী, ডালিয়া, বেলী, দোপাটি, গাঁদা—আরো কত কি। এসবের বাগান না করে কেন যে সে কেবলই গোলাপের ডাল এনে পুঁতলো। এখন না যায় কোদাল দেয়া, না যায় নিড়ানী দেয়া। ফুল ফুটলেই কি আনন্দ আছে নির্জলা ? ফুল তুলতেও এমনিভাবে কাঁটার আঁচড় খেতে হবে।

কিন্তু গোলাপই মাহমুদ আলীর একমাত্র প্রিয় ফুল। আর কোন ফুলই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। গোলাপ ফুলের জুটি নেই। এর সুবাসের তুলনা নেই। সুষমাও চিত্তহারী। ওদিকে আবার টিকেও থাকে বার মাস। ক্ষণস্থায়ী নয়। মওসুমও নেই ফুলও নেই—এমনটি নয়। এটি অনন্য। যা অনন্য আর অনুপম তা পেতে হলে তো তকলিফ কিছু হবেই। কাঁটার আঁচড় লাগবেই। বিনাকষ্টে ইষ্টলাভ কার হয়েছে কবে ? মনকে প্রবোধ দেয় মাহমুদ আলী।

—ব্যস্ ! শেষ পর্যন্ত কিষাণী ?

চোখ তুললো মাহমুদ আলী। তার সামনে ইসরত জাহান দাঁড়িয়ে। নয়-দশ বছরের চটপটে এক মেয়ে। যেমনই মেজাজী, তেমনই একরোখা। জবাবে মাহমুদ আলী পাল্টা প্রশ্ন করলো—কিষাণী কি রকম ?

www.pathagar.com

ইসরত জাহান বললো—হাল লাঙ্গলের কাজ। গায়ে-পায়ে আবর্জনা, পোশাকে কাদামাটি, হাতের মধ্যে নিড়ানী। বিলকুল ক্ষেত-মজুর। শেষমেষ একাজই মনে ধরলো?

মাহমুদ আলী অল্প একটু হাসলো। হাসিমুখে বললো—তা হবে কেন? আমি তো আমার এই ফুল বাগানের আগাছা সাফ করলাম। ফুল বাগান নিড়ালেই কি কেউ ক্ষেত-মজুর হয়ে যায়?

ইসরত জাহান জোর দিয়ে বললো—তার চেয়েও নীচু জাত হয়ে যায়। ও কাজ মালীর কাজ। কোন শরীফ লোক কি এই ছোট কাজ করে?

ঃ করে না?

ঃ কখ্খনো না। তোমার তো এটুকুন এক বাগান। আমাদের বাগান অনেকগুলো। এক একটা এর চেয়ে তিন-চার গুণ বড়। কিন্তু আমরা কি কেউ ভুলেও হাত লাগাই ও কাজে? তিন-চারটে মালী আছে, ওরাই ওসব করে।

মাহমুদ আলী এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। বললো—তা করুক। কিন্তু তোমাকে তো এ কয়দিন দেখলাম না এদিকে? মক্তবে যাওনি নাকি?

ঃ না, চার-পাঁচদিন যাইনি।

ঃ আজ তাহলে কোত্থেকে? মক্তব থেকে বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, মক্তব থেকে। মক্তব থেকেই আসছি আর সেখান থেকে একদম বিদায় নিয়ে আসছি। নায়েব চাচা সাথে ছিলেন। উনি মকানে চলে গেলেন, আমি তোমাকে খবরটা দিয়ে যেতে এলাম।

মাহমুদ আলী বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—বিদায় নিয়ে মানে?

ইসরত জাহান তাচ্ছিল্যের সুরে বললো—ওমা, এই সোজা কথাটা বোঝ না? বিদায় নিয়ে মানে, ঐ মক্তব থেকে আমার নাম কেটে নিয়ে এলাম। ওখানে আর কোনদিন যাবো না।

ঃ সেকি! লেখাপড়া শ্যাষ?

ঃ শ্যাষ হবে কেন? শ্যাষ হলে কি চলে?

ঃ তাহলে মক্তব থেকে বিদায় নিয়ে এলে কেন?

ঃ কারণ আছে। পয়লা কথা, ওখানে যাবো আর কার সাথে? তুমি ও মক্তব শেষ করে বড় মাদ্রাসায় গেছো। ফিরোজাও পড়াশুনা বাদ দিলো। এতদিন তোমাদের সাথে যেতাম। এখন যাবো কার সাথে?

ঃ কেন, এ পাড়ার আরো অনেক মেয়ে যায়। তাদের সাথে যাবে?

ঃ ইশ্! কি বুদ্ধিরে। ওদের সাথে মক্তবে যাবো আমি? ওরা তো সব চাষাভুষার মেয়ে। কামিন-মজদুরের বেটি। ওদের সাথে কি যাওয়া আমার চলে, না আমার আব্বা আমাকে মিশতে দেবেন ওদের সাথে?

ঃ দেবেন না?

ঃ মোটেই না। তোমার আব্বা আলেম মানুষ। এখন গরীব হলেও ফিরোজার আব্বাও বড় বংশের লোক। তাই তো তোমাদের সাথে যেতাম।

www.pathagar.com

ঃ তাই যদি হয়, তাহলে তোমাদের তো অনেক চাকর নফর আছে। তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। মক্তব ছেড়ে দিলে কেন ?

ঃ দিতেই হবে। ও মক্তবে পড়ে কি ফায়দা আছে কিছু ? হুজুরেরা সবাই এখন ভুল এলেম শিক্ষা দেন। ভুল শিখতে যাবো কেন ?

দু' চোখ বিস্ফারিত করে মাহমুদ আলী বললো—ভুল এলেম !

ঃ একদম ভুল। হুজুরেরা বলেন, এই দুনিয়ার সব মানুষ সমান। মান-সম্মানও সকলের এক সমান। কোন কমবেশী বা উঁচু-নীচু নেই। আগে তবু দু' একজন দু' একবার বলতেন। এখন সব হুজুরই সবসময় তা বলতে শুরু করেছেন। সেভাবে সব ঘরের মেয়েদের এনে এক সাথে বসাচ্ছেন। কিসব পাগলামী দেখো।

ঃ পাগলামী হবে কেন ? এতো অতি সত্য কথা। পাগলামী দেখলে কোথায় ?

ঃ ওব্বাবা ! তুমিও তো আস্ত এক পাগল দেখছি ? সব মানুষ কি সমান হয় কোনদিন ? এই যে তোমরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। তাই বলেকি তোমরা আমরা সমান ?

ঃ সমান নই ?

ঃ কি করে হবে ? আমরা জমিদার আর তোমরা সাধারণ লোক। জমিদারের প্রজা। রাজা-প্রজা সমান হয় কখনো, না সমান হয় মান-সম্মান ? আমাদের মান তোমাদের চেয়ে কত উপরে তা জানো না ?

মাহমুদ আলী গোস্বা হলো। বললো—তাহলে যাও, ঐ মান নিয়েই ঘরে বসে থাকোগে। গোড়ায় ছাই দিলে মান আরো দিন দিন বাড়বে। লেখাপড়ার দরকার কি ?

ঃ দরকার জরুর আছে। ঘরে বসে থাকবো কেন ? এখন তো বড় মক্তবে পড়বো। আরে দূর ! মক্তব নয়, ইস্কুল–ইস্কুল। বড় ইস্কুল। খৃষ্টান মিশনী ইস্কুল।

তীর্যক্ নয়নে চেয়ে মাহমুদ আলী বললো—ও, একথা ?

ইসরত জাহান বললো–খৃষ্টানেরা ইস্কুল খুলেছে শোনোনি ? মস্তবড় ইস্কুল। আব্বা বলেছেন, ঐ ইস্কুলে পড়লে বড় বিদ্বান্ হওয়া যায়। এখন থেকে আমি ঐ মিশনী ইস্কুলে পড়বো।

ঃ মিশনী নয়, মিশনারী। কিন্তু সেটাও তো অনেকখানি দূরে। যাবে কার সাথে ?

উল্লাসিত হয়ে উঠে ইরসত জাহান বললো—পল্লবীদের সাথে। ওরা গাড়ীতে চড়ে যায়। দুই ঘোড়ার গাড়ী। আমিও ঐ গাড়ীতে চড়ে যাবো-আসবো।

ঃ পল্লবী ! পল্লবী আবার কে ?

ঃ চেনো না ? পল্লবী মজুমদার। পাটকন্দার জমিদার তারিণী মজুমদারের ভাইঝি। খুব বড় জমিদার ওরা।

ঃ তাদের মেয়ে এখানে এলো কি করে ?

ঃ এখানে যে মামার বাড়ী। আমাদের পাড়ার ঐ মাথায় ঐ যে মস্তবড় তেজারতদার, ইংরেজদের সাথে কারবার করে, মানে ঐ যে বিশাল আড়ত বাড়ী ? ওটাই তো পল্লবীর মামা। পল্লবী মামার বাড়ীতে থাকে আর ঐ ইস্কুলে পড়ে। পল্লবীর মামারও দুই বেটি ঐ ইস্কুলে যায়। সবাই আমরা এক সাথে যাবো।

www.pathagar.com

মাহমুদ আলী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—তো তাই যাওগে। ওদের নিয়েই থাকোগে। এদিকে আর এসো না।

ঃ ওমা, সে আর কতক্ষণ ? ইস্কুলে গিয়ে তো কিছু পরেই ফিরে আসবো। এর উপর ছুটির দিন আছে। তখন যাবো কোথায় ?

ঃ ওদের ওখানে যাবে। ঐ পল্লবীদের ওখানে ?

ঃ এহ্ ! বললেই হলো ? পল্লবীরা কি গাছে চড়তে পারে, না সাঁতার কাটতে জানে ? আমাকে কুল, কামরাঙ্গা, পেয়ারা—এসব নামিয়ে দেবে কে ? শাপলা আর পদ্মচাকা কে তুলে আনবে ? দিঘীতে কত শাপলা দেখে এলাম আসার পথে। কতদিন হলো শাপলা তুলে দাওনি, সেটা খেয়াল আছে ?

ঃ আমার দায় পড়েছে ওসব করতে। আমি কি এখনও ছেলে মানুষ আছি যে, যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়বো দিঘীতে আর ডোবাতে ? শরম নেই আমার ?

ইসরত জাহান থেমে গেল। একটু চিন্তা করে বললো—তা না পারো, গল্প শুনাতে পারবে তো ? শাহনামা-হাতেমতায়ীর গপ্প ? এসব এসে শুনবো। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবো তোমার সাথে। বাড়ীতে আর কোন ছেলে মেয়ে নেই। ওদিকে আবার সবার সাথে মিশতেও দেয় না। আমি কার সাথে থাকি ?

ঃ আমি তার কি জানি ? তোমরা রাজা মানুষ। রাজার সাথে থাকবে। প্রজার কাছে আসবে কেন ?

ঃ হায়রে বুদ্ধি ! এই তোমার বিদ্যা ? তুমি নাকি ডাকসেটে তালেবে এলেম ? মক্তবের সেরা ছাত্তর ? রাজার কাজ কি রাজারা নিজে কেউ করে ? প্রজারাই করে দেয়। প্রজার কাছে না এলে রাজার চলবে কি করে ? আমি একশোবার আসবো।

ইসরত জাহান হাসতে লাগলো। মাহমুদ আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আসোগে। তোমার কোন কাজে আর আমি নেই। ফিরেও তাকাবো না।

ঃ আচ্ছা সে তখন দেখবো। না তাকালেই ছাড়বো নাকি ? আমাকে চেনো না ? কিন্তু এখন আমি যাই। অনেক দেরী হয়ে গেল। কাল আবার আসবো।

ঃ আর এসে কাজ নেই।

ঃ আসবো-আসবো, হাজার বার আসবো। তুমি আমাকে ছাঁদতে পারো ? আমার খুশী আমি আসবো—

হাসতে হাসতে ইরসত জাহান চলে গেল। তার গতি পথে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো মাহমুদ আলী।

জামালবাটির হাওয়াটাই কেমন যেন বদলে যাচ্ছে দিন দিন। মানুষগুলো ক্রমেই দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। যার সাথে যার মিল ছিল সে মিল আর থাকছে না। যার সাথে যার নতুন করে মিল হচ্ছে, সে মিল আর ভাঙ্গছে না। দু'টি ভিন্নমুখী স্রোত ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। ইরাদত আলী চৌধুরীর কথা মতোই জামালবাটির লোকজন এর আগে উঠতো বসতো। জমিদার হলেও ইরাদত আলী চৌধুরী এমন কিছু ডাকের জমিদার

www.pathagar.com

নন। ছোট একটা মহালের ছোট্ট তাঁর জমিদারী। লোকে বলে মুজগুনী জমিদার। প্রকৃত জমিদার আর বড় জোতদারের মাঝামাঝি পর্যায়ে তার অবস্থান। তবু তাঁর শাসনে জামালবাটি গাঁ'টাই শুধু নয়, আশেপাশের আরো কয়েক গাঁ চলতো। কোন দলাদলী ভাগাভাগী ছিল না। চৌধুরী সাহেব জমিদার, উঁচু তবকার লোক, সকলের উপরে তাঁর স্থান—বুঝে হোক, না বুঝে হোক, এইটেই এ এলাকার লোকেরা মেনে নিতো। সমতার প্রশ্ন আনতো না।

দেশাচার মতো জোর-জুলুমও ইরাদত আলী চৌধুরী কিছু কিছু করেছেন। অত্যাচারও অনেকটাই তাঁর ছিল। কিন্তু বড় বড় জমিদারদের দাপটে আর হুংকারে বাঘে ছাগে এক ঘাটে পানি খায় যেখানে, সে তুলনায় চৌধুরী সাহেবের জুলুমটা যথেষ্ট খাটো ছিল। ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। মামুলী বলেই মেনে নিয়েছে লোকজন। জমিদারেরা করেই থাকে এসব—এই ছিল সকলের ধারণা। এছাড়া, প্রতিকার করার কোন পথঘাট আর সাধ্যও কারো ছিল না। অন্য কোন অবলম্বন আর আশ্রয়ও ছিল না। জমিদারের বিরুদ্ধে কথা বলে রেহাই পেলো কে কবে ? সুতরাং, অন্যান্য জমিদারদের মতো অত্যাচারটা মাত্রাধিক হলেও মুখ মুজে সয়ে যেতো সবাই।

এ অবস্থা ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে এখন। হুকুম জুলুম কেউ কেউ আর বিনাবাক্যে মেনে নিতে চাচ্ছে না। আদেশ হলেই যেমন জমিদারের সব আদেশ নতমস্তকে পালন করেছে প্রজারা, লঘু-গুরু ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে দেখেনি, এখন অনেকেই বিবেচনা করা শুরু করেছে। আদেশ পালনে ওজর-আপত্তি তুলছে।

এই বাতাস শুধু বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ছোটদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে কিছু কিছু। অনেক মক্তব-মাদ্রাসার ছেলে মেয়েরা অন্যের চেয়ে নিজেদের আর তুচ্ছ ভাবতে চাচ্ছে না। গরীবেরাও মানুষ, তাদেরও ইজ্জত আছে—এমন কথা বলছে।

এই হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছে মাহমুদ আলীর মনেও। ইসরত জাহানের দাবী আবদার সবগুলোই আর আগের মতো নীরবে ও সঙ্গে সঙ্গে পালন করতে সে আগ্রহী নয়। হাওয়া বদলের ব্যাপারটাতো আছেই, বয়সের কারণটাও যোগ হয়েছে এর সাথে। আত্মসম্মানবোধ বাড়ছে। নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠছে।

কাল আবার আসবো বলে ইসরত জাহান যে ঘোষণা দিয়ে গেল, সে ঘোষণা মোটেই ফালতু ছিল না। পরের দিন ইসরত জাহান ঠিকই আবার এলো। কিছুক্ষণ এটা ওটা নাড়াচাড়া করার পর গল্প শোনার আবদার করে বসলো। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মাহমুদ আলী তার আবদার এড়িয়ে যেতে পারলো না। হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না, করে সেদিন তাকে গল্প শোনালো অনেকক্ষণ।

দিন দু'য়েক পরেই আবার দৌড়ে এলো ইরসত জাহান। নদীর ঘাটে সাপুড়েরা সাপ খেলা দেখাচ্ছে। খবর শুনেই ইসরত জাহান ছুটে এলো। এসেই সে মাহমুদ আলীকে হুকুম করে বসলো—এই-এই, এসো দেখি। নদীর ঘাটে বেদের বহর ভিড়েছে। ঘাটের উপর সাপের খেলা হচ্ছে। ইয়াব্বড় এক একটা সাপ। জলদি চলো তো, সাপের খেলা দেখে আসি।

www.pathagar.com

মাহমুদ আলীর মাথার মধ্যেই তখন প্যাঁচ খেলছে সাপ। সে অংক নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল। তার অংকের হুজুর নতুন অংক শুরু করেছেন। জটিল অংক। শুরুটা ঠিকমতো রপ্ত করতে না পারলে, পরবর্তীতে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে। আর খেই ধরতে পারবে না। মাহমুদ আলী তাই অংকের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল। এ সময় ইসরত জাহানের এই আবদারে সে ভয়ানক বিব্রতবোধ করলো। রাগও হলো অনেকখানি। খাতা থেকে মুখ তুলে তবু সে যথাসম্ভব সহজ করে বললো—ওরে বাপরে ! আমার তো এখন যাওয়ার উপায় নেই। খুব জটিল এক ছবক নিয়ে বসেছি। এটা রপ্ত করতে অনেক সময় লাগবে। ঠিকমতো বুঝে নিতে না পারলে, আগামীকাল হুজুরের হাতে নির্ঘাত বেত খেতে হবে। আমি তো যেতে পারবো না এখন !

ইসরত জাহান নিজের ভাবে বললো—যেতে পারবে না মানে ? সাপের খেলা দেখা হবে না আমার তাহলে ?

ঃ তুমি অন্য কাউকে নিয়ে যাও। আমার এখন খুব অসুবিধে।

ঃ অন্য আবার কাকে নিয়ে যাবো ? তোমাকেই যেতে হবে। চলো-চলো। একবেলা লেখাপড়া না করলে এমন কিছু হবে না।

ঃ অসম্ভব। এতে আমার অনেক ক্ষতি হবে।

ইসরত জাহান রুষ্ট হলো। গরম কণ্ঠে বললো—তুমি যাবে না ?

ঃ যাবো কি করে ? আমি উস্তাদের হাতে বেত খাই, এইটেই কি তুমি চাও ?

ঃ তোমাকে বেত মারবেন কেন ? তুমি সবার চেয়ে সেরাছাত্র—

ঃ মুসিবতটাতো ওখানেই। খারাপ ছাত্র কোন কিছু না পারলে উস্তাদদের রাগ তেমন হয় না। কিন্তু সেরা ছাত্র না পারলে তাঁরা আর সহ্য করতে পারেন না। মেরে একদম শাট করে ফেলেন।

ঃ দুত্তোর। সবকিছুতেই বাহানা। আজকাল কি যে তোমার হয়েছে। কেবলই এড়িয়ে যাওয়ার তাল।

ঃ তুমি তোমাদের চাকর-পেয়াদা কাউকে নিয়ে যাও। আমার যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইসরত জাহান সক্রোধে বললো—সম্ভব নয় ? ঠিক আছে। আমি যাবোইনে খেলা দেখতে। না গেলে কি হবে ? সাপের খেলা কি আমি কোনদিন দেখিনি যে, না নিয়ে গিয়ে আমাকে জব্দ করতে চাচ্ছো ? হুঁঃ—

গাল ফুলিয়ে ইসরত জাহান দুমদাম করে চলে গেল।

জামালবাটির নদীর তীরে আজও আছে বেদের বহর। একবার যেখানে ভিড়ে বেদের বহর সেখানে অনেকদিন থাকে। আয়-উপায়ের অবস্থার উপর তাদের থাকার সময় হ্রস্ব দীর্ঘ হয়। সামর্থবান বেদে-বেদেনী দিনের বেলা কামাইয়ের ধান্দায় বেরিয়ে পড়ে। নৌকায় থাকে বৃদ্ধেরা আর বালবাচ্চারা। তাদের কামাইয়ের হুনোর-হেকমতও রকমারি। এক একজনের এক এক রকম। কেউ সাপের খেলা দেখায়, কেউ বাঁদর এনে নাচায়, কেউবা বেচে তাবিজ-পল্‌তা শিকড়-বাক্‌লা।

www.pathagar.com

এদের ব্যবসা অশিক্ষিত গরীব পল্লীতেই চলে ভাল। গরীব ঘরের অজ্ঞ মেয়েরাই এদের বড় গ্রাহক। বেদেনীরা গাঁয়ে ঢুকে, "আয়রে মা আয় দেখে যা কামাখ্যার গিয়ান (জ্ঞান বা মন্ত্র), ভানুমতির গিয়ান, মহামায়ার গিয়ান"—বলে হাঁক দিলেই ছুটে আসে এই কিসিমের আউরাতেরা। বেদেনীদের ডেকে নিয়ে বসে। বোলচাল শুনে। নগদ পয়সা হাতে এদের প্রায়জনেরই থাকে না। সামান্য যা ভাতের চাল হাঁড়িকুঁড়িতে থাকে, তাই থেকে আধা কাঠা এক কাঠা চাল এনে বেদেনীদের দেয়। বিনিময়ে শিকড়-বাক্‌লা, তাবিজ কিংবা অজ্ঞাত এক হাড়ের টুকরো নেয়। সাপ ঠেকানোর, ভুৎ তাড়ানোর, আধিব্যাধি বালাই-মুসিবত দূরে রাখার মহাশক্তি রূপে সেগুলো সযতনে ঘরে তুলে রাখে।

"বাত বাতানী ভালো, হাড়ের বিষ ভালো, দাঁতের বিষ ভালো"—বলে হাঁক দিয়েও বেদে বেদেনীর অনেকে বাতের রক্ত চুষে, দাঁতের পোকা তুলে, মাথার বিষ ঝাড়ে। সবই এগুলো অজ্ঞ পল্লীর ব্যাপার।

অজ্ঞবিজ্ঞ সবার মধ্যেই যে ব্যবসা তাদের জমজমাট, তাহলো—বাঁদর নাচ। বাজার-বস্তি-শিক্ষিত মহল যেখানেই হোক, বাঁদর নাচের ডুগডুগী বেজে উঠলেই, হল্লা করে ছুটে আসে উঁচুনীচু সব ঘরের ছেলে মেয়েরা। মওকার মধ্যে পড়লে বড়দেরও নজর এদিকে কম আকৃষ্ট হয় না। তামাসা প্রিয় বঙ্গবাসী। দু'পা এগিয়ে গেলেই তামাসা দেখা যায় যদি, ক্ষতি কি ? ছেলেমেয়েদের পাশে ভিড় জমে বড়দেরও।

ডুগডুগীর বাজনার সাথে "নাচ গোলাপী নাচ, হেলে-দুলে নাচ, কোমর ধরে নাচ," আওয়াজ দিতে দিতে জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরীর ফটকের সামনে দিয়ে এক বেদে বাঁদর নিয়ে যাচ্ছিল। ডুগডুগীর আওয়াজ শুনে ইসরত জাহান যখন অন্দর মহল থেকে ফটকের কাছে ছুটে এলো, বেদে তখন বাঁদর নিয়ে অনেকখানি দূরে চলে গেছে। মাহমুদ আলীদের বাহির আঙ্গিনার সামনে দিয়ে পথ। বেদে তখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে আর ডুগডুগীর বোল্‌ সেই পথে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসরত জাহানদের বাড়ীর বেড় অনেকখানি। এরপরে আম-জামের পাতলা একটা বাগান। বাগানের পরে মাহমুদ আলীদের বাড়ী। দৌড়ের উপর এইখানি পথ পেরিয়ে ইসরত জাহান এসে যখন মাহমুদ আলীদের বাহির আঙ্গিনায় পৌঁছলো, তখন ডুগডুগীর বোল্‌ আরো খানিক দূরে চলে গেছে।

মাহমুদ আলী সেজেগুজে ব্যস্ত হয়ে বেরুচ্ছিল। মাদ্রাসায় এক অনুষ্ঠান আছে আজ। এ অনুষ্ঠানের অনেক দায়িত্ব মাহমুদ আলীর উপর। মাহমুদ আলী করিৎকর্মা ছেলে। এই বিবেচনায় উস্তাদেরা অনুষ্ঠানের অনেক কাজ মাহমুদ আলীর উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন।

বিশেষ কারণে মাহমুদ আলীর বেরুতে বেশ দেরী হলো। যে সময় তার মাদ্রাসায় গিয়ে পৌঁছার কথা, সে সময় ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে। মাহমুদ আলীর তাই কোনদিকে তাকানোর সময় ছিল না। তৈরী হয়েই সে দ্রুতপদে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

www.pathagar.com

পড়বি পড় বাঘের মুখে। বেরিয়ে এসে বাহির আঙ্গিনা না পেরুতেই তার সামনে পড়লো ইসরত জাহান। দৌড়ের উপর এসেই ইসরত জাহান ব্যস্ত কণ্ঠে মাহমুদ আলীকে বললো—চলে গেল–চলে গেল ! শিগ্গির যাও তো। শিগ্গির ডেকে আনো—

মাহমুদ আলী হকচকিয়ে গেল। বললো—ডেকে আনবো ! কাকে ?

ঃ ঐ বাঁদরওয়ালাকে। বোল্ শুনতে পাচ্ছো না ? বাঁদরওয়ালা বাঁদর নিয়ে চলে যাচ্ছে ?

ঃ তো কি হয়েছে ? ওকে ডেকে আনবো কেন ?

ঃ কেন মানে ? আমি বাঁদর নাচ দেখবো।

ঃ বাঁদর নাচ দেখবে ?

ঃ হ্যাঁ। ওকে তোমাদের এ আঙ্গিনায় ডেকে আনো।

মাহমুদ আলীর মনটা বিষিয়ে গেল। সে বিরক্তির সাথে বললো—ডেকে এনে ?

ঃ এখানে বাঁদর নাচাতে বলো। আমি বাঁদর নাচ দেখবো। খরচ যা লাগে সব আমি দেবো।

ঃ বাঁদরওয়ালাকে ডেকে এনে তোমাকে বাঁদর নাচ দেখাবো ?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি।

ঃ হুঁঃ ! আমি আর কাজ পেলাম না ?

ঃ মানে ?

ঃ বললে আর অমনি আমি ছুটে গেলাম ? আমার নিজের কাজ নেই ?

ঃ নিজের কাজ ! তোমার আবার নিজের কাজ কি ?

ঃ দেখতে পাচ্ছো না, আমি এক জায়গায় বেরুচ্ছি ? জরুরী এক কাজে যাচ্ছি ? এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর আমার সময় নেই।

ঃ তাজ্জব ! আমার সব কথাতেই এখন তোমার সময় নেই ! সবসময়ই নিজের কাজের দোহাই। ফেলে রাখো তোমার কাজ। যা বলছি, তাই করো।

ঃ দেখো, কাজটা খুব জরুরী কাজ। আমার কথা বলারও আর সময় নেই।

ইসরত জাহান ক্ষেপে গেল। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো—তবেরে ! এত দামী হয়ে গেছো তুমি ? আমার সাথে কথা বলারও সময় তোমার নেই ? আমার কথা সরাসরি অমান্য করতে চাও ?

ঃ তার অর্থ ?

ঃ বলছি যে ঐ বাঁদরওয়ালাকে ডেকে আনো। এতে এত বাহানা দেখাচ্ছো কেন ?

ঃ আমার যদি সময় না থাকে, তবুও তোমার কথা মান্য করতে হবে ?

ঃ হবেই তো।

ঃ বাঁদর নাচ দেখাতে হবে তোমাকে ?

ঃ একশোবার দেখাতে হবে।

ঃ আমাকেই যদি বাঁদর নাচ নাচতে বলো, তাই নাচবো আমি ?

ঃ ইশ্‌রে। তাই কি আমি বলছি ?

ঃ বলতে আর কতক্ষণ ?

ঃ সে যতক্ষণই হোক, আমার কথা কেন রাখবে না তুমি ?

www.pathagar.com

ঃ তোমার সব কথাই কি রাখতে আমি বাধ্য ?

ঃ আলবত বাধ্য। আমার কথা ছাড়া তোমার আবার নিজের কথা কি ?

ঃ আমি কি তোমার মাইনে করা চাকর যে, যখন যা হুকুম করবে, তাই আমি পালন করবো ?

ঃ আরে বাস্‌রে ! আমার কথা রাখতে তাহলে আর তুমি রাজী নও ?

ঃ না, নই। আমি কি তোমার গোলাম, না তুমি আমার মুনিব ?

ক্ষোভে দুঃখে কাঁদো কাঁদো হয়ে ইসরত জাহান বললো—ওসব আমি জানিনে। ওসবের ধার ধারিনে। আমার কথা কেন তুমি রাখবে না, তাই আগে বলো ?

ঃ যাও-যাও। আমার অত সময় নেই। ওসব পাগলামী বাড়ীতে গিয়ে করোগে। বাঁদর নাচ দেখাতে হবে ! এহ্ !

ঃ কি বললে ?

ঃ যতবড় জমিদার আর যত বড়লোকই হও তোমরা, ও নিয়ে আমার কোন পরোয়া নেই। ওসব দোহাই এখানে খাটবে না।

ইসরাত জাহান চীৎকার করে বললো—মাহমুদ !

মাহমুদ আলী গায়ে না মেখে বললো—ভাগো ভাগো। অনেক দেরী হয়ে গেছে আমার—

মাহমুদ আলী সামনের দিকে পা বাড়ালো। কেঁদে ফেললো ইসরত জাহান। ক্রোধের আধিক্যে কাঁপতে কাঁপতে বললো—কি ! তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো ? এত অগ্রাহ্য করো তুমি আমাকে ? এত তোমার অহংকার ? দেখে নেবো। তোমাকে আমি নির্ঘাত দেখে নেবো। অবাধ্য ! বেয়াদব ! গোঁয়ার ! আমাকে এই অপমান করার বদলা আমি না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বো না—

কান্নার বেগ চাপতে চাপতে ইসরত জাহান বাড়ীর দিকে ছুটে গেল। বিব্রত ও বিষন্ন দীলে মাহমুদ আলী মাদ্রাসার পথে এগিয়ে চললো।

২

দুই বন্ধুর মধ্যে সম্প্রীতিটা শেষ অবধি টিকলো না। ইসরত জাহানের পিতা জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী আর মাহমুদ আলীর পিতা মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেনের মধ্যে বিরাজমান মিল-মুহব্বতে ফাটল ধরে গেল। মুনশী সাহেবের উপর চৌধুরী সাহেব বিষিয়ে উঠতে লাগলেন। কন্যা ইসরত জাহানের নালীশের প্রেক্ষিতে এই বিরাগ-বিতৃষ্ণা নয়। গাল ফুলিয়ে কয়েকদিন সরে থাকা ব্যতীত, পিতা তো দূরের কথা, অন্য কারো কাছেই মাহমুদ আলীর বিরুদ্ধে ইসরত জাহান কোন কথা বলেনি। কোন আক্ষেপ অভিযোগ করেনি। চৌধুরী সাহেবের বিরাগটা ভিন্নতর কারণে।

নিকট প্রতিবেশী মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে ইরাদত আলী চৌধুরীর যথেষ্ট দহরম মহরম ছিল। মুনশী সাহেবকে চৌধুরী সাহেব খুবই ইজ্জত দিয়ে

www.pathagar.com

চলতেন। শুধু একজন মেধাবী সহপাঠী হিসেবেই নয়, মুনশী সাহেবকে ইজ্জত করার আর একটা বড় কারণ ছিল।

ইরাদত আলী চৌধুরী যখন জমিদার হননি, তখন তাঁর সামাজিক অবস্থান ছিল মুনশী সাহেবের চেয়ে অনেকখানি নীচে। মুনশী সাহেবের আব্বারা বংশ পরম্পরায় মুর্শিদাবাদের নবাবদের অধীনে বড় পদে নকরী করতেন। সেই সুবাদে তাঁদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লাখেরাজ জমিজমা ছিল। নিজেদেরও অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। অনেক জমি ইতিমধ্যে খরিদও তাঁরা করেছিলেন। সব মিলে তাঁরা ছিলেন এ এলাকার বড় জোতদার। সে তুলনায় ইরাদত আলী সাহেবেরা ছিলেন সাধারণের চেয়ে অল্প একটু উন্নতমানের গৃহস্থ।

ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এই পরিস্থিতি পাল্টে গেল। মুনশী সাহেবদের তামাম লাখেরাজ জমি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিলো। তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তিরও অনেক অংশ তৎকালীন অমুসলমান জমিদার বাঁকী খাজনার অজুহাত তৈরি করে নিলাম করে নিলেন। তাঁরাই শুধু নন, এ সময় বিত্তবান প্রায় সকল মুসলমান প্রজাই এসব জমিদার-ইজারাদারদের হাতে মিস্‌মার হয়ে গেলেন। কলিকাতার বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র থেকে মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব যখন প্রভূত এলেম হাসিল করে বাড়ীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক অবনতি ঘটেছে এবং তাঁর পিতাও ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। ফলে, অর্থনৈতিক দৈন্য কাটিয়ে উঠার তাকিদেই মুনশী সাহেব নকরী নিয়ে হুগলীতে চলে গেলেন।

অপরপক্ষে, ইরাদত আলী সাহেব বিদ্যা রেখে মাঝপথে বিত্তের ধান্দায় বেরুলেন। স্থানীয় মাদ্রাসার পড়া শেষ করেই তিনি ইংরেজ সরকারের রাজস্ব বিভাগে নকরী জুটিয়ে নিলেন এবং সেই সূত্র ধরে ইংরেজ উপরওয়ালা ও বড় বড় জমিদারদের মনোরঞ্জনে মনোপ্রাণ সঁপে দিলেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আর বিস্ময়কর অধ্যবসায় বিফলে গেল না। উপরওয়ালার সুনজর ও বড় বড় জমিদারদের সুপারিশের বদৌলতে তিনি এই জামালবাটি মহালটার প্রথমে আদায়কারী ও পরে পত্তন নিয়ে জমিদার হয়ে বসলেন। উপাধি নিলেন চৌধুরী। কতদিন আর আগের কথা ? বছর বিশেক হবে বড়জোর।

জমিদার হওয়ার আগের অবস্থার কথা সম্যক ইয়াদে ছিল ইরাদত আলী চৌধুরীর। জমিদার হয়েও তাই মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবকে যথেষ্ট ইজ্জত করে চলতেন তিনি। এককালের সহপাঠী হিসাবে বন্ধুসুলভ আলাপ-আচরণ করতেন। এই সম্প্রীতিতে অবশেষে বৈপরীত্য দেখা দিলো। বিভাজন শুরু হলো। এই বিভাজন ক্রমেই সংঘাতের রূপ নিতে লাগলো।

মুনশী সাহেবের উপর বেশ কিছুদিন থেকেই চৌধুরী সাহেব নারাজ হয়ে উঠছিলেন। নিজের উপলব্ধি ও নানাজনের অভিযোগ ক্রমেই তাঁকে গরম করে তুলছিল। জামালবাটি মসজিদের ইমাম সাহেব একজন প্রাচীনপন্থী লোক। সাবেক মতবাদের সাবেকী মানুষ। তিনিই চৌধুরী সাহেবের মন বিষিয়ে দিলেন অধিক।

www.pathagar.com

আর চুপ থাকতে না পেরে চৌধুরী সাহেব একদিন মুনশী সাহেবকে সাথে নিয়ে বসলেন এবং নাখোশ কণ্ঠে বললেন—এসব আপনি কি শুরু করলেন মুনশী সাহেব ? আমাকে কি শান্তিতে থাকতে দেবেন না ?

মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—কথাটা ঠিক বুঝলাম না তো ?

ইরাদত আলী চৌধুরী ভূমিকা শুরু করলেন। বললেন—পয়লা কথা হলো, হুগলীর ঐ চাকুরীটা ছেড়ে দিয়ে খামাখা আপনি গাঁয়ে ফিরে এলেন কেন ? ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন আপনি। বড় পদ, মোটা মাহিনে। লেগে থাকলে হালত্ আপনার পাল্টে যেতো। সেটা বাদ দিয়ে আপনার চলে আসার কারণ কি ঘটলো।

ঃ কারণটা তো আপনাকে বলেছিই। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ওটা একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। অথচ ইংরেজরা এসে যেভাবে সেখানে খবরদারী করতে লাগলো, তাতে আর ছেড়ে না দিয়ে করি কি ?

ঃ দেশের রাজা তাঁরা। তাঁরা তো খবরদারী করবেনই।

ঃ তা করুক। কিন্তু খামাখা এমন প্রভুত্ব খাটানো শুরু করলো যে, দু' বেলা তাদের তোয়াজ না করলে, ঐ পদ টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর ছিল না।

ঃ করবেন। তোয়াজ করার দরকার হলে করবেন। ইংরেজ রাজত্বে বাস করবেন আর ইংরেজদের তোয়াজ করবেন না, এমন হলে চলবে কেন ? এটা তো আপনার বেয়াদবী।

মুনশী সাহেব ক্ষুণ্ন হলেন। ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—দেখুন চৌধুরী সাহেব, ঐ কাজটিকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। কাউকে তোয়াজ করে স্বার্থ হাসিল করতে হবে বা স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে হবে, এমন এলেম কখনো আমি পাইনি। এমন রুচিও আদৌ আমার নেই।

চৌধুরী সাহেব রুষ্ট হলেন। উষ্মার সাথে বললেন—নেই বেশ। গাঁয়ে ফিরে এলেন ভাল কথা। যেভাবে ইবাদত বন্দেগী নিয়ে ছিলেন, সেভাবেই থাকবেন। তা না থেকে এসব কি শুরু করলেন ?

ঃ এসব কি সব ?

ঃ আমার ছোট লোক প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন কেন ? ইতর শ্রেণীর মধ্যে সমতার বিষ ছড়াতে লাগলেন কেন ? এ হলে মানীদের কি মান-সম্মান থাকবে ?

মুনশী সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন—ও, একথা ?

ঃ হ্যাঁ, একথা। দুনিয়ার সব মানুষ সমান, কোন ইতর-ভদ্র নেই, আশরাফ-আতরাফ নেই, সকলের মান-মর্যাদা এক—কোন উঁচু নীচু নেই—এসব কি ? ছোট লোকদের আবার মান-ইজ্জত কি ? এ এলেম কোথায় পেলেন আপনি ?

ঃ কোথায় পাবো মানে ? ইসলামেরই শিক্ষা এটা। আমাদের দ্বীনেরই কথা। দুনিয়ার সব মানুষই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। সবাইকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন

www.pathagar.com

তিনি। চরিত্রের দোষ ছাড়া, গরীব বলে কাউকে হেয় করার কোন ফাঁক নেই। সব মানুষেরই ইজ্জত আছে নিজস্ব। এছাড়া, মুসলমানদের মধ্যে তো উঁচুনীচু ফারাগ করার প্রশ্নই উঠে না। মুসলমানেরা সকলেই ভাই ভাই।

ঃ তাই কি হতে পারে কখনোও ! ওগুলো সব কেতাবী বুলি। একজন কামিন-মজদুর আর একজন জমিদার কি ইজ্জতে সমান ?

ঃ বিলকুল সমান। কোন প্রাচুর্য্যই একজন মুসলমানকে আর একজন মুসলমানের চেয়ে অধিক ইজ্জত দেয় না। আপনার তো না-জানা থাকার কথা নয়। একজন ফকিরের পেছনে গরীব-ধনী সবাই, এমনকি দেশের বাদশাহও এসে নামাযে দাঁড়াবেন, এই হলো ইসলামের বিধান। ফকির বলে ইনকার করার কিছুই এখানে নেই। ইসলা-মের শিক্ষা হলো—

কোণঠাশা হয়ে ইরাদত আলী চৌধুরী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—আরে রাখেন আপনার ইসলাম। ইসলাম-ইসলাম করবেন না। ইসলামের তো মাথায় বাড়ি দিচ্ছেন আপনারা। কোন্ এক বেজুম্আওয়ালার পাল্লায় পড়ে জুম্আর নামায, ঈদের নামায আপনারা বাতিল করে দিয়েছেন। ইসলাম কি আর রেখেছেন ?

ঃ কেন ইসলাম থাকবে না ? যেখানে জুম্আর নামায ঈদের নামায জায়েয নয়, সেখানে ঐ দু' নামায না পড়লেই কি ইসলাম খারিজ হয়ে যাবে ?

ঃ জায়েয নয় !

ঃ না। বর্তমান অবস্থায় আমরা জায়েয মনে করিনে। 'দার-উল-হরব্' বলে মনে করি এই দেশকে আমরা এখন। এদেশ এখন বিজাতির দখলে আর বিজাতির দ্বারা শাসিত। মুসলমান কাজী আর ইসলামের আইন মোতাবেক এ দেশ এখন চলছে না। এখানে আমরা ঐ দু' নামায জায়েয মনে করিনে।

ঃ তাহলে কি ইসলাম থাকলো ?

ঃ থাকবে না কেন ? ইসলামের নামে যেসব অপ্রাসঙ্গিক ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড, অর্থাৎ শির্‌ক-বিদাতে আমাদের মুসলমান সমাজ নিমজ্জিত আছে, আমরা তার সংস্কার সাধন করছি। ইসলাম আমরা রাখলাম না মানে ? ইসলামের যাকিছু অবশ্য করণীয় তাই আমরা করছি। আসল কাজ উপেক্ষা করে শির্‌ক বিদাত নিয়ে মত্ত থাকার নাম কি ইসলাম পালন করা ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ তৌহিদের আদর্শ আর ইসলামের মূল খুঁটি—ঈমান মযবুত করার অঙ্গীকার বা কালেমা, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযান মাসের এক মাস রোযা, অর্থনৈতিক সামর্থ অনুযায়ী যাকাত প্রদান এবং অর্থনৈতিক ও শারীরিক সামর্থের প্রেক্ষিতে হজ্জ পালন—ইসলামের এ পাঁচটি স্তম্ভ মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা আর শির্‌ক-বিদাত পরিহার করা মুসলমানদের একান্ত ও অবশ্য কর্তব্য। কয়জন আমরা এ পাঁচটি খুঁটি আঁকড়ে ধরে আছি আর শির্‌ক-বিদাত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করেছি ? বরং দেখা যাচ্ছে, এ পাঁচটি খুঁটি যা আমাদের জন্যে ফরয তা ছেড়ে দিয়ে আমরা কেবলই যা ফরয নয় তাই আর শির্‌ক-বিদাত নিয়ে মত্ত হয়ে আছি।

www.pathagar.com

চৌধুরী সাহেব উপহাসের সুরে বললেন—ও, তাই আপনাদের লোকে ফরায়েজী বলে ? আপনারা তাহলে সেরেফ ফরয মেনে চলা লোক ?

ঃ হ্যাঁ, আমরা ফরয মেনে চলা লোক আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা লোক। বর্তমান পরিবেশে এটিই উত্তম।

ঃ কার কাছে এই ছবক লাভ করলেন আপনি ? হাজী শরীয়তুল্লাহ নামের কে একজন পীর সাহেবের আবির্ভাব ঘটেছে, তার কাছে ?

ঃ হ্যাঁ, তাঁরই কাছে।

ঃ ঐ পীরেরই মুরিদ হয়েছেন আপনি ?

ঃ না পীর নয়। পীর-মুরিদের দর্শন আমাদের দর্শন নয়। আমাদের সম্পর্ক উস্তাদ-সাগরিদের। হাজী সাহেব আমাদের উস্তাদ অর্থাৎ শিক্ষক আর আমরা তাঁর সাগরিদ অর্থাৎ ছাত্র।

ঃ কি তাজ্জব ! আপনি একজন এ এলাকার শ্রেষ্ঠ আলেম। জবরদস্ত পণ্ডিত মানুষ। আপনি গিয়ে ছাত্র হলেন কোথাকার কে ঐ এক অজ্ঞ আর ভাবপ্রবণ ব্যক্তির ?

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে মুনশী সাহেব বললেন—ভুল-ভুল, বিলকুল আপনার জানার ভুল। অজ্ঞ বলছেন কাকে ? তাঁর মতো বিজ্ঞ আর বিদ্বান্ ব্যক্তি সেরেফ এই মাদারীপুরে কেন, গোটা ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, মোমেনশাহী জেলায় আর দ্বিতীয়জন কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই।

ঃ বলেন কি ! বাড়ী কোথায় তাঁর ?

ঃ এই মাদারীপুরেরই সাম্মাইল নামক এক গ্রামে। মানে, ওটাই তাঁর জন্মস্থান।

ঃ উনি কি কোন প্রবীণ ব্যক্তি, না একেবারেই এক—

ঃ হ্যাঁ, প্রবীণই বলা যায়। আমার আপনার সমবয়সীই হবেন। ঈসায়ী ১৭৮১ সনে তাঁর জন্ম।

ঃ এত এলেম উনি শিক্ষা করলেন কোথায় ? কলিকাতায় ?

ঃ সেরেফ কি কলিকাতায় ? কলিকাতায়, হুগলীর ফুরফুরায়, অর্থাৎ মুল্লা সিমলায়, মক্কায়, মদীনায়, এমনকি আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারেও অধ্যয়ন করেছেন তিনি। দেশের শিক্ষার পর মক্কা ও মদীনা মনোয়ারাতেই উনি সুদীর্ঘ ষোল বছর যাবত এলেম শিক্ষা করেছেন। এরপরে আল্ আজহারে গেছেন।

ইরাদত আলী চৌধুরী দমে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন—তা এতবড় পণ্ডিত লোক যদি, তাহলে উনি আবার ইসলামের মধ্যে ফরায়েজী নামের নতুন ধর্ম ঢোকাতে লাগলেন কেন ?

ঃ নতুন ধর্ম দেখলেন কোথায় ? ইসলাম ধর্মেরই সংস্কার সাধন করছেন তিনি। ইসলামের মধ্যে যে আবিলতা ঢুকেছে, তা দূর করে মুসলমানদের মূল পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

ঃ এ খেয়াল তার কি করে হলো ? সংস্কার সাধনের এই এত উৎসাহ—

মুনশী সাহেব বললেন—উনি যখন আরবে ছিলেন তখন আরবের ধর্মীয় সংস্কারক শেখ মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। যদিও

www.pathagar.com

তাঁর আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নয়, তবু ওয়াহাবী আন্দোলন দ্বারা তিনি সরাসরি অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছেন।

ঃ তা আসুন। সংস্কার করবেন, করুন। কিন্তু আমাদের এদেশের মুসলমান সমাজ সুদীর্ঘকাল ধরে যেসব উৎসব-অনুষ্ঠান করে আসছে আর যেসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, যথা—ঈদ, মুহররম, জন্ম, মৃত্যু, আকীকা, শাদি—এসব উৎসব-অনুষ্ঠান কি সবই বিদাত ? এগুলো উনি বাদ দিলেন কেন ?

ঃ বিলকুল তো বাদ দেয়া হয়নি ? যেগুলো শির্ক-বিদাত আর অনর্থক ব্যয়বহুল, সেগুলোই ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমাদের মতাদর্শে ঈদের নামায না থাকলেও কুরবানী আছে। ধুম-ধাম বাদ্যি-বাজনা আর তাজিয়া মিছিল না থাকলেও, মুহররমের সময় দিনে রোযা আর রাতে ইবাদত-মুনাজাত আছে। বাহুল্য খরচ সাপেক্ষ আর অর্থহীন জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস, শাদি দিবস—এসব পালন করা নেই। কিন্তু নাচগান ও বাদ্যি-বাজনাহীন আকীকা অনুষ্ঠান আছে। শাদির দিনে দুলাহ্-দুলহীনকে উত্তম পোশাকে সাজানো আর আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখীদের নিয়ে খানার অর্থাৎ ওয়ালিমার বিধান আছে। মৃত্যুতে দাফন-কাফন-জানাযা আছে, দোআ কালাম পাঠ আছে। কিন্তু কবরে ফুল দেয়া, বাতি দেয়া, সমতলের অধিক উঁচু করে কবর তৈরি করা আর কবর বাঁধানো—এসবই কেবল নেই। নইলে নেই কি ?

ঃ তারপর ?

ঃ কাঙাল বলে কোন মানুষকে আমরা ছোট করে দেখিনে। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের আমরা ভাই বলে মনে করি। এছাড়া, আমাদের বিধানে যেটাতে অত্যন্ত জোর দেয়া আছে তা যদি এ দেশের সকল মুসলমান মেনে চলতো, তাহলে দেশের হালত্ পাল্টে যেতো আর আমাদের কওমের অবস্থান-ইজ্জত আসমানের কাছাকাছি উঠে যেতো।

ঃ কি সেটা ?

ঃ ঈমানী চেতনা ও চরিত্র গঠন। ঈমান মযবুত করার আর পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়ার উপর এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, ফরায়েজী বলে যাদের আখ্যয়িত করছেন, সেই একজন ফরায়েজীর চরিত্র যদি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, সাবেক ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে আজ যাঁরা সাবেকী হয়ে আছেন, তাঁদের অনেকের চেয়ে সেই ফরায়েজীর চরিত্র শতগুণে উত্তম।

ঃ বটে !

ঃ এছাড়া নিজের কাজ নিজে করতে এবং কোন কাজকে ছোট করে না দেখতে সবাইকে আমরা উৎসাহিত করছি। ইসলামের আদর্শ-চেতনা সমুন্নত রাখতে আমরা মুসলমানদের লেবাসেও পরিবর্তন এনেছি। অমুসলমানদের মতো করে ধূতির এক প্রান্ত দু' পায়ের মধ্যে দিয়ে পশ্চাৎভাগে গোঁজা মুসলমানী রীতি আচার নয়। ওভাবে কাপড় পরা আমরা না-মঞ্জুর করেছি। মুখে দাড়ি রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ

www.pathagar.com

করেছি। এক কথায়, যাকিছু ইসলামের নীতি আদর্শের অনুকূল, তা করতেই লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করছি আমরা। ইসলামের নীতি আদর্শের চেয়ে উন্নত ও পবিত্র নীতি আদর্শ আর কি আছে দুনিয়ায় ?

কিন্তু অরণ্যে রোদন। এতটার পরও জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরীর দীলে শুভ বুদ্ধির কোন উদয় উন্মেষ ঘটলো না। তাঁর মনের মেঘ কাটলো না। তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—তা ইসলাম করছেন করেন। ইসলাম করার নামে আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগছেন কেন ? সমতার ধোঁয়া ছড়িয়ে আমাদের ছোট লোক প্রজাদের নিয়ে আপনারা দল পাকাচ্ছেন কেন ?

ঃ দল পাকাচ্ছি মানে ?

ঃ যা লক্ষ্য করছি তাতে তো দেখছি, ফরায়েজী নীতিধারী আমাদের চাষাভূষা, তাঁতী মজদুর প্রজারা দিন দিন জোট বেঁধে ফেলছে। একজন ফরায়েজী কোন কারণে হাঁক দিলেই দশজন ফরায়েজী এসে তার পাশে দাঁড়াচ্ছে। এসব কিসের আলামত ?

ঃ তাতো দাঁড়াবেই। সেই শিক্ষাই তো দেয়া হচ্ছে তাদের। গরীব-দুঃখীদের দুঃখ মোচনে সহায় হওয়ার জন্যে, বিপদে-আপদে প্রতিবেশীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে, তাদের কাজে ও উপকারে লাগার জন্যে ফরায়েজীদের সকলকে নসিহত করা হচ্ছে। বিপদগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তির ডাকেই তারা সাড়া দেবে। আর সে ব্যক্তি যদি একজন ফরায়েজী মতাদর্শের সমর্থক হয়, তাহলে যে একজনের ডাকে দশজন ফরায়েজী ছুটে আসবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

চৌধুরী সাহেব শ্লেষভরে বললেন—এরপর একদিন দল বেঁধে এসে জমিদারদের জমিদারীগুলো উৎখাত করে দেবে, এটাও স্বাভাবিক, না কি বলেন ?

ঃ কক্খনো নয়। আপনারা তাদের জুলুম করা বন্ধ করুন, আপনাদের গায়ে তারা কাটার আঁচড় লাগাবে না।

ঃ তার নিশ্চয়তা কি ? জোটটা পেকে উঠলেই ওরা বলবে, কোন খাজনাই জমিদারকে দেবো না। খাজনা না দিলে কি জমিদারী থাকবে কারো ?

ঃ ন্যায্য খাজনা কেউ বন্ধ করবে না। ন্যায্য খাজনা জমিদারের হক। কারো হক মারার কোন শিক্ষা ফরায়েজীরা কেউ পায়নি। আপনারা জুলুম করা, অন্যায় হুকুম করা আর যে কোন অছিলায় অতিরিক্ত কর আদায় করা বন্ধ করুন, দেখবেন কেউ আপনাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করছে না। উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কোন ফরায়েজী করে না।

ঃ এটা কি কোন কথা হলো ? দু' পয়সা বাড়তি আদায় না করলে, জমিদারদের শান-শওকত বজায় থাকে কি করে ? শান-শওকত না থাকলে কি জমিদারের ভাবমূর্তি থাকে, না জমিদারী চালানো যায় ? অপরদিকে, অন্যায় হোক আর যা-ই হোক, যা ইচ্ছে আর যখন ইচ্ছে ঐসব ছোট লোকদের হুকুম করতে না পারলে, জমিদার হলেম কিসে ? প্রজার উপর রাজার এ অধিকার না থাকলে রাজায় প্রজায় ফারাগটা থাকে কি ? আর তাকে রাজা বলে কে ? হুকুম করার সাথে সাথে পড়িমরি সবাই পালন করবে সে হুকুম, তবেই না রাজা ?

www.pathagar.com

মুনশী সাহেব বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—সমস্যাটা তো দেখা দিয়েছে এখানেই। আপনারা জমিদার হয়েছেন বলে যদি নিজেদেরকেই কেবল মানুষ মনে করেন, আর প্রজাদের মনে করেন ইতরপ্রাণী, তাহলে আর রাজায় প্রজায়, সম্প্রীতিটা থাকে কি? রাজাই বলুন আর জমিদারই বলুন, তাঁরা তো কেবল হুকুম করার মালিকই নন। তাঁরা প্রজাদের অভিভাবক। প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখা তাঁদেরই দায়িত্ব। তা নয়, আপনারা শুধু জুলুম করবেন আর যখন তখন যে কোন অছিলায় অতিরিক্ত অর্থ আদায় করবেন—এই একতরফা কারবার কি টিকে থাকে চিরকাল? এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবেই।

চৌধুরী সাহেব সরোষে বললেন—মুনশী সাহেব!

মুনশী সাহেব নির্বিকার কণ্ঠে বললেন—আপনার ব্যাপারটা তবুও কিছুটা বরদাস্তের মধ্যে আছে এখনও। কিন্তু অমুসলমান জমিদারেরা কি করছেন, তা দেখছেন না? অতিরিক্ত অর্থ আদায় আর জুলুম-অত্যাচার যা করছেন তাতো করছেনই, এর উপর আবার তাদের পূজাতে, পার্বণে, রথযাত্রায়, দোলযাত্রায় মুসলমান প্রজাদের অর্থ যোগান দিতে বাধ্য করছেন, যা মুসলমানদের জন্যে শির্‌ক আর হারাম। পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ যেভাবেই হোক, পুতুল পূজায় সহযোগিতা করা মুসলমানদের জন্যে মহাপাপ। অথচ অমুসলমান জমিদারেরা সে খরচ তো আদায় করছেনই, তদুপরি মুসলমান প্রজাদের নানাভাবে তাঁদের পূজা-পার্বণের কাজে অংশ গ্রহণেও বাধ্য করছেন। এটি হতে পারে না। কক্‌খনো না।

চৌধুরী সাহেব কঠোর কণ্ঠে বললেন—হতেই হবে আর এটিই আমার বক্তব্য। ইংরেজ রাজত্বে বাস করবেন তবু ইংরেজদের তোয়াজ করবেন না, অমুসলমান জমিদারদের জমি ভোগ করবেন তবু তাঁদের হুকুম-আদেশ মানবেন না, তাদের পূজা-পার্বণে অর্থ যোগান দেবেন না, এরপরও তাঁরা কি আপনাদের মাথায় নিয়ে নাচবেন? হুঁশিয়ার হয়ে যান। এদেশের প্রায় সকল জমিদারই অমুসলমান জমিদার। তাঁদের মনোভাব আমি জানি। তাঁরা সবাই হাঁপরের মতো ফুঁশছেন। আপনাদের এই ফরায়েজী মতবাদ ওয়ালাদের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রোশের সীমা-পরিসীমা নেই। বাড়াবাড়ি না ছাড়লে, আপনাদের নসীবে অচিরেই চরম দুর্ভোগ আছে বলে দিলাম—

আর একটা কথাও না বলে চৌধুরী সাহেব উঠে গেলেন।

৩

কয়েকটা দিন গেল। ইসরত জাহান কয়েক দিন আর এদিকে এলো না। এরপরে আবার তাকে মাহমুদ আলীদের বাড়ীর সামনে দেখা গেল। বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে সে যাতায়াত করতে লাগলো। হর-হামেশাই নয়। মাঝে মধ্যে আর সময় সময়। কোথায় যায়, কার কাছে যায়, ইসরত জাহানই জানে। রাস্তা দিয়েই যায় আসে, মাহমুদ আলীদের বাহির আঙ্গিনায় নামে না।

গোলাপ বাগানের বেড়াটা ঠিকঠাক করার কালে মাহমুদ আলী লক্ষ্য করলো, ইসরত জাহান ঐ রাস্তা দিয়ে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে। হাতের কাজ বন্ধ করে মাহমুদ আলী যেই মুহূর্তে ইসরত জাহানের দিকে

www.pathagar.com

সরাসরি তাকালো, ইসরত জাহান তখনই নজর ফিরিয়ে নিয়ে একটানা চলে গেল। এদিকে আর একবারও তাকালো না।

আবার দু' তিন দিন ইসরত জাহানের খবর নেই। আলস্যে অবসরে রাস্তার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকা ছাড়া মাহমুদ আলীরও এ নিয়ে কোন উত্তেজনা নেই। মাদ্রাসার পড়া তৈরী করা, মাদ্রাসায় যাতায়াত আর বাগানের টুকিটাকি কাজের মধ্যেই দিন তার কেটে যায়। সময় হাতে থাকলে, বাহির আঙ্গিনায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে।

আজও সে ক্ষণকাল হাঁটাহাঁটি করলো। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রাস্তার প্রায় কাছাকাছি এসে আনমনে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে তার ছোট্ট একটা নিমগাছ। দাঁতন করার জন্যে এর একটা ডাল ভাঙ্গা যায় কিনা, চিন্তা করতে লাগলো। ইসরত জাহান এ সময় রাস্তা বেয়ে এসেই মাহমুদ আলীর কাছাকাছি হয়ে গেল। ইসরত জাহানের নজর ছিল গোলাপ বাগানের দিকে। গাছের আড়ালে দাঁড়ানো মাহমুদ আলীকে দেখতে পায়নি ইসরত জাহান। দেখতে পেয়েই সে একটু থমকে গেল। এরপর না দেখার ভান করে মাহমুদ আলীর পাশ কাটিয়ে যেতেই মাহমুদ আলী ঈষৎ ঠেশ্ দিয়ে বললো—কি ব্যাপার ? ওদিকে যে আজকাল ঘন ঘন যাতায়াত ? নয়া-সঙ্গীর সন্ধান পাওয়া গেছে বুঝি ? হুকুম তামিল করার তৈরী কোন গোলাম ?

ইসরত জাহান কোপ নজরে তাকালো। রোষভরে বললো—আমার ইচ্ছে। তাতে তোমার কি ? হুঁঃ !

মুখ ঝাম্‌টা মেরে ঘুরে দাঁড়ালো ইসরত জাহান। গতি বদল করে ফের বাড়ীর দিকে রওনা হলো। তা দেখে মাহমুদ আলী সবিস্ময়ে বললো—সেকি ! আবার ফিরে যাচ্ছো যে ? যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে গেলে না ?

চলার উপর থেকেই ইসরত জাহান একইভাবে বললো—আমার ইচ্ছে। তাতে তোমার কি ?

হাজী শরিয়তুল্লার সংস্কার আন্দোলনের কাজে মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব এখন বাড়ীতেই থাকতে পারেন না। বিভিন্ন এলাকায় সংগঠন করে বেড়ান। পুরুষ মানুষ বলতে বাড়ীতে এখন থাকে হাকিমউদ্দীন আর মাহমুদ আলী। জেনানাই বা স্থায়ী কে ? মাহমুদ আলীর আম্মাজান বেঁচে নেই। থাকে যারা সবাই তারা ক্ষণস্থায়ী। আজ এরা, কাল ওরা। মাঝে হয়তো কেউ না। হাকিমউদ্দীন সর্বকাজে পারদর্শী। এতে করে সংসারটা অচল হয়ে যায় না।

কয়দিন হলো মাহমুদ আলীও নেই। মাদ্রাসা বন্ধ। বেশ কয়েকদিন ছুটি পেয়ে মাহমুদ আলী তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গেছে। অনেকদিন যায়নি। এবার ছুটির কয়দিন ওখানেই সে কাটাবে, এই হলো খবর। ইসরত জাহানও এ খবর জানে।

ইসরত জাহান এখনও ঐ রাস্তা দিয়ে মাঝে মধ্যেই যাওয়া-আসা করে। সে যায় তারই এক সহপাঠিনীর কাছে। মিশনারী ইস্কুলের এক ছাত্রী মরিয়ম ওরফে মেরিনার বাড়ী এদিকে। মাহমুদ আলীদের বাড়ীর কয়েকটা বাড়ী পরেই। ফরায়েজী বিরোধী এক সাবেকী মুসলমানের মেয়ে। এক শ্রেণীতে পড়ে।

www.pathagar.com

পল্লবীর মামীরা ছুঁচিবাই গ্রস্ত মহিলা। তাদের অন্দর মহলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরই সহজ প্রবেশ ও স্বাধীন বিচরণ নেই। পল্লবীদের সাথে ইসরত জাহানের মেলামেশা ও বন্ধুত্ব বাড়ীর বাইরে কেবল। বহির্বাটির সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেখানে গিয়ে স্বস্তি পায় না ইসরত জাহান। সঙ্গীহীনা ইসরত জাহান এখন তাই মেরিনাদের বাড়ীতেই মাঝে মধ্যে যায়। কিছু সময় সেখানে গিয়ে কাটায়।

আজও সে সেখানেই যাচ্ছিল। মাহমুদ আলীদের বাড়ীর সামনে এসেই সে রাস্তা থেকে দেখতে পেলো, একটা ছেড়ে দেয়া গরু বেড়া ভেঙ্গে মাহমুদ আলীর গোলাপ বাগানে ঢুকেছে। বেড়ার পাশের ঘাসগুলো কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। তার পদচারণায় গাছগুলো দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে ডাল। দেখা মাত্র সে হৈ হৈ করে ছুটে এলো। হাতের কাছে ঢিল-পাটকেল যা পেলো, তাই দিয়ে গরুটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলো। ব্যর্থ হয়ে সে ছুটে এলো মাহমুদ আলীদের দেউটির কাছে। দেউটি থেকে ব্যস্তকণ্ঠে ডাক হাঁক শুরু করলো। উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলো—হাকিম চাচা, ও হাকিম চাচা—! হায় হায়, শেষ করলো ! একদম শেষ করে ফেললো !

ভেতর থেকেই হাকিমউদ্দীন জবাব দিলো—কে ডাকে ? কি হয়েছে ?

ইসরত জাহান সরোষে বললো—কি হয়েছে মানে ? গরু ঢুকে বাগানটা তছনছ করে ফেললো, তবু তোমরা দেখবে না ? মাহমুদ আলী বাড়ীতে নেই বলেই তার বাগানটা শেষ হয়ে যাবে ? বাগান করতে কষ্ট হয়নি তার ? বিনাকষ্টে—

"জরুর–জরুর, জিয়াদা কষ্ট হয়েছে। কষ্ট হয়নি মানে ?"

—বলতে বলতে ইসরত জাহানের কথার মাঝেই বেরিয়ে এলো মাহমুদ আলী। আজই সে বাড়ীতে ফিরে এসেছে।

হাকিমউদ্দীনের বদলে খোদ মাহমুদ আলী তার সামনে এসে পড়ায় চমকে উঠলো ইসরত জাহান। 'ওম্মা' বলে শরমে দু' হাতে মুখ ঢেকে তৎক্ষণাৎ সে প্রাণপণে দৌড় দিলো। অনেক ডাকাডাকি করেও মাহমুদ আলী তাকে আর ফেরাতে পারলো না।

সেদিন শুক্রবার। মাদ্রাসা-মক্তব বন্ধ। মিশনারী ইস্কুলটাই খোলা। গঞ্জের এক লোককে কিছু জিনিস পৌঁছে দিয়ে মাহমুদ আলী সেদিন মিশনারী ইস্কুলের পথ ধরে বাড়ীতে ফিরে আসছিল। তার এক হাতে খালি একটা থলে আর এক হাতে মযবুত এক লাঠি। গঞ্জের এদিকে নীলকর সাহেব আর অমুসলমান জনগণের বসতিই অধিক। এ পথে তাই পোষা-নাপোষা অনেক কুকুরের ভিড়। সেবার তো তাকে প্রায় কামড়েই দিয়েছিল। প্রাণপণে দৌড় দিয়ে কোন মতে বাঁচে। এবার তাই প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে আর বন-জঙ্গলের কেনার ঘেঁষে সদ্য নির্মিত কাঁচা সড়ক। মিশনারীদের উদ্যোগেই এ পথের সৃষ্টি। এটিই এদিক থেকে মিশনারী ইস্কুলে যাওয়া-আসার পথ। এ পথে চলারকালে এক জায়গায় এসে মাহমুদ আলী দেখলো, পথ থেকে খানিকটা দূরে এক লা-ওয়ারিশ জঙ্গলের ধারে বানরের মাথার মতো কতকগুলো আজব মাথা লাফাচ্ছে। মাথার পেছনে লেজ। গুল্মজাতীয় ছোট ছোট গাছ-গাছড়ার আড়াল থাকায়, মাথার নীচের অংশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে মাথাগুলোর নীচে যে, সাদা সাদা ধরনের অংশ একটা আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

এ দৃশ্য হঠাৎ করে চোখে পড়লে লহমাখানেক সকলেরই বিভ্রান্ত হওয়ার কথা। মাহমুদ আলীও তাৎক্ষণিকভাবে বিভ্রান্তিতে পড়লো। এরপরে খেয়াল করে দেখলো, কোন আজব প্রাণীর মাথা নয়, মানুষেরই মাথা। কপালের উপর বারান্দাওয়ালা বানর মস্তক সদৃশ্য এক কিসিমের বিদেশী টুপী মাথায় থাকায় এবং টুপীর রং কালো হওয়ায় মাথাগুলোকে বানরের মাথা মনে হচ্ছে। মাথার পেছনে লেজগুলোও লেজ নয়, চুলের বেণী।

মাহমুদ আলীর দীলে কৌতুহলের উদ্রেক হলো। রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের কাছে চলে এলো। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখলো, মানুষই শুধু নয়, সবক'টাই মিশনারী ইস্কুলের ছাত্রী। প্রত্যেকেরই পরণে হাঁটুর গিরার উপরে তোলা সাদা কাপড়ের বেড়। হাতাহীন আঁটসাঁট সাদা জামা গায়ে। বুকের মাঝখানে ইস্কুলের প্রতীক ক্রস্ চিহ্ন আঁকা। মাথার চুল বেণী করা। চুলের উপর ঐ কিসিমের টুপী ও নগ্ন হাঁটুর নীচে দু' পায়ে জুতা। এগুলো ইস্কুলের পোশাক। নির্ধারিত লেবাস। কারো কারো মাথায় আবার বেণীটিও নেই। চুলগুলো ঘাড়ের উপর দিয়ে সরল রেখায় ছেঁটে দেয়া।

মাহমুদ আলী অবাক বিস্ময়ে দেখলো, এরা কেউ ফিরিঙ্গীতনয়া নয়। সবগুলোই বাঙ্গালী আর সবগুলোই জামালবাটির মেয়ে। এদের একজন ইসরত জাহান। জনাকয়েক জামালবাটিরই অন্য মেয়ে। বাদ বাঁকীরা পল্লবী ও তাদেরই জ্ঞাতি গোষ্ঠী। পল্লবীদের গাড়ী আজ অন্য কাজে গেছে। পল্লবীরা সবার সাথে দল বেঁধে আসছে।

এদের জঙ্গলে আসার হেতুটিও সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়লো মাহমুদ আলীর। বিরাট এক পেয়ারা গাছের ফল ভর্তি একটা ডাল অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে। সেই ডালে আর সারা গাছে ডাঁশা-ডাঁশা অনেকগুলো পেয়ারা দেখা যাচ্ছে। কি করে এরা সন্ধান পেলো, এরাই তা জানে। সন্ধান পেয়ে এসেই এরা হেলে পড়া পেয়ারার ডাল ধরার জন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এটা ওটার সাহায্যে ধরার চেষ্টা করছে। হাতে না পেয়ে ঢিল ছুড়ছে পাকা পেয়ারা লক্ষ্য করে। কিন্তু সর্ববিধ চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে মাহমুদ আলী এ দৃশ্য দেখছে আর মিটি মিটি হাসছে।

এমন সময় এক আজব কাণ্ড ঘটে গেল। মজার কাণ্ডই বটে। পেয়ারা গাছ থেকে অল্প একটু দূরে জঙ্গলের ভেতরে দু'টি বেজী অকস্মাৎ লড়াই বাদিয়ে দিল। একে অপরকে আক্রমণ করে তারা এমন কর্ণভেদী শব্দে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠলো আর ক্যাঁ-ক্যাঁ রবে লতাপাতা উলট পালট করতে লাগলো যে, ঐ বিকট শব্দ কানে যাওয়ার সাথে সাথে মেয়েগুলো ভয়ানক চমকে গিয়ে হাতখানেক শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। এরপরেই সবাই ছুটে এসে সবাইকে সবলে আঁকড়ে ধরলো। ঐ অবস্থায় তারা কেউ 'বাঘ-বাঘ', কেউবা 'ভূত-ভূত' বলে চীৎকার দিতে দিতে বিপুল আতংকে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে গাঁইট বেঁধে ফেললো আর গোটা গাঁইট এমনভাবে দুলতে লাগলো যেন, ফোর-ফরটি ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তারের সাথে সবাই তারা আটকে গেছে, আর তাদের খসে আসার সাধ্য নেই।

এই সার্বিক ঘটনায় মাহমুদ আলীও মুহূর্তখানেক 'থ' মেরে রইলো। ওটা যে বেজীর লড়াই মাহমুদ আলী তা বুঝেও নিমেষখানেকের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

www.pathagar.com

গেল। এরপর হুঁশে এসেই সে সশব্দে বলে উঠলো—ভয় নেই, ভয় নেই। ওগুলো বেজী-বেজী !

এই শব্দে আর এক দফা চমকে উঠলো মেয়েরা। কিন্তু কোন বাঘ ভাল্লুক বা ভূত-প্রেত নয়, মানুষের কণ্ঠস্বর বুঝতে পেরে তারা মাহমুদ আলীর দিকে ঘাড় ফিরে তাকালো। মাহমুদ আলী ফের সঙ্গে সঙ্গে বললো—কি সব ফালতু কাণ্ড জুড়ে দিয়েছো তোমরা ? ওগুলো বেজী। দুই বেজী মারামারি করছে ওখানে। বাঘ-ভূত দেখলে কোথায় ?

—বলেই মাহমুদ আলী লাঠি দিয়ে ঝোপঝাড়ে বাড়ি দিতে দিতে সেই দিকে ছুটে গেল। কাছে যেতেই বেজী দু'টিও আঁতকে উঠে দৌড় দিলো। পালানোর পথ না পেয়ে দৌড়ে এসে বেজী দু'টি মেয়েদের পাশ দিয়েই দু'দিকে চলে গেল।

দূর হলো ভয়ের কারণ। এর উপর আবার একজন বেটা ছেলে জুটে যাওয়ায় আর তার নির্ভীকতায়, মেয়েদের আর ভয়ের কিছু রইলো না। একে অপরকে ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরাই এবার নিজেদের কাছে লজ্জিত হয়ে পড়লো।

বনবাদাড় আরো কিছুক্ষণ তছনছ করে মাহমুদ আলী মেয়েদের কাছে ফিরে এলে ইসরত জাহান ভীরুপদে কয়েক কদম এগিয়ে এলো এবং মৃদুকণ্ঠে বললো—তুমি ? ভাগ্গিস্ তুমি এসেছিলে !

মাহমুদ আলী বললো—তোমরা এখানে কেন ? ঐ পেয়ারা নামানোর জন্যে ?

ইসরত জাহান নতমস্তকে বললো—হ্যাঁ।

ঃ ঢিল ছুড়ে কোনদিন পেয়ারা নামানো যায় ?

ঃ কি করবো ? হাতে পাচ্ছিনে যে ?

ঃ ও আচ্ছা। এই লাঠিটা ধরো।

লাঠিটা ইসরত জাহানকে ধরিয়ে দিয়ে থলে হাতে তরতর করে পেয়ারা গাছে উঠে পড়লো মাহমুদ আলী। বিভিন্ন ডাল ঘুরে ঘুরে পাকা-ডাঁশা পেয়ারাগুলো ছিঁড়ে থলে ভর্তি করলো। এরপর গাছ থেকে নেমে এসে ইসরত জাহানকে বললো—এই নাও। কিসে নেবে, পাতো ?

পাতার মতো কারো কাছেই কোন বস্ত্রখণ্ড বা বাসন কিছু ছিল না। প্রত্যেকেই তারা মুখ চাওয়া চায়ী করতে লাগলো। বুঝতে পেরে মাহমুদ আলী বললো—এ থলেটাই রাখো তাহলে। সবাই মিলে খাও। বাড়ীতে গিয়ে কাউকে দিয়ে থলেটা আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিও—

ইসরত জাহানের হাতের মধ্যে থলেটা গুঁজে দিয়ে এবং তার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে মাহমুদ আলী হন হন করে রাস্তার দিকে রওনা হলো। মেয়েরা কেউ কিছু বলার সুযোগই পেলো না।

মেয়েরাও তাড়াতাড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে আসতে লাগলো। পল্লবীই এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের কিনারা ছুঁইছুঁই করছে। সে ইসরত জাহানকে জিজ্ঞেস করলো—ছেলেটা কেরে ইসরত ?

জবাবে ইসরত জাহান বললো—আমাদের বাড়ীর ও পাশেই বাড়ী। নাম মাহমুদ আলী। খুব নামকরা ছাত্র।

www.pathagar.com

ঃ তাই নাকি ! জব্বোর সাহস তো !
ঃ ঐ সাহসটুকুই। নিজের ভাল বোঝে না। মাদ্রাসায় পড়ে।
ঃ তা পড়ুক। বড়ই ভাল ছেলে।
ঈষৎ ক্ষোভের সাথে ইসরত জাহান বললো—ভাল না ছাই ! জব্বোর গোঁয়ার !

এ ঘটনার পর ইসরত জাহানের দীলটা খোলাসা হতে গিয়েও ফের খোলাসা হতে পারলো না। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার তার দীলের কোণে জমে উঠলো কালো মেঘ। কারণটা নিছক ব্যক্তিগত নয়। মাহমুদ আলী আর ইসরত জাহান—এই দু'য়ের একান্তই ব্যক্তিগত কলহের কারণে নয়। ব্যক্তিগত বচসাটুকু উপলক্ষ্য মাত্র। মূল কারণ উচ্চপর্যায়ের ষড়যন্ত্র। সেই প্রভাবেই ইসরত জাহানের মন আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। হারিয়ে গেল আলো।

হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের মতাদর্শের সমর্থকরা, অর্থাৎ ফরায়েজীরা দিন দিন ঐকবদ্ধ্য হচ্ছে দেখে ঐ এলাকার জমিদার বর্গের হৃদকম্প শুরু হলো। ঘটনা বড় জটিল এবং তাঁদের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায়, বিশেষ করে, বারাসত জেলায়, তিতুমীরের কৃষক প্রজা অনুসারীদের সাথে ঐ এলাকার জমিদার বর্গের সংঘর্ষ ক্রমেই চরমে উঠে যাচ্ছে। থানা ও জেলা প্রশাসন হাত করেও তাঁরা তিতুমীর ও তার অনুসারীদের বাগে আনতে পারছেন না। যতই আঘাত করা হচ্ছে, বিদ্রোহীরা ততই মরিয়া হয়ে উঠছে। এদের সামনে জমিদারেরা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ছেন। সরাসরি ইংরেজ শক্তি জমিদারদের সহায় না হলে, কি ঘটে তা বলা মুস্কিল।

এ খবর এই পূর্ব বাংলার জমিদারগণ জেনে গেছেন। এই জেনে যাওয়ার ফলে ফরায়েজী আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ও ফরায়েজীদের জোট বাঁধতে দেখে তাঁরা আরো অধিক ভীত হয়ে গেলেন। ঐ মুসিবত এখানেও পয়দা হতে পারে ভেবে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শুরু হলো ষড়যন্ত্র। বিষ বৃক্ষ কি করে অংকুরেই বিনাশ করা যায়, তারই মন্ত্রণা। পূর্ব বাংলার মোটামুটি সকল জমিদার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। জামালবাটির জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরীও ইচ্ছায় হোক-অনিচ্ছায় হোক, এই ষড়যন্ত্রে শরিক হলেন।

ইরাদত আলী চৌধুরীর নিজের কোন মেরুদণ্ড ছিল না। তার নিজের কোন মতামতও ছিল না। 'যেমন নাচান তেমনি নাচি,' অবস্থা। বড় বড় জমিদারদের সুপারিশে তিনি জমিদারী পেয়েছেন। তাঁদের অনুকম্পার উপর তাঁর অবস্থান। তাঁদের আস্থাভাজন থাকার উপরই তাঁর জমিদারীর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। সুতরাং তিনি এঁদের ক্রীড়নক। অনেকটা হুকুমের গোলাম।

বৈঠক একটা ইতিমধ্যেই হয়ে গেল। ছোটখাটো আরো অনেক আলোচনা মন্ত্রণা এর আগে হয়েছে। এইটেই কার্যকরী বৈঠক। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার বৈঠক। সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয়ে গেল। চিরন্তন সিদ্ধান্ত। এক বাক্যে স্থির হলো, তাদেরই শিলনোড়া দিয়ে দাঁত ভাঙ্গো তাদের। ফরায়েজী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাবেকী মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে দাও। তাদের মধ্যেই বাঁধিয়ে দাও সংঘাত। এরপর ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকার

www.pathagar.com

করো। তাদের ঐ কলহের আর দাঙ্গা-ফ্যাসাদের অজুহাতে এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করো আর সাবেকীদের পক্ষ নিয়ে দাবিয়ে দাও ফরায়েজীদের।

সিদ্ধান্ত স্থির করে জমিদারগণ যে যার জমিদারীতে ফিরে গেলেন এবং মওকা ও কায়দা মতো ফরায়েজী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাবেকী মুসলমানদের উস্কিয়ে দিতে লাগলেন।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। অন্যান্য জমিদারেরা অনেকেই কায়দা-মওকা বুঝে সাবেকীদের উস্কিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু জামালবাটির জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী ওসব কায়দা মওকার ধার ধারতে গেলেন না। বৈঠক থেকে ফিরে এসেই তিনি সরাসরি ও বিপুল উৎসাহে এই উস্কিয়ে দেয়া কাজে অবতীর্ণ হলেন। সাফল্যের ক্ষেত্রে অমুসলমান জমিদারদের ডিঙ্গিয়ে যেতে না পারলেও, উৎসাহের ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের অনেককে ডিঙ্গিয়ে গেলেন।

কারণও ছিল পেছনে। এই উৎসাহের পেছনে তাঁর ভেতরের গরজ যতটাই থাক, বাইরের তাকিদ ছিল তার চেয়ে অনেকগুণে বেশী। প্রভু শ্রেণীর বড় বড় অমুসলমান জমিদারেরা যা চান, তাতে সঙ্গে সঙ্গে তাল যোগাতে না পারলে, তাঁর ঐসব অনুগ্রহকারী প্রভুরা নারাজ হবেন। এর উপর আবার তিনি একজন মুসলমান জমিদার। মুসলমানদের মধ্যে কোন্দল পয়দার কাজে তাঁর ভূমিকা নিষ্প্রাণ হলে তাঁর অমুসলমান প্রভুদের আস্থা যে আর তাঁর উপর থাকবে না—এটুকু উপলব্ধি করার জ্ঞান তার জিয়াদাই ছিল। এক কথায়, নিজের জমিদারীর স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি বাইরের এই তাকিদ ছিল আরো অধিক জোরদার। এতে করে ইরাদত আলী চৌধুরীর ভূমিকা শুধু সজীবই ছিল না, প্রভুদের তুষ্ট রাখার প্রয়োজনে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বেগবান। হুজুরের কণ্ঠের চেয়ে "জি-হুজুরদের" কণ্ঠ যেমন অধিক দরাজ হয়, তেমনি।

মন্ত্রণার ঘাঁটি থেকে ফিরে এসেই জমিদার ইরাদত আলী চোধুরী কর্মতৎপর হয়ে গেলেন। জামালবাটির মোটামুটি সকল সাবেকীদের দাওয়াত দিয়ে আনলেন আর তাদের নিয়ে বসে ফরায়েজীদের মুণ্ডুপাতে প্রবৃত্ত হলেন। মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক বিধৃত ফরায়েজী মতবাদের ফিরিস্তি তুলে ধরার নামে ইরাদত আলী চোধুরী মুনশী সাহেব সহকারে তামাম ফরায়েজীদের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়লেন এবং মুনশী সাহেবের উপর শেষ আক্রমণ চালিয়ে তিনি বললেন—আমরা বাপদাদার আমল থেকে যেভাবে ইসলাম করে আসছি, তা নাকি ইসলামই নয়। সবই অনৈসলামিক ব্যাপার—এই হলো এখানকার এই মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেনের কথা। এছাড়া তার যা বক্তব্য তাতে, একমাত্র ফরায়েজীরাই সৎ আর কায়েমী লোক। আমরা যারা বাপদাদার পথ ধরে আছি, তারা সবাই ফালতু।

জমিদার সাহেব ডেকে এনে খাতির করে কথা বলছেন, এতেই হাজেরান মজলিসের অনেকেই মহাখুশী। যাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কোনদিন কথা বলেননি জমিদার সাহেব, তাদের সাথে আজ তিনি হেসে হেসে কথা বলছেন—একি কম কথা? জমিদার সাহেবের অনুভূতিতে উষ্ণ সমর্থন দিয়ে এদের একজন সরোষে বললো—একথাই মুনশী সাহেব বলেছেন?

www.pathagar.com

জমিদার সাহেব বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, একমাত্র ফরায়েজীরাই সৎ-চরিত্রের লোক আর খাঁটি মুসলমান। আমরা কেউ মুসলমানই নই, অমুসলমানেরও অধম। একথাই তিনি বলছেন আর জোর দিয়ে প্রচার করছেন। জুম্‌আর নামায ঈদের নামায বাদ দিয়ে দেশবাসীকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন হলে ইসলাম আর থাকবে ? বলুন, আপনারাই বলুন !

সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠে সমর্থন—কক্‌খনো না–কক্‌খনো না। কি করতে হবে, বলে দিন। ·

ঃ ঠ্যাং ভাঙ্গতে হবে। ফরায়েজীদের দেখলেই ঠ্যাং ভাঙ্গতে হবে। ঠেংগিয়ে ওদের ঘাড় থেকে ফরায়েজী ভূত নামাতে হবে।

আবারো উষ্ণ সমর্থন—ঠিক ঠিক, লাঠির উপর ওষুধ নেই। আপনি পক্ষে থাকলে, দু'দিনেই ঐ ভূত আমরা নামিয়ে দিতে পারবো।

ঃ পক্ষে–পক্ষে। হরওয়াক্ত আমাকে পক্ষে পাবেন আপনারা। লাঠি হাঁকিয়ে ব্যাটাদের ঠাণ্ডা করে দিন। আর যেন কখনো ওরা মাথা তুলতে না পারে। আমি আপনাদের পক্ষে আছি। ঝড়-ঝাপটা কোর্ট-কাচারী সব আমি দেখবো। আপনারা শুধু লাঠির দিকটা দেখবেন। ওরা আবার একজনের ডাকে দশজন ছুটে আসে কিনা ?

ঃ ফেলে রাখেন হুজুর। আপনি সহায় থাকলে, অমন শ' লাঠি আমাদের কাছে সেরেফ একটা নাস্তা। হুকুম দিন, আমরা এখন থেকেই লাঠি হাঁকানো শুরু করি। জুমআর নামাযে লোক হয় না, ব্যাটারা পেয়েছে কি ?

জনতার অতি উৎসাহী অংশ হুংকার ছাড়তে লাগলো। আফজাল আলী আকন্দ একজন ভারী মানুষ। এলাকার একজন সম্মানী লোক। জমিদারের আহ্বানে তিনিও এসে বসেছিলেন আর চুপচাপ সবার কথা শুনছিলেন। নড়েচড়ে উঠে তিনি এবার বললেন—আমার একটা কথা ছিল চৌধুরী সাহেব। কাজটাকে আমি ঠিক মনে করছিনে।

ইরাদত আলী চৌধুরী প্রশ্ন করলেন—কোন্ কাজ ?

আকন্দ সাহেব বললেন—এই অনর্থক হৈ চৈ। তাদের মতাদর্শ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কি আছে ? আমরা কেন এ নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছি ?

জমিদার সাহেব গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হবো না ? ব্যাটারা জুম্‌আর নামায ঈদের নামায ছেড়ে দিয়ে ইসলাম করবে আর তা দেখে আমরা চুপ করে থাকবো ?

ঃ ওটা তাদের ব্যাপার। তাদের মতবাদ। যার পছন্দ হবে সে তাদের মতবাদ গ্রহণ করবে। যার হবে না, সে গ্রহণ করবে না—ব্যাপারটাতো এই।

ঃ তার অর্থ ?

ঃ আপনি জুম্‌আর নামায ঈদের নামায পড়ুন, কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে ? ওরা তো আর লাঠি নিয়ে এসে ওদের মতবাদ কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে না ? আর তা দিতে এলেও তো আমরা ছেড়ে কথা বলবো না ? তাদের নছিহত কোন কেউ না মানলে কার কি বলার আছে ?

www.pathagar.com

ইরাদত আলী চৌধুরীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো। তিনি বক্র নয়নে চেয়ে বললেন —ও, আপনি তাহলে ঐদিকে ঝুঁকে গেছেন ?

ঃ কেন, তা যাবো কেন ?

ঃ না গিয়ে থাকলেও, যেতে আর আপনার বিলম্ব নেই, তা বোঝা যাচ্ছে।

ঃ মনে যদি ধরে, অবশ্যই তাহলে যাবো। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন কেন ?

ঃ তা না হলে ওদের পক্ষে আপনি আবার ওকালতি শুরু করলেন কেন ?

ঃ কারো পক্ষের বিপক্ষের ব্যাপার তো নয় এটা। আমি বলছি বিচারের কথা। ওরা তো ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়নি ?

ঃ তা না হোক, জুম্আর নামায ঈদের নামায বাদ দিয়ে—

কথার মাঝেই আকন্দ সাহেব বললেন—আহ্হা ! বলছিই তো, তাদের ব্যাপার ওটা। তাদের মতবাদের ব্যাপার। দুনিয়ার সব মতবাদ সবাই কবুল করে না। আপনিও কবুল করবেন না। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। আপনি নীরব থাকবেন। কিন্তু তা না থেকে মুসলমান হয়ে মুসলমানদের মধ্যে এই সংঘাত সৃষ্টি করবেন কেন ? আমরা, এ দেশের মুসলমানেরা, এমনিতেই অন্য জাতির আগ্রাসনে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি আর দিন দিন হয়ে যাচ্ছি। এমতাবস্থায়, আমরা একের প্রতি অন্যে সহানুভূতিশীল না হয়ে বিভেধ পয়দা করছি কেন ? এমন হলে কি এ দেশে কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকবে আমাদের ?

জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরীর এত সব বিচার করে দেখতে গেলে চলবে না। তাঁর জমিদারীর স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর পৃষ্ঠপোষক প্রভুদের মন যোগাতে হবে। হুংকার ছেড়ে উঠে তিনি আকন্দ সাহেবের তামাম কথা আসমানে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে ইরাদত আলী চৌধুরী উপস্থিত জনতাকে আবার খানিক উত্তেজিত করে তুললেন এবং এরপর প্রশ্ন করলেন —আপনাদের সিদ্ধান্তে তো ঠিক আছেন আপনারা ? ঐ ব্যাটা ফরায়েজীদের উৎখাত করার ব্যাপারে—

শক্তিশালী পক্ষ রেখে দুর্বল পক্ষে যায় কে ? তদুপরি, জমিদারের মন জুগিয়ে চলাতে অনেক সুবিধে। জনতার অধিকাংশই সবিক্রমে বলে উঠলো—ঠিক আছি মানে কি হুজুর ? আপনি আমাদের পক্ষে আছেন, আর আমাদের ভয় কি ? এরপর থেকেই দেখতে পাবেন, ব্যাটাদের আমরা কি হাল করে ছাড়ি। যেনতেন অছিলায় এমন ঠ্যাংগানী শুরু করবো যে, বাপের নাম ভুলে যাবে এক এক ব্যাটা।

শুরু হলো সংঘাত। শান্তিপূর্ণ জামালবাটি এলাকায় ধূমায়িত হয়ে উঠলো অশান্তির আগুন। আঘাতের প্রত্যাঘাত আছে। আছে প্রতিক্রিয়া। অকারণে আর অহেতুক কেউ কাউকে আঘাত করে বসলে, আক্রান্তজন স্বভাবতঃই তা নীরবে মেনে নিতে চায় না। সহায় পাশে থাকলে তো কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেও মারমুখী হয়ে উঠে। ফরায়েজীদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই এখানে একটা উল্লেখযোগ্য অংকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে, আঘাতের সাথে সাথেই প্রত্যাঘাত ও প্রতিবাদ সক্রীয় হয়ে উঠলো। উভয় পক্ষের মধ্যে কলহ, গর্জন, বিক্রম, বিতণ্ডা এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট আকারের ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া শুরু হয়ে গেল।

www.pathagar.com

কলহ বিদ্বেষটা কেবল বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না, ছোটদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো অল্প দিনেই। মাহমুদ আলী মাদ্রাসা থেকে ফিরছে। সাথে কিছু সঙ্গী সাথী। একই মাদ্রাসার ছোট বড় কয়েকজন তালেবে এলেম, অর্থাৎ ছাত্র। সঙ্গী ছাত্রেরা পিছিয়ে পড়েছে কিছুটা। মাহমুদ আলী সামনে এগিয়ে এসেছে। মাহমুদ আলীর চেয়ে সামান্য একটু বড় সখেরালী নামের এক উচ্ছৃঙ্খল ছেলে একদল কম বয়সী বালক নিয়ে রাস্তার উপর জটলারত ছিল। ইদানিং ফরায়েজী মতাদর্শের কোন সমর্থক দেখলেই তার উদ্দেশ্যে টিপ্পনী কাটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার এক বাঁক ফিরে মাহমুদ আলী সখেরালীর সামনে এসে পড়তেই সখেরালী ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো—"ফরায়েজীরা ফক্‌ফকায়, মুরগী দেখে চোখ পাকায়।"

সুর করে কয়েকবার কথাটা বলতেই স্বল্প বুদ্ধির বালকেরা খেই পেয়ে গেল। সখেরালীর সাথে তারাও সুর মিলিয়ে বলতে শুরু করলো—"ফরায়েজীরা ফক্‌ফকায়, মুরগী দেখে চোখ পাকায়।"

মাহমুদ আলী কথাটা শুনেও না শুনার ভাব করে সখেরালীর পাশকাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সখেরালীর শয়তানীর সীমা অন্ত নেই। বালকদের সাথে নিয়ে সে অহেতুক মাহমুদ আলীর সামনে এসে নেচেকুঁদে ঐ ধূয়া গাইতে লাগলো।

মাহমুদ আলী দাঁড়িয়ে গিয়ে রোষভরে বললো—এসব কি ? তোমরা এমন করছো কেন ?

গ্রাহ্যহীনভাবে সখেরালী বললো—আমার ইচ্ছে।

—বলেই সে ফের ধূয়া পাল্টিয়ে সুর ধরলো—"ফরায়েজীর আণ্ডা, সাড়ে বারো গোণ্ডা।"

মাহমুদ আলী বললো—খবরদার !

বালকদের একজন সখেরালীকে প্রশ্ন করলো—ওঠা কে সখেরালী ভাই ?

জবাবে সখেরালী বললো—ফরায়েজীর এক আণ্ডা।

বালকটি বুঝতে না পেরে বললো—আণ্ডা ?

সখেরালী বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, আণ্ডাবাচ্চা।

—বলেই আবার সে সুর করে বলতে লাগলো—"ফরায়েজীর আণ্ডা, সাড়ে বারো গোণ্ডা।"

বালকেরাও তার সাথে সাথে বলতে লাগলো—"ফরায়েজীর আণ্ডা, সাড়ে বারো গোণ্ডা।"

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মাহমুদ আলী বললো—তবেরে—

মাহমুদ আলী তেড়ে এলো। বালকদের নিয়ে সখেরালীও সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদ আলীকে ঘিরে ধরতে গেল। মাহমুদ আলীর সঙ্গী ছাত্রেরা ইতিমধ্যেই বাঁক ঘুরে সেখানে এসে পৌঁছেছিল। ঘটনাটি উপলব্ধি করতে পেরেই তারা তৎক্ষণাৎ "ধর ধর" রবে সখেরালীকে লক্ষ্য করে ছুটে এলো।

মাহমুদ আলীর সাথে আর কেউ আছে, সখেরালী তা জানতো না। এদের ছুটে আসতে দেখেই "ওরে বাপ্‌রে" বলে আঁতকে উঠে সখেরালী রাস্তা বরাবর দৌড়াতে লাগলো আর মেরে ফেললো—"মেরে ফেললো" বলে চীৎকার দিতে লাগলো।

www.pathagar.com

সখেরালীর অবস্থা দেখে বালকেরাও ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। ভীতকণ্ঠে চীৎকার করতে করতে তারাও সখেরালীর পিছু পিছু ছুটতে লাগলো।

ঠিক এ সময় পাড়ার ভেতর থেকে জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী বেরিয়ে এসে রাস্তায় উঠলেন। তাঁর সাথে বৃদ্ধ এক মালী। মালীর মাথায় ডালি ভর্তি ফুলের চারাগাছ। সখেরালীদের চীৎকারে চৌধুরী সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন। ডালি মাথায় মালীটা পথ ধরে চলে গেল।

সখেরালী ও বালকের দল চীৎকার করতে করতে চৌধুরী সাহেবের কাছে এলে চৌধুরী সাহেব সখেরালীকে প্রশ্ন করলেন—এই এই, কি হয়েছে ? তোমরা দৌড়াচ্ছো কেন আর চেঁচাচ্ছো কেন ?

সখেরালী একদিকে যেমন চরম বেহায়া ও বদমায়েশ অন্যদিকে তেমনি অত্যন্ত ভীরু ও ভীতু। অপ্রিয় ও আক্রোশের জন্য কাউকে বাগে পেলেই সে অমনি তার উপর চড়াও হয়। পশুর মতো আচরণ করে। বিবেক-বিবেচনার ধার ধারে না। বেকায়দায় পড়লেই কুকুরের মতো দৌড়ায় আর ছাগলের মতো চীৎকার করে। নিজের স্বভাব অনুযায়ী সে ভাবলো, নির্জন পথে মাহমুদ আলীরাও আর্জ বাগে পেয়েছে তাকে। তার হাড়গোড় আর রাখবে না। মেরেই শেষ করবে। এ ভেবে সে প্রকৃতপক্ষেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। খোদ জমিদারকে সামনে পেয়ে তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। "মেরে ফেললো হুজুর, মেরে ফেললো" বলতে বলতে সে ছুটে এসে জমিদারের কাছে দাঁড়ালো।

বালকের দল এ ফাঁকে এদিক ওদিক দিয়ে যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল। চৌধুরী সাহেব সখেরালীকে প্রশ্ন করলেন—মেরে ফেললো মানে ? কারা ?

ঃ ঐ যে ওরা হুজুর।

সখেরালী পেছনের দিকে ইঙ্গিত করলো। ধীর গতিতে হলেও মাহমুদ আলীরা তখনও দৌড়ের উপর ছিল। সে দিকে লক্ষ্য করে চৌধুরী সাহেব বললেন—তাজ্জব ! ওরা কারা ?

ঃ ফরায়েজীদের আণ্ডা-বাচ্চা হুজুর, ফরায়েজীদের পোলাপাইন।

ঃ বটে !

ঃ আমাদের আব্বারা ওদের আব্বার সাথে গোলমাল করেছিল বলে ঐ মাহমুদ আলী তার সঙ্গী সাথী নিয়ে এসে তাড়া করেছে আমাকে।

ঃ অম্‌নি অম্‌নি তাড়া করলে ? তুমি কিছু না বলতেই ?

ঃ অম্‌নি অম্‌নি হুজুর, একদম অম্‌নি অম্‌নি। আমি একটা কথাও বলিনি। ছেলেপুলেদের সাথে রাস্তার ধারে বসে আমি গল্পগুজব করছিলাম। ওদের দিকে ফিরেও তাকাইনি। হঠাৎ ওরা "ধর ধর" রবে তাড়া করলো আমাকে।

ঃ হুঁউ !

ঃ ঐ মাহমুদ আলীটাই আগে এসে তাড়া করলো হুজুর। তার সঙ্গীরা পরে এসে তাড়া করলো।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে মাহমুদ আলীরাও চৌধুরী সাহেবের নিকটে চলে এলো। পাশকাটিয়ে যাওয়ার আগে সবাই তারা হাত তুলে চৌধুরী সাহেবকে সালাম দিলো। সালামের কোন জবাব না দিয়ে চৌধুরী সাহেব মাহমুদ আলীকে লক্ষ্য করে বললেন—এই শোনো, এদিকে এসো।

মাহমুদ আলী কাছে এসে বললো—জি ?

চৌধুরী সাহেব আক্রমণ করে বললেন—এত সাহস বেড়ে গেছে তোমাদের ? পানিতে বাস করে কুমীরের সাথে লড়াই করতে চাও ? ভেবেছো কি তোমারা ?

মাহমুদ আলী থতমত খেয়ে বললো—আপনি এমন কথা বলছেন কেন ? কি হয়েছে ?

ঃ কি হয়েছে মানে ? হয়নি কি ? তোমাদের এমন পাখা গজিয়েছে যে, ছেলে বুড়ো সবাই তোমরা সবার মাথায় লাথি মেরে বেড়াচ্ছো ?

ঃ আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, আমার কসুরটা কি ?

ঃ কসুর ! এরা ফরায়েজী মতবাদ গ্রহণ করেনি বলেই তোমরা একে মারতে এলে কোন সাহসে ?

জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী সখেরালীর দিকে ইংগিত করলেন। মাহমুদ আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—তা আসবো কেন ? আমরা ছেলে মানুষ। ওসব মতবাদ নিয়ে আমাদের কি মাথা ব্যথা ? এছাড়া, ফরায়েজী নয় বলে বড়রাই বা মারতে গেল কবে কাকে ? কৈ, এমন তো কখনও দেখিনি ? বরং—

চৌধুরী সাহেব ধমক দিয়ে বললেন—থামো। আমি নিজের চোখে দেখলাম, তোমরা একে তাড়িয়ে নিয়ে আসছো, তবু বড় বড় কথা ?

ঃ তাড়া করার কারণ তো সেটা নয়। ও আমাকে অনর্থক পথের মাঝে উত্যক্ত করা শুরু করলো বলেই তো—

ঃ অনর্থক উত্যক্ত করা শুরু করলো ? তা কি কেউ করে ?

ঃ জি জনাব, বিলকুল অনর্থক। আমি পথ বেয়ে আসছি, আমাকে অপমান করার জন্যে ঐ সখেরালী গায়ে পড়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। ছেলেপুলেদের নিয়ে নেচে নেচে বিদ্রূপ করতে লাগলো। ব্যঙ্গ করে নানা কথা বলতে থাকলো। পথ কিছুতেই ছাড়ে না।

সখেরালী সঙ্গে সঙ্গে বললো—মিথ্যা কথা হুজুর, একদম মিথ্যা কথা বলছে।

মাহমুদ আলী বললো—মিথ্যা কথা ?

চৌধুরী সাহেব জবাব দিলেন—আলবত মিথ্যা কথা। তোমরা এত ছেলে এক সঙ্গে আছো দেখেও কি একা ও ঐ রকম করতে পারে ? ওর ভয় নেই ?

ঃ জিনা, এক সঙ্গে ছিলাম না। আমি আগে এগিয়ে এসেছিলাম আর এরা, মানে আমার এই সঙ্গীরা, অনেকখানি পেছনে ছিল। রাস্তার বাঁকের আড়ালে ছিল। আমি একা আছি ভেবেই তো সখেরালী ছেলেপুলে সহকারে আমাকে ঘিরে ধরলো।

সখেরালী ফের বললো—জিনা হুজুর, ওরা সবাই এক সাথে ছিল। কেউ আগে পরে আসেনি। ও মিথ্যা কথা বলছে।

www.pathagar.com

ঃ এটাও মিথ্যা ?

চৌধুরী সাহেব পুনরায় গরম কণ্ঠে বললেন—সম্পূর্ণ মিথ্যা। সখেরালী যে কথা বিলকুল অস্বীকার করছে, সেটাকে তুমি জোর করে সত্যি বানাতে চাও ? জালিয়াতি আর মিথ্যাচার করাটা এমনিভাবে রপ্ত করে নিয়েছো ?

মাহমুদ আলী ক্ষুণ্ন হলো। ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—আমি মিথ্যা কথা বলিনে।

পুনরায় ধমক দিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন—চোপ্‌রও ! মিথ্যাটা হাতে হাতে প্রমাণ হওয়ার পরও বলছো, তুমি মিথ্যা কথা বলো না ? শরমবোধটাও এক বিন্দু নেই।

ঃ দেখুন, আপনি গুরুজন। মুরুব্বী মানুষ। আপনার সাথে তর্ক করা আমার সাজে না। সখেরালীর মতো একটা বাজে ছেলের সব কথাই সত্যি আর আমার সব কথাই মিথ্যা, এটা ভাবলেন কোন জ্ঞানে ?

চৌধুরী সাহেব গর্জে উঠলেন—খবরদার ! একটা পুচ্‌কে ছেলে হয়ে আমার জ্ঞান নিয়ে কথা বলো ? এতবড় সাহস তোমার ? এতবড় বেয়াদব ? এরপরও আমি বুঝবো, তুমি সত্যবাদী আর সৎ, সখেরালী মিথ্যাবাদী আর অসৎ ?

ঃ সেটা আপনার ইচ্ছে। আর আমার বলার কিছু নেই।

ঃ থাকলেও কি তা গ্রাহ্য করবো আমি ? ছোট বড় সবাই তোমরা যে বাড়াবাড়ি শুরু করেছো, আমি তা মুখ মুজে সয়ে যাবো ভেবেছো ? রীতিমতো শায়েস্তা করে ছাড়বো আমি সবাইকে।

মাহমুদ আলী আর বিনয় রাখতে পারলো না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—একথা আর নতুন করে কি শুনবো ? সে কাজ তো যথাসাধ্য করছেনই। গাঁয়ের অনেককে লেলিয়ে দিয়েছেন সে কাজে। নতুন করে আর শুনার কি আছে ?

ফেটে পড়লেন জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী। হুংকার ছেড়ে বললেন—হুঁশিয়ার ! ছোট মুখে বড় কথা ? এত অহংকার ? বাপ-বেটা দু'জনেরই এত দেমাক বেড়েছে ? অধীনস্ত প্রজা হয়ে রাজার নাকে দড়ি পরাতে চাও তোমরা ? ভিটে ছাড়া করে তবেই ছাড়বো আমি তোমাদের। গাঁ ছাড়া করবো।

ঃ পারলে কি আর কম করবেন ? আপনার যা ইচ্ছে তা করবেন। থাকতে পারলে থাকবো, না পারলে ভিটে ছেড়ে চলে যাবো।

ঃ যেতেই হবে। যাকে তাকে যখন তখন হামলা করবে তোমরা, গ্রামের মধ্যে অশান্তি পয়দা করবে, পথেঘাটে নির্দোষ ছেলেপুলেদের তাড়িয়ে ধরে মারবে, এটা কি মগের মুলুক ? এই যে একটা নির্দোষ ছেলেকে তোমরা তাড়া করে এলে, আমি চোখের উপর দেখলাম, এরপরও নীরব থাকবো আমি ? এর বিহিত না করে ছাড়বো ভেবেছো ?

মাহমুদ আলীর সঙ্গীরা মাহমুদ আলীর চেয়ে অনেকেই বেশ বড়। উপর শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু মাহমুদ আলী যেহেতু মাদ্রাসার সেরা ছাত্র, অত্যন্ত মেধাবী ও নেতৃস্থানীয় ছেলে, সেইহেতু তার কথার উপর এতক্ষণ এরা কেউ কোন কথা বলেনি। কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে এদের একজন বললো—একি কথা বলছেন আপনি ?

www.pathagar.com

সখেরালীর মতো একটা ত্যান্দর ছেলের পক্ষ নিয়ে একি একতরফাভাবে দোষারোপ করছেন আমাদের ?

ঃ খামুশ ! সখেরালী ত্যান্দর আর তোমরা সবাই সুবোধ ছেলে ? চোখের উপর যেটা দেখলাম, সেটা মিথ্যা ? বেআদবের দল ! ত্যান্দর তো তোমরাই। ধরাকে সরাজ্ঞান করা শুরু করেছো ? আমি সবাইকে দেখে নেবো।

ছেলেরা ক্ষেপে গেল। মাহমুদ আলীকে লক্ষ্য করে সবাই এবার এক সাথে বললো—এই মাহমুদ আলী, চলে এসো। এতবড় অবিবেচক, বিচার-বিবেকের বালাই যার মধ্যে নেই, তার সাথে কথা বলবে কি ? চলে এসো—

চৌধুরী সাহেব গর্জে উঠে বললেন—খবরদার—হুঁশিয়ার—

তাঁর কথায় কান না দিয়ে অন্য একজন বললো—ইনি আবার জমিদার ! প্রজাদের মুরুব্বী ! হুঃ ! চলে এসো—

মাহমুদ আলী বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এঁরা অসতের অভিভাবক। এখানে বিচার চেয়ে লাভ নেই। চলো—

রওনা হয়ে অন্য একজন সশব্দে বললো—তোয়াজ করে বড়লোক হলে, এ রকমই হয়।

একবারও আর ফিরে না তাকিয়ে মাহমুদ আলী সঙ্গীদের সাথে চলে গেল। ক্রোধে আর অপমানে জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী পথের উপর দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

বাড়ীতে ফিরে এলেন চৌধুরী সাহেব। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই তাঁর সামনে পড়লো ইসরত জাহান। সে খোশদীলে ফটকের বাইরে যাচ্ছিল। পরণে তার সংযত পোশাক। ইস্কুলে আর পল্লবীদের ওদিকে যে পোশাকে যায়, এখন তার পরণে সে পোশাক নেই।

মাহমুদ আলীদের উপর চৌধুরী সাহেবের রাগ তখনো পড়েনি। তখনও তিনি ফুঁশছিলেন। ইসরত জাহানকে বাইরে যেতে দেখে তিনি উড়োভাবে প্রশ্ন করলেন—এই অবেলায় আবার কোথায় যাও ?

ইসরত জাহান সহাস্যে বললো—মাহমুদ আলীদের ওখানে।

চৌধুরী সাহেবের মাথায় আবার দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি ক্রোধভরে বললেন—কোথায় ?

ঃ মাহমুদ আলী ভাইয়ের কাছে একটু কাজ আছে। যাবো আর আসবো।

ঃ খুন করবো !

ঃ আব্বাজান !

ঃ ওখানে আর কখনও যদি যাও, তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।

ইসরত জাহান ভড়কে গিয়ে বললো—কেন আব্বাজান ? কি হয়েছে ?

ঃ ঐ বেয়াদবটা যাচ্ছেতাই অপমান করেছে আমাকে। আমার মান-ইজ্জত রাখেনি। ইতরের মতো আচরণ করেছে আমার সাথে।

www.pathagar.com

ইসরত জাহান তাজ্জব হয়ে বললো—সেকি ! মাহমুদ আলী অপমান করলো —আপনাকে ! এত সাহস হলো তার ?

ঃ সাহস বলে সাহস ? আমাকে কিছু মাত্র গণ্য সে করেনি। মান-সম্মান রেখে কথাবার্তা বলেনি। সেকি তার তেজ ! খবরদার আর কখনো ওর সাথে মিশতে যাবে না তুমি।

ঃ কি ঘটনা আব্বাজান ? ব্যাপারটা কি ?

ঃ ভেতরে এসো, বলছি সব।

ভেতরে এসে জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী একখানাকে সাতখানা বানিয়ে মাহমুদ আলীর আচরণ সম্বন্ধে কন্যা ইসরত জাহানকে যে বিবরণ দিলেন, তাতে ইসরত জাহানের মন বিষিয়ে গেল। পিতাকে যদেচ্ছা অপমান করেছে শুনে, মাহমুদ আলীর উপর অন্তরে তার সৃষ্টি হলো নিদারুণ বিদ্বেষ।

মাহমুদ আলীর উপর ক্ষোভটা তার আগে থেকেই ছিল। বনের ধারে সেদিনের ঐ পেয়ারা নামানোর ঘটনায় আগের সে ক্ষোভটা প্রায় সবটুকুই তরল হয়ে গিয়েছিল। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। মাহমুদ আলীর প্রতি দীলে তার প্রীতি ও অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু পিতার এই বিবরণে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষ বাষ্পের প্রভাবে ইসরত জাহানের খোলাসা মন আবার ঘন মেঘের আবরণে আঁধার হয়ে গেল। অনুরাগের বদলে পয়দা হলো বিরাগ। অপরিসীম ক্ষোভ।

সে রাতটা কোনমতে গেল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই ইসরত জাহান ছটফট করতে লাগলো। মাহমুদ আলীর উপর গায়ের ঝালটা ঝাড়তে যতক্ষণ না পারছে ততক্ষণ তার শান্তি নেই। যতই ভাবতে লাগলো ততই সে ক্রোধে জ্বলে উঠতে লাগলো। বার বার সে অনুভব করতে লাগলো, এত উচ্ছন্নে গেছে সে ? মাথাটা তার বিগ্‌ড়ে গেছে এতটাই ? বেয়ারা ! বেআদব ! তাকে তো কটু কথা বলেছেই, এর উপর আবার তার আব্বাকেও অপমান করলো গোঁয়ারটা ? আচ্ছামতো দু' কথা শুনিয়ে দিতে না পারলে ইসরত জাহানের দীলে আর স্বস্তি নেই।

কিন্তু সেই শুনিয়ে দেয়ার পথটাই তার বন্ধ হয়ে গেছে। দু' কথা শুনিয়ে দিতে হলে বা গায়ের ঝাল ঝাড়তে হলে মাহমুদ আলীকে সামনে পাওয়া চাই। তাকে সামনে পেতে হলে তার বাড়ীতে যাওয়া চাই। নইলে তার সাক্ষাত পাওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। অথচ সে রাহা তার বন্ধ। পিতার কঠোর নির্দেশ—সেখানে যাওয়া আর তার চলবে না। পিতার অবাধ্য সে কোনদিনই হয়নি। আজই বা তা হয় কি করে ? হলেও তো রেহাই নেই। পরিণাম তার ভয়ংকর। চরম শাস্তি সে জন্যে ভোগ করতে হবে তাহলে।

ইসরত জাহান অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলো। অস্বস্তিতে কেবলই ছটফট করতে লাগলো। তার ভাবনা, সে কি করে এখন ? মনের এই অশান্তি দূর করে কি করে ? ভেবে-চিন্তে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌছলো যে, মেরিনাদের বাড়ীতে তাকে যেতে হবে আর এখনই সে যাবে। মেরিনার সাথে কিছুক্ষণ গল্প আলাপ করলে মনটা তার হাল্কা হতে পারে। এ নিয়ে দু'টো কথা বললে, গায়ের জ্বালা কমে আসতে পারে।

www.pathagar.com

বেরিয়ে পড়লো ইসরত জাহান। মেরিনাদের বাড়ীর পথ ধরলো। কিন্তু মেরিনাদের বাড়ী অবধি যেতে তাকে হলো না। পথেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। মনে তার স্বস্তি ফিরে আসুক আর না আসুক, ঝাল ঝাড়ার মওকাটা পথের মাঝেই মিলে গেল। পথেই সে মাহমুদ আলীর মুখোমুখী হয়ে গেল।

অকস্মাৎ ইসরত জাহানের সামনে এসে পড়েই মাহমুদ আলী হেসে উঠে বললো—একি, এত সকালে এদিকে কোথায় যাও ? আমার ওখানে ?

জ্বলে উঠলো ইসরত জাহান। বললো—তোমার ওখানে ! তোমার ওখানে যাবো আমি কোন দুঃখে ?

ঃ তার আর আমি কি জানি ? তোমার তো দাবী আবদারের শেষ নেই। কখন কোন্ কাজ বাধে—মানে আমাকে দরকার হয়—

ঃ দরকার হলে আমাদের কি পাইক পেয়াদা নেই ? পাইক পেয়াদাকে বললেই বেঁধে নিয়ে যাবে তোমাকে। যা কাজ তা বাড়ীতে বসেই আদায় করে নেবো। তুমি এমন কি দামী লোক যে, আমি জমিদারের মেয়ে হয়ে তোমার মতো একজন প্রজার বাড়ীতে যাবো আর সেখানে গিয়ে তবে কাজ করিয়ে নেবো ?

মাহমুদ আলী তবুও হাসি মুখে বললো—ও, তুমি জমিদারের মেয়ে ?

ইসরত জাহান ধমক দিয়ে বললো—খবরদার ! মস্করা করবে না আমার সাথে। আমি জমিদারের মেয়ে কিনা, তা তুমি জানো না ? জমিদার বলে গ্রাহ্যই করতে চাও না তাহলে আমাদের ?

ঃ না, সে কথা নয়। কথা হলো—

ঃ থামো। দেমাগ তোমার এতটাই বিগড়ে গেছে ? এত বাড় বেড়েছে ? নিছক একটা প্রজা বইতো নও তোমরা ? তোমরা কি করে জমিদারকে অগ্রাহ্য করার সাহস পাও ? তুচ্ছ একটা পিঁপড়ে হয়ে হাতীর মাথায় লাথি মারার সাহস আসে কোত্থেকে ?

হাসি থামিয়ে মাহমুদ আলী গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এর অর্থ কি ? তুমি এসব বলছো কেন ?

ঃ আমার আব্বাকে তুমি অপমান করলে কেন ? কিসের এত জোর তোমার ? একে ওকে মারধোর করতে করতে এত সাহস বেড়েছে যে, খোদ জমিদারের সাথে টক্কর দিতে লেগেছো ?

ঃ সেকি ! তোমার আব্বাকে অপমান করলাম কিভাবে ?

ঃ করোনি ? সখেরালীকে মারধোর করে এসে আমার আব্বার উপর চড়াও হওনি তোমরা ?

মাহমুদ আলী পুনরায় মুখে ঈষৎ হাসি টেনে বললো—ও, সেই কথা ?

ইসরত জাহানের রাগ আরো বেড়ে গেল। বললো—তবেরে ! হাসছো কেন ? এটা কোন হাসির কথা ? যার মাটিতে বাস করো, যার দয়ার উপর থাকো, তাকে অপমান করা হাসির কথা তোমার কাছে ? মরণের পাখা এতটাই গজিয়েছে ?

ঃ তাজ্জব ! আমি তাঁকে অপমান করলাম কখন ? তিনিই তো আমাকে যাচ্ছেতাই

www.pathagar.com

গালি গালাজ করলেন। সখেরালীর মতো একটা বদমায়েশের পক্ষ নিয়ে সবাইকে উনি নানাভাবে মান-অপমান করলেন। হুমকি ধমক দিলেন।

ঃ দেবেনই তো। একশোবার দেবেন। তিনি জমিদার। শাসন করার মালিক। কোন গোঁয়ারকে শাসন করতে সেরেফ হুমকি ধমক কেন, বেঁধে এনে যে লাঠি পেটা করেননি, এই তো তোমার বাপের ভাগ্যি।

মাহমুদ আলীর রাগ হলো। বললো—এয়, বাপ তুলে কথা বলবে না বলছি ?

ঃ কেন, আমার বাপকে অপমান করতে পারো আর তোমার বাপের কথা বলতেই জ্বালা ধরে গায়ে ? আমার বাপের চেয়ে তোমার বাপ কি মস্তবড় একটা কিছু ? আমার বাপের পায়ের একটা আঙ্গুলের যোগ্যও তো তোমার বাপ নয়। তার কথা বলা যাবে না মানে ?

ঃ ইসরত জাহান ! খবরদার বাজে কথা বলবে না !

ঃ কেন, তোমার ভয়ে ? আমার বাপকে তুমি অপমান করলে কেন, তারই আগে জবাব দাও ?

ঃ যার সেটা পাওনা তাকে সেটাই দেয়া হয়েছে। মান হলে মান, অপমান হলে অপমান। এর আবার জবাব কি ? যেমন বাপ তেমনি বেটি ! এরা আসমানের উপর পা ফেলে হাঁটে। যত্তসব—

মাহমুদ আলী ঘুরে দাঁড়ালো। ইসরত জাহান ক্রোধে চীৎকার করে বললো —ভিটে ছাড়া করবো। গাঁ-ছাড়া করবো। দু'দিন অপেক্ষা করো। এর পরিণাম দু'দিন পরেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে। গোঁয়ার ! বেয়াড়া ! অবাধ্য !

ঃ বাপ বেটি দু'জনের পুঁজি তো ঐ একটাই। কথায় কথায় ভিটে ছাড়া করবো —গাঁ-ছাড়া করবো। পারলে তাই ক'রো। আর সেই সাথে এ এলেমটা রপ্ত করে নিও যে, ধমকিয়ে সব লোককেই পায়ের নীচে আনা যায় না। এ দুনিয়ায় অনেক লোক আছে, যারা জান দিতেও রাজী, কিন্তু মান কখনো দেয় না।

মাহমুদ আলী ক্রোধভরে সেখান থেকে চলে গেল। হতবুদ্ধি ইসরত জাহান ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সেদিকে চেয়ে রইলো।

৪

মাহমুদ আলীকে অবশেষে গাঁ-ছাড়া হতেই হলো। ইসরত জাহানের আক্রোশের জন্যে নয়, রাজনৈতিক প্রভাবে। জমিদার বর্গের চক্রান্ত মূলক রাজনীতিই তাকে গাঁ-ছাড়া করলো।

ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, মোমেনশাহী, অর্থাৎ পূর্ব বাংলার জমিদার বর্গের ইন্ধনে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ পয়দা হলো, সে বিভেদ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। জামালবাটিতেও এর প্রভাব এসে পড়লো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের যে আগুন সেখানে ধূমায়িত ছিল, অচিরেই সে আগুন শিখা মেলে জ্বলে উঠলো। ছোট ছোট আকারের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াগুলো বড় আকার ধারণ করে দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহণ করলো।

www.pathagar.com

কিন্তু এতটা করেও জামালবাটির জমিদার সাহেব কোন্দল পয়দার কাজে শীর্ষস্থান লাভ করতে পারলেন না। শীর্ষস্থান লাভ করলেন, রামনগর এলাকার জমিদার বাবু। তিনি এমনভাবেই চাল চাললেন যে, রামনগর গ্রামে মুসলমানে মুসলমানে একটা বড় ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হলো আর ফরায়েজী নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহর অনুসারীদের আসামী করে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দাঙ্গার মামলা দায়ের হয়ে গেল।

ঘটনা ঃ রামনগর গাঁয়ে হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের একজন মাত্র অনুসারীর বাস ছিল। ফরায়েজী মতাদর্শের আর কোন লোক সে গাঁয়ে ছিল না। গাঁ-ভর্তি লোক থাকতে একজন মাত্র ফরায়েজী কি করে টিকে থাকে সেখানে, এই ইন্ধন আর উস্কানী বাইরে থেকে আসায় গ্রামবাসীরা ফুলে উঠে। তারা দল বেঁধে এসে হাজী শরিয়তুল্লাহর সেই অনুসারীর উপর চড়াও হয়। তাকে চরম মারপিট করে এবং ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে বউ বাচ্চা সহকারে তাকে গাঁ থেকে বের করে দেয়।

রামনগরে আর না থাকলেও, কাছে দূরের অন্যান্য গাঁয়ে হাজী সাহেবের অনেক অনুসারীর বাস ছিল। এই নির্যাতনের খবর শুনে তারা চারদিক থেকে ছুটে আসে এবং নতুনভাবে ঘরদোর তুলে সেই লোককে রামনগরে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা তা মেনে নিতে চায় না। সবিক্রমে তারা বাধা দিতে এলে দু' পক্ষের মধ্যে একটা মস্তবড় মারামারি সংঘটিত হয়। কেউ নিহত না হলেও, অল্প বিস্তর আহত হয় উভয় পক্ষেরই কিছু লোক। গ্রামবাসীরা অতপর তাদের পৃষ্ঠপোষক জমিদার বাবুর শরণাপন্ন হলে, জমিদার বাবু তৎক্ষণাৎ উদ্যোগ নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজী সাহেবের অনুসারীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার মামলা দায়ের করান এবং নেপথ্যে থেকে তিনি নিজে এ মামলার তদবির করতে থাকেন।

মোকর্দমার আরজিতে বলা হলো, ফরায়েজী নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহর এক সাগরিদ রামনগর গ্রামে বাস করে। তারা দু' ভাই। বৈমাত্রেয় দু' ভাই। বড় ভাই হাজী সাহেবের সাগরিদ। ছোট ভাই হাজী সাহেবের মতাদর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে, বড় ভাই তাকে জোর করে সেই ফরায়েজী মতবাদ কবুল করানোর চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়ে বড় ভাই বাইরের ফরায়েজীদের সাহায্য চায়। হাজী সাহেবের উস্কানীতে বাহির এলাকার বিপুল সংখ্যক ফরায়েজী দল বেঁধে এসে রামনগর গ্রামের নির্দোষ গ্রামবাসীদের উপর হামলা করে। লুটতরাজ করে গোটা গাঁ তারা তছনছ করে এবং গ্রামবাসীদের বেধড়ক মারধোর করে জখম করে। অতপর সেই গররাজী ছোট ভাইকে জোর করে ফরায়েজী মতবাদ কবুল করাতে এলে, বেচারা ছোট ভাই পালিয়ে গিয়ে কোনমতে আত্মরক্ষা করে। হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার শিষ্যেরা সবাই দাঙ্গাবাজ লোক। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার তিতুমীরের বিদ্রোহেরই এটি একটি অংশ। তিতুমীর ও তার শিষ্যদের মতোই পূর্ব বাংলার এই হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার শিষ্যেরা ঘোরতর ইংরেজ বিরোধী লোক। এরা ইংরেজ রাজত্বের অবসান চায়। অতএব, এই দাঙ্গাবাজ লোকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে এলাকাবাসীর তথা ইংরেজ রাজত্বের নিরাপত্তা বিধান কবা হোক।

www.pathagar.com

ছোট ভাইকে হাত ক'রে জমিদার বাবু তাকে দিয়ে আদালতে এই মর্মে জবান বন্দী দেওয়ালেন এবং সাক্ষী সাবুদ তৈয়ার করলেন।

এ মিথ্যা মামলা দায়ের হলে হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের অনুসারীরা হাজী সাহেবের শরণাপন্ন হলো। এই সংবাদ আগেই তিনি পেয়েছিলেন। এ কারণে খুবই মর্মাহত ছিলেন। অনুসারীরা তাঁর সামনে এলে আর তামাম কাহিনী বর্ণনা করে শুনালে, হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন—এমনটি যে হবে, এতো জানা কথা। বাংলার মুসলমানদের যে বিরোধী গোষ্ঠী বাদীদের পক্ষে আছেন, দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাতে তাঁরা বরাবরই সিদ্ধ হস্ত। আপনারা কেন এ সুযোগ তাঁদের দিতে গেলেন ?

অনুসারীদের একজন সবিনয়ে বললো—উপায় ছিল না হুজুর। আপনার একজন মাত্র সাগরিদের ঐ গাঁয়ে বাস। তার বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে গাঁ থেকে উচ্ছেদ করলো যে ?

হাজী সাহেব বললেন—উচ্ছেদ করার সাথে সাথে আপনারা কেন মামলাদায়ের করলেন না ? আপনারা কেন দল বেঁধে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গেলেন ? কোথায় আসামী হবে তারা, উল্টো আপনারাই আসামী হয়ে গেলেন।

ঃ উস্তাদ, আমরা তো ওখানকার জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু করিনি ? জমিদার এতে হাত না দিলে, এ ঘটনা কখনো আদালত পর্যন্ত গড়াতো না। গ্রামবাসীদের সাথে বসে আমরা নিজেরাই এটা মিটমাট করে নিতে পারতাম। কিন্তু জমিদার সাহেব সেধে এসে ওদের পক্ষ নেয়াতেই—

ঃ জমিদার সাহেবরাতো এ সুযোগের অপেক্ষাতেই বরাবর আছেন। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ পয়দা করার চিন্তায় ওদের এখন নিদ ঘুম নেই। সুযোগ পেলে কি আর তাঁরা ছাড়েন ?

ঃ কিন্তু আর্জিতে যা বলা হয়েছে, তাতো বিলকুল মিথ্যা ?

ঃ তা কি আর বুঝিনে ? কিন্তু সে কথা এখানে বলেতো ফায়দা নেই। আদালতে যান। সেখানে গিয়ে এটা যে মিথ্যে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করুন আর সত্যটা তুলে ধরুন। মামলা যখন আদালতে হয়ে গেছে, তখন এছাড়া আর করার কিছু নেই।

হাজী সাহেব তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সাগরিদকে এদের সহায়তা করার নির্দেশ দিলেন। অতপর সবাই আদালতে এসে উকিল মারফত মামলাটি মিথ্যা বলে ম্যাজিষ্টেটকে সমঝানোর চেষ্টা করলেন এবং আসামীদের নির্দোষ বলে দাবী করলেন। উকিল সাহেব একথা পরিষ্কারভাবে বোঝালেন যে, আর্জিতে যে ঘটনা বলা হয়েছে, প্রকৃত ঘটনা সেটা নয়। প্রকৃত ঘটনা অন্যরূপ। কারণ, ফরায়েজী মতবাদ এ এলাকার বহুলোক গ্রহণ করেনি। সে জন্যে কাউকে জোর করে গ্রহণ করাতে যাওয়ার কোন নজীর বা প্রমাণ সারা দেশের কোথাও নেই। ঘটনা যেখানে এই, সেখানে হাজী সাহেবের অনুসারীদের এমন কি গরজ বাধলো যে, এই একটা লোককে জোর করে ফরায়েজী বানাতে যাবেন তাঁরা ? অপর পক্ষে, যদি ধরে নেয়া হয়—গরজ তাঁদের

www.pathagar.com

বেধেছিলই, তাহলে ব্যাপারটা ঐ একটা লোককে নিয়ে। গোটা গাঁয়ের নিরপরাধ লোকজনকে সে জন্যে মারপিট ও তাদের বাড়ী-ঘর লুটতরাজ করে তছনছ করার যুক্তিটা এখানে কোথায় ?

এসব যুক্তি অকাট্যভাবে তুলে ধরার পর উকিল সাহেব প্রকৃত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে ম্যাজিস্ট্রেটকে শুনালেন এবং আসামীদের খালাস করে দেয়ার জন্যে সবিনয় আবেদন জানালেন।

কিন্তু সরষের মধ্যেই ভূত থাকলে সে সরষে আর ভূত ছাড়াবে কি ? রামনগর এলাকার ঐ অমুসলমান জমিদার সহ আশেপাশের অন্যান্য অমুসলমান জমিদারদের প্রভাবে ও প্রেমসাগরে নিমগ্ন অমুসলমান ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ঐসব কোন কথা কানেই তুললেন না। তামাম যুক্তি নাকোচ করে দিয়ে আসামীদের তিনি দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং দণ্ড প্রদান করলেন।

হাজী সাহেবের দু'জন নেতৃস্থানীয় সাগরিদকে এই দাঙ্গার প্রধান অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড সহ প্রত্যেককে দু'শত টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছর অতিরিক্ত কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। এরপর বিভিন্ন এলাকার আরো বেশ কিছু সংখ্যক লোককে, অর্থাৎ হাজী সাহেবের অনুসারীদের ঐ একই দণ্ড প্রধান করলেন। পার্থক্য বলতে শুধু এদের মাথা প্রতি জরিমানার পরিমাণ একশ' টাকা ধার্য করা হলো।

এখানেই এ ঘটনার সমাপ্তি হলো না। দাঙ্গার অভিযোগে হাজী সাহেবকেও কয়েদ করা হলো। সেই সাথে, হাজী সাহেবের অনুসারীদের আর কে কোথায় দাঙ্গায় লিপ্ত আছে, সন্ধান করে তাদের বের করার জন্যে স্থানীয় প্রশাসন সকল থানার প্রতি নির্দেশ প্রদান করলো। কৌতুকের ব্যাপার এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এক পক্ষে হয় না, দু' পক্ষ প্রয়োজন। তবু দাঙ্গা হলে কেবল এক পক্ষকেই দায়ী হিসাবে ধরে নেয়া হলো।

হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবকেও আদালতে হাজির করা হলো। কিন্তু দাঙ্গার দায়ে দায়ী করার মতো কোন প্রমাণ না থাকায় হাজী সাহেবকে অবশেষে খালাস করে দেয়া হলো। তাও অমনি অমনি নয় ; এক বছর শান্তি বজায় রাখার মর্মে দু'শত টাকার মুচলেখা লিখে নিয়ে।

রামনগরের ঐ ঝড় এসে জামালবাটিতেও প্রবলভাবে লাগলো। জামালবাটির দু'জন ফরায়েজীকেও ঐ দাঙ্গার সাথে জড়িত থাকার দায়ে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। সেই সাথে এখানেও হাজী সাহেবের সাগরিদেরা কোন রকম দাঙ্গা-ফ্যাসাদে লিপ্ত আছে কিনা, থাকলে, কোন্ কোন্ সাগরিদ এর নেতৃত্বে আছে, অন্যান্য এলাকার মতো থানার সেপাই-বরকন্দাজেরা সেই খোঁজে জামালবাটিতেও ঘন ঘন হানা দিতে লাগলো।

এতে করে বিপদ হলো মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেনেরই অধিক। জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরীর সাথে তার ইদানিং চরম দুশমনী তো চলছেই, তদুপরি হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের একজন শীর্ষস্থানীয় সাগরিদ হিসাবে জামালবাটি এলাকায় মুনশী সাহেব সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। এতে করে থানার পাইক বরকন্দাজ কয়েকবার

www.pathagar.com

তাঁর খোঁজে এসে তাঁর বাড়ী-ঘর তছনছ করে গেল। পরিস্থিতি নিতান্তই নাজুক হয়ে পড়ায় হাজী সাহেব তাঁকে আপাততঃ আত্মগোপন করে থাকার পরামর্শ দিলেন। শুধু তাঁকেই নয়, হাজী সাহেব তাঁর সমুদয় নেতৃস্থানীয় সাগরিদদেরই এই নির্দেশ দিলেন। জমিদার ও স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যে তার অধিকাংশ সাগরিদেরাই চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও, হাজী সাহেব এ মুহূর্তে কোন হুড়-হাঙ্গামায় যাওয়ার পক্ষপাতী হলেন না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে সবাইকে নিবৃত্ত করলেন।

মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবকে অগত্যা এবং বাধ্য হয়েই স্থানান্তরে গিয়ে আত্মগোপন করতে হলো। এ কারণে, তাঁর একমাত্র সন্তান মাহমুদ আলীকে তিনি অসহায়ভাবে জামালবাটিতে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের তার বিশ্বস্ত নওকর হাকিমউদ্দীনের উপর ন্যস্ত করে রেখে মাহমুদ আলীকে তিনি লেখাপড়া করার জন্যে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। মাহমুদ আলীর উচ্চশিক্ষার জন্যে কিছুদিন পরেই যে কলিকাতায় পাঠাতেন, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কিছুদিন আগেই তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। গাঁয়ের এই গোলমালের মধ্যে তাকে আর রাখলেন না।

ঘটনাটি অনেকটা কাকতালীয় হয়ে গেল। মাহমুদ আলীকে গাঁ-ছাড়া করার জন্যে ইসরত জাহান সেদিন পথের মাঝে তাঁকে যে ভয়ভীতি দেখালো এবং তারপর কয়েকদিন মাহমুদ আলীর সাথে মেলামেশাই বন্ধ করে রইলো, এর পরেই মাহমুদ আলী গাঁ ছেড়ে চলে গেল। ইসরত জাহান তখনও বালিকা। বাইরের রাজনীতির এত খোঁজ সে রাখে না। তাঁর ধারণা হলো, তার দুর্ব্যবহারের জন্যেই মাহমুদ আলী গোস্বা হয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেল। মাহমুদ আলী এ গাঁয়ে আর নেই, কলিকাতায় না কোথায় যেন চলে গেছে—এ খবর শোনার পর ইসরত জাহান মুষড়ে পড়লো।

কিছুই ভাল লাগে না। মনমরা হয়ে ইসরত জাহান বাড়ীতেই দু' তিন দিন ঘোরাফেরা করলো। কোথাও বেরোলো না। না মেরিনাদের ওখানে, না পল্লবীদের ওখানে। এরপর, মাহমুদ আলী নেই তাই সেখানে যাওয়াতে আর বাধাও নেই বুঝে, ঘটনা কি জানার জন্যে ইসরত জাহান মাহমুদ আলীদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

হাতের উপর গাল রেখে হাকিমউদ্দীন বাহির বারান্দায় নীরবে বসেছিল। ইসরত জাহান এসে তাকে ম্লানকণ্ঠে প্রশ্ন করলো—মাহমুদ আলী নাকি বাড়ীতে আর নেই চাচা? গাঁ ছেড়ে নাকি চলে গেছে?

হাকিমউদ্দীন উদাস কণ্ঠে জবাব দিলো—হ্যাঁ মা। না গিয়ে আর করবে কি? যেভাবে অনেকেই তার পেছনে লেগেছে! তার সরে থাকাই ভাল।

ঃ অনেকেই কে চাচা?

ঃ অত কি আর আমি জানি? তার বাপের সাথে গাঁয়ের লোক তো লেগেই আছে, থানা থেকেও লোক আসে। ওর সাথেও ইদানিং অনেকেই গায়ে পড়ে গোলমাল করতে শুরু করেছে। ও পাড়ার ঐ সখেরালী নাকি সেধে এসে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিল।

ঃ চাচা!

www.pathagar.com

ঃ সে জন্যে নাকি তোমার আব্বাও তাকে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। শাসন গর্জন করেছেন।

ঃ কে বলেছে ? মাহমুদ আলী নিজে ?

ঃ হ্যাঁ, নিজেই বলেছে।

ঃ আমার কথা কিছু বলেনি ?

ঃ তোমার কথা ! কৈ, নাতো ?

ঃ আমি তাকে গাঁ-ছাড়া করবো বলেছি, এসব কথা কিছু বলেনি ?

ঃ কেন, তা বলবে কেন ? তুমি কি তাই বলেছো ?

ইসরত জাহান মাথা নীচু করলো। বললো—হ্যাঁ চাচা, আমি তাই বলেছি।

হাকিমউদ্দীনের চোখের দৃষ্টি স্থির হলো। সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—না মা, কাজটা তুমি ভাল করোনি তাহলে। তুমিও যদি তার পেছনে লাগো—

ঃ এতটা আমি বুঝতে পারিনি চাচা। আমার রাগ হয়েছিল বলেই ও কথা বলেছি। সত্যি সত্যিই ও গাঁ-ছাড়া হোক, এটা আমি চাইনি।

ঃ তা না চাইলেও, তোমার সাথেও যে তার ঝগড়া হয়েছে বেশ একচোট, এটা বুঝতে পারছি। ভালই হয়েছে বাপু। ও সরে গেছে, ভালই হয়েছে। সবার সাথেই যেভাবে ফ্যাসাদ শুরু হয়েছে, তাতে ওর কি আর থাকা চলে এখানে ? ওর এখন সরে থাকাই ভাল। সবদিক দিয়েই এখানে তুফান শুরু হয়েছে।

ঃ সরে থাকলে ওর পড়াশুনা হবে কি করে চাচা ? পড়াশুনা বন্ধ করে দিলো তাহলে ?

ঃ না-না, পড়াশুনা করার জন্যেই তো সে কলিকাতায় গেছে। এখানের বাতাস খুব গরম। এখানে থাকলে তার পড়াশুনা ঠিকমতো হবে না। চাইকি মুসিবতেও পড়তে পারে। ওখানে সে নিরিবিলিতে পড়াশুনা করতে পারবে।

ঃ তাহলে কি এখানে আর আসবে না ? মানে, আবার বাড়ী আসবে কবে ?

ঃ আসবে। পড়াশুনা শেষ হলেই আসবে।

ইসরত জাহান চমকে উঠে বললো—সর্বনাশ ! পড়াশুনা শেষ হলে তবে ? তাহলে—মানে—তাহলে—

কি বলবে সে। স্থির করতে পারলো না। হাকিমউদ্দীন বললো—তাহলে কি মা ?

ঃ মানে, তাহলে তার এই বাগানটার কি হবে ? এত কষ্ট করে সে ফুল বাগানটা করলো—

হাকিমউদ্দীন নিঃশ্বাস ফেলে বললো—কি আর হবে ? ওটা নষ্ট হয়ে যাবে। যার বাগান সে না থাকলে কি বাগান আর থাকে ?

ঃ থাকবে না ? বাগানটাও থাকবে না ? না চাচা, ও নেই বলে বাগানটাও থাকবে না—এটা ঠিক নয়।

ঃ কি করে থাকবে ? কে ওটা দেখবে ?

ঃ কেন চাচা, তুমি তো আছো ? তুমি ওটা দেখবে।

www.pathagar.com

ঃ তা কি করে হবে মা ? একা আমি আর এই গোটা সংসার। আমি ক'দিক সামলাবো ?

ঃ সামলাতেই হবে চাচা। একা না পারো মাঝে মাঝে আমি এসে সাহায্য করবো তোমাকে। তুমি শুধু গরু ছাগলটা ছাঁদবে। পানি দেয়া, নিড়ানি দেয়া, ওসব আমি আমাদের মালীকে দিয়ে দেয়াবো।

ঃ তাই কি হয় মা ? তোমার আব্বা দেখলে রাগ করবেন যে ?

ঃ আব্বাকে কি দেখিয়ে দেয়াবো ? আব্বা যখন বাড়ীতে থাকবেন না, সদরে-গঞ্জে যাবেন, তখন মালীকে নিয়ে চলে আসবো।

হাকিমউদ্দীন প্রসন্নকণ্ঠে বললো—বেশ, পারলে এসো। কিন্তু দেখো বাপু, এ নিয়ে আবার যেন কোন ফ্যাসাদ-ট্যাসাদ না হয়।

ঃ হবে না চাচা। হলে সে আমি দেখবো। তার ফুল বাগানটাও যদি না থাকে, তাহলে এদিকে এলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

ঃ তাই ?

ঃ তাই নয় ? দেখো না, কেমন সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে ? ফুলে ফুলে ভরে গেছে বাগানটা।

ঃ ফুটবে না ? কবে সেই কুঁড়ি দেখা দিয়েছে, এখনও ফুটবে না ?

ঃ সেই কথাইতো বলছি চাচা। বাগানটা যখন দেখার মতো হচ্ছে, তখনই সে নেই। এ বাগান নষ্ট হলে সহ্য হয় ?

হাকিমউদ্দীন হাসিমুখে বললো—বেশ বেশ ! নষ্ট যাতে করে না হয়, সেটা আমি সাধ্যমতো দেখবো।

ঃ আর একটা কথা চাচা—

ঃ কি কথা মা ?

ঃ না থাক, আমি এখন যাই।

ঃ যাবে ?

ঃ হ্যাঁ, যাই। আবার আসবো—

ইসরত জাহান ধীরে ধীরে চলে গেল।

কোন অবস্থাই চিরকাল একভাবে থাকে না। উত্থান-পতন ঘটে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। অনেকটা আকস্মিকভাবেই এখানকার অবস্থার মধ্যেও একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। সেরেফ জামালবাটিই নয়, গোটা পূর্ব বাংলার হাওয়া বাতাস আবার প্রায় পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো। যে উগ্র আর উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তা আবার অনেকখানি শীতল হয়ে গেল।

গৌণ হলেও এর একটা কারণ—অমুসলমান জমিদারেরা সাবেকী মুসলমানদের ব্যবহার করার ব্যাপারে আর সুবিধে করতে পারলেন না। সাবেকী মুসলমানেরা ইতিমধ্যেই অনেকটা সজাগ হয়ে গেলেন। ফরায়েজী মতবাদ তাঁরা আদৌ সমর্থন না

www.pathagar.com

করলেও এবং হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের কর্মকাণ্ডে শামিল হতে না গেলেও, ফরায়েজীদের সাথে সংঘাতে আসা থেকে সাবেকীরা ক্রমেই বিরত হতে লাগলেন। বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় তাঁরা অনেকেই বুঝতে পারলেন যে, অমুসলমান জমিদারেরা সাবেকী মুসলমানদের আদৌ কোন বন্ধু নন। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্যে তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ পয়দা করতে চাচ্ছেন এবং সাবেকী ফরায়েজী তামাম মুসলমানদের দাবিয়ে রাখাই তাঁদের মূল লক্ষ্য ও চিরন্তন উদ্দেশ্য। তাঁদের এ দরদ একদম মেকী।

ফলে, জমিদারদের হাতে গুটি হওয়া থেকে অধিকাংশ সাবেকীরাই পিছিয়ে আসতে লাগলেন। জমিদারেরা তাঁদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে সাবেকীদের আর ব্যবহার করতে পারলেন না। জমিদারদের উস্কানীতে ফরায়েজীদের সাথে সংঘাতে আসা থেকে সাবেকীরা অতপর বিরত হয়ে গেলেন।

বড় কারণ, অর্থাৎ পূর্ব বাংলার পরিবেশ শান্ত হয়ে আসার অন্যতম ও আশু কারণ—এ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় তিতুমীরের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্বে আরোহণ, তাঁর বাঁশের কেল্লার পতন এবং বিপুল সংখ্যক সঙ্গীসহ তিতুমীরের শাহাদত বরণ। এ ঘটনায় সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি হলো এবং সকলের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হলো। তিতুমীরের লড়াই এ সময় এমন তীব্রতর হয়ে উঠলো যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সমুদয় জমিদার ও নীলকর সাহেবেরা এক জোটে লেগেও পুনঃপুনঃ মার খেয়ে একদম বসে পড়লেন। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের সামনে তাঁরা একেবারেই অসহায় হয়ে গেলেন। তাঁদের আহ্বানের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার এক বিশাল নিয়মিত সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে বিপুল সংখ্যক সঙ্গীসহ তিতুমীরকে হত্যা না করলে, প্রজাদের উপর জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতো।

বৃটিশ সরকারের এই বিবেকহীন পদক্ষেপে সারাদেশে একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করতে লাগলো। এতে করে বৃটিশ সরকার কিছুটা থমকে গেল। জমিদার ও নীলকরদের নিদারুণ অত্যাচারের কিছু কিছু তথ্যও সরকারের কাছে ইতিমধ্যে ফাঁশ হয়ে গেল। এমন হলে দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে ভয়ে, জমিদার ও নীলকরদের আহ্বানে অন্ধভাবে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে সাময়িকভাবে হলেও বৃটিশ সরকার উৎসাহহীন হয়ে পড়লো।

এর ফলে পূর্ব বাংলার জমিদার বর্গ ভীত হয়ে উঠলেন। ঐ রকম চরম মুহূর্তে বৃটিশ সরকার তাঁদের সাহায্যে না এলে পরিণতি করুণ হবে ভেবে, ফরায়েজীদের ব্যাপারে অধিক বাড়াবাড়ি করা থেকে তাঁরাও সাময়িকভাবে বিরত হয়ে গেলেন। অপরপক্ষে, তিতুমীর ও তাঁর প্রচুর অনুগামীদের ঐ করুণ পরিণতি হওয়া দেখে হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব এবং তাঁর অনুসারীরাও সংযত হয়ে গেলেন।

এমন্বিধ কারণে পূর্ব বাংলায় আবার অনেকখানি শান্তি ফিরে এলো। প্রায় ছয়-সাতটি বছর ধরে সেখানে অনেকটা শান্ত পরিবেশ বিরাজমান রইলো। জমিদার বর্গ ও হাজী শরিয়তুল্লাহর অনুসারীদের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য সংঘাত সংঘটিত হলো না।

www.pathagar.com

৫

বহতা নদী। খোলামেলা নদীঘাট। স্বচ্ছ ঘাটের পানি। নদীতে গোছল করে ভেজা কাপড়ে দুই রমণী আগে পিছে ঘাট থেকে উঠে এলো। দু'জনই যুবতী। আগেরজনের যৌবন বাঁধন মানতে নারাজ। পিছেরজনের উপর যৌবন এসে জেঁকে বসেছে সবেমাত্র। বাঁধনের বিরুদ্ধে এখনও পুরোপুরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। পরণে উভয়েরই শাড়ী কাপড়। মস্তক উন্মুক্ত। জামা-কাপড়ের উপর দিয়ে বক্ষস্থলে ভিজে গামছার আবরণ। কাঁকে উভয়েরই ভরা কলসী। দু' চোখে মৃদু মৃদু লজ্জা। ওষ্ঠাধরে দু'জনেরই চাপা হাসির ঝিলিক।

তাদের একটু আগে ঘাট থেকে উঠে এসেছে দু'তিনজন কিশোরী। কি যেন কি তাড়া আছে তাদের। তাড়াতাড়ি গোছল করে আগেই এরা ঘাট থেকে পাড়ে উঠে এসেছে আর কিছুটা পথ সামনে এগিয়ে গেছে। যুবতীদ্বয়ের আগেরজন ঐ কিশোরীদের নাগাল ধরতে দ্রুতপদে এগিয়ে এলো ঘাট ছেড়ে। পিছের যুবতী ঘাট থেকে পাড়ের কাছে এসেই ফের পায়ের কাদা ধুতে গিয়ে পিছিয়ে পড়লো অনেকখানি।

লোকালয় ঘাট থেকে দূরে নয়। নদী তীর বরাবর ঘাটের উপর দিয়ে যে পথটা দু'দিকে দূর দূরান্তে গেছে, সেই পথে অল্প একটু এগুলেই হাতের ডাইনে লোকালয়ে ঢোকার পথ। পথ মানে সরু রাস্তা। সেখান থেকে বিঘে দেড়েক দূরেই শুরু হয়েছে লোক বসতি। নদী তীর বরাবর পথটি ঘাটের কাছে এসেই ছায়া ঘেরা হয়েছে। দু' পাশে আম-জাম তাল-তমালের সারিসারি বৃক্ষরাজী। হেথা হোথা থোপ্ থোপ্ বাঁশঝাড়। পথটা এর মধ্যে দিয়ে। অবশ্য বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত।

পিছের যুবতী পাড়ের উপর উঠে আসতেই আগের যুবতী কিশোরীদের সাথে লোকালয়ে ঢোকার রাস্তার মুখের কাছে চলে এলো। পিছেরজনের অপেক্ষায় এখানে এসে তারা একটু আনমনে দাঁড়ালো। নদী তীরের এ পথে এতক্ষণ কোন পথচারীর আনাগোনা ছিল না। কাঁধের সাথে ঝুলানো মস্তবড় এক থলে নিয়ে অকস্মাৎ এক যুবক এসে এ সময় এদের সামনা সামনি হয়ে গেল। এক সুদর্শন নওজোয়ান। নওজোয়ানটি নদী তীরের পথ ধরে বিপরীত দিক থেকে এদের সামনের দিকে আনমনে আসছিল। আনমনে থাকায় আর গাছ গাছড়ার আড়াল হওয়ায় সে হঠাৎ এদের সামনে এসে গেল।

নওজোয়ানটি থমকে গেল। দাঁড়িয়ে গেল এক নিমেষ। চোখ তুলে ভাল করে চাইতেই তার চোখ পড়লো সারা অঙ্গে ভেজা কাপড় লেপ্টে থাকা সেই বাঁধভাঙ্গা যৌবনবতীর উপর। "তওবা" বলে তৎক্ষণাৎ সে নামিয়ে নিলো চোখ এবং দূর দিয়ে পাশ কেটে ফের নতমস্তকে পথ ধরলো। কিশোরীদের সাথে যুবতীটাও "ওম্মা" বলে সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে আর ক্ষিপ্রপদে লোকালয়ে যাওয়ার রাস্তায় ঢুকে পড়লো।

আর একটা ধাক্কা খেলো নওজোয়ান। আগের ধকল সামাল দিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার তার সামনে পড়লো আর এক সদ্য স্নাতা যুবতী। একইভাবে সারা

www.pathagar.com

অঙ্গে লেপ্টে আছে ভেজা কাপড়। কাঁকে ভরা কলসী। আগেরজনের চেয়ে এজন আরো বেশী সুন্দরী।

মেয়েটি তখনও হাত পনের দূরে। আগের মতো চমকিত না হলেও, নওজোয়ানটির গতি আবার শ্লথ হলো। সিদ্ধান্তও নিয়ে নিলো সাথে সাথেই। যুবতীটির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে সে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলো।

কিন্তু ব্যত্যয় ঘটলো এখানে। সে লক্ষ্য করলো, আগের মেয়েদের মতো এ মেয়েটির মধ্যে তেমন চাঞ্চল্যভাব নেই। তাৎক্ষণিকভাবে একটুখানি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেও, এ মেয়েটি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। এক পাশে সরে গিয়ে নয়, পথের একদম মধ্যস্থলেই। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি তার উপরই নিবদ্ধ। শরম-ভয়-জড়তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই সে দৃষ্টিতে।

শরম পেলো নওজোয়ানটি নিজেই। অত্যন্ত সুদর্শনা এ মেয়েটি প্রথম দর্শনেই দীলে একটা দোলা দিয়ে গেলেও, মেয়েটির এ লজ্জাহীন চাহনীতে নওজোয়ানটি সংকুচিত হয়ে গেল। মেয়েটিকে নির্জলা বেশরম মনে করে সে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

কিন্তু পারলো না। পাশে আসতেই মেয়েটি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো—আরে ঠিক তো ! আমি ঠিকই ধরে ফেলেছি। মাহমুদ আলী—তুমি ? তুমি ফিরে এলে এতদিনে ?

থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাহমুদ আলী। ভাল করে না চেয়েই বললো—এ্যাঁ ! হ্যাঁ এলাম।

মেয়েটি খোশ কণ্ঠে বললো—ইশ্ ! কতবড় হয়ে গেছো তুমি ! কি সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার ! বিলকুল নওজোয়ান হয়ে গেছো। মাহমুদ আলী তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। মেয়েটির মধ্যে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো। মেয়েটি ফের হাসিমুখে বললো—চিনতে পারছো না ? কি বুদ্দুরে ! আমি ইসরত জাহান।

সে যে ইসরত জাহান, অল্প একটু খুঁজেই মাহমুদ আলী তা আবিষ্কার করে ফেলেছে। বালিকা ইসরত জাহানের সেই অস্পষ্ট রূপের আভাস যৌবনে ষোলকলায় বিকশিত হয়ে তাকে আরো পরমা সুন্দরী করেছে—এটাও বুঝতে পেরেছে মাহমুদ আলী। কিন্তু ভেবেই সে পাচ্ছে না, ভরা যৌবন নিয়ে জমিদারের ঘরের এমন রূপবতী মেয়ের এই দূরান্তের নদী ঘাটে গোছলে আসার গরজটা পড়লো কি ? ডজনখানেক দাসী-বাঁদী আর বাড়ীর সাথে থৈ থৈ দীঘি-পুকুর থাকতে দূর নদী থেকে তার এই পানি টানার ঠেকা পড়লো কিসে ? এটা কি তার দায়, না সখ ?

সখ ছাড়া যে কিছুই নয়, অল্প একটু ভেবেই তা বুঝতে পারলো মাহমুদ আলী। যে মেয়েগুলোকে সে একটু আগে দেখে এলো, তাদের কাউকে মুসলমান ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়নি তার। অধিক ক্ষেত্রে, হিন্দু ঘরের মেয়েরাই এভাবে খোলামেলা নদীর ঘাটে আসে আর জনসমাগমের মধ্যে নিঃসংকোচে স্নান করে যায়। ভরা কলসী প্রায়শঃই কাঁকে থাকে তাদের। এটা তাদের রীতি ও অভ্যাস। অনেকটা অবলম্বন। যমুনার ঘাটে কলসী ভরার আকর্ষণ এদের অনেকেরই দুর্বার। রাজার মেয়ে প্রজার

www.pathagar.com

মেয়ে বলে কোন ভেদ নেই। যমুনা কাছে না থাকলে, যে কোন জলাশয়ই তাদের কাছে যমুনা।

এমন রীতি মুসলমান ঘরে নেই। নদীর ঘাটে কলসী নিয়ে সাধারণ ঘরের মুসলমান মেয়েরাও যথাসম্ভব আব্রু করে আসে। আসে দায়ে পড়ে। পানি না হলে গৃহ কাজ চলে না, তাই। যমুনার ঘাটে কলসী ভরার দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে নয়।

কিন্তু ইসরত জাহান ? সে একজন মুসলমান ঘরের মেয়ে। সাধারণ ঘরের নয়, জমিদার ঘরের মেয়ে। বর্ষীয়সী নয়, যুবতী মেয়ে। গৃহকাজে পানির ঠেকা ইসরত জাহানের নেই। তাহলে ? সে এসেছে সখে। 'যমুনা কি তীরে' কলসী ভরার পুলকে।

উন্মুক্ত মস্তক আর কাঁকে কলসী দেখে এ মেয়েকেও একজন হিন্দুমেয়ে বলেই মাহমুদ আলী ধারণা করে নিয়েছিল। কিন্তু তা নয়, এ মেয়ে ইসরত জাহান। এটি এখন আবিষ্কার করে মাহমুদ আলী যারপর নেই বিস্মিত হলো। আগের দিনের চেয়ে আরো সে গোল্লায় গেছে দেখে মন তার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো।

মাহমুদ আলীকে একদম নিরুত্তর দেখে ইসরত জাহান পুনরায় তাকিদ দিয়ে বললো—কি দেখছো ? তবু চিনতে পারছো না ? আমি ইসরত জাহান।

মাহমুদ আলী এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কি করে পারবো ? তুমি ইসরত জাহান না ইরাবতী, ইন্দুমতি না আইভি আইরীন, তা সনাক্ত করবো কি করে ? গলায় যে রুদ্রাক্ষের মালাটা নেই, এই যা রক্ষে।

ইসরত জাহান ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—মাহমুদ !

ঃ আগে যারা গেল, মানে ঐ বড় মেয়েটা কে ?

ঃ ওটা পল্লবী।

ঃ পল্লবী ! ও, ঐযে ঐ—

ঃ হ্যাঁ, পল্লবী মজুমদার। তারিণী মজুমদারের ভাইঝি।

ঃ আচ্ছা। একদম জাতে গোত্রে মিশে গেছো তাহলে ? ভেক নিয়েছো পুরোপুরি ? ছিঃ !

আর একদণ্ডও না দাঁড়িয়ে মাহমুদ আলী সেখান থেকে হন হন করে চলে গেল। প্রচণ্ড হোঁচট খেয়ে ইসরত হাজান কাঁকের কলসী চেপে ধরলো সবলে। নইলে ওটা কাঁক থেকে পড়েই যেতো সশব্দে।

একে একে কেটে গেছে সাত সাতটি বছর। মাহমুদ আলীকে তার আব্বা পড়াশুনার নিমিত্তে সেই যে পাঠিয়ে দিলেন কলিকাতায়, তারপর মাহমুদ আলী আর এ জামালবাটিতে একবারও ফিরে আসেনি। ফিরে আসছে পুরো এই সাত বছর পরে।

এই সাত বছরে মাহমুদ আলীর জিন্দেগীর গতি বিপুলভাবে উলটপালট হয়ে গেছে। আম্মাজান তার বাল্যকালেই ইন্তেকাল করেছেন। এক্ষণে তার আব্বাজানও ইহজগতে নেই। কয়েক বছর আগে যশোহর জেলার পূর্বপ্রান্তে মাহমুদ আলীর নানার বাড়ীতে এসে মাহমুদ আলীর আব্বা মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব হঠাৎ করে বিমারে আক্রান্ত হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন। তাঁর

www.pathagar.com

বিবিও, অর্থাৎ মাহমুদ আলীর আম্মাজানও এখানে এসেই ইন্তেকাল করেছিলেন। বিবির পাশেই মুনশী সাহেবকে সেখানে দাফন করা হয়।

এ সময় মাহমুদ আলীর বার্ষিক পরীক্ষা আসন্ন হয়ে আসায় সেখান থেকেই সে কলিকাতায় ফিরে যায়। জামালবাটিতে আসার মওকা ঘটে না। হাকিমউদ্দীন সহকারে মুনশী সাহেবের কিছু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও কিছু ফরায়েজী ভাইয়েরা এসে মুনশী সাহেবের দাফন-কাফনে শরিক হন। সান্ত্বনা দেয়ার সাথে তাঁরা সবাই মাহমুদ আলীকে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করার নসিহত করে যান এবং তার ঘর সংসারের উপর সবাই নজর রাখবেন বলে ভরসা দিয়ে, বাড়ীর ভাবনা ভাবতে তাকে নিষেধ করে যান। পরীক্ষার পর হাকিমউদ্দীন কলিকাতায় যাবে এবং তার সাথে তখন মাহমুদ আলী বাড়ীতে এসে কয়েকদিন থাকবে এই মর্মে সেখানে হাকিমউদ্দীনের সাথে তার কথাবার্তা স্থির হয়।

কিছুদিন পর হাকিমউদ্দীন ঠিকই কলিকাতায় যায়, কিন্তু মাহমুদ আলী বাড়ীতে আসার সময় করতে পারে না। মাহমুদ আলী মেধাবী ছাত্র। শিক্ষকদের খুব প্রিয়। তার শিক্ষার প্রয়োজনে তার শিক্ষকেরা তাকে এ সময় দিল্লীতে কয়েকমাস রাখার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলায় এবং তাকে নিয়ে সেখানে রওনা হতে তৈরী হয়ে যাওয়ায়, এবারও তার জামালবাটিতে ফিরে আসার ফুরসুৎ হয় না।

এরপরও সে আর আসেনি। সংসারের দায়-দায়িত্ব হাকিমউদ্দীন সুষ্ঠভাবে পালন করছে জেনে, লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটিয়ে শূন্য গৃহ দেখার জন্যে জামালবাটিতে আসার উৎসাহ মাহমুদ আলীর আর থাকে না। অপর দিকে, এখানে সে নিরাপদে আর যত্নের মধ্যে আছে দেখে, হাকিমউদ্দীনও তাকে জামালবাটির ঐ অবান্ধব পরিবেশে ফিরে যাবার জন্যে উৎসাহিত করে না। বরং সে নিজেই ঘন ঘন কলিকাতায় এসে মাহমুদ আলীকে পয়সা কড়ি দিয়ে যায় এবং সংসারের হিসাব-নিকাশ ও হাল-হকিকত অবহিত করে যায়। লেখাপড়া শেষ করে আর সাবালক হয়ে মাহমুদ আলী ফিরে আসুক, ফিরে এসে তার ঘর-সংসার বুঝে নিক, এই ছিল হাকিমউদ্দীনের চিন্তা-ভাবনা।

মাহমুদ আলীর নানাজানের বাড়ীতেও তেমন কেউ নেই। প্রায় ফওত পড়ে গেছে। তার দু' মামাতো ভাই সংসার করে সেখানে। মাহমুদ আলীর সাথে তাদের খুবই আন্তরিকতা। ছুটি ছাঁটায় মাহমুদ আলী ওখানেই যায়। কয়েকদিন ওখানেই কাটানোর সাথে আব্বা-আম্মার কবর জিয়ারত করে আসে।

এভাবে কেটে গেছে সাত সাতটি বছর। মাহমুদ আলী এখন সাবালক হয়েছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার পিয়াস তার এখনও মেটেনি। আর নাহোক, ফুরফুরা শরিফে কিছুদিন আর দিল্লীতে গিয়ে আরো কয়েক বছর লেখাপড়া করতে পারলে তবেই পিয়াস তার অনেকাংশে মেটে। দেশের একজন উল্লেখযোগ্য বিদ্বান্ রূপে সে পরিগণিত হতে পারে। এ আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করার জন্যে সে এখন তৈয়ার। কলিকাতার লেখাপড়া শেষ হলো এইমাত্র। এখন সে ফুরফুরাতে, অর্থাৎ মুল্লা সিমলায় যাবে। এই যাওয়ার আগে মাহমুদ আলী জামালবাটিতে ফিরে আসছে ঘর সংসারের খবর করতে।

www.pathagar.com

গাঁয়ে এসে ঢুকেই মাহমুদ আলীর মনটা বিষিয়ে গেল। গাঁয়ে ঢুকে প্রথমেই তার সাক্ষাত ইসরত জাহানের সাথে। পল্লবীদের সামনে এসে পড়লেও, তাদের সে চেনেওনি, কথাবার্তাও হয়নি। পরিচয়-কথাবার্তা প্রথম এই ইসরত জাহানের সাথে। কিন্তু ইসরত জাহানকে মাহমুদ আলী এ অবস্থায় দেখবে, এটা সে ভাবেনি।

বাড়ীর কথা মনে হলে চেতনে অবচেতনে ইসরত জাহানের কথা মনে তার এসেছেই। তাকে নিয়ে মাহমুদ আলী অনেক কথা ভেবেছেও। ভেবেছে, ইসরত জাহান এতদিনে অনেক বড় হয়ে গেছে। যুবতী হয়ে গেছে। আগের সেই চঞ্চলতা ও বেয়াড়া স্বভাব এখন আর নেই। এখন তার জ্ঞান হয়েছে। জমিদারীর স্বার্থে তার আব্বা ভিনজাতির গোলামী করলেও এবং তাদের তালে তাল মিলিয়ে চললেও, ইসরত জাহান নিশ্চয়ই সে তালে আর চলছে না। সে এখন নিজের জাতি ধর্ম চিনতে শিখেছে জরুর। নিজের ইহকাল পরকাল আর ভূত ভবিষ্যত সম্বন্ধে কমবেশী চিন্তা-ভাবনা নিশ্চয়ই তার মধ্যে এসে গেছে। বাল্যকালের সেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আর নেই। সে সংযত হয়ে গেছে।

কিন্তু গাঁয়ে এসে প্রথমেই ইসরত জাহানকে আবিষ্কার করে তার সেই চিন্তার সৌধ গুঁড়িয়ে গেল। কল্পনার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বিক্ষুব্ধ অন্তরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উদয় হতে লাগলো। পর্দা নেই, আব্রু নেই, আত্মসম্মান বোধ বা লোক নিন্দার ভয় নেই, বিজাতীয় রমণীদের সাথে সে এমনিভাবে দূর নদীতে গোছল করতে এসেছে? খোলা মাথায় এলোচুলে পথে ঘাটে বন বাদারে এমনিভাবে রঙ্গ করে বেড়াচ্ছে? বিজাতীয় চাল-চলন আর আচার নীতির সাথে এতটাই একাত্ম হয়ে গেছে?

অনেকক্ষণ যাবত এই আফসোস্ মন তার আচ্ছন্ন করে রাখলো। এরপর যতই সে নিজ গৃহের নিকটবর্তী হতে লাগলো, নানা রকম চিন্তা-ভাবনায় মন তার ততই ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। সাত বছর আগে ফেলে যাওয়া বাড়ী এখন কি অবস্থায় আছে, ঘর-দুয়ার উঠোন-আঙ্গিনার কি চেহারা হয়েছে, কে জানে? তদুপরি, যে গৃহে তার আব্বা তাকে পক্ষীশাবকের মতো পালকের আবরণে লালন-পালন করেছেন, মায়ের অভাব বুঝতে দেননি, সেই আব্বা আর সে গৃহে এখন নেই। তার আব্বার বর্তমানে যে বাড়ী সেদিন নানাজনের আনাগোনায় প্রাণবন্ত ছিল, সে বাড়ী এখন ঢন ঢন করছে জনশূন্য অবস্থায়। প্রাণহীন হয়ে গেছে লোকজনের অভাবে। পিতার অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ীর বিশ্বস্ত নওকর হাকিমউদ্দীন যদিও একা থাকতে না পেরে তার বিবিকে এ বাড়ীতে তখনই পার করে নিয়েছে, তবু তারা সাকুল্যে দু'জন। তাদের কোন ছেলেপুলে নেই। নিঃসন্তান মানুষ তারা। দু'জন মাত্র লোক এতবড় বাড়ীটার কতটুকু অংশই বা পূরণ করে রাখবে?

এসব চিন্তায় বিষণ্ন মন নিয়ে মাহমুদ আলী বাড়ীর সামনে এলো। কিন্তু রাস্তা থেকে সে যখন তাদের বাহির আঙ্গিনায় নামলো, তার মনের বিষণ্নভাব তখনই অনেকখানি কেটে গেল। সে দেখলো, তাদের বাহির আঙ্গিনা আগের মতোই পরিচ্ছন্ন আছে। কোথাও কোন আবর্জনা জমেনি। আগাছা গজায়নি। ঝক ঝক করছে আগের মতোই।

www.pathagar.com

এরপর সে যখন আরো খানিক এগুলো, তখন তার বিস্ময়ের অবধি রইলো না। সে তাজ্জব হয়ে দেখলো, তার ফুল বাগান জীবন্ত আছে এখনও। যদিও আগের বেড়া, আগের আকার ও আগের আয়তন নেই, তবু তার ফুল বাগান যথাস্থানেই টিকে আছে। তাজা ফুলে বাগানটা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাগানের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাহমুদ আলী। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো বাগানের দিকে। ভাবতে লাগলো—এমনটি সম্ভব হলো কি করে ? বাড়ীতে সে নেই, তার আব্বাও ইহজগতে নেই, অথচ এই ফুল বাগিচা বাঁচিয়ে রাখলো কে আর কার জন্যে ? হাকিমউদ্দীন চিরদিনই পরিচ্ছন্ন ও নিরলস মানুষ। বাহির আঙ্গিনা এ রকম পরিচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এ ফুলবাগিচা ? লোকজন না থাকলেও সংসারটা তাদের নেহাতই ছোট নয়। ঘরবাড়ী বিষয় সম্পত্তি সাধারণ গৃহস্তের চেয়ে অনেকখানি বড় আর বেশী। এগুলো সামলাতেই হাকিমউদ্দীনের নাভিশ্বাস উঠার কথা। এর উপর এই বাগান ? যার কোন অর্থ নেই, প্রয়োজন নেই, ঘর-সংসার রক্ষণাবেক্ষণের যা কোন অপরিহার্য অঙ্গ নয়, সেই বাগানের পেছনে এতদিন ধরে এত শ্রম দেয়ার সময় হাকিমউদ্দীন পেলো কি করে ?

চিন্তার কোন খেই করতে না পেরে মাহমুদ আলী আবার এগুতে লাগলো। ধীরে ধীরে দেউটির কাছে আসতেই কোথা থেকে টের পেলো হাকিমউদ্দীন। টের পেয়েই সে পড়িমরি ছুটে এলো বাইরে। উল্লাসভরে বলে উঠলো—আরে একি-একি ! বাপজান এসে গেছো ? হায়-হায় ! কিভাবে কোন্ পথে এলে ? এই ঝোলা-পোঁট্‌লা টেনে নিয়ে একা একা এলে কি করে ? আমাকে খবর দাওনি কেন ? সেবার গিয়ে যখন দেখা করে এলাম, তখন বলোনি কেন ? আমি তাহলে যেতাম। এসব আমি টেনে আনতাম। এত তকলিফ করে এতটা পথ—

উল্লাসে আবেগে হাকিমউদ্দীন থামতে চায় না। মাহমুদ আলী হেসে বললো—না না, কোন তকলিফ হয়নি চাচা। এ নিয়ে অনর্থক ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া, কবে আসবো কিছুই স্থির না থাকায় আগে বলা হয়নি। এ নিয়ে পেরেশান হয়ো না।

ঃ হবো না ? একি কম পথ ! কম পরিশ্রম ? দাও-দাও, ঝোলাটা আমায় দাও—

বলতে বলতে প্রায় জোর করেই মাহমুদ আলীর হাত থেকে কাপড় চোপড় ও কিতাব পত্রের মস্তবড় থলেটা সে কেড়ে নিলো এবং মাহমুদ আলীকে *ঠেলতে ঠেলতে* বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলো। ভেতরে এসেও হাকিমউদ্দীনের আবেগ আর থামে না। সে তাদের এককালে কয়েকদিন পালিত এক পালক সন্তানের নামধরে এন্তার চীৎকার করতে লাগলো—ও হারানের আম্মা, হারানের আম্মা গেলে কোথায় ? দেখো দেখো, কে এসেছে ! যার কথা হরদম বলো, সে এসে গেছে !

কুশলাকুশল নিয়ে মামুলী কিছু কথাবার্তার পর হারানের আম্মা, অর্থাৎ হাকিম উদ্দীনের বিবি, মাহমুদ আলীর আহারের ব্যবস্থা করতে ব্যস্তভাবে ছুটে গেল। হাতমুখ ধুয়ে এসে শান্ত হয়ে বসার পরই মাহমুদ আলী সবিস্ময়ে হাকিমউদ্দীনকে প্রশ্ন করলো—আচ্ছা চাচা, এমন তাজ্জব ব্যাপারটা সম্ভব হলো কি করে ? আমি তো ভেবে কোন কূলকিনারাই পাচ্ছিনে ?

www.pathagar.com

হাকিমউদ্দীন বললো—কোন্ ব্যাপারটা বাপজান !

ঃ ঐ ফুল বাগান। এত বছর পরও ঐ গোলাপ বাগান ঐভাবে টিকে রইলো কি করে ? এত সময় কোথায় পেলে তুমি ? আর ওটা জিয়িয়ে রাখার এত গরজটাই বা কি পড়লো তোমার ? আমি যখন নেই—

হাকিমউদ্দীন স্মিতহাস্যে বললো—গরজটা তো আমার পড়েনি বাপজান ? যার পড়েছে সে-ই আমাকে বাগানটা টিকিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে।

ঃ বাধ্য করেছে ! কার গরজ পড়লো আর কে তোমাকে টিকিয়ে রাখতে বাধ্য করলো ?

ঃ ঐতো ঐ জমিদার সাহেবের মেয়ে। ইসরত জাহান। তার কথা হলো, বাগানটা ওখানে যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকা চাই। কথাতো নয়, বিলকুল হুকুম। আমি আর কি করি ?

ঃ তাজ্জব ! সে হুকুম করলো আর অমনি তুমি তার হুকুম তামিল করতে লেগে গেলে ?

ঃ না গিয়ে উপায় কি ? সে নিজেই যদি মালী মজদুর নিয়ে এসে বাগানের কাজে লেগে যায়, আমি আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করে তা দেখি ?

ঃ সে নিজেই মালী মজদুর নিয়ে এসে বাগান করতে লেগে গেল ?

ঃ নিজেই-নিজেই। তাও আবার কি একবার দু'বার ? মাসে অন্ততঃ একবার তার মালী নিয়ে আসাই চাই। এছাড়া হপ্তায় হপ্তায় এসে, বাগানে পানি দেয়া হয়নি কেন, ঘাস ক'টা তুলে ফেলা হয়নি কেন, বেড়াটা হেলে গেছে—ওটা সোজা করে দাওনি কেন, এমনই সব খবরদারী।

মাহমুদ আলী সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—তার অর্থ ? এ বাগানটি কি তাহলে তারা দখল করে নিতে চায় ? মানে, তাদের আর পাঁচটা বাগানের মতো এটিও তাদের একটি, এই ভাবতে চায় ? তাহলে তো এ ভিটেমাটি আর বাড়ী-ঘরও—

প্রবলবেগে বাধা দিয়ে হাকিমউদ্দীন বললো—না না বাপজান, সেসব কিছু নয়। তার আব্বা এসব জানেনও না আর ইসরত জাহানও মোটেই সে উদ্দেশ্যে এসে বাগানে হাত দেয়নি। ওসব কোন প্রশ্ন এর মধ্যে নেই ?

ঃ তাহলে ?

ঃ ইসরত জাহান নিজের গরজেই টিকিয়ে রেখেছে বাগানটা। বলতে পারো দীলের টানেই। ওটা ওখানে থাকতেই হবে, এই হলো তার কথা।

মাহমুদ আলী বিরূপ কণ্ঠে বললো—কেন, তার এত টান কিসের ?

ঃ তার খারাপ লাগে যে, মনটা খারাপ হয়, তাই। বলে, মাহমুদ আলী নেই, তার বাগানটাও যদি না থাকে তাহলে আমার বড় কষ্ট লাগবে চাচা। এদিকে এলে আমার মনটা বড়ই খারাপ হবে। ওটা আস্ত থাকা চাই। স্মৃতিটা মুছে গেলে চলবে না।

ঃ চাচা !

www.pathagar.com

ঃ এরপরেই শুরু হলো তাড়া। লোকজন নিয়ে এসে সে নিজেই যদি বাগানটা বাঁচিয়ে রাখার তদবিরে লেগে যায়, আমি আর সেটা বাঁচিয়ে না রেখে পারি কি করে, বলো ?

ঃ আশ্চর্য !

ঃ মাঝে অবশ্য কয়েকবার ফউত পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাহলে কি হয় ? আবার সে গোলাপের নতুন ডাল মালীর ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে এসেছে আর আমাদের দিয়ে বাগানটা ফের তৈয়ার করে নিয়েছে।

ঃ বলো কি ! তার আব্বা তাকে এ বাড়ীতে আসতে দিলেন ? মানে, ডাল নিয়ে–মালী নিয়ে—

ঃ না–না, ডাল-মালী ওসব তার আব্বার অগোচরে এনেছে। আব্বা যখন বাইরে গেছেন, তখন। নইলে নিজে সে সবসময়ই এসেছে। আব্বার সাক্ষাতে অসাক্ষাতে, সবসময়।

ঃ তার আব্বা তাতে বাধা দেননি ?

ঃ তা দেবেন কেন ? চোধুরী সাহেবের গোলমাল ছিল তোমার আব্বার সাথে। তোমার উপরও তিনি শেষের দিকে রুষ্ট ছিলেন ঠিকই। কিন্তু তোমার সেই আব্বাজানও ইন্তেকাল করেছেন, তুমিও দেশান্তরী হয়েছো। আর তাঁর বাধা দেয়ার কি থাকবে ?

ঃ হুঁউ।

ঃ ইসরত জাহান তাই যখনই সময় পায়, এদিকে আসে আর অনেকক্ষণ বসে বসে আমার সাথে গল্প করে। এলেই সে তোমার কথা জানতে চায়।

মাহমুদ আলী নীরব হয়ে গেল। হাকিমউদ্দীনকে এরপর আর কোন প্রশ্ন করলো না বা তার কথায় তেমন একটা কানও দিলো না। তা দেখে হাকিমউদ্দীন পাকঘরের খবর করতে চলে গেল। মাহমুদ আলী বসে বসে ভাবতে লাগলো—বয়ে যাওয়া ইসরত জাহানের আবার এ দিকটাও আছে ?

অবশিষ্ট বেলা টুকু দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসার ক্লান্তিতেই কেটে গেল। সেদিন আর মাহমুদ আলী কোথাও বেরুলো না। পরের দিন সকালে নাস্তা পানি সেরেই মাহমুদ আলী তার অতীত দিনের স্মৃতি জড়ানো পথে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়ে পড়লো নিকটবর্তী জোতভূঁই আর গাঁ'টা প্রদক্ষিণ করে দেখার জন্যেও। মাহমুদ আলী বেরিয়ে গেলে হাকিমউদ্দীন ডালি-কোদাল নিয়ে এসে বাহির আঙ্গিনার রাস্তার ধারের প্রান্তটা সাফ করতে লাগলো। রাস্তা থেকে ময়লা-মাটি নেমে এসে জায়গাটা আবার অনেকখানি নোংরা হয়ে গেছে আর কিছু আগাছাও ফের ইতিমধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। হাকিমউদ্দীন চেঁছে চেঁছে সেগুলো ডালিতে ভরতে লাগলো।

পাশাপাশি বাড়ী। মাঝখানে আম-জামের পাতলা একটা বাগান। ইসরত জাহান কি না কি কাজে রাস্তার এদিকে এসেছিল। মাহমুদ আলীদের বাড়ীর ওপারে কোথায়

www.pathagar.com

যেন গিয়েছিল। এখন সে বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছে। কাজের ফাঁকে নজর তুলেই হাকিমউদ্দীন দেখতে পেলো, রাস্তার উপর ইসরত জাহান। দেখামাত্রই হাকিমউদ্দীন ডালি কোদাল ফেলে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো। ইসরত জাহানের দিকে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলো—আরে এই যে আম্মিজান ! সুখবর–সুখবর ! উম্‌দা খবর আছে।

ইসরত জাহান দাঁড়িয়ে গেল। এক পা'ও সামনে এগিয়ে না এসে, রাস্তা থেকেই বললো—উম্‌দা খবর !

হাকিমউদ্দীন বললো—এসেছে-এসেছে। সাত সাতটা বছর পর এই এতদিনে দেশের মানুষ দেশে ফিরে এসেছে।

ঃ কে দেশে ফিরে এসেছে ?

ঃ মাহমুদ আলী। গতকাল ভদ্দুপুরে মাহমুদ আলী বাড়ীতে ফিরে এসেছে।

হাকিমউদ্দীন যে এ খরবই বলবে, ইসরত জাহান তা বুঝেছিল। জবাবে সে রুষ্ট কণ্ঠে বললো—তাতে কি হয়েছে ? মাহমুদ আলী বাড়ীতে ফিরে এসেছে তো আমার তাতে কি ?

হাকিমউদ্দীন ভড়কে গেল। সে থতমত করে বললো—না, মানে সবসময়ই তুমি তার কথা জিজ্ঞেস করো কিনা ? কখন আসবে—কবে আসবে জানতে চাও, তাই বলছি। গতকাল থেকে খবরটা তোমাকে জানানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছিনে। নিজেও যাওয়ার সময় পাচ্ছিনে, খবরটা পৌছানোর মতো কোন কাউকে হাতের কাছেও পাচ্ছিনে। তোমাকে এখানে পেয়ে বড়ই ভাল হলো। এমন খোশ খবর তোমাকে জানাতে দেরী হলে নির্ঘাত তুমি গোস্বা হতে।

ইসরত জাহান নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো—না, হতাম না। এতে আমার গোস্বা হওয়ার কিছুই নেই।

ঃ আম্মিজান !

ঃ ওটা আমার জন্যে মোটেই কোন খোশ খবর নয়।

হাকিমউদ্দীনের বিস্ময়ের সীমা মাত্রা রইলো না। সে আহত কণ্ঠে বললো—সেকি আম্মিজান ! মাহমুদ আলী এতদিন পরে বাড়ীতে ফিরে এলো, আর তুমি তাতে খুশী নও ?

ঃ কেন খুশী হবো ? গাঁয়ে ঢুকেই যে দাম্ভিকটা আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে বসলো, তার ফিরে আসাতে আমি খুশী হবো কোন্ আহ্লাদে ?

হাকিমউদ্দীন চমকে উঠে বললো—সেকি সেকি ! তোমাকে অপমান করলো মানে ? কখন ? কোথায় ?

ঃ ঐ পল্লবীদের নদীর ঘাটে। তাকে আসতে দেখে আমি কোথায় খোশ প্রকাশ করতে গেলাম আর সে কিনা অমনি আমাকে চোরের অধিক মান অপমান করলে ?

ঃ বলো কি !

ঃ মান অপমান করা ছাড়া সে আমার সাথে অন্য কোন কথাই বললো না। কুশলা-কুশল কিছুই জানতে চাইলো না। 'ছিঃ' বলে ঘেন্নার সাথে সরে গেল। যেন আমি একটা নোংরা বা অপবিত্র কিছু।

www.pathagar.com

ঃ কি আশ্চর্য ! শিশুকালের সেই অভ্যাসটা গেলই না তোমাদের ? দেখা হলেই রাগ-গোস্বা আর ঝগড়া ফ্যাসাদ ?

ঃ আমার দোষটা কোথায় এখানে ? আমি কি আজও শিশু আছি, না রাগ-গোস্বার কোন কথা তাকে আমি বলেছি ? সে-ই তো গায়ে পড়ে অপমান করলে আমাকে। মেজাজ দেখালে লাঠ সাহেবের মতো।

ঃ আম্মিজান !

ঃ কিসের এত অহংকার শুনি ? দু'পাতা লেখাপড়া করে এসেছে বলে এমন কি রাজা-বাদশাহ বনে গেছে যে এত তাচ্ছিল্য করে আমাকে ? অমন কত বিদ্বান্ আমার আব্বার পেছনে ঘুর ঘুর করে দু' বেলা। তার এত দেমাক কিসের ?

ঃ তা–মানে–কি গজব !

ঃ গাঁয়ে যেমন এসেছে তেমনি আবার তাকে জলদি জলদি গাঁ ছেড়ে চলে যেতে বলো। এত অহংকার নিয়ে গাঁয়ে বেশীদিন থাকলে নির্ঘাত সে মারা পড়বে, বলে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ইসরত জাহান সেখান থেকে চলে গেল।

দুপুর বেলা খানা পরিবেশন করার কালে হাকিমউদ্দীন মাহমুদ আলীকে ম্লানকণ্ঠে প্রশ্ন করলো—এসব কি শুনছি বাপজান ? তুমি নাকি ইসরত জাহানকে যাচ্ছে তাই অপমান করেছো ?

আহার থেকে মুখ তুলে মাহমুদ আলী বললো—এ খবর তুমি কি করে জানলে ?

ঃ ইসরত জাহানই বললো। তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর তার সাথে যে রাস্তায় কথা হলো আমার। দেখলাম, সে জন্যে সে কি রাগ তার !

মাহমুদ আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁউ !

ঃ ঘটনাটা কি সত্যি বাপজান ?

ঃ হ্যাঁ, অনেকটা সত্যি।

ঃ সেকি ! এসেই তুমি অপমান করলে তাকে ? তোমার কথায় সবসময় যে খুশী হয়, আনন্দ বোধ করে, তাকেই তুমি অপমান করলে সাক্ষাত হওয়ার সাথে সাথে ?

ঃ অপমান কি বলছো চাচা ? গালে একটা চড় মারাই উচিত ছিল।

হাকিমউদ্দীন ব্যথিত কণ্ঠে বললো—না বাপজান, এতটা ঠিক নয়।

ঃ ঠিক নয় কেন ? ঐ অবস্থায় তুমি তাকে দেখলে, তুমিও ক্রোধ সম্বরণ করতে পারতে না। একটা মুসলমান ঘরের মেয়ে। অথচ কি বেহায়া আর বেআব্রু তার চালচলন। দেখলে তুমিও ছি-ছি করে উঠতে।

ঃ তা চালচলন যা-ই হোক, সে জমিদারের মেয়ে। তাদের চালচলন নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা থাকবে কেন ?

ঃ থাকবে না। তাদের চালচলন নিয়ে তারা তফাতে থাকলে কারোই কোন মাথা ব্যথা থাকবে না। খৃষ্টানেরা তাদের চালচলন নিয়ে তাদের ভাবে আছে, তাতে কি কোন মাথা ব্যথা হয় কারো ? তারা জাহান্নামে যাক, তাতে কার কি ? কিন্তু ঐ

www.pathagar.com

চালচলন নিয়ে কেউ যদি গায়ে পড়ে আল্‌গা দরদ দেখাতে আসে, তাহলে মাথা ব্যথা হবে কিনা, বলো ?

ঃ কি জানি বাপু, অতশত বুঝিনে। তা হয়তো ঠিকই। তবে মেয়েটা কিন্তু সত্যি সত্যিই দরদ করে তোমাকে। তার দরদে কোন খাদ নেই। মৌখিক বা আল্‌গা দরদ নয়।

ঃ ঐ জন্যেই তো রাগ আমার এত চাচা। আমাকে দরদ করবে তুমি, অথচ চলবে আমার ইচ্ছে পছন্দের একেবারেই বিপরীতে, আমার জন্যে যা পীড়াদায়ক সেই পথে, এ দু'টো এক সঙ্গে হয় না। এ দরদকে দরদ বলে না চাচা। একে করুণা করা বলে। উপহাস করাও বলতে পারো।

ঃ না–না বাপজান। ইসরত জাহান কখনোই তোমাকে উপহাস করতে পারে না।

ঃ উপহাস করতে না পারলে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে চলতো না। উচ্ছৃঙ্খলের দরদ কখনই নিখাদ হয় না কোন উচ্ছৃঙ্খলের দরদ আমি চাইনে।

ঃ বাপজান !

ঃ এসব কথা থাক চাচা। আমাকে খানা খেতে দাও—

মাহমুদ আলী পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করলো।

বেলা বেশী বাঁকী নেই। আসরের ওয়াক্তের প্রায় শেষ দিক এখন। খানিকটা কাজে আর খানিকটা বেড়ানোর আগ্রহে মাহমুদ আলী গঞ্জের দিকে এসেছিল। এখন সে বাড়ীতে ফিরে আসছে। গঞ্জ থেকে জামালবাটিতে যাতায়াতের সোজা পথ এখন ঐ একটাই। ঐ খৃষ্টান মিশনারী ইস্কুলে যাতায়াতের পথ। এ পথটা তৈরী হওয়ার আগে লোকজনকে মাঠের প্রান্ত ঘুরে যাতায়াত করতে হতো। বিলের মতো নীচু এই মাঠের মধ্য দিয়ে সরাসরি কোন পথ ছিল না। এ পথটা হওয়ায় অনেক সুবিধে হয়েছে।

মাঠটা পার হয়ে আসার পরও রাস্তাটা বেশ কিছু বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড় আর পুকুর ডোবার কেনার ঘেঁষে এসে জামালবাটিতে ঢুকেছে। এ রাস্তা বেয়ে আসারকালে মাহমুদ আলী লক্ষ্য করে দেখলো, সাত বছর আগে যে রাস্তাটা সে দেখে গিয়েছিল, রাস্তার সে অবস্থা এখন আর নেই। এর অনেক উন্নতি হয়েছে। রাস্তা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু আর চওড়া। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পাশের বন-জঙ্গলেরও সে গভীরতা আর নেই। সেগুলো অনেক পাতলা হয়ে গেছে। পুকুর-ডোবাগুলোও আবর্জনা মুক্ত। দাম পানা নেই। ঝকঝক করছে পানি। মিশনারীদের এ কাজটার প্রশংসা মাহমুদ আলী না করে পারলো না।

আসরের ওয়াক্ত যায় দেখে মাহমুদ আলী রাস্তার পাশের এমনই একটা পরিচ্ছন্ন পুকুরে অযু করে এসে ওখানেই রাস্তার উপর আসরের নামায আদায় করলো। পুকুরের পাশে এই জায়গাটা খোলামেলা ও পরিষ্কার। কচি কচি দুব্বা ঘাসে ঢাকা জায়গাটি মস্তবড় এক গাছের ছায়া এসে পড়ায় মনোরম হয়ে উঠেছে। পুকুরের উপর দিয়ে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহ এসে ঈষৎ ঘর্মাক্ত কলেবরে লাগায় বেশ আরামবোধ হচ্ছে। বাড়ী

www.pathagar.com

বেশী দূরে নয়। আরামবোধ হওয়ায় নামায অন্তে মাহমুদ আলী ওখানেই কিছুক্ষণ বসে রইলো এবং পুকুরে নানারকম মাছের খেলা দেখতে লাগলো।

"কে, কে তুমি ? মাহমুদ আলী না ? হ্যাঁ, তাইতো ! বাহ ! কতবড় হয়েছো তুমি!"—

চমকে উঠে মাহমুদ আলী পেছন ফিরে চেয়েই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো এবং সসম্ভ্রমে সালাম দিলো। কথা বলছেন জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরীর দূর সম্পর্কের ভাই ও তাঁর জমিদারী সেরেস্তার সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেব। মিষ্টভাষী মানুষ। অনেকখানি এলেমদারও বটেন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। চৌধুরী সাহেব থেকে এ লোকের চরিত্র পৃথক। ইনি বেশ সৎ ও সরল-সহজ লোক। সেরেস্তাদার লোকদের চরিত্র সচরাচর এমনটি হয় না। চৌধুরী সাহেবের অনুপস্থিতিতে জমিদারীর হালটা ইনিই ধরে থাকেন। নায়েব গোমস্তা ইনিই পরিচালনা করেন। সংসারের হালটাও অনেকটা এই লোকের হাতে। এ লোকটির জন্যেই চৌধুরী সাহেবের প্রজারা আজও অনেকখানি অনুগত আছে।

মাহমুদ আলীর আব্বা মুনশী মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের সাথে নূরুল আলম সাহেবের বরাবরই বেশ একটা সদ্ভাব ছিল। চৌধুরী সাহেবের উপর দিয়ে তাঁর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না বলেই মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের প্রতি চৌধুরী সাহেবের দুশমনি তিনি রোধ করতে পারেননি। মেধাবী ছাত্র আর সৎ স্বভাবের ছেলে হওয়ায়, মাহমুদ আলীকেও এই আলম সাহেব ছোটকাল থেকেই স্নেহ করতেন। ইসরত জাহানের নিত্যদিনের সঙ্গী হিসাবেও মাহমুদ আলীর প্রতি তার একটা আলাদা টান ছিল। অনেকদিন পরে আজ আবার তাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে আলম সাহেব উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। মাহমুদ আলীর সালামের জবাব দিয়ে তিনি ফের স্নেহভরে বললেন—সেই কতদিন পরে দেখছি তোমায়। কবে এসেছো বাড়ীতে ?

মাহমুদ আলী বললো—দিন দু'য়েক হলো চাচা। গত পরশু দুপুর বেলা।

কথার মাঝেই মাহমুদ আলী লক্ষ্য করলো, আলম সাহেবের পেছনে ইসরত জাহান দাঁড়িয়ে। সে একটু দূরে অন্যমুখ হয়ে আছে। আলম সাহেব বললেন—সেকি! গত পরশু এসেছো তবু আমি জানলাম না আর তুমিও দেখা করতে এলে না ?

মাহমুদ আলী শরমিন্দা কণ্ঠে বললো—সময় পাইনি চাচাজান। যাবো যাবো করতে করতে সময় হয়ে উঠলো না।

ঃ সময় করে এসো একবার আমাদের মকানে। তোমার চাচীআম্মা তোমাকে দেখলে খুব খুশী হবেন।

ঃ জি আচ্ছা চাচা।

ঃ তোমার আব্বার সাথে শেষ দেখা তোমার নানাজানের বাড়ীর ওদিকে যাওয়ার অনেক আগে। কে জানে, সে দেখাই শেষ দেখা হবে !

আলম সাহেবের কণ্ঠস্বর ভারী হলো। মাহমুদ আলীও একথায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—আপনারা এদিকে কোথা থেকে আসছেন চাচা ?

www.pathagar.com

আলম সাহেবও সামলে নিলেন নিজেকে। ইসরত জাহানকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ও হ্যাঁ, একে চিনতে পেরেছো তো ?

ঃ জি চাচা। ও ইসরত জাহান।

ঃ ঠিক ধরেছো। এই বুঝি পয়লা দেখা ?

ঃ জিনা। এর আগেও একবার মোলাকাত হয়েছে।

ঃ তাই নাকি ? বেশ-বেশ। আমরা এর ইস্কুল থেকে আসছি এখন। মিশনারী ইস্কুল।

মাহমুদ আলী সবিস্ময়ে বললো—সেকি চাচাজান ! এখনও ঐ ইস্কুলে যায় ! শেষ হয়নি ওখানকার পড়া।

আলম সাহেব মৃদু হেসে বললেন—শেষ হয়েছে জরুর। গত বছরই শেষ হয়েছে। পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আজ একটা অনুষ্ঠান ছিল এদের ঐ ইস্কুলে। ঐ অনুষ্ঠান থেকে একে নিয়ে আসছি।

ঃ আপনি কেন ? ওর আর কোন সঙ্গী-সাথী যায়নি ঐ অনুষ্ঠানে ?

ঃ সবাই গিয়েছে। ঐ মজুমদারের মেয়েরা, অর্থাৎ পল্লবী আর তার মামার মেয়েরা সহ অন্যান্য সবাই গিয়েছে। ওরা ওখানেই এখনও আছে। সন্ধ্যায় ওখানে খানাপিনার বড় রকমের ব্যবস্থা আছে কিনা, তাই সবাই রয়ে গেল। ফিরতে এদের কতদেরী, আমি সেই খবর নিতে এসেছিলাম। ইসরত জাহান আসবো আসবোই করছিলো। আমাকে পেয়ে সে আর থাকলো না।

ঃ কেন, ঐ খানাপিনা ? খানাপিনা শেষ না করেই—

ঃ ঐ খানাপিনাতে শরীক হতে সে কিছুতেই রাজী হলো না বলেই তো আগেই তাকে নিয়ে এলাম।

ঃ আচ্ছা ! এই ব্যাপার !

মাহমুদ আলী আবার ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলো, ইসরত জাহানের পরিধানে উৎকট সাহেবী লেবাস না থাকলেও, সাহেবী লেবাসের আমেজ আছে জিয়াদাই। মাহমুদ আলী ফের কিছু বলার চেষ্টা করতেই আলম সাহেব নড়ে চড়ে উঠলেন এবং ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—ওহ্হো, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। তা, তুমি এদিকে কোথায় যাবে বাপজান ?

ঃ গিয়েছিলাম গঞ্জে চাচা। এখন বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছি।

একথা শুনে আলম সাহেব অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন—এ্যাঁ, তাই নাকি ? বা, বা, তাহলে তো বেশ ভালই হলো। আমার এদিকে একটা খুবই জরুরী কাজ আছে। ঐ গঞ্জের কাছাকাছি ওখানে। ভাবছি, ইসরত জাহানকে বাড়ীতে পৌছে দিয়েই আবার ফিরে আসবো। তুমি যখন বাড়ীতেই যাচ্ছো, একে সাথে করে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে পৌছে দিলে, আমি অনেকখানি হয়রানী থেকে বেঁচে যাই। এখান থেকেই ওখানে আমি যেতে পারি। পারবে না একে পৌছে দিতে ?

মাহমুদ আলী হাসিমুখে বললো—না পারার কি আছে ? ও রাজী থাকলে আসুক, নিয়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

ঃ না–না, রাজী থাকবে না কেন ? তুমি তো আর আল্‌গা কেউ নও ? এক সাথে মানুষ হওয়া ছেলেমেয়ে তোমরা।

এরপর তিনি ইসরত জাহানকে লক্ষ্য করে বললেন—কি আম্মাজান ? তোমার কি আপত্তি আছে ?

জবাবে ইসরত জাহান মৃদু অথচ শাণিত কণ্ঠে বললো—আপত্তি আবার কি ? কারো তো ঘাড়ে চড়ে যাবো না ? সাথে যাবো শুধু। আমি একাই যেতে পারি, তবু—

ইসরত জাহানের কথার ঝাঁঝ মাহমুদ আলী বুঝতে পারলো। আলম সাহেব এসব তলিয়ে দেখতে গেলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—না না, একা যাবে কেন ? মাহমুদ আলী যাচ্ছেই, তার সাথে যাও। আমি তাহলে আর সময় খাটো করিনে। তাড়াতাড়ি যাই ওদিকে—

ইসরত জাহানকে মাহমুদ আলীর হাওলায় দিয়ে তখনই তিনি ফিরে পেছনের পথ ধরলেন।

মাহমুদ আলী দাঁড়িয়ে রইলো। ইসরত জাহানও নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। কোন কথা বললো না। তা দেখে মাহমুদ আলী হাঁটতে শুরু করলে ইসরত জাহানও চুপচাপ তার পেছনে হাঁটতে লাগলো। বাক্যালাপ বন্ধ।

অল্প কিছু এগিয়ে মাহমুদ আলী বললো—কি ব্যাপার। বিলকুল নীরব যে ? মৌন ব্রত নাকি ? কথা বলা নিষিদ্ধ ?

ইসরত জাহান সেই থেকেই ফুঁশছিল। এবার সে ফোঁশ করে বললো—নিষিদ্ধ তো হতেই হবে। নেড়ে ক'বার বেলতলা যায় ?

মাহমুদ আলী ঈষৎ হেসে বললো—সেকি ! বেলতলায় গেলে আবার কখন ?

ঃ গেলাম না ? সেধে কথা বলতে গিয়ে সেদিন যে অপমান হলাম, এরপর ফের কথা বলতে যাবো আমি কোন্‌ আক্কেলে ? লাজ নেই আমার ?

ঃ আচ্ছা ! সেই জন্যে এত রাগ ?

ঃ রাগ কিসের ?

ঃ কিসের তা হাকিম চাচা আর তুমি জানো। হাকিম চাচার কাছে শুনলাম, রাগে তুমি উনুনের মতো জ্বলছো। চোখ মুখ দিয়ে আগুন ছুটে বেরুচ্ছে। হাকিম চাচার বদলে তখন আমাকে সামনে পেলে, রাগে হয়তো মাথায় আমার মুগুর মেরেই বসতে।

ঃ তাইতো মারা উচিত। যে এত অহংকারী, তাকে আর খাতির কিসের ?

ঃ অহংকারী ?

ঃ শুধুই অহংকারী ? অহংকারী আর দাম্ভিক। অপরিনামদর্শী কাঠ গোঁয়ার।

ঃ বলো কি ?

ঃ হঠকারিতার জন্যে এসব লোক যখন তখন অপঘাতে মারা পড়ে। এদের প্রশ্রয় দেয়া নিবুদ্ধিতা আর এদের সংস্রব ত্যাগ করে চলাই নিরাপদ।

ঃ ও–ব্বাবা। তবে যে এখন আবার সঙ্গে আসতে রাজী হলে ?

www.pathagar.com

ঃ না হয়ে উপায় কি ? উনার সামনেই কি লড়াই শুরু করে দেবো ?

ঃ তার মানে ? তুমি লড়াই শুরু করার জন্যে তৈয়ার হয়ে আছো ?

ঃ একশোবার আছি। তুমি ভেবেছো কি ? এত সাহস হয় তোমার কোত্থেকে ? এতদিন পরে দেখা পেয়ে আমি কোথায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম, আগ্রহ করে কথা বলতে গেলাম আর আমাকে সেখানে ঐভাবে অপমান করার দুর্মতি তোমার হলো কি করে ? এটা কি মতিভ্রম, না বদমায়েশী ?

মাহমুদ আলী চুপ করে রইলো। সংগে সংগে কোনই জবাব দিলো না। এতে ইসরত জাহান আরো অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো—কি হলো, জবাব দিচ্ছো না কেন ?

মাহমুদ আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—না, কোন মতিভ্রমও নয়, কোন বদমায়েশীও নয়। তোমার নিদারুণ অধঃপতন দেখে নিজেকে সংযত করা সম্ভব হয়নি আমার।

ঃ অধঃপতন !

ঃ মাত্রাহীন অধঃপতন। বরদাশতের বাইরে। তুমি একজন মুসলমান ঘরের মেয়ে। জমিদারের মেয়ে। যুবতী হয়েছো। অন্দরে গোছল করার সব ব্যবস্থা আছে তোমাদের। তথাপি, ব্রজের গোপিনীর মতো কাঁকে কলসী নিয়ে দূরবর্তী নদীর ঘাটে স্নান করতে আসবে তুমি, ভেজা কাপড়ে এলোচুলে এমন বেআব্রু হয়ে প্রকাশ্য নদী পথে চলাফেরা করবে, এ আমি কল্পনা করতে পারিনে।

ঃ কেন, কল্পনা করতে না পারার এমন কি ব্যাপার ? "যেখানে যেমন চলে" বলে একটা কথা আছে। যাদের নিয়ে থাকি আমরা, যাদের সাথে আমাদের হর-হামেশা উঠা-বসা আর বৈষয়িক কায়-কারবার, তাদের আচার-আচরণ আর চাল-চলনের সাথে কিছুটা খাপ খাইয়ে চলতে তো আমাদের হবেই।

ঃ তাজ্জব !

ঃ তাজ্জবের কি আছে ? খুবই কি দুর্বোধ্য কিছু ? আমরা যে জমিদার, তা কাদের বদৌলতে ? ঐসব বড় বড় জমিদারদের অনুকম্পার জন্যে কি নয় ? জমিদারীটাও আবার কাদের জমিদারী ? ইংরেজ সরকারের নয় কি ? যাঁরা জমিদারী দিলেন আর যাঁদের কথায় দিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকলে চলবে কেন আমাদের ? সুসম্পর্ক জরুর বজায় রাখতে হবে।

ঃ আচ্ছা। নিজের আদব-আখলাক আর জাতি-ধর্ম বাদ দিয়ে তাই ঐ দিকে গড়িয়েছো ?

ঃ জাতি-ধর্ম ধুয়ে খেলে কি পেট ভরবে আমাদের, না এই শান-শওকত নিয়ে চলা যাবে ? জাতি-ধর্ম নিয়ে যারা মাথা কুটে মরছে তাদের তো দেখছি, দিন দিন ফকিরের হাল হচ্ছে। দীনহীন কাঙাল বনে যাচ্ছে।

ঃ বটে ! এ বুঝই শেষ অবধি তুমিও বুঝে আছো ?

ঃ অর্থাৎ ?

www.pathagar.com

ঃ নিজের অস্তিত্ব বিকিয়ে দিয়ে পরের অনুগ্রহে রাজ ভোগ খাওয়া আর রাজদ্বারে কুকুরের রাজ খানার উচ্ছিষ্ট খাওয়া ঐ একই ব্যাপার। নিজের ইজ্জত, নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে কাঙাল হয়ে থাকাও অনেক বেশী গৌরবের। পরের প্রাসাদের চেয়ে নিজের কুঁড়েঘর অনেক বেশী দামী।

ঃ এইতো, এইতো তোমাদের সব কিতাবী বুলি। কাব্য-সাহিত্যের যত সব ছেঁদো কথা। ওসব যে বাস্তবে চলে না, এ জ্ঞান তোমাদের কোনদিনই হলো না।

ঃ বাস্তবে চলে না ?

ঃ বিলকুল না। একদম না। ওসব ছাড়ো। নিজের ভালাই ভাবতে শেখো।

মাহমুদ আলী বুঝলো, এই সাত বছরে ইসরত জাহানের মাথা মগজে তার বাপের বোধ ও রুচি শিকড় গজিয়ে বসেছে। এর মূল-উৎপাটন অল্পতে সম্ভব নয়। বিতর্ক এড়িয়ে তাই মাহমুদ আলী অন্য কথায় গেল। বললো—আচ্ছা, সে যা হয় বুঝে সুঝে করবো। এবার বলো দেখি, ওদের ভাবেই চলবে যদি, তাহলে অতদূরে পল্লবীদের নদীঘাটে গেলে কেন ? তোমাদের বাড়ীর কাছেও তো নদীর ঘাট আছে।

ঃ তা আছে। কিন্তু সেদিন যে সারাদিন আমি পল্লবীদের ওখানেই ছিলাম। সেখানে একটা অনুষ্ঠান ছিল দিনমান। সে অনুষ্ঠানে আমাদের বাড়ীর সকলের দাওয়াত ছিল।

ঃ ও। তাহলে ঐ কলসী-শাড়ী ? ওসব কি পল্লবীদের ?

ঃ পল্লবীদের–পল্লবীদের। শাড়ী-গামছা পল্লবীর নিজের। বাড়ী থেকে কি বয়ে নিয়ে গেছি আমি ওসব ?

ঃ পল্লবীদের অন্দর মহলে তাহলে যাতায়াত আছে তোমার ?

ঃ অন্দরে যাতায়াত না থাকলে কি হবে ? বাইরেও অনেক ঘর আছে পল্লবীর মামার। তারই একটা ঘর আমাদের জন্যে বরাদ্দ করা ছিল।

কথায় কথায় তারা ইসরত জাহানদের বাড়ীর ফটকে এসে পৌছে গেল। সেখানে এসে মাহমুদ আলী দাঁড়িয়ে গেলে ইসরত জাহান এবার অনেকটা প্রফুল্ল কণ্ঠে বললো—দাঁড়ালে কেন ? এসো—

মাহমুদ আলী বললো—কোথায় ? তোমাদের অন্দরে ?

ঃ অন্দরে না হোক, ঐ যে ফটকের ওপাশে বসার ঘর আছে, ওখানে একটু বসি। এতক্ষণ তো হাঁটার উপরই আছি। একটু বসে কথা বলি।

মাহমুদ আলী আপত্তি তুলে বললো—ওরে বাপ্‌রে। তোমার আব্বার নজরে পড়লে দু'জনকেই কতল করে ফেলবেন।

ঃ আব্বাজান বাড়ীতে নেই। সদরে গেছেন। ফিরে আসতে দু'তিন দিন লাগবে। তাছাড়া, থাকতেনও যদি, তাতেই বা ভয় কিসের ? উনি আমাদের কতল করতে আসবেন কেন ?

ঃ তোমাকে না আসুন, আমাকে তো জরুর কতল করতে আসবেন। কারণ, তোমাদের কাছেও আমরা এখন ভিনজাতি। তোমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমরা একটা হুমকি। এমন মানুষকে ভেতরে ডেকে নিলে উনি কি ছেড়ে কথা বলবেন ?

www.pathagar.com

ঃ তা কেন ? ঐ হাজী শরিয়তুল্লাহ্ সাহেবের দল করতেন তোমার আব্বাজান। তুমি তো ঐ দলের লোক নও। ফরায়েজী-অফরায়েজী কলহটা এখন আর প্রায় নেই-ই। হাজী সাহেবদের পুরো নজর এখন জমিদার আর ইংরেজদের উপর। ওদের ঐ জমিদার বিরোধী ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামেরও তুমি কোন কেউ নও। তোমার উপর আব্বাজান রুষ্ট হবেন কেন ? নাকি এসেই তুমি ঐ সংগ্রামে শরিক হয়ে গেছো ?

ঃ সে সময় না পেলেও যেতে আর কতক্ষণ ? আমাদের দেশের তামাম লোকের মুখের গ্রাস ঐ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজ আর জমিদারেরা কেড়ে খাবে, দেশের সকল লোকের মাথায় তারা জুতা মারবে, আর আমি তা চেয়ে চেয়ে দেখবো ?

ঃ সর্বনাশ ! ঐ ব্যারামে তোমাকেও তাহলে ধরেছে ? মানে, গ্রাস করে ফেলেছে ?

ঃ পুরোপুরি করেনি। তবে জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুটা যখন হয়েছে, পুরোপুরি করতে আর কতক্ষণ ?

ঃ সে যখন করবে তখন না হয় আর এসো না। এখন এসো তো দেখি—

ঃ আসবো ?

ঃ আসবে না মানে ? এসো—

ঃ না থাক।

ঃ আশ্চর্য। আমার একটা কথাও কি তোমার রাখার ইচ্ছে হয় না ? আগে তো আমার অনেক কথা রেখেছো ?

ইসরত জাহানের কণ্ঠস্বর করুণ হলো। আর দ্বিরুক্তি চলে না। দেখে মাহমুদ আলী তাকে অনুসরণ করে ফটক পেরিয়ে এলো এবং সামনের বসার ঘরে এসে মুখোমুখী বসলো। এতে ইসরত জাহান খুবই খুশী হলো। খোশ কণ্ঠে বললো—কি খাবে বলো ? ঝাল, না মিষ্টি ?

বুঝতে না পেরে মাহমুদ আলী বললো—ঝাল না মিষ্টি মানে ?

ঃ বাহ্ ! বেলা আর আছে ? নাস্তা করতে হবে না ? পেট মেরে বাণিজ্য করে কেটা ? দারোয়ানকে নাস্তার কথা বলে দিই। কি খাবে বলো ?

ব্যস্ত কণ্ঠে বাধা দিয়ে মাহমুদ আলী বললো—আরে না-না, ওসব ঝামেলা করার আর সময় নেই। এখনই মাগরিবের আযান শুরু হবে। তুমি বরং যাও। ভেতরে গিয়ে নাস্তা পানি করো, আমি উঠি—

মাহমুদ আলী নড়েচড়ে উঠলো। ইসরত জাহান শশব্যস্তে বললো—সেকি-সেকি! উঠবে মানে ? বসো-বসো।

ঃ বসলে তোমার কষ্ট হবে। নাস্তার তোমার জরুর দরকার আছে।

ঃ না-না, আমারও তেমন গরজ নেই। তুমি বসো।

ঃ বললেই হলো ? ওখান থেকে তো খেয়ে আসোনি তুমি।

ঃ খেয়ে আসিনি তুমি কি করে জানলে ?

ঃ ঐ সেরেস্তাদার চাচার মুখে শুনলাম। ওখানে আজ খানাপিনার জব্বোর আনযাম আছে, কিন্তু তুমি তা খেতে রাজী হওনি। তোমার সামনেই তো বললেন।

ইসরত জাহান হাসিমুখে বললো—আচ্ছা।

www.pathagar.com

ঃ ঘটনা কি ঠিক ?

ঃ সেরেস্তাদার চাচা কি মিথ্যা বলার লোক ?

ঃ তাহলে অমন তোফা খানা ফেলে এলে কেন ? রাজী না হওয়ার কারণটা কি ?

ভীত হওয়ার ভান করে ইসরত জাহান বললো—ওরে-ব্বাবা ! আমার কি জানের ডর নেই ? সামান্য ঐ বেআব্রুভাবে গোছল করে আসা দেখেই অনেকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তাতে আবার হারাম-হালাল মেশানো ঐ খেষ্টানী খানা খেলে আর রক্ষে আছে ? দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মাথায় হয়তো লাঠি মেরেই বসবে।

ঃ বটে !

ঃ লাঠি একান্তই না মারলেও, অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য বোধে দশ হাত দূর দিয়ে হাঁটবে। দেখা সাক্ষাত কথাবার্তার আর কোন রাহাই খোলা থাকবে না।

ঃ তা থাকবে না কেন ? পল্লবীদের বাড়ীতে খানা খেয়ে আসার পরও যারা অস্পৃশ্য বোধ করে না, দূর দিয়ে হাঁটে না, বরং কাছে এসে বসে, খেষ্টানী খানা খেলে আর তা বোধ করবে কেন ? পল্লবীদেরও তো সব খানা আমাদের জন্যে হালাল খানা নয় ?

ঃ তা না হোক। আমাদের জন্যে যে পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

ঃ তাই নাকি ? তাহলে এটা একটা ভাল কাজ তাঁরা করেছেন—আমি তা অকপটে বলবো।

ঃ বেশ। এখন ওসব বলাবলি রাখো। আমি যা বলি, তাই শুনো।

ঃ আচ্ছা বলো ?

ঃ লেখাপড়া কি শেষ করে এসেছো ?

ঃ শেষ ! লেখাপড়ার কি শেষ আছে ? যতই লেখাপড়া করবে জ্ঞানের পরিধি ততই বাড়বে।

ঃ তা বাড়ুক। তুমি এখন কি করবে স্থির করেছো ? জ্ঞানের পরিধি আরো বৃদ্ধি করতে যাবে, না স্থির হয়ে বসে আয় উপায়ে মনোনিবেশ করবে ?

ঃ আয় উপায়ে মনোনিবেশ এখনই কি করবো ? আরো খানিক এলেম হাসিল না করলে আয় উপায়ের পথ আমার খোলাসা হবে কি করে ? অনভ্যস্ত হাতে লাঙ্গল চেপে ধরলে তো আমার দ্বারা উন্নতি কিছু হবে না ?

ঃ লাঙ্গল চেপে ধরবে কেন ? বিদ্বানের যা পেশা, তাই করবে তুমি। নকরী করবে !

ঃ দিচ্ছে কে ? আরো কিছু এলেম হাসিল করার আগে এখনই নকরী আমাকে দিচ্ছে কে ?

ঃ নকরীর জন্যে ভাবনা কি ? তুমি স্বীকার না করলেও আমরা তো জানি, অনেক এলেম হাসিল করেছো তুমি। তুমি রাজী থাকলে যে কেউ তোমাকে লুফে নেবে।

ঃ সেই যে কেউটা কে ?

ঃ আমরা তোমাকে লুফে নেবো। আমাদের সেরেস্তায় একজন এলেমদার লোক এখন খুবই প্রয়োজন। ইংরেজ আর অন্যান্য জমিদারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার

www.pathagar.com

কাজে একজন ভাল এলেমদার লোক হয়রাণ হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আব্বাজান। তুমি রাজী আছো শুনলে তিনি তোমাকে লুফে নেবেন।

ঃ এবং তোমাদের সেরেস্তায় নকরী দেবেন ?

ঃ দেবেনই তো।

ঃ এরপর ইংরেজ আর জমিদারদের সাথে যোগাযোগ করতে পাঠাবেন ?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, তাই পাঠাবেন। এ জন্যেই তো এলেমদার লোক দরকার। এলেমদার লোক বলতে এখন একমাত্র সেরেস্তাদার নূরুল আলম চাচা মিয়া। একা তিনি সেরেস্তা সামলাতেই নাজেহাল। নজর একটু সরালেই হাতটান নায়েব-গোমস্তাদের পোয়াবারো। তাই বাইরে যাওয়ার সময় তাঁর হয় না। বড় বড় জমিদার আর ইংরেজদের সাথে দেন-দরবার করার জন্যে আব্বাজানকেই ছুটতে হয়। জমিদারীর সমস্যাদি নিয়ে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হয়। তাঁদের ইচ্ছে-আদেশ জেনে আসতে হয়।

ঃ আমাকে সেই ইচ্ছে আদেশ জেনে আসতে হবে ?

ঃ হ্যাঁ। এ কাজটাই করতে হবে তোমাকে। বলতে পারো, বেড়িয়ে বেড়ানো কাজ। খুব সহজ কাজ আর ইজ্জতের কাজ। যে কাজ আব্বা নিজে করেন, সেই কাজ। সেরেস্তায় বসে তোমাকে সাধারণ কেরাণীর মতো দিনরাত কলম পিষতে হবে না।

ঃ আচ্ছা। তা তোমাদের সেই বড় বড় জমিদার বাবুরা আর ইংরেজ রাজা বাবুরা আমি এসেছি শুনলেই কি আমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্যে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসবেন ? দর্শনপ্রার্থী হয়ে আমাকে প্রহরের পর প্রহর ধরে অপেক্ষা করতে হবে না ?

ঃ তাতো একটু হবেই। ওঁরা কত বড় লোক !

ঃ দেখামাত্রই ওদের সালাম ঠুকতে হবে না ?

ঃ তা নাহলে চলবে কেন ? ওঁরা কেউ দেশের মালিক, কেউ আমাদের চেয়ে দশ গুণে বড় এক একটা জমিদার। ওঁদের ইজ্জত দিতে হবেই তো। তবে, তুমি তো নিজের ইচ্ছেয় সালাম ঠুকতে যাচ্ছো না, জমিদারীর স্বার্থরক্ষার খাতিরেই ঠুকছো।

ঃ ওরা যদি আমাকে কিছুমাত্র ইজ্জত নাও দেয়, ওদের তবু ইজ্জত দিতে হবে— ব্যাপারটা এই তো ?

ঃ হ্যাঁ। জমিদারী ঠিক রাখার খাতিরে ওটুকু হজম করতে হয়ই। জমিদারী কি যার তার নসীবে জোটে ? জমিদারী দুর্লভ জিনিস।

ঃ ঐ দুর্লভ জিনিস ঠিক রাখার খাতিরে ওরা যদি কেউ 'ব্লাডী-নিগার' আর কেউ 'ম্লেচ্ছ-যবন' বলে গালি-গালাজও করে এবং জুতো তুলে নাচায়, তবু আমাকে "হুজুর-হুজুর" করতে হবে আর দাঁত বের করে হাসতে হবে ?

ঃ আহ্‌হা ? জমিদারীর খাতিরে না হলেও, নকরী রক্ষার খাতিরেও অনেক সময় এ রকম অনেক কিছুই করতে হয়। এতসব ভাবতে গেলে তো নকরী করতে পারবে না !

ঃ অমন নকরী করার আগে গলায় দেয়ার দড়িটাও কি জুটবে না আমার ?

ঃ মাহমুদ !

www.pathagar.com

ঃ যত পারো বাপ-বেটি মিলে তোমরাই ঐ অত্যাচারী জমিদার আর দখলদার ইংরেজদের পায়ে দু' বেলা ফুল ছোঁটাও। ঐ বেহুদা কাজে আমাকে ডেকো না।

ঃ তার মানে ? যাদের দেশে বাস করবে আর যাদের দয়ার উপর বাস করবে, তাদের তুমি খুশী রাখতে চাও না ?

ঃ আমি আমার দেশে বাস করি আর আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর বাস করি। কোন অত্যাচারী দখলদারকে দেশের মালিক ভাবিনে, কোন রাজা-জমিদারের দয়ার উপর থাকিনে।

মাগরিবের আযান কানে পড়তেই মাহমুদ আলী উঠে দাঁড়ালো। ইসরত জাহান দাঁত পিষে বললো—বটে ! তোমার স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন আজও ঘটলো না ? এতবড় দাম্ভিক আর নিরেট নির্বোধ ! এর পরিণাম যে কত করুণ হতে পারে, এ চিন্তা আদৌ মগজে আসে না ?

ঃ পরিণাম পরিণতি আল্লাহ্ তায়ালার হাতে। ওসব আমি ভাবিনে।

ঃ একেই বলে "পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।" ঠিক আছে। এই দম্ভ তোমার কতদিন টিকে থাকে তাই এখন বসে বসে দেখবো।

ঃ যত ইচ্ছে দেখো। আর সময় নেই। তিক্ততাও বাড়িয়ে আর কাজ নেই। আমি চলি—

মাহমুদ আলী ঘর থেকে দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল।

৬

ঃ ও মাইগড্ ! হোয়াট এ বিউটি ! কেয়া খুব্ সুরাত্ ! ফাকিট্ লাল—

ঃ ফাকিট্ লাল নয় স্যার। আমার নাম ফটিকলাল।

ঃ ড্যাম্ ইট্। লুক্ দেয়ার। উঢার ডেখো—

ফটিকলাল সামনের দিকে তাকালো। সাহেব ফের বললো—ডেখ্টা হ্যায় কুচ্ ? নজর মে কুচ্ আটা হ্যায় ?

ফটিকলাল বললো—হ্যাঁ স্যার। এক বালিকা আর এক নওজোয়ানী।

ঃ সেরেফ নওজোয়ানী ? নওজোয়ানীকো সুরাট্ কেয়সা ডেখ্টা হ্যায় ? উস্‌কো বিউটি ?

ঃ উম্‌দা স্যার। বহুত উম্‌দা। খুবই জৌলুশদার সুরাত।

ঃ ইজ ইট ?

ঃ আজ্ঞে স্যার। একেবারে চোখ ধাঁধাঁনো রূপ।

ঃ উস্‌কো বোলাও—

ঃ স্যার।

ঃ হামি উহারে চায়।

ঃ এ্যাঁ !

www.pathagar.com

ঃ উহারে হামি কোঠিমে লইয়া যাইবে। মৌজ করিবে।

ঃ সেকি স্যার ! আপনি নিয়ে যেতে চাইলেই তা হবে কি করে ? ও রাজী হলে তবে তো ? এছাড়া, কার মেয়ে, কি সমাচার—

ঃ রাবিশ ! উও এক নেটিভ্ লেডী। নিগার আউরাট। ব্যস্ ! আওর কিয়া জরুরট ? হামি চাহিবে টো উও নেটিভ লেডী বটিয়া যাইবে।

ঃ কিন্তু স্যার—

ঃ উস্‌কো বোলো, সাহেবকো বোট্‌মে আয়েগা টো বহুট্ ইনাম মেলেগা। জিয়াডা ইনাম।

ঃ তবু যদি না আসে ?

ঃ পাকাড়কে লাও।

ফটিকলাল চমকে উঠে শব্দ করে বললো—ওরে বাপ্‌রে ! তাহলে আর রক্ষে নেই স্যার।

ঃ ইউ ননসেন্স্ ! ষ্টপ্। আস্‌টে বাট্ বোলো—ঢিরে বাট্ বলো।

ঃ হ্যাঁ স্যার—জি স্যার। তা বলছিলাম কি, খানিক দূরেই লোক বসতি। লোকজন ছুটে এলে আমার হাড় হাড্ডি থাকবে না স্যার। তামামই গুড়ো করে দেবে।

ঃ হোপ্‌লেস্ ! কোন্ আয়েগা ? ইয়ে মুলুক হামারা হ্যায়। ইংলিশমেনকো মুলুক।

ঃ তা ঠিক তা ঠিক। তবে—

ঃ টুম্ যাও। আগারী ইনামকা বাট্ ছুনাও। নারাজ হোবে টো পাকাড়কে লাও এহি বোট্ মে।

ঃ তা স্যার, কথা হলো—দেখেন না কি তাগ্‌ড়া জোয়ান আউরাত ? সাথে আবার আর একটা মেয়ে। নারাজ হলে একা আমি এঁটে উঠতে পারবো না স্যার।

ঃ কাওয়ার্ড্। তব্ হাম্‌ভি যায়েগা। আও হামারা সাঠ্।

ঃ কিন্তু ওদের চীৎকারে যদি অনেক লোক এসে পড়ে ?

ঃ কুচ পরোয়া নেহি। ইয়ে মুলুক হামারা হ্যায়। হামি লোগ্ কিং, আইমিন রাজা আড্‌মী আছে। হামার কামে বাঢা ডিটে কুয়ী নেটিভ্‌কো সাহস না হোবে।

ঃ তা বটে-তা বটে। কিন্তু স্যার নেটিভ আদমীরা বিলকুল নাদান আদমী। কোন এলেম নেই। রাজার মান আর ক্ষমতা বুঝে উঠার আগেই ওরা যদি একজোটে আমাদের উপর চড়াও হয় ?

ঃ আই সি ! টোবে এক কাম করো। টামাম বোট্‌ম্যান লোগুঁকো রেডি করিয়া লাও আওর উস্‌কি বাড্ জলডি জলডি হামারা পাস্ আযাও।

ঃ স্যার !

ঃ লেকিন গোলমাল মাট্ করো। আওয়াজ শুনিবে টো উও আউরাট্ ভাগিয়ে যাইবে।

ঃ জি স্যার-ঠিক স্যার।

www.pathagar.com

ঃ হামি যাইটেছে। টুমি জলডি জলডি আ-যাও।

জামালবাটি গ্রামের পশ্চিম পাশে নদী। নদীটা গাঁ-বরাবর লম্বা। এখানে এই নদী তীরে এক ইংরেজ সাহেবের পানসী নাও ভেড়ানো। সাহেবটি চরিত্রহীন। ফটিকলাল নামের এক মোসাহেব সহকারে সাহেবটি বসেছিল পানসী নায়ের সামনের দিকে। চার-পাঁচজন মাঝিমাল্লা ছইয়ের পেছনে বসে তামাকু সেবন করছিল।

এ সময় ছোট এক বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে এক যুবতী এ পথে যাচ্ছিলো। পানসী নায়ের একদম সামনেই নদীর পাড়ের উপর ছিল এক মস্তবড় বকুল ফুলের গাছ। গাছ ভর্তি প্রস্ফুটিত ফুল। অসংখ্য বকুল ফুল গাছের তলে ঝরে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ফুলের সুবাসে চারদিক মউ মউ করছিল।

পথ এই বকুল গাছের পাশ দিয়েই। গাছের কাছে এসেই ফুল দেখে মেয়ে দু'টি আত্মহারা হয়ে গেল। ভুলে গেল সবকিছু। মালা গাঁথার অভিলাষে দৌড় ঝাপ করে তারা তাজা তাজা ফুলগুলো কুড়িয়ে আঁচল ভরতে লাগলো। পাশের ঐ পানসীটার প্রতি তাদের ভ্রূক্ষেপই ছিল না। ছোট বড় কিছু নৌকা নদীর তীরে হেথাহোথা সবসময়ই ভেড়ানো থাকে। আজও তাই ছিল। কাজেই এটির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়ার কোন গরজ তাদের ছিল না। হাসিখুশীর সাথে তারা পাল্লা দিয়ে ফুল কুড়াতে লাগলো। সাহেবদের চাপা কণ্ঠের কথাবার্তা কানেই তাদের এলো না।

পানসীতে উপবিষ্ট সাহেবটির নজর পড়লো এদের উপর। যুবতীটিকে দেখেই সে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইশ্কের ভাব জাগলো তার অন্তরে। মোসাহেব ফটিকলালের সাথে চাপা কণ্ঠে উপরোক্ত কথাবার্তা বলে সে তড়িঘড়ি নেমে এলো নৌকা থেকে। চুপি চুপি যুবতী মেয়েটির কাছে এসে সহাস্যে বলে উঠলো—হ্যাল্লো মাই ডার্লিং ! ইয়ে কেয়া ডার্টি ফুল কুড়াইটেছে। হামারা বোট্মে আ যাও, টুমাকে হামি আচ্ছা ফুল প্রেজেন্ট্ করিবে।

মেয়ে দু'টি চমকে উঠলো। যুবতীটি দু' ধাপ পেছনে হটে বললো—কে, কে আপনি ?

ইংরেজ সাহেবটি এগিয়ে এসে খোশ কণ্ঠে বললো—হামি টুমার লাভার আছে। টুমাকে পেয়ার করে। আ-যাও হামারা সাঠ্। হামি টুমাকে বহুট ইনাম ডেবে।

ঃ তার মানে ?

ঃ ওহি হামারা বোট্। হামারা বোট্মে আ-যাও, হামি টুমাকে বহুট টংকা ডেবে। এট্টো অলাংকার ডেবে। আ-যাও মেরে পেয়ারী—

ইংরেজটি যুবতীটিকে ধরতে গেল। পুনরায় চমকে উঠে পেছনে সরতে সরতে যুবতীটি বললো—খবরদার ! এগুবে না বলছি।

ঃ কেনো পিয়ারী ? টুমাকে হামার পছন্‌ড্ হইয়াছে। হামি টুমাকে চায়। টুমি নারাজ হইবে কেনো ?

মেয়েটি সরে যেতেই সাহেবটি তার সামনে এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো। যুবতীটি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো—তবেরে ! সরে যাও বলছি। নইলে আমি চীৎকার দেবো—

www.pathagar.com

ঃ কুয়ী ফায়ডা না হোবে। আপ্‌ছে আপ্‌ নেহি আয়েগা টো, হামি টুমাকে বাই ফোর্স্‌ লইয়া যাইবে—

—বলেই সাহেব খপ্‌ করে যুবতীর এক হাত ধরে ফেললো এবং তাকে নৌকার দিকে টানতে লাগলো। এতে করে যুবতীটি হতভম্ব হয়ে গেল। দিশেহারা হয়ে চীৎকার দেয়ার বদলে সে কেবলই বলতে লাগলো—ছাড়ো। ছাড়ো বলছি। খবরদার—

যুবতীটি সাহেবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। ছোট মেয়েটি এতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো —নিয়ে গেল—ধরে নিয়ে গেল ! বাবা—দাদা—

যুবতীটিকে টানতে টানতে এর জবাবে সাহেব স্বগর্বে বললো—কুয়ী দাডা না আসিবে। হামার কামে বাঢা ডিটে কুয়ী নেটিভ কো সাহস না হোবে। ইয়ে মুলুক হামারা মুলুক।

মাহমুদ আলী এ দিকেই আসছিল। কিঞ্চিৎ দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেয়েই পাশের বেড়া থেকে একটা শক্ত বাঁশের খুঁটি একটানে তুলে নিলো এবং ছুটে এসে সগর্জনে বললো—ইয়ে মুলুক তোমার বাপের মুলুক শয়তান ! ছাড়ো, ছাড়ো ওঁকে—

কিঞ্চিৎ হকচকিয়ে গিয়ে সাহেবটি বললো—কিয়া কাহা ? হামারা বাপ্‌কা মুলুক ?

ঃ হ্যাঁ বদমায়েশ। তোমার নয়। তোমার এই বাপের মুলুক।

ঃ হামারা বাপ ! কৌন্‌ হ্যায় হামারা বাপ ?

ঃ এই তো তোমার সামনে। ছাড়ো ওঁকে। নইলে পড়লো এই বাঁশ তোমার মাথায়—

মাহমুদ আলী বাঁশখানা ঊর্ধমুখে তুললো। সাহেব এবার আঁতকে উঠলো। মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সে পেছনে ছিট্‌কে গেল এবং পেছন ফিরে চীৎকার করে বলতে লাগলো—হেই ফাকিট্‌লাল, এটাক্‌ করো। আক্‌রমন করো। বোট্‌ মেনকো বোলাও। ইয়ে স্কাউণ্ড্রেলকো পাকাড়কে বোটমে লে-যাও—

মাঝিমাল্লা সহকারে ফটিকলাল ইতিমধ্যেই ডাঙ্গায় নেমে এসেছিল। তারা এসে তৎক্ষণাৎ মাহমুদ আলীকে ঘিরে ফেললো। তাদের হাতেও লাঠি বৈঠা ছিল। মাহমুদ আলী হাতের বাঁশ বন বন করে ঘুরিয়ে এদের ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করতে লাগলো। যুবতীটি এই ফাঁকে দৌড় দিল। কিন্তু দূরে যেতে পারলো না। মাহমুদ আলী আটকা পড়ায় সাহেব ফের ছুটে এসে যুবতীটিকে ধরে ফেললো এবং এবার সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে পানসীর দিকে টেনে নিতে লাগলো।

লোক বসতি অনেকখানি দূরে। এদের চীৎকার ও এ হুটপাট বসতিতে পৌছলো না। ফলে কোথাও থেকে কোন লোক এলো না। পাঁচ-ছয়জন হামলাকারীকে এঁটে উঠতে মাহমুদ আলীও অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়ছিল। এতে করে পরিস্থিতিটা করুণ হতে পারতো। আর নাহোক, মেয়েটির বেইজ্জতি চরমে উঠতে পারতো।

www.pathagar.com

কিন্তু সবই ঐ একজনের ইচ্ছা। এ সময় কোথা থেকে এক লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ লোক লাঠি হাতে ছুটে এসে সাহেবের পিঠে সবলে লাঠির ঘা মারলো। এ বলিষ্ঠ লোকটির পেছনে ছিল আরো দু'জন লাঠিয়াল। প্রচণ্ড লাঠির ঘা পিঠে পড়তেই সাহেবটি কঁকিয়ে উঠে ওখানেই নেতিয়ে পড়লো। কিন্তু অনুরূপ আর এক ঘা পিঠের উপর পড়ো পড়ো দেখেই সে মহাত্রাসে লাফিয়ে উঠে "মার্ডার-মার্ডার" বলতে বলতে পানসীর দিকে দৌড় দিলো। পর পর কয়েকটি ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়িমরি পানসীতে গিয়ে উঠে পড়লো।

ইতিমধ্যে ফটিকলাল ও মাঝিমাল্লাদের পিঠে ধপাধপ লাঠিয়ালদের ঘা পড়তেই "ওরে বাবারে, মলেম-মলেম"—আওয়াজ দিতে দিতে সবাই ছুটে গিয়ে পানসীতে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পানসী ভাসিয়ে দিলো। আরো লোকজন এসে নৌকা নিয়ে তাদের ফের তাড়া করতে পারে ভেবে, তারা সবলে দাঁড় টেনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দূর হলো মুসিবত। মারামারি দেখেই ছোট মেয়েটি ভয়ে দৌড় দিয়েছিল। যুবতীটি তখনও এক পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিলো। সেদিকে নজর দেয়ার আগে মাহমুদ আলী সবিস্ময়ে বলিষ্ঠ লোকটিকে বললো—একি ! মোল্লা-চাচা, আপনি !

লোকটির নাম জালালউদ্দীন মোল্লা। মোল্লা সাহেবও তদ্রূপ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন —এ্যাঁ ! মাহমুদ আলী না ? তাইতো। তুমি !

মাহমুদ আলী বললো—হ্যাঁ চাচা, কয়দিন হলো বাড়ীতে ফিরে এসেছি।

ঃ আচ্ছা ! তাইতো বলি, এত সাহসী কে এই নওজোয়ান ? পাঁচ-ছয়জন লোকের বিরুদ্ধে একা এমন সমানে লড়ছে, দৌড় দিয়ে পালাচ্ছে না এমন বাহাদুর কে ? সাব্বাস্ ! একেই বলে বাপকা বেটা।

ঃ তা চাচা, আপনি হঠাৎ এখানে ?

ঃ এদিকেই কাজ নিয়ে এসেছিলাম। পরে সেসব বলছি। আগে ঐ মেয়েটির খবর করি। বেজায় ভয় পেয়ে গেছে বেচারী।

জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেব মেয়েটির কাছে এলেন এবং প্রশ্ন করলেন—তুমি কে মা ? তোমার নাম কি ?

মেয়েটির কণ্ঠ আড়ষ্ঠ হয়ে এসেছিল। সে ঢোক চিপে বললো—আমার নাম পল্লবী মজুমদার।

ঃ বাড়ী কি এই গাঁয়ে ?

ঃ জিনা। আমার বাড়ী পাটকন্দায়।

ঃ পাটকন্দায়। পাটকন্দার কার মেয়ে ?

ঃ আমার বাবার নাম বললে নাও চিনতে পারেন। আমি পাটকন্দার জমিদার তারিণী চরণ মজুমদারের ভাইঝি।

এ কথায় মোল্লা সাহেবের কপালের চামড়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হলো। তিনি সবিস্ময়ে বললেন—তাজ্জব ! তা তুমি এ গাঁয়ে কেন মা ?

ঃ এখানে আমার মামার বাড়ী। আমি মামার বাড়ীতে থাকি।

www.pathagar.com

ঃ আচ্ছা ? ঐ বদমায়েশ ফিরিঙ্গীটার সামনে পড়লে কি করে ?

ঃ আমার সাথে আর একটা ছোট মেয়ে ছিল। ও ভয়ে পালিয়েছে। ওকে সাথে নিয়ে আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়ীতে যাচ্ছিলাম। ঐ বকুল তলায় ফুল দেখে ফুল কুড়াতে লেগেছিলাম। ওখানে যে ঐ শয়তানটার পানসী ভেড়ানো আছে, তা খেয়াল করিনি। ইতরটা হঠাৎ এসে আমার উপর চড়াও হলো।

ঃ সে তো হবেই। এইতো ওদের চরিত্র মা। ওরাই এখন এদেশের হর্তাকর্তা। এ রকম যাদের স্বভাব, তারাই এখন এদেশের মালিক। আরো যা তাজ্জব তাহলো, এদেশের তাবড়ো তাবড়ো রাজা জমিদারেরা এদেরই ইয়ার-দোস্ত।

ঃ আজ্ঞে ঠিক বলেছেন। ঐ বদমায়েশটাকে খেয়াল করে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। তেজারতির ব্যাপার নিয়ে আমার মামার আড়ত বাড়ীতে মামার সাথে কথা বলতে ওকে আমি বার দু'য়েক দেখেছি।

ঃ তাহলেই বোঝো, এদের সাথে দোস্তী করা কতটা বিপজ্জনক ?

ঃ জি হাঁ, এখন বুঝতে পারছি। আমার মামাকে আমি এসব কথা বলবো।

ঃ জরুর বলবে। তাঁদের হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। তা তোমার মামার বাড়ী এখানে কোন্ দিকে ?

ঃ এই পেছন দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই আমার মামার বাড়ী।

ঃ একা যেতে পারবে ?

ঃ পারবো, কিন্তু ভয় করছে। এ নদীর ধার দিয়েই রাস্তা।

ঃ পৌঁছে দিতে হবে ?

ঃ আজ্ঞে তা দিলে খুব ভাল হয়।

ঃ আমিই তোমার সাথে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সাথে লোক আছে আর কিছু কথা আছে তাদের সাথে। ওকে চেনো ?

মোল্লা সাহেব মাহমুদ আলীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। পল্লবী এবার ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললো—আগে চিনতে পারিনি। কিন্তু একটু পরেই চিনতে পেরেছি। উনি এ গাঁয়েরই ছেলে।

ঃ বহুত আচ্ছা। তাহলে ও তোমাকে পৌঁছে দিক, না কি বলো ?

ঃ আজ্ঞে, উনি তা দিলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হবো।

মোল্লা সাহেব এবার মাহমুদ আলীকে বললেন—তাহলে বাপজান, মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হয়। তোমার কি আপত্তি আছে ?

মাহমুদ আলী বললো—জিনা, আপত্তি কিছু নেই। তবে এতদিন পরে আপনার সাথে দেখা, কোনই কথাবার্তা হলো না—

ঃ হবে হবে। আমি এখানেই থাকবো।

সাথের লোক দু'টির প্রতি ইংগিত করে মোল্লা সাহেব ফের বললেন—আমার এই সঙ্গীদের সাথে কিছু জরুরী আলাপ আছে। আমি আলাপটা সেরে নিয়ে এঁদের ছেড়ে

www.pathagar.com

দিই। এঁরা দু'দিন হলো বাড়ী ছাড়া। এঁরা বাড়ীতে চলে যাক। আমি এখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

মাহমুদ আলী খুশী হয়ে বললো—জি আচ্ছা। তাহলে আর কথা নেই।

এরপর পল্লবীর কাছে এসে বললো—আসুন—

সলজ্জ হাসিমুখে পল্লবী মজুমদার মাহমুদ আলীর পিছে পিছে হাঁটতে লাগলো। কয়েক কদম তারা নীরবেই এগিয়ে গেল। অতপর পল্লবী কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললো—ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন। নইলে কি যে হাল হতো আমার !

মাহমুদ আলী বললো—সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। নইলে মোল্লা চাচাই বা হঠাৎ করে হাজির হবেন কেন ? তা আপনি আমাকে পরে চিনতে পারলেন ?

ঃ হ্যাঁ। ঐ আতংকের মধ্যে তেমন একটা খেয়াল করতে পারিনি।

ঃ পরে কি করে পারলেন ? আমাকে তো অনেকদিন দেখেননি।

ঃ ঐযে যেদিন আপনি এলেন, মানে ঐ স্নান করে যাওয়ার সময় এক নজর দেখেই আমার চেনা চেনা মনে হয়েছিল। পরে ইসরত জাহানের কাছে জানলাম, আপনিই সেই লোক।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনি কি চিনতে পেরেছিলেন আমাকে ? মানে আমি আমার নাম বলার আগে ?

ঃ হ্যাঁ। ঐ সেদিনই আমিও ইসরত জাহানের কাছে জানলাম, আপনিই পল্লবী দেবী। এতে করে আজ আপনাকে দেখেই আমি চিনে ফেলেছি।

ঃ আশ্চর্য ! আমাকে চিনতে পেরেও এতবড় ঝুঁকি নিতে এলেন আপনি ?

ঃ কেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

ঃ না, কথা হলো, আমি তো আপনাদের স্বজাতি নই। ভিন জাতির মেয়ে। আমাদের উপর আপনাদের নাকি খুবই অশ্রদ্ধা ?

ঃ তা কেন হবে ? এ ধারণা কে দিলো আপনাদের ?

ঃ আপনি তো হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের এক পরম ভক্তের ছেলে। হাজী সাহেবের অনুসারীদের নাকি আমাদের উপর খুব রাগ ? বিশেষ করে আমার স্বজাতি রাজা-জমিদারের উপর ?

ঃ হ্যাঁ, আপনার স্বজাতির যেসব রাজা জমিদার আমাদের স্বজাতির উপর জুলুম করে, ইংরেজদের সাথে দোস্তী পাতিয়ে আমাদের স্বজাতিকে পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে চায়, তাদের উপর অবশ্যই আমাদের রাগ আছে। শুধু রাগ নয়, আমরা তাদেরকে দুশমন বলে মনে করি। কিন্তু সে রাগ আপনার উপর থাকবে কেন ?

ঃ আমি তো তাঁদেরই স্বজাতি আর একজন জমিদারের ভাইঝি।

ঃ আপনি যার ভাইঝি আর যার কন্যাই হোন, আপনি একজন মেয়ে। আমার মা-বোনের জাতি। আপনাদের উপর আমরা অশ্রদ্ধা হবো কেন ? যার যার ধর্মে সে সে থাকবে, এতে রাগের প্রশ্ন আসার কি কারণ আছে ?

www.pathagar.com

ঃ তবু তো আমি একজন হিন্দুর মেয়ে। মুসলমানের নই?

ঃ আরে বাবা, হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান—যার মেয়েই হোন না কেন আপনি, এ দুনিয়ার সব জাতের মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্ট জীব। অকারণে কোন মানুষকে ঘৃণা করা মানেই আল্লাহর সৃষ্টিকে ঘৃণা করা। আমরা তা কখনো করতে পারিনে।

ঃ পারেন না?

ঃ না, পারিনে। আপনাদের ধর্মমত আমরা সমর্থন করিনে–এটা ঠিক। কিন্তু হীন আচরণ ছাড়া, সেরেফ সে কারণেই কোন মানুষকে ঘৃণা করা আমাদের কাছে গুনাহ। কারণ, ঐ যে বললাম, সেও আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টজীব। এর উপর আবার আপনি একজন মেয়ে। আমার মা-বোনের জাত।

ঃ তাই আমার বিপদ দেখে ছুটে এলেন আপনি?

ঃ জরুর। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন মানুষের বিপদে মানুষের ছুটে আসা উচিত। তদুপরি আপনি একজন মেয়েছেলে। জেনানা। নিতান্তই অমানুষ আর পাষণ্ড না হলে, একজন জেনানাকে বিপদগ্রস্ত দেখে, তার বেঈজ্জতি দেখে, কেউ চুপ থাকতে পারে না।

ঃ ধন্য লোক আপনি।

ঃ জি?

ঃ আপনার মতো মানুষ যদি এ দুনিয়ার সব মানুষ হতো?

ঃ সব মানুষ না হোক, এখনও এ দুনিয়ায় অনেক মানুষ আছেন যাঁদের অনুভূতি আমার মতোই অনুভূতি বা আমার চেয়েও আরো অনেক বেশী পবিত্র অনুভূতি। সবাই ঐ পাষণ্ড ফিরিঙ্গী নয় আর স্বার্থের মোহে অন্ধ নয়।

ঃ বাব্বা ! তাইতো ইসরত জাহান আপনার কথায় এত মুখর হয়ে উঠে।

ঃ উঠে নাকি?

ঃ উঠেই তো। দিনে অন্ততঃ দশবার আপনার কথা বলে।

ঃ কি বলে? সুখ্যাতি করে না দুর্ণাম করে?

ঃ দু'টোই করে। তবে প্রথমটা অন্তর থেকেই করে। পরেরটা কেবলই তার মুখের কথা। বাইরের খোলস।

ঃ তাই নাকি? আপনি জানলেন কি করে?

ঃ জানবো না কেন? আমি কি একজন মেয়ে নই?

ইতিমধ্যেই তারা পল্লবীর মামার বাড়ীর সীমানায় এসে পৌছলো। মাহমুদ আলী দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো—যান, আর ভয়ের কারণ নেই।

পল্লবী ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—সেকি ! আপনি আসবেন না? আসুন। বাড়ীর সবার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। এতবড় উপকার করার পর কিছু মুখে দিতে না দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে কে?

মাহমদু আলী সন্ত্রস্তভাবে বললো—ওরে বাপরে ! না-না, তা সম্ভব নয়।

ঃ কেন? আমাদের হাতে কিছু খেতে কি আপনি নারাজ?

www.pathagar.com

ঃ তা কেন ? হালাল খাদ্য হলে অবশ্যই আমি খাবো। কিন্তু দেখলেন তো, মোল্লা চাচা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন ? উনার মতো লোককে—

ঃ ও হ্যাঁ, উনি কে ভাই ?

ঃ উনি একজন মস্তবড় ঈমানদার লোক। হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের একজন একনিষ্ঠ সাগরিদ। আমার গুরুজন—মানে খুবই শ্রদ্ধেয়জন। উনাকে দাঁড় করে রেখে সেরেফ লৌকিকতায় কালক্ষেপণ করা আমার জন্যে খুব বড় ধরনের অপরাধ। আমি যাই—

পল্লবী আরো খানিক পীড়াপীড়ি করলো। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবশেষে সে মাহমুদ আলীকে সকৃতজ্ঞ বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

সঙ্গীদের বিদায় করে দিয়ে জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেব ওখানে ঐ নদী তীরেই অপেক্ষায় ছিলেন। মাহমুদ আলী দ্রুতপদে ফিরে এসেই বললো—চলুন চাচা, এখানে কোন কথা নয়। সামনে খানিকটা এগুলোই আমার বাড়ী। বাড়ীতে বসে ধীরে সুস্থে আলাপ করি। অনেক কিছু জানার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

মোল্লা সাহেব দ্বিরুক্তি করলেন না। কুশলাকুশল নিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁরা মাহমুদ আলীর বাড়ীতে এসে পৌছলেন। হাকিমউদ্দীন বাড়ীর বাইরেই ছিল। সে তাড়াতাড়ি দু'টি কুরসী এনে পাশাপাশি পেতে দিলো। আসন গ্রহণ করতে করতে মোল্লা সাহেব বললেন—তোমার আব্বার দাফনে কাফনে গিয়ে সেই সেবার তোমাকে দেখে এলাম। ইতিমধ্যে আরো অনেক বড় হয়ে গেছো। তাগড়া এক নওজোয়ান। বেশ বেশ। ওখানকার পড়াশুনা চুকিয়ে এলে বুঝি ?

ঃ জি চাচা। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি।

ঃ সাব্বাস্। তা পড়াশুনা কি এখানেই শেষ করলে, না—

ঃ জিনা চাচা। দিল্লীতে গিয়ে আরো ক' বছর পড়াশুনা করার নিয়াত আছে। আমার কলিকাতার হুজুরেরা সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তবে সেখানে যাওয়ার আগে একটু হুগলীতে, মানে মুল্লা সিমলায় যাবো।

ঃ কেন, ওখানে আবার কেন ?

ঃ একটা বিশেষ বিষয়ে ওখানে কলিকাতার চেয়ে অনেকখানি বিস্তারিত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ওটুকু শেষ করে দিল্লীর দিকে যাবো।

ঃ ও-আচ্ছা। খুব ভাল কথা। এবার বলো, অনেকদিন পর বাড়ীতে এসেছো—কেমন লাগছে এখন এখানে ?

ঃ মোটামুটি ভালই। খুব একটা খারাপ লাগছে না। তা আপনি এদিকে কি জন্যে চাচা ? আন্দোলনের কাজে, না অন্য কোন—

ঃ না বাপজান, অন্য কোন দিকে নজর দেয়ার ফুরসুত আর নেই। ঐ কাজেই ব্যস্ত আছি আর ঐ নিয়েই এসেছি।

ঃ ইদানিং নাকি জমিদারদের দুশমনি আর তেমন নেই ? এখন তাহলে অনেকটা শান্তিতেই কাজ করতে পারছেন ?

www.pathagar.com

ক্লীষ্ট হাসি হেসে মোল্লা সাহেব বললেন—তাই কি হয় বাপজান ? মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা নেয়ার পর থেকেই মুসলমানেরা কেউ কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে—একথা শুনলে কি ঘুম থাকে নব্য জমিদার বাবু আর দখলদার ইংরেজদের চোখে ?

ঃ চাচা।

ঃ তিতুমীর সাহেবের ঐ ঘটনার পর মাঝখানে তাদের দুশমনি কিছুটা স্তিমিত হয়ে থাকলেও, ইদানিং আবার তা দ্রুতবেগে জোরদার হয়ে উঠছে।

ঃ বলেন কি ! নিছক একটা ধর্মীয় আন্দোলন দেখেই ইংরেজ সরকারও আবার এত শিগ্গির দুশমনিতে নেমে গেল ?

ঃ খোদ ইংরেজ সরকার এত শিগ্গির না নামলে কি হবে ? ইংরেজদের ফেউ তো নেমেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। জানো তো, বাঘের চেয়ে ফেউয়ের দাপট দড় ? ফেউয়ের কান্না করুণতম হলে, ইংরেজ সরকারও আবার ধেয়ে আসতে পারে জরুর। তিতুমীর সাহেবের ব্যাপারেই তো তা দেখা গেল। একতরফাভাবে ফেউদের মায়াকান্না শুনেই ইংরেজ সরকার ধেয়ে এলো সর্বশক্তি নিয়ে। ন্যায় অন্যায় দেখলো না।

ঃ তা ঠিক চাচা। এটা ভাবতেও তাজ্জব লাগে।

ঃ উস্তাদ হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের অনুসারীদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার বদলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে, জমিদার বাবুদের মাথা মস্তক ঘুরে গেছে। তাঁরা আগের চেয়ে আরো বেশী হিংস্র হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অবৈধ দাবী-দাওয়া আর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে—এমন শক্তি দানা বাঁধুক, এটা কি তাঁরা নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখতে পারেন ? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে আর না পেরে এবার তাঁরা নিজেরাই মাঠে নেমে গেছেন।

ঃ কি রকম ?

ঃ আর কোন অজুহাত খুঁজে না পেয়ে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগছে বলে আবার তাঁরা তৎপর হয়ে গেছেন। গরু জবাইকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জমিদারদের পাইক পেয়াদা আমাদের লোকজনদের মারপিট শুরু করেছে। বাড়ীর পাশে নয়, তাঁদের ধর্মীয় স্থানের আশেপাশে নয়, তাঁদের জমিদারীর যে কোন জায়গায় গরু জবাই করলেই নাকি তাঁরা ধর্মচ্যুত হবেন। এই অজুহাতে তাঁরা গরু জবাই গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

ঃ তাজ্জব কথা ! গরুর গোস্ত আমাদের হালাল খাদ্য। গরু কুরবানী আমাদের ধর্মীয় বিধান। তাঁদের নিষেধাজ্ঞা আমরা মানবো কেন ?

ঃ সেই না মানতে গিয়েই তো এখন মার খাচ্ছে আমাদের লোকেরা। উস্তাদের হাতে কোন প্রতিরোধ শক্তি, অর্থাৎ জমিদারদের পাইক-পেয়াদার মতো কোন জঙ্গী দল না থাকায়, জমিদারের পাইকেরা ফালতু কারণেই আমাদের লোকদের নানাভাবে নির্যাতন করা শুরু করেছে। আমাদের দূরদূরান্তের আর বিচ্ছিন্নভাবে বসতকারী লোকেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ঃ বড় মুসিবতের কথা। এ প্রেক্ষিতে আপনারা তাহলে কি চিন্তা-ভাবনা করছেন ?

www.pathagar.com

ঃ আমরাও প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলছি। আর না হোক, একটা সার্বক্ষণিক লাঠিয়াল দল আমাদের হাতে না থাকলে আর চলছে না। পাইক-পেয়াদার হামলা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ করতে না পারলে, জুলুম ওদের বেড়েই যাবে দিন দিন।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, একথা বিলকুল ঠিক। তবে—

ঃ এর মধ্যে আর তবে নেই বাপজান। আমাদের আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে একটা প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই। প্রতিরোধ করার কোন শক্তিই না থাকলে ঐসব জমিদারদের হাতেই আমাদের আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটবে। একেবারেই অসহায় হয়ে এ দুনিয়ায় কেউ টিকতে পারে না।

ঃ চাচা।

ঃ কিছু শক্তি হাতে আছে জানলে ওদের ঐ ফালতু নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে। বড় রকমের পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা আসবে।

ঃ জি জি।

ঃ আমি এদিকে ঐ লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করার কাজ নিয়ে এসেছি।

ঃ তাই নাকি চাচা ? বাহ চমৎকার। বড়ই খোশ খবর। তা এটা কি আপনি আপনার নিজের উদ্যোগেই, না—

ঃ উস্তাদজীর নির্দেশেই এসেছি। উনিই আমাকে এ কাজে নিয়োজিত করেছেন।

ঃ চাচা।

ঃ দেখতেই তো পেলে কিছুটা শক্তি হাতে থাকার গুরুত্ব কতখানি ? পিঠে লাঠি না পড়লে কি ঐ ইতর ফিরিঙ্গীটা কামড় ছাড়তো এত সহজে ? দিনে দুপুরে মা-বোনদের উপর চড়াও হওয়ার সাহস করে ব্যাটারা ! যেন সব লুটের মাল। অথচ প্রতিবাদ করার কেউ নেই।

ঃ জি চাচা। এমনটি সত্যি সত্যিই নীরবে চলতে দেয়া যায় না।

ঃ এ কারণেই একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছি আর এ কাজে আল্লাহর রহমে সাড়াও পেয়েছি চমৎকার।

ঃ সঙ্গে যে দু'জন লোক দেখলাম তাঁরা তাহলে—

ঃ আমার লাঠিয়াল বাহিনীর লোক। লাঠিয়াল দলে লোক বৃদ্ধি করার সাথে কিছু লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে আমাদের লোকদের উপর কোথাও কোন জুলুম অত্যাচার হচ্ছে কিনা, এসবের খবর করে বেড়াচ্ছি। এ দু'জন ছাড়াও আরো কয়েকজন লাঠিয়াল আমার সাথে ছিল। তাদের নিয়ে অনেক দূরে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে এ দু'জন বাদে অন্যদের আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ঃ খুবই সুন্দর উদ্যোগ তো। খোঁজ-খবর করার কালে কেমন বুঝলেন চাচা ? খুব বেশী অত্যাচার হচ্ছে কি ?

ঃ খুব বেশী না হলেও হেথা-হোথা জুলুমটা লেগেই আছে বাপজান। এ জুলুমটা আরো মারাত্মক রূপ নেবে সামনের এই ঈদুল আজ্‌হায়।

ঃ মানে ?

www.pathagar.com

ঃ উস্তাদজীর নির্দেশ, কুরবানী ঈদে গরু কুরবানী করতে হবে। ঐ কাফেরদের হুমকির ভয়ে আমরা আমাদের ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করতে পারিনে। প্রথম দিকে ঝড়-ঝাপটা বড় রকমেরই আসবে বটে। এই ঝড়-ঝাপটার মোকাবেলা করে আমাদের কুরবানী আমরা অব্যাহত রাখলে, আস্তে আস্তে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ওদের ভয়ে আমরা যদি গরু কুরবানী একেবারে বন্ধ করে দিই, তাহলে পরে আর এটা কোনদিনই চালু করা যাবে না।

ঃ জি-জি, একেবারে হিসেবের কথা চাচা।

ঃ কাজেই বুঝতে পারছো, দু' একটা গরু জবাই করা নিয়েই যেখানে এতটা হৈ চৈ করছে ওরা, ঈদে ব্যাপকভাবে গরু জবাই হলে ওরা কেমন হন্যে হয়ে উঠবে ?

ঃ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু সবাই আমরা যদি একজোটে ওদের হামলা মোকাবেলা করতে এগোই, তাহলে জমিদারদের ঐ নখে গোনা পাইকেরা আমাদের এত লোকের সামনে দাঁড়াবে কি করে ?

ঃ পারবে না। দাঁড়ালে পিটন খেয়ে লম্বা হয়ে যাবে। প্রশ্নটা এখানে নয়। এই পিটন খাওয়ার পর জমিদারেরা আবার কোন্ পদক্ষেপ নেয়, প্রশ্ন সেইটেই। ওরা যে সহজে এটা হজম করে যাবে, তা কিছুতেই ভাবা যায় না।

ঃ হজম না করে কি করবে চাচা ? ওদের পুঁজি তো ঐ ইংরেজ শক্তি। কিন্তু গরু কুরবানী ইংরেজদের ধর্মীয় অনুভূতিতে লাগার বিষয় নয়। ওরাও সকলেই গরু গোস্ত খায় আর কাড়াকাড়ি করেই খায়। এ বিষয় নিয়ে গেলে ইংরেজরা ওদের পাত্তা দেবে কেন ?

ঃ তুমি বলছো যুক্তির কথা। ওদের ডেরাতে, সেনা ঘাঁটিতে অনেক গরু জবাই হয় আর সে কারণে ইংরেজেরা গরু জবাইয়ের বিপক্ষে যেতে পারে না। যুক্তিগত দিক দিয়ে তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ঐ জমিদারদের মতো ইংরেজ সরকার আর ইংরেজ আমলারা যুক্তির ধার ধারলো কবে ?

ঃ কি করবে ? গরু জবাই অপরাধ হলে ওদেরটাও অপরাধ হবে। ওদেরও গরু খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ঃ একথাটা কিন্তু না-বালকের মতোই বললে তুমি। গরু জবাই অপরাধ আর নিষিদ্ধ হলে তোমার জন্যে হবে, ওদের জন্যে হবে কেন ? ওরা দেশের রাজা। ওদের জন্যে সবকিছুই জায়েয। কাজেই, ইংরেজদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লে ইংরেজেরা অর্থাৎ ইংরেজ আমলারা যে পাত্তা ওদের দেবে না, এ ধারণা ভুল। মোসাহেব জমিদারদের মন রক্ষার্থে ওরা সবকিছু করতে পারে।

ঃ চাচা।

ঃ সে যা হয় তা হবে। সবই আল্লাহর হাতে। ও নিয়ে আগাম ভেবে ফায়দা নেই।

ঃ ঠিক-ঠিক।

ঃ ওদের পূজা-পার্বণে শরিয়ত বিরোধী অর্থ যোগান না দেয়ার ব্যাপারেও উস্তাদজীর শক্ত নিষেধ আছে। ওদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আমরা যখন একবার নেমেছি, তখন আর কিছু রেখে কিছু ছেড়ে কথা নেই।

www.pathagar.com

ঃ জি–জি। একদম হক কথা। দ্বীনের কাজে আমাদের ভয় পেলে চলবে না।

ঃ ভয়কে জয় করার জন্যে আমরা এখন মনবল শক্ত করে ফেলেছি আর সে প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। বিপদ মুসিবত মোকাবেলা করার জন্যে একদল লাঠিয়াল এখন সবসময়ই তৈয়ার রাখছি আমরা।

ঃ ঠিক–ঠিক। আর বলতে হবে না চাচা। সত্যিই এর বিকল্প নেই। এবার বলুন, উস্তাদজীর তবিয়ত কেমন আছে? উনার শরীর স্বাস্থ্য—

ঃ আল্লাহর রহমে তিনি বেশ ভালই আছেন। কর্মী মানুষ। সবসময়ই কাজের উপর আছেন। বয়সের ভার তাই তাঁকে কাবু করতে পারেনি। উনি হর-হামেশাই তোমার কথা বলেন।

ঃ চাচা।

ঃ বলেন, মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের ছেলেটা এখন কি হালতে আছে, তার বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তির হেফাজতি নিশ্চিত হচ্ছে কিনা—এসবের খোঁজ-খবর রাখছেন তো আপনারা? ছেলেটা কবে ফিরে আসবে সে খবরটা নিন। ফিরে এলে আমাকে তা জানাবেন—এমনই সব কথা।

ঃ সোবহান আল্লাহ! বলেন কি চাচা? উনি এতটাই ইয়াদে রেখেছেন আমাকে?

ঃ হ্যাঁ বাপজান, এতটাই। তুমি যদি তাঁর সাথে দেখা করো একবার গিয়ে, উনি তাহলে বড়ই খুশী হবেন। যাবো চাচা, অবশ্যই যাবো। দু'চার দিনের মধ্যেই আমি তাঁর দোআ নিতে রওনা হবো। শুনেছি, আমার আব্বাকে জব্বোর পেয়ার করতেন উনি।

ঃ তোমাকেও বাপজান, তোমাকেও জিয়াদা পেয়ার করেন উনি।

হাকিমউদ্দীন এ সময় নাস্তা পানির সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলো।

ইসরত জাহান কয়েক দিন বাড়ীতে ছিল না। বাড়ীতে ফিরে এসে পরের দিন সে পল্লবীদের বাড়ীতে বেড়াতে এলো। পল্লবীর ঐ দুর্ঘটনার কথা সে জানতো না। বড় ঘরের ব্যাপার বলে ঘটনাটা প্রকাশও তেমন পায়নি। তাঁদের ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত এক সাহেবের এই কারবার। পল্লবীর মামা-মামীরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি চাপা দিয়ে ফেলেছেন। পাড়া-পড়শীরই যে দু' চারজন জেনেছেন, সঠিক তথ্য না জানায়, তাঁরাও এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি।

ইসরত জাহান এসে হাসিমুখে দাঁড়ালে পল্লবী তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে সরস কণ্ঠে বললো—কিলো, ইদানিং তোমার দেখা পাওয়াই ভার। এত তাড়াতাড়ি ভুলতে বসলে আমাদের?

জবাবে ইসরত জাহানও হাল্‌কা কণ্ঠে বললো—সেকি কথা লো! তোমাদের ভুলতে বসলাম মানে? ভুলতে বসার কারণটা কি ঘটলো?

কপট গাম্ভীর্য টেনে পল্লবী বললো—কি জানি ভাই, মন যদি কারো ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকে, অন্য কারো কথা কি আর খেয়ালে থাকে তখন?

ঃ তন্ময় হয়ে থাকে! কার ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকবে?

www.pathagar.com

ঃ আহারে। কার ধ্যানে তা আর উনি বোঝেন না ? ডুবে ডুবে জল খেয়ে কতদিন আর কাটাবে ?

ইসরত জাহান বিস্মিত হলো। বললো—তাজ্জব ! তুমি এসব কথা বলছো কেন ? হঠাৎ তোমার হলো কি ?

ঃ আমার কিছু হয়নি। হয়েছে তোমার। মনের মানুষ হাতের কাছে পেয়ে তুমি এমনই বিভোর হয়ে আছো যে, এ দুনিয়ার কোথায় কি ঘটলো, কে কি হালে রইলো, কার কি হাল হলো—এসব খেয়ালই তোমার নেই। খোঁজ নেয়ারও তাই কোন গরজবোধ করোনি।

ঃ কি মুস্কিল ! এত ভণিতা করছো কেন ? খোলাসা করে বলোতো, কি বলতে চাও তুমি ?

ঃ বলছি, তোমার আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। আর কেন পাওয়া যাচ্ছে না, তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আগে কিছুটা সন্দিহান ছিলাম, এখন নিঃসন্দেহ হয়ে গেছি। সত্যি, সবকিছু ভুলিয়ে দেয়ার অনন্য এক আকর্ষণই বটে।

ঃ কি আশ্চর্য ! কয়েকদিন বাড়ীতে ছিলাম না। এরই মধ্যে এমন কি ঘটলো যে, তুমি হেঁয়ালীর পর হেঁয়ালী জুড়ে দিয়েছো ?

ঃ হেঁয়ালী হবে কেন ? স্পষ্ট করেই তো বলছি। এমন মানুষের সংস্পর্শে যে আছে তার তো সত্যিই আর কিছু খেয়াল থাকার কথা নয়। মানুষতো নয়, এক মোহিনী শক্তি। যেমনই চরিত্র, তেমনই চেহারা, তেমনই অন্তর। এর পাশে যে আসবে সে-ই মোহিত হয়ে যাবে। বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গের মতো তারই চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকবে। অন্যদিকে নজর দেয়ার অবকাশই আর থাকবে না। তোমার আর দোষ কি ভাই !

ঃ বড়ই আজব ব্যাপার। তোমাকে ভূত-প্রেতে ধরলো, না সদ্য সদ্য খোয়াব দেখে উঠে এলে তুমি ? এত আবোল-তাবোল বকছো কেন ?

ঃ খোয়াব দেখে উঠে এলাম ?

ঃ তাইতো মনে হচ্ছে। কোন রূপকথার রাজ পুত্রকে খোয়াবে দেখে তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, রাজপুত্রই বলতে পারো। জ্ঞানে-গুণে চেহারায় রাজপুত্রই বলা যায়। তবে রূপকথার নয়। বাস্তব। জলজ্যান্ত এ গাঁয়েরই মানুষ।

ঃ এ গাঁয়েরই ! তাহলে কে সে ?

ঃ তবুও না বোঝার ভান ? তোমারই ধ্যানের মানুষ। ঘরের পাশে ঘর। মুনশী বাড়ীর মাহমুদ আলী মুনশী।

ঃ কি বললে ?

ঃ মাহমুদ আলী—মাহমুদ আলী। তোমার বাল্যকালের সাথী, যৌবনের সখা।

ইসরত জাহান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্রোধভরে বললো—মরণ ! ঐ একটা অপোগণ্ডকে নিয়ে তুমি এত গীত গাইতে শুরু করেছো ? ওতো আস্ত একটা আহম্মক। অপরিণামদর্শী গোঁয়ার।

ঃ গোঁয়ার হবে কেন ? কত শান্ত আর ভদ্র !

www.pathagar.com

ঃ আস্ত একটা বাউণ্ডেলে। একরোখা কাঠমূর্খ।

ঃ কে বললে ? কত জ্ঞানী আর সবার প্রতি কত উদার তার দৃষ্টিভঙ্গি !

ঃ তোমাদের স্বজাতির প্রতি দারুণ তার আক্রোশ।

ঃ তা কেন ? কত সঙ্গত তার উপলব্ধি আর তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ে কত তার আফসোস্।

ঃ তোমাকেই তো সে ঘৃণা করে। তোমার সাথে মিশি বলে আমাকেও ঘৃণা করে। সেকি এতটুকু প্রসন্ন তোমার প্রতি ?

ঃ কে বললে নয় ? আমার প্রতি কত তার সহানুভূতি। কত গভীর দরদ। আমার জন্যে জান দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না সে। কি বিশাল তার অন্তর। কারো প্রতিই অকারণে তার কোন বিদ্বেষ নেই। এমন মানুষ লাখে একটা পাওয়া যায় না।

গালে হাত দিয়ে ইসরত জাহান খেদ করে বললো—ওম্মা ! মরেছেরে ! একদম ডোবায় ডুবে মরেছে। তবে আর কি ? এবার কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও।

ঃ কেন, মুসলমান হবো কেন ?

ঃ নইলে ঐ দরদী আর দুর্লভ মানুষটাকে পাবে কি করে ? যত দরদীই হোক, আর তোমার জন্যে জান দিতে যত তৈয়ারই থাকুক, মুসলমান নাহলে জান গেলেও সে কোন অমুসলমান মেয়েকে ঘরে তুলে নেবে না। না পাওয়ার হুতাশে ধুঁকে ধুঁকেই মরবে শুধু।

ঃ বটে ! আমি মুসলমান হয়ে তার ঘরে গিয়ে উঠবো ?

ঃ তা নাহলে এ রোগের তো ওষুধ নেই।

ঃ তুমি সইতে পারবে তো ?

ঃ আমি সইতে পারবো না কেন ? আমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধিটা কি ?

ঃ বুক চাপড়িয়ে মরবে নাতো ? কিংবা বঞ্চনার গ্লানীতে গলায় দড়ি দেবে নাতো ?

ইসরত জাহান তাচ্ছিল্য ভরে বললো—থাক থাক, ঐ একটা অপদার্থের জন্যে তোমার মতো এত উচ্ছ্বাস আমার দীলে নেই।

পল্লবী বললো—নেই ?

ইসরত জাহান রোষভরে বললো—আদৌ না। প্রতিবেশী বলে তার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা বা সহানুভূতি ছিল আমার ঠিকই। কিন্তু যে লোক মাত্রাহীন দাম্ভিক আর অহংকারী সে জাহান্নামে যাক। তা নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নেই আমার।

ঃ অহংকারী ?

ঃ মাত্রাহীন অহংকারী আর হামবাগ। আমাদের প্রতি সীমাহীন তার অবজ্ঞা। চরম ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যভাব। যেন সে একজন শাহান শাহ আর আমরা সব দশ দুয়ারের ফকির। যেন সে একজন আসমানী পুরুষ আর আমরা সবাই নর্দমার কীট। ওর ঐ দম্ভটা শিগ্গির শিগ্গির মাটির সাথে মিশে যাক, নিঃস্ব আর লাঞ্ছিত হয়ে সে পথে পথে ঘুরে বেড়াক, এইটেই আমি চাই। এই অপেক্ষাই এখন আমি করছি।

ঃ বলো কি ! তার উপর এত তোমার বিতৃষ্ণা ?

www.pathagar.com

ঃ এতটাই। ওর উপর অন্তর আমার বিষিয়ে গেছে। ওর কথা বলো না আর আমার সামনে ওর প্রসঙ্গ তুলো না।

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে পল্লবী বললো—আফসোস্ ! একেই বলে প্রদীপের নীচে অন্ধকার আর এ কারণেই গাঁয়ের যোগী ভিখ্ পায় না। আপ্‌ছে আপ্ যা হাতে আসে তার কদর নেই।

ঃ মানে ! তুমি একথা বলছো কেন ?

ঃ এতদিন এত কাছে থেকেও যে তুমি ওকে চিনে উঠতে পারোনি, আগাগোড়াই ভুল বুঝে বসে আছো, এ জন্যে বলছি।

ঃ তুমি ওকে চিনে উঠতে পেরেছো ?

ঃ নিখুঁতভাবে পেরেছি। গভীরভাবে চিনেছি আর জেনেছি।

ইসরত জাহান সবিস্ময়ে বললো—তা কি করে হবে ? তোমার সাথে তো তার দেখা সাক্ষাতই নেই তেমন ?

ঃ আগে তেমন ছিল না। কিন্তু এই ক'দিন আগে এমন স্বর্গীয়ভাবে সাক্ষাত পেয়ে গেলাম তার যে, তাকে নিবিড় আর নিখুঁতভাবে জানার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

ইসরত জাহান বিপুল আগ্রহে বললো—কি তাজ্জব ! তার সাথে সাক্ষাত হলো তোমার ?

ঃ হ্যাঁ, আচানকভাবেই হলো।

ঃ দারুণ ব্যাপার। ঘটনাটা বলো তো শুনি।

ফিরিঙ্গীর হামলাঘটিত সেদিনের সেই দুর্ঘনার আর মাহমুদ আলীর সাথে বাড়ীতে ফিরে আসার সমুদয় বিষয় বৃত্তান্ত খুঁটে খুঁটে বর্ণনা করার পর পল্লবী বললো—এমনই এক বিরল মানুষ এই মাহমুদ আলী। এমনই তার অনুভূতি। যেমনই জ্ঞানী, তেমনই মহৎ। তার আচরণে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।

সবকিছু নীরবে শুনার পর ইসরত জাহান বললো—হয়তো তা হয়েছো। কিন্তু ওতেই ওকে জানা তোমার শেষ হয়েছে বলে আমি মনে করিনে। ঐ হাজী শরিয়তুল্লাহর সাগরিদদের মতোই তোমাদের আমাদের উপর ওর জব্বোর ক্রোধ। বিশেষ করে যাঁরা জমিদার তাঁদের উপর।

ঃ হ্যাঁ, তোমার একথা অবশ্য ঠিক। সে দেখলাম হাজী শরিয়তুল্লাহর একজন অকুণ্ঠ সমর্থক। এছাড়া, জমিদারদের সে যে দুশমন বলে মনে করে, একথা নিজেই সে বলেছে।

ঃ বলেছে নাকি ? তাহলেই দেখো, তোমরাও জমিদার আমরাও জমিদার। সে কি করে আমাদের বন্ধু হতে পারে ?

ঃ হ্যাঁ, কথাটা কিছুটা সঙ্গতই। যদিও জমিদার বলতে সে অত্যাচারী জমিদারদের কথাই বলেছে।

ঃ তাতে কি ? ওতেই সব হয়ে গেল ?

ঃ না, বলছি—লোক হিসেবে সে একজন ভাল লোক, এতে সন্দেহ নেই।

ঃ সে যা হয় হোকগে। ওকে ভাল বলে মানতে হলে জমিদারীতে ইস্তফা দিয়ে

www.pathagar.com

আমাদের সবাইকে ওর মতোই পথে এসে নামতে হয় আর অন্যান্য জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লাঠি নাচাতে হয়। এ না হলে ওর মন তুলতে পারবে না।

ঃ ইসরত !

ঃ তুমি তো ভাই একদিন ওকে জেনেছো। আমি ওকে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই নিবিড়ভাবে জেনে আসছি। ও যেমনই গোঁয়ার, তেমনই বাউরে। এছাড়া, হাজী শরিয়তুল্লাহর সমর্থক যারা, তারা কখনই আমাদের আপন হতে পারে না। ঐ সংস্পর্শ না ছাড়লে সে নিজেও কখনো সংসারী হবে না, বিষয় বিত্ত নিয়ে কেউ সুখে-শান্তিতে সংসার করে খাচ্ছে, তা সইতেও পারবে না।

ঃ ঐ সংস্পর্শ তার আর ছাড়া বোধহয় সম্ভব নয়। ঐ হাজী সাহেবের প্রতি তার যা বিশ্বাস দেখলাম।

ঃ বলো কি ! ঐ হাজীর হাতে তাহলে ইতিমধ্যেই বয়াত হয়ে গেছে নাকি ?

ঃ তা বলতে পারবো না। তবে ঐ হাজী সাহেবের প্রতি খুবই তার শ্রদ্ধা।

কণ্ঠে জোর দিয়ে ইসরত জাহান বললো—ছাড়াতে হবে। ঐ হাজীর আছর থেকে ওকে সরিয়ে নিতে হবে। ঐ হাজীর ভর, না শনির ভর। মাহমুদ আলী আমাদের নিকট প্রতিবেশী। ঐ হাজীর আর একটা আখড়া সে আমাদের ঘরের পাশে খুলে বসলে, আমাদের অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে।

ঃ সে তো কথাই। তাছাড়া পিরীতটাও টিকবে না।

ঃ কি বললে ?

ঃ বলছি, সবদিক দিয়েই ওকে ওদিক থেকে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন। ঐ নেশা না ছুটলে সে কখনো তোমার পথে আসবে না। ওর আশা করলে, ঐ যে তুমি বললে, তোমাকেই ওর পথে যেতে হবে।

পল্লবী মুখটিপে হাসতে লাগলো। ইসরত জাহান রুষ্ট কণ্ঠে বললো—এত রং তোমার মনে ? ফের মশ্‌করা শুরু করলে ?

ঃ কি আর করবো ভাই। মানুষের মনটাই তো আজব এক পদার্থ ! কখন এতে কোন্ রং লাগে—

সচকিত হয়ে উঠে ইসরত জাহান বললো—পল্লবী।

পল্লবী স্মিতহাস্যে বললো—চমকে উঠার কারণ নেই। আমি তোমার কথাই বলছি।

অন্দর থেকে পল্লবীর তলব আসায়, তাদের আলাপে ছেদ পড়লো।

পল্লবীদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে ইসরত জাহান সেদিনটা চুপ করে বসে রইলো। সারারাত ভাবলো। পল্লবীর কথাগুলো মনে তার বার বার নাড়া দিতে লাগলো। মাহমুদ আলীকে ভাল লেগেছে পল্লবীর। ভাল লাগাই স্বাভাবিক। আসলে তো লোক হিসেবে তাকে যে কারোরই ভাল লাগবে। সর্বগুণে গুণান্বিত মাহমুদ আলী। দোষ সেরেফ ঐ একটাই। জমিদার আর ইংরেজ বিরোধী জিদ। ওটা না ছাড়াতে পারলে অপঘাতেই মারা পড়বে বেচারা। মাতাপিতা নেই। এতিম লোক। তাকে সঠিক পথে চালানোর কেউ নেই। নিরিবিলিতে দু' কথা বুঝিয়ে বলবে, এমন

www.pathagar.com

বান্ধব বিরল। রাগ করে সেও যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাহলে নির্ঘাত শেষ হয়ে যাবে লোকটা। জেল-ফাঁসীতে যাবে। খুন-জখম হয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকবে। দীলের টানে না হলেও, মানবিকতার খাতিরেই ইসরত জাহানের চেষ্টা করা উচিত। তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত, এ দুনিয়া বড় কঠিন জায়গা। জিদের এখানে ভাত নেই। কিছুটা নমনীয় না হলে টিকে থাকার উপায় নেই। তার আব্বা যা করেছেন, করেছেন। ঐ হাজী সাহেবের পাল্লায় তার পড়লে চলবে না। মোটকথা, ঐ সংশ্রব থেকে তাকে সরিয়ে রাখতে হবে—বুঝিয়ে বলে, অনুরোধ করে, যেভাবেই হোক।

মান-অভিমান ত্যাগ করে ইসরত জাহান পরের দিনই এক ফাঁকে মাহমুদ আলীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। মাহমুদ আলীর বাহির আঙ্গিনায় পৌঁছে হাকিমউদ্দীনকে সামনে পেলো। কোন রকম ভূমিকা না করে সে হাকিমউদ্দীনকে বললো—মাহমুদ আলীকে ডাকো তো। তাকে ঐ বাহির বারান্দায় আসতে বলো। আমার অনেক জরুরী কথা আছে।

ইসরত জাহানকে এভাবে সরাসরি আসতে দেখে হাকিমউদ্দীন কিছুটা তাজ্জব বনে গিয়েছিল। জবাবে সে থতমত করে বললো—সে তো মকানে নেই আম্মাজান। গতকালই বাইরে গেছে।

ঃ বাইরে গেছে ! আসবে কবে ?

ঃ তা তো বলতে পারবো না।

ঃ বাইরে কোথায় গেল ?

ঃ ঐ উস্তাদ হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে গেছে।

বাজ পড়ারও অধিক চমকে উঠলো ইসরত জাহান। প্রশ্ন করলো—কি বললে ?

ঃ হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব তাকে স্মরণ করেছেন। কয়দিন ধরেই যাবো যাবো করছিল। খবর পেয়ে গতকালই ছুটে গেছে।

প্রস্তর মূর্তিবৎ ইসরত জাহান ঐভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর বিপুল ক্ষোভের সাথে স্বগতোক্তি করলো—কয়লার ময়লা ধুলেই কি যায় কখনো ?

—বলেই সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং ক্ষিপ্তপদে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। কেন সে এসেছিল, কি কথা নিয়ে এসেছিল—এসব নিয়ে হাকিমউদ্দীনের আহ্বান-আরজ কিছুই তাকে আটকাতে পারলো না।

৭

"ধর-ধর, মার-মার, এলো-এলো, গেলো-গেলো," ইত্যাদি হল্লা ও হুংকারে একাধিক এলাকা তোড়পাড় হতে লাগলো।

মাহমুদ আলীর বাড়ীতে বসে জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেব সেদিন যে সন্দেহ করেছিলেন, সেইটেই বাস্তবে পরিণত হলো। অর্থাৎ কুরবানী ঈদে গরু কুরবানী নিয়ে জমিদারদের মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। হুংকার দিয়ে উঠে তাঁরা গরু কুরবানী দাতার উপর পাইক বাহিনী লেলিয়ে দিলেন। পাইক-পেয়াদার দল মার মার

www.pathagar.com

রবে এসে কুরবানী দাতার বাড়ীর উপর চড়াও হলো। এমনটি ঘটবে বা ঘটতে পারে—এ সন্দেহ কুরবানী দাতাদের আগে থেকেই ছিল। লোকজন নিয়ে তাঁরাও তাই তৈয়ার হয়ে ছিলেন। তাঁরাও তৎক্ষণাৎ পাল্টা হামলা করলেন। ফলে বিপুল কোলাহল ও হল্লা হুংকার সহকারে সংঘর্ষ শুরু হলো। ফলাফল যা হবার তাই হলো। এলাকার তামাম মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমবেত পাল্টা হামলা জমিদারের সীমিত পাইকেরা এঁটে উঠতে পারলো না। চারদিক থেকে পিঠে তাদের ধপাধপ লাঠি পড়া শুরু হলে, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থায় পাইক পেয়াদার দল পড়িমরি উর্ধশ্বাসে দৌড় দিলো এবং বন-জঙ্গল পেরিয়ে জমিদারের বাড়ীতে ফিরে এসে বাঁচলো।

এ ঘটনা একাধিক জায়গায় ঘটলো, তবে সব জায়গায় ঘটলো না। গরু জবাইয়ের বিরোধিতা জমিদারেরা সকলেই করলেও, লাঠিশোটা নিয়ে সব জমিদারের পাইকেরাই সবসময় বেরোয়নি। এ কুরবানীর সময়ও এ উদ্যোগ সকলেই সমানভাবে নেননি। এ ব্যাপারে অতিশয় সক্রীয় ও চরম উদ্যোগী ছিলেন পাটকন্দার জমিদার তারিণীচরণ মজুমদার ও রাজনগরের জমিদার দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়। এঁরাই এ ব্যাপারে সবসময়ই তৎপর ছিলেন এবং কুরবানীর সময় এঁরাই সর্বাধিক উত্তেজিত হয়ে উঠে পাইক-পেয়াদা লেলিয়ে দিলেন। আরো কিছু জমিদার অল্প বিস্তর শক্তি প্রয়োগ করলেও, শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ও বেপরোয়া ভূমিকা নিলেন এঁরাই। প্রত্যেক স্থান থেকেই পাইকপেয়াদার দল বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে এলে এঁরা প্রথমে মাথায় হাত দিলেন এবং তৎপরেই মোটামুটি জমিদারদের ডেকে নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন।

মন্ত্রণায় এঁরা এর আগেও আরো বসেছেন। হাজীর অনুসারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া দেখে কয়েকবার বসেছেন। পূজা-পার্বণে অর্থ যোগান বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখেও বার দু'য়েক বসেছেন। ছেঁড়া ছেঁড়া যোগাযোগ ও মত বিনিময় তো লেগেই আছে হাজী সাহেবের আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই। উদ্দেশ্য ঐ এক ও অকৃত্রিম। হাজীর আন্দোলন নসাৎ করা আর সে জন্য পন্থা ও অজুহাত সন্ধান করা। মুসলমানদের দিয়ে মুসলমানদের দাঁত ভাঙ্গার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায়, এবার তাঁরা নিজেরাই সে কাজে নেমেছেন। খুঁজে পেতে শেষ অবধি গরু জবাইকে অজুহাত বানিয়ে নিয়েছেন। শোর তুলেছেন অভিনব ঃ গরু জবাই করে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে ব্যাটারা। সবাইকে মহাপাপে নিমজ্জিত করে রৌরব নরকের দ্বার তাঁদের সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। ব্যাটাদের পেটাও। পাইক-পেয়াদা হাঁকিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে দাও। পূজা-পার্বণে অর্থ দেবে না দাসানুদাসেরা ? শক্ত ঠ্যাংগানী দিলেই বাপ বাপ করে দেবে।

এ অজুহাত তুলেই এতদিন তাঁরা কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে পাইক-পেয়াদা নিজেরাই ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে এলে, আবার তাঁরা মন্ত্রণায় বসলেন।

মন্ত্রণার শুরুতেই টাঙ্গাইলের জমিদার পাটকন্দার জমিদারকে লক্ষ্য করে বললেন —কি ব্যাপার মজুমদার বাবু ? ঐ ব্যাটা ছোটলোকদের হাতে একদম নাস্তানাবুদ হয়ে গেলেন ? কিছুতেই ওদের এঁটে উঠতে পারলেন না ?

www.pathagar.com

তারিণীচরণ মজুমদার ম্লান কণ্ঠে বললেন—কৈ আর পারলাম ?

ঃ কি তাজ্জব ! মজুমদার বাবুর শক্তি সামর্থের অনেক কথাই শুনেছি। বাঘে-ছাগে একঘাটে জল খায় পাটকন্দার জমিদারের দাপটে—একথা হর-হামেশাই মজুমদার বাবুর লোকদের মুখে শোনা যায়। এই তাঁর সেই শক্তি ? কয়েক ব্যাটা নিংটের তাড়াতেই ঘরে ঢুকে দুয়ার দিলেন তিনি ? একবার যদি নামলেনই, বাঘের মতো গর্জে উঠে ঐ কয়েকটা চামচিকের ঘাড় মট্‌কাতে পারলেন না ?

অপর একজন জমিদার ঠেশ্‌ দিয়ে বললেন—মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্‌, না কি বলেন মজুমদার বাবু ? জমিদারদের মুখ ডোবালেন আপনারা !

তারিণীচরণ মজুমদার ক্ষুণ্ন হলেন। ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—তা দৌড় আমাদের যে পর্যন্তই হোক, আমরা তো তবু দৌড় দিয়ে বেরিয়েছি। কিন্তু আপনারা ? আপনারা কি করলেন ? অনেকেই তো আপনারা দৌড় দিয়ে দেউটি পর্যন্তও এলেন না ? হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে লেপের মধ্যে শুয়ে রইলেন। এক সাথে সবাই যদি পাইক হাঁকাতেন সেদিন—

রাজনগরের জমিদার দেওয়ান মৃতুঞ্জয় রায় বললেন—ফল হতো না—ফল হতো না। যে যতই বাহাদুরী করুন, পাইক পেয়াদা হাঁকালেই টের পেতেন কত ধানে কত চাল। বেশুমার লাঠি খেয়ে আর্তনাদ করতে করতে পাইকেরা সামনে এসে পড়ে গেলে, মাথায় হাত দিতে দিশে পেতেন না সমুদয় রথী মহারথীরা।

টাঙ্গাইলের জমিদার ফের বললেন—তার অর্থ ? লাঠি খেয়ে ফিরে আসতো সকলেরই পাইক পেয়াদা ?

ঃ সকলেরই-সকলেরই। কার কয়টা পাইক পেয়াদা আছে ? যিনি যত ডাকের জমিদারই হোন, নখেগোণা ছাড়া লক্ষ লক্ষ পাইক পেয়াদা কোন জমিদার বাবুরই নেই। অথচ সেই পাইকেরা যাদের দমন করতে যাবে, সংখ্যায় তারা লক্ষ লক্ষই বলা যায়।

ঃ বলেন কি ! হাজী শরিয়তুল্লাহর অনুসারীদের সংখ্যা এতবেশী বেড়ে গেছে ইতিমধ্যে ?

ঃ বেড়ে তো গেছেই। এর উপর সেরেফ তারাই তো নয় ? গরু কুরবানী যে এলাকায় হয়েছে, সে এলাকার তামাম মুসলমান জনগোষ্ঠী একযোগে আর একজোটে লাঠি হাতে দাঁড়াচ্ছে। এবার বুঝুন ঠ্যালা ! 'গাঁ' কে 'গাঁ' তামাম লোক লাঠি হাতে ছুটে এলে, ঐ পাইক ক'টার দশা কি দাঁড়ায়—একবার ভেবে দেখুন ?

ঃ মানে ? হাজীর অনুসারী-অনানুসারী সবাই ?

ঃ সবাই-সবাই।

ঃ তাজ্জব ! সবাই কি তাহলে হাজীর সাথে হাত মেলালো রাতারাতি ?

ঃ তা মেলাবে কেন ? হাজীর বিরোধীরা যেমন ছিল তেমনই আছে। ওদের ঐ মতাদর্শের ফাঁক সহজে পূরণ হবার নয়।

ঃ তাহলে ? এর কারণ কি ?

ঃ কারণ ঐ একটাই। এটা কেবল ফরায়েজীদের ধর্মীয় বিধান নয়, সকল

www.pathagar.com

মুসলমানদেরই ধর্মীয় বিধান। আমাদের চামচে আর হাতকরা নাদানগুলো ছাড়া, বাদ বাঁকী সকল মুসলমানেরই ধর্মীয় অনুভূতিতে ঘা লেগেছে এতে।

ঃ সর্বনাশ ! ঐ বাদ বাঁকীরাই তো সংখ্যায় বারো আনা আর সঙ্গত কারণেই ওরা কেউ আমাদের উপর তুষ্ট নয়। সুযোগ সামর্থ নেই বলেই খামুশ হয়ে আছে। এবার যদি সবাই ওরা জোট বেঁধে ফেলে ?

ঃ সে সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। দেশের ঐ সিংহ ভাগ মুসলমানেরা ক্ষেপে গেলে মহামুসিবত দেখা দেবে।

খুলনার এক জমিদার বললেন—মুসিবত বলে মুসিবত ! এযে কেমন মুসিবত, তা তিতুমীরের ব্যাপারেই বোঝা গেছে !

সরাইলের জমিদার প্রশ্ন করলেন—কি রকম ?

খুলনার জমিদার জবাবে বললেন—সুদূর পূর্ব অঞ্চলে থাকলেও তো আমাদের ঐ পশ্চিম অঞ্চলের ঘটনাটা মোটামুটি শুনেছেন ? তিতুমীরের পেছনে সেরেফ কয়েকটা গাঁয়ের মুসলমান এসে দাঁড়ানোর ফলেই, ঐ পশ্চিম বাংলার তামাম জমিদার একযোগে লেগেও ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন। তাদের উদ্ধারে পুরো শক্তি নিয়ে ইংরেজ সরকার এগিয়ে না এলে, দেশ ছাড়া হতে হতো তাঁদের। জমিদারী আর করতে হতো না।

ঃ তাহলে উপায় ?

ঃ আমি যা বুঝি তাতে পাইক পেয়াদার বলের কথা বাদ দিতে হবে। তিতুমীরের চেয়ে এবারের ব্যাপারটা আরো ব্যাপক। গোটা দেশের মুসলমান ক্ষেপে গেলে লাঠি ধরে কিছু করতে পারবেন না। এছাড়া, ইংরেজ সরকারও যে বার বার আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে, এমন আশাও করা যাবে না। কারণ, ওরাও ওদের নিজের রাজনৈতিক দিকটাই আগে দেখবে। গোটা দেশ ক্ষেপে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, ওরা আমাদের এই ক'জনের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

ঃ দাদা।

ঃ কাজেই, লাঠি একদম ছাড়তে হবে।

ঃ লাঠি ছেড়ে ?

ঃ কোর্টে যেতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নালিশ দিতে হবে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার আর কর বন্ধ করার নালিশ। পূজা-পার্বণে অর্থ দেয়া বন্ধ করছে যখন, জমিদারকে কর অর্থাৎ খাজনা দেয়াই বন্ধ করেছে ব্যাটারা—এ নালিশ দিতে হবে। এর সাথে দাঙ্গার কথাটাও থাকবে।

ঃ আসামী কাকে করা হবে ? ফরায়েজী-অফরায়েজী সকল মুসলমানকেই ? আমাদের পূজা-পার্বণের করটাতো অনেক অফরায়েজীরাও খুশী মনে দেয় না।

ঃ ওরে বাপ্‌রে। না-না, অন্যসব মুসলমানদের মোটেই ক্ষেপানো যাবে না। চিড়েওয়ালীদের মেরে মুড়িওয়ালীদের দীলে ভয়ের সঞ্চার করতে হবে। অনেকটা ঐ ঝিকে মেরে বউকে বোঝানোর ব্যাপার আর কি !

ঃ অর্থাৎ ?

www.pathagar.com

ঃ ম্যাজিস্ট্রেটরা কমবেশী আমাদের পক্ষের লোক। ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে ঐ ব্যাটা শরিয়তুল্লাহর অনুসারীদেরই কেবল ঘায়েল করতে হবে। ওরা ঘায়েল হয়ে গেলেই অন্যসব মুসলমানেরাও তা দেখে আপ্‌ছে আপ্‌ খামুশ হয়ে যাবে। জোট বাঁধার সাহসই আর পাবে না। সুতরাং, আসামী করতে হবে কেবল ঐ হাজীর অনুসারীদেরই।

ঢাকার জমিদার এতক্ষণ চুপচাপ বসে সবার কথা শুনছিলেন। এবার তিনি মুরুব্বীর চালে বললেন—ঠিক ঠিক। দাদা একদম মোক্ষম কথা বলেছেন। এ রকম চিন্তা-ভাবনা আমিও করছিলাম। চলুন-চলুন, ঘটনাটা গরম গরম থাকতে জলদি জলদি আদালতে যাই চলুন। সময় নষ্ট করা মোটেই আর ঠিক হবে না।

অনেকেই সমর্থন দিয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা।

ঢাকার জমিদার পুনরায় বললেন—এছাড়া, পাটকন্দার তারিণীচরণ মজুমদার মহাশয়ই যখন অধিক আক্রান্ত, মোকর্দমার বাদী তিনিই হবেন আর ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই মোকর্দমাটি দায়ের করতে হবে। না কি বলেন মজুমদার বাবু?

তারিণীচরণ মজুমদার বিপুল আক্রোশে বললেন—অবশ্যই অবশ্যই। এর মধ্যে আর বলাবলি নেই। যে পথেই হোক, ঐ ব্যাটা হাজীর লোকদের শায়েস্তা করতে না পারলে, জমিদারী চালানোই আর সম্ভব আমার হবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রায় বললেন—আমারও-আমারও।

তারিণী বাবু বললেন—পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পথটা এবার পেয়ে গেলাম। আর কি কথা আছে? এখন আপনারা আমাকে সাহায্য করেন, ভাল। না করলে একাই আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ছুটবো।

একথায় সকলে এক সাথে বলে উঠলেন—রাম বলো—রাম বলো। বিপদটা কি কেবলই আপনার একার? আমাদের সকলের পক্ষ হয়েই বাদী হবেন আপনি। আমরা সাহায্য করবো না মানে? আমরা আপনার সাথেই আছি।

যথা সত্বর ফরিদপুর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মোকর্দমা দায়ের হয়ে গেল। ফরায়েজী নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহর বিপুল সংখ্যক অনুসারীদেরই কেবল আসামী করা হলো। তারিণীচরণ মজুমদার ও তাঁর সঙ্গীরা ধূরন্ধর এক উকিলকে দিয়ে আর্জি তৈয়ার করালেন। আর্জিতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, খাজনাপাতি বন্ধ করা ও দাঙ্গার অভিযোগ আনা হলো এবং আসামীদের ফাঁসী কিংবা দ্বীপান্তর দিয়ে নীরিহ জমিদার বর্গের ও মহিমান্বিত বৃটিশ রাজত্বের নিরাপত্তা বিধান করার আবেদন জানানো হলো।

যথাসময়ে তলব গেলো আসামীদের নিকট এবং খবর এলো হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের কাছে। হাজী সাহেব এবারও আসামীদের পক্ষে তদরিব করার জন্যে তাঁর কিছু বিশিষ্ট সাগরিদদের নিয়োজিত করলেন।

নির্ধারিত দিনে শুরু হলো বিচার। বাদী-আসামী উভয় পক্ষই নিজ নিজ পক্ষে কথা বলার জন্যে অভিজ্ঞ উকিল নিযুক্ত করলেন। বিচারের শুরুতে বিচারক, অর্থাৎ

www.pathagar.com

ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বাদী পক্ষের উকিলকে বললেন—আসামীদের বিরুদ্ধে আর্জিতে অনেক অভিযোগ দেখা যাচ্ছে। এগুলো এক এক করে উপস্থাপন করুন—

বাদীপক্ষের উকিল অভিবাদন-অন্তে বললেন—মাইলর্ড, আসামীরা যে দাঙ্গাবাজ, দুর্ধষ আর দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক এবং মহা-মহিমান্বিত প্রজাহিতৈষী বৃটিশ শাসনের যে এরা ঘোরতর দুশমন, আর্জিতে তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইংরেজ রাজত্বের উৎখাত ঘটিয়ে এরা পুনরায় মুসলমান রাজত্ব, অর্থাৎ 'বাদশাহী' কায়েম করতে চায়। বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধনই এদের মূল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে প্রথম বাধা ইংরেজ রাজত্বের ঐকান্তিক সমর্থক ও সুহৃদ আমার মক্কেলগণ। তাই তারা আক্রোশের বশে আমার মক্কেলদের নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা শুরু করেছে। আমার প্রথম অভিযোগ, গরু জবাই করে আসামীরা আমার ধর্মপ্রাণ মক্কেলদের মন্দির-মণ্ডপ ও বাড়ী-ঘর অপবিত্র করেছে। এতে করে আসামীরা আমার মক্কেলদের মহাপাতকী করেছে। রৌরব, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর নরকে যাওয়া থেকে আমার মক্কেলদের আর মুক্তি নেই। নিকৃষ্টতম নরকের দুর্বিষহ জ্বালা অনন্তকাল ধরে সইতে হবে তাঁদের। এই চরম অন্যায় ও অমার্জনীয় অপরাধের যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করা হোক মহামান্য আদালত !

বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট এবার আসামী পক্ষের উকিলকে প্রশ্ন করলেন—এ অভিযোগ সত্য ?

আদালতের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আসামী পক্ষের উকিল বললেন—সম্পূর্ণ মিথ্যা ইওর অনার। এ অভিযোগ বিলকুল বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি।

বাদী পক্ষের উকিল প্রতিবাদ করে বললেন—ঘটেনি ? গরু জবাই করেনি আপনার মক্কেলেরা ?

আসামী পক্ষের উকিল বললেন—করেছেন। একটা দু'টো নয়, গত কুরবানী ঈদে অনেক গরু জবাই করেছেন তাঁরা।

ঃ তাহলে ? আমার মক্কেলদের মন্দির মণ্ডপ ও বাড়ী-ঘর তাতে করে অপবিত্র হয়নি ?

ঃ সে প্রশ্নই উঠে না। আপনার মক্কেলদের বাড়ী-ঘর ও মন্দির মণ্ডপে তো দূরের কথা, তার আশে পাশে কোথাও গরু জবাই করেছে বলে যদি উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারেন, মহামান্য আদালত আমার মক্কেলদের যে শাস্তি দেবেন, আমি মাথা পেতে মেনে নেবো। কোন প্রতিবাদ করবো না।

আদালত এবার বাদী পক্ষের উকিলকে বললেন—জবাব দিন।

বাদী পক্ষের উকিল বললেন—মন্দিরে বা বাড়ী-ঘরে না হলে কি হবে হুজুর, আমার মক্কেলদের মাটিতে তারা গরু জবাই করেছে।

আসামী পক্ষের উকিল সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তাঁদের মাটিতে ! আমার মক্কেলরা নিজ নিজ বাড়ীতে নিজের মাটিতে গরু কুরবানী করেছেন। আপনার মক্কেলদের সীমানায় গেলেন কখন ?

www.pathagar.com

ঃ সীমানা ! আপনার মক্কেলদের বাড়ী-ঘর কার মাটিতে অবস্থিত ? ঐ মাটি কার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ? আমার মক্কেলদের জমিদারীর নয় কি ? আর সেইহেতু ঐ মাটি আমার মক্কেলদের নয় কি ?

ঃ আজব কথা ! আপনার মক্কেলরা জমিদারী পেয়েছেন এই অল্পদিন আগে। তিরিশ-চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর হবে বড়জোর। কিন্তু আমার মক্কেলেরা ঐ মাটিতে বসত করে আসছেন বংশ পরম্পরায়। শত শত বছর অতীত হয়ে গেছে। এর মধ্যে কত জমিদার এলেন কত জমিদার গেলেন, আমার মক্কেলরা ঐ মাটিতেই আছেন। সেই মাটি তাঁদের মাটি হলো না, আপনার মক্কেলরা কয়েক বছর আগে জমিদারী লাভ করেই ঐ মাঠির সাকুল্যে মালিক হয়ে গেলেন ?

ঃ গেলেন কিনা, মহামান্য আদালতকেই জিজ্ঞেস করুন ? কানুন কি বলে সেটা হাতড়িয়ে দেখুন। জমিদারী যার মাটিও তার। প্রজার আবার মাটি এলো কোত্থেকে ?

ঃ আচ্ছা ?

ঃ আমার মক্কেলরা সবাই হিন্দু। তাঁরাই ঐ মাটির মালিক। হিন্দুর মাটিতে গোহত্যা হলে, গরুর রক্ত পড়লে, আর তাঁদের রেহাই আছে ? মহাপাপে নিমজ্জিত হবেন না তাঁরা ?

ঃ তাজ্জব ! তাঁদের মন্দির মণ্ডপ আর বাড়ী-ঘর থেকে যতদূরেই হোক, সে জায়গা তাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হলেই কি তাঁরা মহাপাপে নিমজ্জিত হবেন ?

ঃ হবেন কি ? আকণ্ঠ হয়ে গেছেন। এতে করে তাঁরা দেবতাদের রুদ্র দৃষ্টিতে পড়েছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতা মহারোষে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। আমার মক্কেলদের কি আর মুক্তি আছে ? নির্ঘাত তাদের নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। অথচ এ জন্যে কে দায়ী ? আপনার মক্কেলরা নয় কি ? মহামান্য আদালতই ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখুন।

আদালত আবার আসামী পক্ষের উকিলকে বললেন—জবাব দিন।

আসামী পক্ষের উকিল জবাবে বললেন—মহামান্য আদালত, এ অভিযোগ এক অহেতুক ও আজগুবী অভিযোগ। এ এখনই শুধু নয়, প্রায় পাঁচশত সাড়ে পাঁচশত বছর ধরে এদেশে গরু জবাই গরু কুরবানী হয়ে আসছে। হিন্দুর জমিদারী তখনও ছিল, এখনও আছে। অধিক দূরের কথা বাদ দিলেও, নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে এ দেশের জমিদার অধিকাংশ তাঁরাই হয়ে আছেন এবং বিগত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে গোটা দেশ জুড়ে প্রায় নিরঙ্কুশভাবে হিন্দুর জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রায় গোটা দেশটাই হিন্দু জমিদারদের মাটি হয়ে গেছে। সে মাটিতে গরু জবাই চলেই আসছে অদ্যতক্। এছাড়া, গরু গোস্ত কেবল মুসলমানদেরই খাদ্য নয়। এদেশে অবস্থানকারী এবং এসব অনেক হিন্দু জমিদারদের জমিদারীর মধ্যে অবস্থানকারী ইংরেজদেরও খাদ্য। গরু জবাই তাই আগাগোড়া অব্যহতই আছে এবং নিজেদের আবাসে-ডেরায় ইংরেজরাও সেই থেকে গরু জবাই করে খাচ্ছেন। অথচ সেই সুদূর অতীত থেকে এ

www.pathagar.com

যাবত দেবতারা চক্ষু মুজে রইলেন, রুষ্ট-ক্রুদ্ধ হলেন না, হঠাৎ আজ তারা মহারোষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কি কারণে, আমার মাথায় তা ধরে না ইওর অনার।

বিচারক মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কথায় যুক্তি আছে। বাদী পক্ষের উকিল সাহেব এ যুক্তি খণ্ডন করুন।

বাদী পক্ষের উকিল থতমত করে বললেন—তা-মানে, দেবতারা অদৃশ্য শক্তি। তাঁরা যে রুষ্ট হয়েছেন, সেটা অনুভব করা ছাড়া, দেখানো সম্ভব নয়। কাজেই, এ প্রসঙ্গ যদি ছেড়েও দিই, গোহত্যা আমাদের ধর্মবিরোধী ব্যাপার। এতে যে আমার মক্কেলদের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, এটা তো আর ছেড়ে দেয়ার ব্যাপার নয়, মাইলর্ড !

আসামী পক্ষের উকিল তৎক্ষণাৎ বললেন—ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ওঁদের চেয়ে আমার মক্কেলদেরই বেশী লেগেছে মহামান্য আদালত। গোহত্য তাঁদের ধর্মের অনুকূল না হলেও, আমার মক্কেলদের জন্যে কুরবানী এবং গরু কুরবানী ধর্মীয় অবশ্য কর্তব্য। ধর্মীয় বিধান। সে জন্যে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ আছে আমার মক্কেলদের উপর। আমার মক্কেলরা তাঁদের ধর্মীয় বিধান ও নির্দেশ পালন করতে না পারলে, তাতে বাধা প্রদান করা হলে, ধর্মীয় অনুভূতিতে তাঁদেরই তো বেশী আঘাত লাগে, ইওর অনার ! মূর্তিপূজা ইসলাম বিরোধী হলেও, হিন্দু ভাইদের সেটা ধর্মীয় বিধান। সেই মূর্তিপূজায় বাধা দিলে, মূর্তিপূজা বন্ধ করতে চাইলে, তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কেমন আঘাত লাগবে, এটা চিন্তা করলেই আমার মক্কেলদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার পরিমাণটা সহজেই অনুমান করা যায়, মাইলর্ড।

কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর বিচারক বাদী পক্ষের উকিলকে বললেন—এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগটা সুস্পষ্ট হচ্ছে না।

বাদী পক্ষের উকিল তখনই ফের বললেন—হবে হুজুর, হবে। শুধু এই একভাবে তো নয়, আরো অনেকভাবে আমার মক্কেলদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে আসামীরা। ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত করার জন্যেই আসামীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোমরে বেল্ট্ পরিধান করে আমার মক্কেলদের বাড়ীতে এবং মন্দির মণ্ডপের আশেপাশে আসে। ঐ বেল্ট্গুলো গরুর চামড়ায় তৈরী। মহামান্য আদালত একবার ভেবে দেখুন, এতে আমার মক্কেলদের বাড়ী ও দেবালয় অপবিত্র হয় কিনা ?

আসামী পক্ষের উকিলও সঙ্গে সঙ্গে বললেন—মহামান্য আদালত একই সাথে বিবেচনা করে দেখুন, আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুর মক্কেলরা যে জুতো পায়ে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে হাঁটেন এবং দেবালয়ের আশেপাশে আসেন, সে জুতোও গরুর চামড়ায় তৈরী। তাতে তাঁদের বাড়ী ও দেবালয় অপবিত্র না হলে আমার মক্কেলদের বেল্টের জন্যে হবে কেন ? এছাড়া, আমার মুসলমান মক্কেলেরা প্রতিপক্ষের মক্কেলদের মতো গৃহের অধিক অভ্যন্তরে বা দেবালয়ের অধিক নিকটে আসার অধিকারই পায় না—তা কোমরে তাঁদের বেল্ট্ থাকুক আর না থাকুক।

বাদী পক্ষের উকিল কোন অভিযোগই জোরদারভাবে দাঁড় করাতে পারছে না দেখে বাদী পক্ষের বন্ধু প্রতিম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হতাশা হয়ে পড়ছিলেন। তিনি না-খোশ কণ্ঠে বললেন—আপনার আর কোন শক্ত অভিযোগ আছে ?

www.pathagar.com

বাদী পক্ষের উকিল নেচে উঠে বললেন—আছে ইওর অনার, আছে। আসামীরা আমার মক্কেলদের জমিদার আর জমির মালিক বলে মানতেই চায় না। সেইহেতু তারা খাজনাপাতি দেয়া বিলকুল বন্ধ করে দিয়েছে। জমিদারের জমির খাজনা প্রজা যদি না দেয়, তাহলে জমিদারী চলে কি করে আর প্রতি বছর মহামহিম ইংরেজ সরকারকে দেয় লাঠের টাকা আমার মক্কেল জমিদার বাবুরা প্রদান করেন কি করে ?

এ প্রসঙ্গ আসবে, আসামী পক্ষের উকিল তা জানতেন। তখনই তিনি খাজনা পরিশোধের এক গাদা দাখিলা আদালতে দাখিল করে বললেন—দেখুন ইওর অনার, তাঁদের জমির খাজনা তাঁরা সেরেফ হাল সনেরই নয়, অতীতেও প্রত্যেক বছর শোধ করে রেখেছেন। জমির ন্যায্য খাজনা জমিদারের হক। জমিদারের হক মারার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আমার মক্কেলদের নেই।

বাদী পক্ষের উকিল প্রতিবাদ করে বললেন—ওগুলো তো মোখ্তাছার জমির খাজনা মাত্র। অন্যান্য কর, পরব-অনুষ্ঠানে জমিদারের অন্যান্য প্রাপ্য, আপনার মক্কেলরা আর দেয় কি ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ জমিদারদের উৎসব অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে পূজা-পার্বণে অনেক টাকা ব্যয় হয়। দূর্গাপূজা, কালীপূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা—এগুলো জমিদারকে মহা সমারোহে করতে হয়। নইলে জমিদারের মান থাকে না। প্রজার কাছে তাঁর ভাবমূর্তি ঠিক থাকে না। এই বিপুল খরচ জমিদারের জমি যারা ভোগ করে তারা বহন না করলে, জমিদার এ অর্থ কোথা থেকে যোগাবেন ? অথচ আপনার মক্কেলরা ইদানিং এসব কর দেয়া তামামই বন্ধ করে দিয়েছে।

এরপরেই বাদী পক্ষের উকিল আদালতকে উদ্দেশ্য করে বললেন—ইওর অনার, জমিদারের সকল প্রকার কর অন্যান্য সকল প্রজাই বিনাবাক্যে দেবে আর আসামীরা দেবে না। এতে করে কি প্রতীয়মান হয় ? জমিদারের প্রতি তাদের চরম বিদ্বেষ ও দুশমনির প্রতিফলন কি এর মধ্যে দিয়ে ঘটে না, ইওর অনার ?

বিচারক মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক।

এরপর বিচারক আসামী পক্ষের উকিলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আপনার মক্কেলরা পূজা-পার্বণের কর বন্ধ করেছে কেন ?

আসামী পক্ষের উকিল এর জবাবে বললেন—মহামান্য আদালত, আমার মক্কেলেরা সবাই ঈমানদার মুসলমান। অর্থ যোগান দেয়া তো দূরের কথা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যে কোনভাবেই হোক, মূর্তিপূজায় সহায়তা করলে তাদের ঈমানদারীর চরম বরখেলাপ হবে। তাঁরা গুনাহগার হয়ে যাবেন। ইসলাম বিরোধী ও শরিয়ত বিরোধী কাজ করলে তাঁরা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবেন। তাঁদের ধর্মীয় জীবন বিপন্ন হবে বলেই—

বাদী পক্ষের উকিল কথার মাঝেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—অসহ্য ইওর অনার। এ অজুহাত ফালতু অজুহাত। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু আসামীদের ধর্ম বিপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে, ধর্মীয় বিধানের দোহাই পেড়ে, আসামীদের অপরাধ ধামা

www.pathagar.com

চাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন আর রাজা জমিদারদের দিকটা একেবারেই উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। পূজা-পার্বণে কর দিলে প্রজার ধর্ম বিপন্ন হবে—এ প্রশ্ন বড়, না কর না দিলে রাজার ধর্মকর্ম পণ্ড হবে, অর্থাভাবে রাজার ধর্ম পালনে বিঘ্ন ঘটবে, রাজা ধর্মচ্যুত হয়ে যাবেন—এ প্রশ্ন বড় ? বিবেচনা করুন মহামান্য আদালত, ধর্মের প্রশ্নই উঠে যদি, তাহলে কার ধর্ম আগে রক্ষে করতে হবে আর রক্ষে হওয়া উচিত ? রাজার না প্রজার ? রাজার ধর্মকর্ম পণ্ড হলে আর সে কারণে রাজা মহাপাপে নিমজ্জিত হয়ে গেলে, প্রজার ধর্মের আর সেখানে মূল্য কি ? রাজা যদি নিজে মহাপাপী হন, সে রাজ্যে আর কল্যাণ আসতে পারে কখনো ? রাজার জমি ভোগ করবে আর রাজার পূজায় অর্থ যোগান দেবে না—একি মগের মুল্লুক ? দেশে কি কোন আইন কানুন নেই ?

যুক্তি যত দুর্বলই হোক, বাদী পক্ষের উকিলের এই বাগ্মিতায় বিচারক তৃপ্ত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন—অবশ্যই অবশ্যই। অতি ন্যায্য কথা। প্রজার জন্যে রাজার ধর্ম বিপন্ন হতে পারে না।

আসামী পক্ষের উকিল বললেন—ন্যায্য কথা নয়, ইওর অনার। রাজার ধর্ম এতে বিপন্ন হবে কেন ? যারা মুসলমান, পূজা-পার্বণে অর্থ যোগান যাদের জন্যে না-জায়েয, তারা বাদেও তো রাজা জমিদারদের আরো অনেক প্রজা আছে। যার যার জাতির ধর্মীয় কাজে সেই সেই জাতির লোকেরা অর্থ যোগান দেবে—এইটেই তো বিচারের কথা আর এইটেই তো যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, মাইলর্ড ! মুসলমান জাতির ধর্মকর্মে মুসলমানেরা অর্থ দেবে, অমুসলমানদের ধর্মকর্মে—

ফের কথার মাঝেই বাদী পক্ষের উকিল ধমক দিয়ে বললেন—থামুন। ঐসব ধর্মের অজুহাত যে একেবারেই অচল, মহামান্য আদালত তা যথার্থই বুঝেছেন। ঐ গীত গেয়ে আর লাভ নেই। পূজা-পার্বণে কর বন্ধ করে আপনার মক্কেলরা যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে, আদালতের কাছে এটি এখন স্পষ্ট। ও প্রসঙ্গ রাখুন। আমার আরো অভিযোগ আছে।

আদালত তখনই উৎসাহ দিয়ে বললেন—বলুন বলুন—

বাদী পক্ষের উকিল বললেন—প্রজা হয়ে আসামীরা রাজার গায়ে হাত তুলেছে মহামান্য আদালত। আমার মক্কেলদের পাইক-পেয়াদাদের মেরে মারাত্মকভাবে আহত করেছে।

আদালত আসামী পক্ষের উকিলকে প্রশ্ন করলেন—একথা সত্য ?

আসামী পক্ষের উকিল বললেন—এক তরফাভাবে সত্য নয়, মহামান্য আদালত। আমার মক্কেলরা গরু কুরবানী করায় জমিদারদের পাইক-পেয়াদা অতর্কিতে গিয়ে তাদের উপর আগে চড়াও হয়েছে এবং মারপিট করে আমার মক্কেলদের অনেককেই মারাত্মকভাবে জখম করেছে। এ কারণে, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আমার মক্কেলেরাও তাদের অনেককে মেরেছে—একথা সত্য। কিন্তু সে জন্যে আমার মক্কেলেরা অপরাধী হতে পারে না, ইওর অনার ! আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। যারা বিনে প্ররোচনায় আগে এসে মেরেছে, অপরাধী তো তারাই মহামান্য আদালত।

বাদী পক্ষের উকিল লাফিয়ে উঠে বললেন—ব্যস্ ব্যস্ ! আর বলার দরকার নেই। সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। প্রজা হয়ে রাজার লোককে মেরেছে মানে, রাজাকে

www.pathagar.com

মেরেছে। আগে পরের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রজা হয়ে রাজাকে মারার মতো অপরাধ কি আর কিছু আছে ? প্রজা যদি রাজার গায়ে হাত তোলে, তাহলে মান-ইজ্জত, আচার-আদর্শ, বিচার-বিবেক এবং আইন শৃঙ্খলা বলে দেশে আর কি অবশিষ্ট থাকে, ইওর অনার ?

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বিচারক বললেন—ঠিক ঠিক।

"তুই ঘোলাস্‌নি তোর বাপ ঘুলিয়েছে"—এ ধরনের কথা, অর্থাৎ যুক্তির এই একতরফা গোঁজামিল খণ্ডন করার জন্যে আসামী পক্ষের উকিল প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিচারক তাঁর কথায় আর মোটেই কান দিলেন না। তিনি নীরবে রায় লিখতে লাগলেন।

আসামীরা সংখ্যায় ছিলেন অনেক। কিন্তু কোন অভিযোগই সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সবাইকে দণ্ডিত করতে পারলেন না। ওদিকে আবার সবাইকে খালাস দিলে ফরায়েজীদের সাহস বেড়ে যাবে ভেবে এবং তাঁর খাতিরের জমিদারবর্গ নাখোশ হবেন বিবেচনা করে, তিনি আসামীদের কয়েকজনকে ছয় মাস থেকে দু' বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আদালত থেকে উঠে গেলেন।

আদালতের বিচার দেখতে আসামীগণ ছাড়াও, বিভিন্ন এলাকার হাজী সাহেবের অনেক অনুসারী আদালতে এসেছিলেন। জামালবাটির কিছু ফরায়েজী কর্মী ও জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেবের সাথে মাহমুদ আলীও আদালতে এসেছিল। এঁরা অবশ্য ফরিদপুরে এসেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। বাদীরা যখন আদালতে মামলা দায়ের করতে আসে সেই সময়ই। অবশ্য জামালবাটির জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী তা টের পেয়েই এঁদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করেন। পাটকন্দার তারিণীচরণ মজুমদারের মনোরঞ্জনার্থে এঁদেরকেও, বিশেষ করে মাহমুদ আলী ও জালালউদ্দীন মোল্লাকে, আসামীর তালিকাভুক্ত করার খুবই প্রয়াস পান। কিন্তু জামালবাটির ওদিকে কোন হুড়-হাঙ্গামা হয়নি। জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেবও এ সময় অন্যদিকে ছিলেন। সুতরাং, যথেষ্ট তোড়জোড় করা সত্ত্বেও ইরাদত আলী চৌধুরী কৃতকার্য হননি। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া অনর্থক আসামীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলে মোকর্দমার মেরিট, অর্থাৎ গুরুত্ব খর্ব হবে বিবেচনায়, বাদী পক্ষের উকিল এঁদের কাউকেই আসামীর তালিকাভুক্ত করেননি।

বিচারকার্য শেষ হলে সকলেই আদালতের চত্বর থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসতে আসতে মাহমুদ আলী জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেবকে বললো—এ একটা বিচার হলো চাচা ? বিচারের নামে এতো একটা সেরেফ প্রহসন !

জবাবে মোল্লা সাহেব বললেন—এদের বিচার এ রকমই বাপজান। মুসলমানদের এখানে সুবিচার পাওয়ার কোন আশাই নেই। তিতুমীর সাহেবও পাননি, আমরাও যে পাবো না তা জানাই আছে আমাদের। স্থানীয় প্রশাসন—থানা পুলিশ বিচার বিভাগ, সবই এসব জমিদারদের হাতে।

ঃ এখানে বিচার চেয়ে তাহলে আর লাভ কি ?

www.pathagar.com

ঃ কোনই লাভ নেই। পারতপক্ষে আমরা তাই এখানে বিচার চাইতে আসিনে। আসামী বানিয়ে টেনে আনলে আর উপায় থাকে না বলেই আসি।

ঃ চাচা!

ঃ আমরা বিচার চাই একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার কাছে। সেই সাথে নিজেদের হেফাযতি নিজেরাই বিধান করার লক্ষ্যে যথাসম্ভব প্রস্তুত ও সতর্ক হয়ে চলি।

ঃ বড়ই তাজ্জব কথা! পক্ষপাতিত্ব এদের মধ্যে অনেকটাই আছে, একথা শুনেছি। কিন্তু এমন উলঙ্গভাবেও পক্ষপাতিত্ব করতে পারে এরা?

ঃ পারে। এসব স্বার্থান্ধ জমিদার আর ইংরেজ প্রশাসকেরা করতে পারে না, এমন হীন কাজ নেই।

ঃ তাইতো দেখছি চাচা।

ঃ পড়াশুনার মধ্যে আটকে থাকার দরুন এদের কার্যকলাপ ভাল করে দেখার সুযোগ পাওনি। দেখার যখন আরো অবকাশ পাবে, তখন তাজ্জবই হবে কেবল।

ঘটনাটা আরো কিছুদূর গড়ালো। হাজী শরিয়তুল্লাহ্ সাহেবের ঐ কয়েকজন অনুসারীর কারাদণ্ড হওয়াতেই জমিদারগণ পুরোপুরি তৃপ্ত হতে পারলেন না। হাজী শরিয়তুল্লাহ্ সাহেবের কার্যক্রম অবারিতই থাকলো দেখে তাঁরা আরো এক ধাপ এগুলেন। জমিদারদের বড় বেদনা খাজনার অতিরিক্ত ঐসব অবৈধ অর্থ আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই কয়েকজনের কারাদণ্ড হলেও, ঐসব অতিরিক্ত অর্থ আদায় এতে করে তেমন একটা নিশ্চিত হলো না। তাঁরা ভেবে দেখলেন, শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রচারণার সাথে এসব অনৈসলামিক কর প্রদান বন্ধ করার প্রচারণা হাজী শরিয়তুল্লাহ্ অতপর সমানে চালাতে থাকলে; কারাদণ্ডের কোন ভয়ই আর তার অনুসারীদের মধ্যে থাকবে না। আবার তারা শক্ত হয়ে যাবে। লাঠালাঠি করেও ঐ অতিরিক্ত অর্থ আর আদায় করা যাবে না।

ফলে, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে ফিরে এসেই জমিদারেরা আবার পুলিশ কর্মকর্তার শরণাপন্ন হলেন। জমিদারদের অনুরোধে ইংরেজ পুলিশ অতিরিক্ত কর প্রদান বন্ধ করার প্রচারণার সাথে হাজী শরিয়তুল্লাহ্ সাহেবের তামাম প্রচারকার্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন এবং হাজী সাহেবকে পাহারা দিয়ে রাখলেন। এতে করে কিছুদিনের জন্যে হাজী শরিয়তুল্লাহ্ সাহেবকে বাধ্য হয়েই নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকতে হলো।

৮

খারাপ খবর বাতাসের আগে দৌড়ায়। জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরী সহ জামালবাটির অন্যান্য লোকজন ফরিদপুর থেকে জামালবাটিতে ফিরে আসার আগেই ফরিদপুর আদালতের রায়ের খবর অস্পষ্ট ও আবছাভাবে জামালবাটিতে উড়ে এসে পড়লো। এতে করে শুরু হলো নানারকম গুজব ও অতিরঞ্জন।

www.pathagar.com

দুপুর বেলা খেতে বসেছে ইসরত জাহান। অধিক ক্ষুধা পাওয়ায় হৈ চৈ শুরু করলে, দাসী-বাঁদীরা ছুটোছুটি করে তাকে খাবার এনে দিয়েছে। খাবার দিয়ে অন্যান্যেরা চলে গেছে। বিশ্বস্ত ঝি জয়তুনের মা পাশে বসে বাতাস দিচ্ছে ইসরত জাহানকে। ইসরত জাহান খাওয়া শুরু করলে, জয়তুনের মা ক্ষীণ একটা নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বললো—যার মা-বাপ বেঁচে নেই, এ দুনিয়ায় তার কোন দাম নেই। মরলেও তার খবর কেউ রাখে না।

আহার থেকে মুখ তুলে ইসরত জাহান বললো—কার কথা বলছো?

জয়তুনের মা বললো—এই মুনশী বাড়ীর ছেলেটার কথা আম্মা। পাশের বাড়ীর ঐ মাহমুদ আলীর কথা বলছি।

ইসরত জাহান না-খোশ হলো। রুষ্ট কণ্ঠে বললো—সে মরুক। তার কথা কেন?

ঃ মরতেই যে বসেছে আম্মা। বড়ই করুণ হাল হয়েছে তার।

ঃ করুণ হাল ! কি হয়েছে?

ঃ তার জেল হয়েছে আম্মা, জেল হয়েছে।

ঃ জেল হয়েছে ! তার জেল হলো কোথায়?

ঃ ঐ যে ফরিদপুরে না কোথায় বিচার চলছিলো হাজী শরিয়তের লোকজনের? ঐ ওখানে।

ঃ ঐ ওখানে?

ঃ জি-জি। ঐ বিচারেই জেল হয়েছে ছেলেটার।

আরো অধিক বিরক্ত হয়ে ইসরত জাহান বললো—থামো। খোয়াব দেখছো বসে বসে?

ঃ সেকি আম্মা ! খোয়াব দেখবো কেন?

ঃ নইলে ওখানে তার জেল হবে কি করে? পাগলামী করার আর জায়গা পেলে না?

ঃ আম্মাজান !

ঃ তার জেল-ফাঁসী একটা কিছু হলে তো বড়ই খুশী হতাম। একটা চূড়ান্ত শিক্ষা হোক বেয়াকুব গোঁয়ারটার—এইটেই তো চাই আমি। কিন্তু তা হবে কি করে? গোলমাল হয়েছে পাটকন্দার ওদিকে আর কোথায় কোথায় যেন। আসামী হয়েছে ঐ দিকেরই লোক। জেল-ফাঁসী যা-ই হোক, হলে ঐদিকের লোকেরই হবে। মাহমুদ আলী তো আসামী নয়। তার কি করে জেল হবে?

ঃ তাকেও তো আসামী করা হয়েছিল আম্মা? ঐ যে আমাদের সেরেস্তাদার সাহেব সেদিন বললেন, মাহমুদ আলীদের আসামী করার জন্যে হুজুর, মানে আপনার আব্বাজান, খুব চেষ্টা করছেন? সেই চেষ্টাতেই সেও আসামী হয়েগিয়েছিল।

ইসরত জাহান বক্র কণ্ঠে বললো—আব্বাজান চেষ্টা করছেন?

ঃ জি আম্মা। উনার চেষ্টা করার কথা গাঁয়ের অনেক লোক শুনেছে।

ঃ আরে সেতো একটা কথার কথা ছিল। এখান থেকে ওরাও ঐ রঙ্গ দেখতে গেছে বলে আব্বাজানের ওটা একটা রাগের কথা ছিল।

www.pathagar.com

ঃ রাগের কথা নয় আম্মাজান। সত্যি সত্যিই মাহমুদ আলীকেও আসামী করা হয়েছিল। বাইরে থেকে আসার সময় একথা যে অনেকের মুখেই স্পষ্ট শুনে এলাম।

ঃ বলো কি ! তাই ? বেশ-বেশ ! তাহলে ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে। যেমন আক্কেল তেমন শিক্ষা হয়েছে। আমি খুব খুশী হয়েছি। টানুক ঘানী দু'চার মাস।

এ বাড়ীতে আসার আগে জয়তুনের মা মাহমুদ আলীদের বাড়ীতেও কাজ করেছে কিছুদিন। মাহমুদ আলী তখন একপা' দু'-পা' করে হাঁটতে শিখেছে কেবল। সবাই ওরা ভাল মানুষ বলে ওদের প্রতি জয়তুনের মায়ের দীলে সূক্ষ্ম একটা দরদ ছিল। বিশেষ করে, মাহমুদ আলীকে সেই সময় কোলে-পিঠে করায়, মাহমুদ আলীর প্রতিই তার দরদটা ছিল বেশী। ইসরত জাহানের এই মন্তব্যে জয়তুনের মা দুঃখ পেলো। চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো—না মা, দু'চার মাস নয়। শাস্তিটা খুবই বেশী হয়েছে। খুবই বেশী।

ঃ কি রকম ?

ঃ দশ বছরের জেল হয়েছে আম্মা ! দশ দশটা বছর তাকে জেলখানার অন্ধকারে পচতে হবে। দুনিয়ার মুখও দেখবে না, বাড়ীতেও আর তার আগে ফিরে আসতে পারবে না। সবই নসীব।

জয়তুনের মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। ইসরত জাহান বললো—সেকি ! এতসব জানলে তুমি কোথায় ? সেরেফ আন্দাজের উপর বলছো না-তো ?

ঃ না আম্মা। আমি যে নিজের কানে শুনে এলাম। এ নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলছে। কেউ কেউ আবার উঁচু গলায় সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে।

ঃ বলো কি !

ঃ মাহমুদ আলীকে যারা দেখতে পারে না, তারা যে এতে কত খুশী হয়েছে, না দেখলে, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ঃ জয়তুনের মা !

ঃ অবশ্যি, যারা তাকে ভালবাসে তারা দেখলাম, খুবই আফসোস্ করছে এই খবর শুনে। বলছে, আহা বেচারা !

ঃ তুমি ঠিক বলছো ? নিজের কানে শুনেছো ?

ঃ বলছিই তো আম্মা, নিজের কানে। এ কি দু' একজন লোক ? অনেক লোক এ নিয়ে বলাবলি করছে। হুজুর ফিরে এলেই সব জানতে পারবেন। এত লোকের কথা কি মিথ্যা হতে পারে ?

ঃ এ্যাঁ ! ঘটনাটা মিথ্যা নয় ?

ঃ না আম্মা, না।

ঘটনাটা মিথ্যা হলেও, জয়তুনের মায়ের শোনার মধ্যে মিথ্যা কিছু ছিল না। জমিদার ইরাদত আলী চৌধুরীর চাঁইচেলারা আর মাহমুদ আলীর এলেম ও আদব-আকিদার প্রশংসায় গা যাদের জ্বলে—তারা সবাই মিলে দীলের ঝাল গায়ের জ্বালা মিটিয়ে এই খবর তোড়জোড়ের সাথে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলো। অথচ সবই উড়ো খবর। খুঁজলে এর উৎস পাওয়া মুস্কিল। মাহমুদ আলীর খবরটাও হঠাৎ করে কে

www.pathagar.com

দিলো বা কোথা থেকে উড়ে এলো, তারও কোন হদিস নেই। তবু ঐ উড়ো সূত্র ধরেই তিলটা তাল বনে গেছে। হিংসুটে লোকেরা তার ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে যে, জয়তুনের মা কেন, অনেক জ্ঞানী লোকেরাও এ খবর শুনে চমকে না উঠে পারছেন না। ভাগ্গিস্ হাকিমউদ্দীন বাড়ীতে নেই আর হাকিম-উদ্দীনের স্ত্রী অসুস্থ থাকায় ঘরের বাইরে বেরোয়নি! নইলে ওখানে এতক্ষণ মরাকান্না শুরু হতো। ফরায়েজী মতাবলম্বী গাঁয়ে যারা আছে, তারা অবশ্য এ হিংসুটেদের প্রচারে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। তারা সঠিক খবর পাওয়ার অপেক্ষা করছে।

খাবারের থালা ঠেলে দিয়ে ইসরাত জাহান বললো—নিয়ে যাও এসব।

জয়তুনের মা চমকে উঠে বললো—সেকি আম্মা! খাবেন না?

ঃ না।

ঃ কেন-কেন? আপনার নাকি ক্ষুধা পেয়েছে খুব?

ঃ পেলে কি হবে? কি যে সব রেঁধেছো তোমরা? এসব কি মুখে দেয়া যায়?

ঃ তার মানে! খেয়ে যে অনেকেই বললেন, খুব ভাল হয়েছে রান্না?

ঃ যে যা বলে বলুক। আমার মুখে রুচ্‌ছে না। সরাও এগুলো—

ইসরত জাহান উঠে পড়লো। জয়তুনের মা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—তাহলে এক বাটি দুধ এনে দেই আম্মা?

ইসরত জাহান ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো—আহ্! জ্বালাবে নাতো! যা বললাম তাই করো—

ইসরত জাহান ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। জয়তুনের মা অনেকক্ষণ 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলো ওখানে। ভাবতে লাগলো, হঠাৎ করে হলো কি? মাহমুদ আলীর খবর শুনার জন্যে তো মোটেই নয়। মাহমুদ আলীর আরো শক্ত সাজা হোক, এইতো উনি চান। তাহলে?

ঘটনা শুনে ছুটে এলেন ইসরত জাহানের আম্মা। ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—সেকি ইসরত? না খেয়েই নাকি উঠে এসেছো? কি হলো হঠাৎ?

ইসরত জাহান মৃদুকণ্ঠে বললো—শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল আম্মাজান। বোধ হয় জ্বর আসবে। সবই বিস্বাদ লাগছে মুখে।

ঃ সেকি! দেখি-দেখি—

আম্মাজান ইসরত জাহানের কপালে হাত দিলেন। তাপ দেখে বললেন—কৈ, নাতো! তেমন কিছুই বোঝা যাচ্ছে নাতো?

ঃ আপনি বুঝতে না পারলে কি হবে? আমি বুঝতে পারছি। কেমন যেন লাগছে।

ঃ ইসরত।

ঃ আমাকে একটু একা থাকতে দিন। একটু নীরবে থাকতে দিন—

ইসরত জাহান পাশ ফিরে শয়ন করলো। আম্মাজান আর কি করেন! কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হতাশচিত্তে উঠে এলেন।

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। টান হয়ে পড়েই রইলো ইসরত জাহান। ইসরতের

www.pathagar.com

আম্মা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সে বুঝতে পারছে অথচ তিনি কিছুই আঁচ করতে পারছেন না, ব্যাপার কি ? হেকিম ডাকতে পাঠাবেন কিনা ভাবতেই জয়তুনের মা বললো—পল্লবীকে একটু খবর দিলে বোধহয় ভাল হতো হুজুরাইন। মেয়েছেলের অসুখ। সব কথা সবাইকে বলা হয়তো সম্ভবপর হচ্ছে না। পল্লবী তার বান্ধবী। পল্লবীকে হয়তো সব কথা খুলে বলতে পারে।

পল্লবীকে ডেকে আনা হলো। ইসরত জাহানের কক্ষে পল্লবী একাই এসে দ্রুতপদে ঢুকলো। ঢুকতে ঢুকতে বললো—কি ব্যাপার ইসরত ? হঠাৎ করে কি হলো ? অসুখটা কি ?

পল্লবীকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসতে বসতে ইসরত জাহান বললো—এ্যাঁ ! পল্লবী নাকি ? তোমাকে পেয়ে ভালই হলো। মোকর্দমার খরবটা কি বলো তো ? হঠাৎ কি সব শুনছি !

ঃ মোকর্দমা !

ঃ ঐ যে তোমার জেঠা মশাইয়ের যে মোকর্দমা ফরিদপুরে চলছিলো, মানে ঐ যে ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে, তার খবর কি ?

ওমা ! সে খবরে তোমার এত আগ্রহ কিসের ? অসুখটা কি বলো।

ঃ বলছি–বলছি। ঐ খবরটা কি তাই আগে বলোতো শুনি ?

ঃ সে মোকর্দমার তো রায় হয়ে গেছে।

ঃ কি হয়েছে রায়ে ?

ঃ জেল হয়েছে ঐ পক্ষের কয়েকজনের।

ঃ কার কার জেল হয়েছে ?

ঃ অতসব নাম কি আমি জানি, না ওদের আমি চিনি ?

ঃ মাহমুদ আলীর ? মাহমুদ আলীরও কি জেল হয়েছে ?

ঃ তার জেল হয়েছে মানে ? সেকি আসামী ?

ঃ তবু নাকি জেল হয়েছে ? দশ বছরের জেল। দশ দশটি বছর—

ঃ পাগল ! তা হবে কেন ?

ঃ ঠিক বলছো ভাই ? হয়নি ? তুমি ঠিক জানো ?

ঃ জানবো না কেন ? আমার মামা যে একটু আগেই ফরিদপুর থেকে ফিরে এলেন। মাহমুদ আলী আর এ গাঁয়ের আরো কয়েকজন লোক—সবাই এক সাথে ফিরে এলেন। মামা বললেন—মাহমুদ আলীর খুব জ্ঞান দেখলাম। পথেই কথা হলো। মোকর্দমার ত্রুটিগুলো সে ঠিক ঠিক ধরে ফেললো।

ইসরত জাহান সোজা হয়ে বসতে বসতে হাল্কা কণ্ঠে বললো—তাই নাকি ? ইশ্ গোঁয়ারটা তাহলে বেঁচেই গেল !

ঃ মানে ?

ঃ কি বিচার করলো ঐ ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ? বেয়াকুফটাকে জেলে পুরতে পারলো না ?

www.pathagar.com

ঃ বাঁকা নয়নে চেয়ে পল্লবী বললো—তাহলে তুমি কি খুশী হতে ?

ঃ হতাম না মানে ? এ আশা করেই তো মামলার ফলাফল জানতে চাইলাম আমি।

ঃ বটে ! তোমার জানতে চাওয়ার মধ্যে তো এখনকার এ ভাবটা ছিল না ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ মাহমুদ আলীর জেল হওয়ার খবরটা সত্য হোক, এমন ভাব তোমার চোখে মুখে আদৌ ফুটে উঠেনি।

ঃ কি রকম ?

ঃ সত্য না হোক, এ আকুলতাই পুরোপুরি ছিল।

ঃ পল্লবী।

ঃ খবরটা জানতে চাওয়ার মধ্যে তোমার সেকি ব্যস্ততা, চোখে মুখে কি দারুণ উৎকণ্ঠা, কণ্ঠস্বর থর থর করে কাঁপছিলো। চোখ ফেটে পানি ঝরে পড়ে পড়ে ভাব। অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম, ঘটনা সত্যি হলে নির্ঘাত তুমি মুর্ছা যেতে।

ঃ ইশ্ ! বুঝতে পারার আর বিষয় পেলেন না উনি !

ঃ তা না পাই, এই তোমার অসুখ ?

ঃ তা হবে কেন ? ও নিয়ে আমার কি মাথা ব্যথা ?

ঃ কি যে তোমার মাথা ব্যথা, তা আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। ভেতরে এক মূর্তি, বাইরে আর এক মূর্তি। অন্তরে বাঁচাও–বাঁচাও, প্রান্তরে মারো–মারো। কি খেল্‌টাইযে দেখাতে শুরু করেছ তুমি ?

ঃ খেল্ ! আমি খেল্ দেখাচ্ছি ?

ঃ দেখাচ্ছো না ? খাওয়া ছেড়ে উঠে এলে কেন ?

ঃ হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল, তাই।

ঃ মাথাটা সেই ঘুরে গেল কেন ?

ঃ কেন, আমি তার কি জানি ? আমি কি হেকিম ?

ঃ এখন সে ঘুরাটা কি থেমেছে ?

ঃ থামবে না আবার। হঠাৎ ঘুরে গেলে সেটা কি সবসময়ই থাকে ?

ঃ থাকতো–থাকতো। খবরটা বিপরীত হলে থাকতো কিনা দেখতাম।

ঃ তুমি বড় সন্দেহপ্রবণ।

ঃ সন্দেহপ্রবণ নয়, বলো—সত্যবাদী।

ঃ আহারে ! কি আমার সত্য পীর। যা নয়, তাই হয় করা সত্য পীর। থামো–থামো, হয়েছে।

হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো ইসরত জাহান।

ফরিদপুর থেকে ফিরে এসেই মাহমুদ আলী বদলে গেল। পাল্টে গেল তার চিন্তা-ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। আরো অধিক এলেম হাসিল করার যে ইরাদা তার

www.pathagar.com

ছিল, তা সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলো। সে চিন্তা করে দেখলো, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক যে অবস্থা বিরাজ করছে দেশে আর যা কায়েম হয়ে গেছে, সে অবস্থায় বিদ্যা, মেধা, মনীষা, মননশীলতা—সবই বিলকুল এক অর্থহীন ও অকেজো অর্জন। উলঙ্গ অবিচার, জুলুম আর গায়ের জোরের প্রাধান্যই যেখানে সবকিছুর উপরে, বাহুবলই যেখানে টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন, সেখানে শতবর্ষের সাধনায় অর্জিত বিদ্যার চেয়ে একখানা বাঁশের লাঠির মূল্য অনেকগুলো অধিক ও অনেক বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু।

সে স্থির করে ফেললো, আর পুঁথির বিদ্যা নয়, জালালউদ্দীন মোল্লার কাছে লাঠি চালানো বিদ্যা সে অর্জন করবে এখন। ঐ লেঠেল দলে ভর্তি হবে এবং হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের পুরোপুরি সাগ্‌রিদ বনে যাবে। একজন লোকও যদি তাঁর পক্ষে বাড়ে, দেশ ও দ্বীনের খেদমতে তাঁর আন্দোলন বিন্দু পরিমাণ হলেও আরো একটু এগিয়ে যাবে। পিঁপ্‌ড়ের বলও বল। এতবেশী অবিচার ও জুলুম নীরবে সহ্য করা যায় না।

এই যখন মাহমুদ আলীর মানসিক অবস্থা, সেই সময় তাকে নসিহত করার জন্যে ডাক দিলো ইসরত জাহান। ইসরত জাহানদের সদর ফটকের সামনে দিয়ে চলাচলের রাস্তা। সেই রাস্তায় মাহমুদ আলী সামনের দিকে যাচ্ছিল। ইসরত জাহানও এই ফটকের দিকে আসছিল। দেখতে পেয়েই ইসরত জাহান দ্রুতপদে ফটকের কাছে এলো এবং ব্যস্তকণ্ঠে ডাক দিলো—আরে এই-এই, শুনো-শুনো।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাহমুদ আলী। ঘাড় ফিরিয়ে চাইতেই ইসরত জাহান ফের বললো—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। একটু ভেতরে এসোতো !

মাহমুদ আলী সবিস্ময়ে বললো—ভেতরে !

ইসরত জাহান বললো—হ্যাঁ। ঐ বাইরের ঘরে একটু বসি।

ঃ মতলব ?

ঃ আমার কিছু জরুরী কথা আছে।

ঃ জরুরী কথা ? নাকি আবার কোন নয়া ফাঁদে আমাকে ফেলতে চান তোমার আব্বাজান ? চুরি-ডাকাতি বা অন্য কিছু ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ একবার তো মরতে মরতে বেঁচে এসেছি কোন মতে। ফরিদপুরে যে ফাঁদ উনি পেতেছিলেন, আসামী বানানোর জন্যে যে রকম হন্যে হয়ে উঠেছিলেন, নেহায়েত নসীবের জোর না থাকলে ওখানেই ফেঁশে যেতাম। আবার কোন্ মতলব এঁটেছেন উনি ?

ইসরত জাহান ধমক দিয়ে বললো—থামো। যা বলছি তাই শোনো। ঝগ্‌ড়া করবে, ভেতরে এসে করো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক হাসাচ্ছো কেন ?

সচকিত হয়ে মাহমুদ আলী বললো—এ্যাঁ ! তা—মানে—

ইসরত জাহান বললো—আমি সেসব কথা শুনেছি। সুযোগ পেলে আবারও তিনি তা করবেন, সন্দেহ নেই। শত্রুতা চরমে উঠলে সব লোকই এমন করে। কিন্তু আব্বার

www.pathagar.com

ফাঁদে ফেলানোর জন্যে আমি তোমাকে ডাকবো, এতটা হীন চিন্তা তোমার মধ্যে দেখলে আমার খুবই কষ্ট হয়।

ঃ কেন, কষ্ট হবে কেন ? আমার দূরাবস্থা দেখার জন্যে তুমি তো হাপিত্তেস্ করে বসে আছো।

ঃ আছিই তো। দম্ভের পতন দেখতে কে না চায় ? কিন্তু সে কথা থাক। আব্বা আবার দু'দিনের জন্যে বাইরে গেছেন। নতুন কোন ফাঁদে পড়ার ভয় নেই। তুমি এসো—

মাহমুদ আলী ইতস্ততঃ করে বললো—কিন্তু—

ইসরত জাহান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—উঃ ! তুমি খুব সাহসী বলেই এতদিন জানতাম। দিন দিন এত কাপুরুষ বনে যাচ্ছো কেন ? ভেতরে এলেই কি তোমাকে বেঁধে ফেলবে সবাই ?

ঃ না, কথা হলো—

ঃ তাহলে আর বাইরে বেরিয়েছো কেন ? ঘরে দুয়ার দিয়ে থাকবে ? পথে-ঘাটেও তো সে বাঁধা বেঁধে ফেলতে পারে।

ঃ ইসরত।

ঃ তামাশা আর বাড়িও না। ভেতরে এসো, বসে কথা বলি।

অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো মাহমুদ আলী ফটক পেরিয়ে ভেতরে এলো। বসার ঘরের দিকে রওনা হয়ে ইসরত জাহান বললো—আশেপাশে পাহারাদারেরা আছে। তাদের সামনে আমাকে খাটো না করে সরাসরি আসলে কি খুব ক্ষতি হয় ?

ঃ কিন্তু আমি তো এখানে আসবো বলে বেরোইনি।

ঃ আমি কিন্তু তোমাকে এখানে আনার জন্যেই অন্দর থেকে বেরিয়েছি। কাউকে দিয়ে খবর দিতে এসেই হঠাৎ করে পেয়ে গেলাম তোমাকে।

বসার ঘরে বসতে বসতে মাহমুদ আলী বললো—বলো, আবার কোন্ নসিহত করার জন্যে ডেকে আনলে, ঝট্‌পট্ বলে ফেলো।

ইসরত জাহান হাসি মুখে বললো—এবার আমার কথা খুবই মনে ধরবে তোমার।

ঃ কেমন ?

ঃ তোমার এলেম শিক্ষার পক্ষেই কথা বলবো এবার। সেই যে গাঁয়ে ফিরেই জানান দিলে, এটুকুই নয়, আরো এলেম শিক্ষা করবে তুমি ? অল্প দিনের মধ্যেই সে জন্যে দিল্লী না কোথায় যেন যাবে ? তারপর তো অনেকদিন চলে গেল। কৈ, এখনও যে যাচ্ছো না ?

মাহমুদ আলীর চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। প্রশ্ন করলো—হঠাৎ একথা কেন ?

ঃ কেন আবার ? আরো এলেম শিক্ষা করবে বলে চাকুরী রোজগার আর ঘর-সংসারে তুমি যেন মন দিতে রাজী নও। এই যখন তোমার ইরাদা, অনর্থক আর সময় নষ্ট করছো কেন ? বয়স তো আর বসে থাকছে না ? শিগ্গির শিগ্গির এলেম শিক্ষাই করোগে যাও।

www.pathagar.com

ঃ তাজ্জব ! এ ব্যাপারে তোমার হঠাৎ এত আগ্রহ পয়দা হলো কি করে ?

ঃ চিন্তা করে। চিন্তা করে দেখলাম, আয়-উপায়ের মাধ্যমে সুনাম কিনতে না পারলেও, অধিক এলেম হাসিল করে দেশের একজন সেরা আলেম হতে পারলে, সেটা আরো বেশী সুনামের কাজ হবে। দেশের একজন বিখ্যাত লোক হতে পারবে। সারা দেশে তোমার সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

ঃ এ নিয়ে তোমার এত মগজ খরচ করার কারণ ?

ঃ বাহ্‌রে ! তুমি আমাদের ঘরের পাশের প্রতিবেশী। তোমার সুখ্যাতি হলে আমাদেরও মুখ অনেকটা উঁচু হবে তাতে করে।

ঃ বটে !

ঃ এখনই সংসার নিয়ে মেতে উঠার চেয়ে ঐটেই খুব ভাল কাজ হবে। আর দেরী না করে জলদি জলদি বেরিয়ে পড়ো।

ঃ বেরিয়ে পড়বো ?

ঃ অবশ্যই পড়বে। তোমার গড়িমসি দেখেই তো এই নসিহতটা করা আমি প্রয়োজন মনে করলাম। আর এ কারণেই তোমাকে ডেকে আনতে বেরুলাম।

মাহমুদ আলী বিদ্রূপের সুরে বললো—চমৎকার !

ইসরত জাহান চমকে উঠে বললো—মানে !

ঃ বাপের মতো কূটবুদ্ধিটা ভালই আয়ত্ব করেছো দেখছি।

ঃ কূটবুদ্ধি !

ঃ আমার এলেম শিক্ষার দরদে নয়। আমাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই এই নসিহত করতে বসেছো তুমি।

ইসরত জাহান থতমত করে বললো—তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে ?

ঃ বুকে হাত দিয়ে বলোতো দেখি, তোমার উদ্দেশ্য তাই কিনা ?

কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর ইসরত জাহান বললো—তা যদি বুঝেই থাকো, তাহলে তাই। তোমার আর গাঁয়ে থাকা চলবে না।

ঃ কেন, গাঁয়ে থাকলে কি তোমার বাড়া ভাত কেড়ে খাবো আমি ?

ঃ আমার বাড়া ভাত কেড়ে খাবে কেন ? তোমার নিজের মাথাই নিজে তুমি চিবিয়ে খাবে এখানে থাকলে। এখান থেকে সরে থাকতে হবে তোমাকে।

ঃ সরে থাকবো কেন ?

ঃ থাকবে না তো কি জেলে পচে মরবে ? তোমার দশ বছর জেল হয়েছে, এ গুজবটা সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তুমি এসে এ খবর কি শুনোনি ?

ঃ হ্যাঁ, শুনেছি।

ঃ ওটা গুজব না হয়ে সত্যি হতো যদি ? দশ দশটা বছর ঐ ইংরেজদের কারাগারে পচতে হতো যদি ?

ঃ যা হয়নি, তা নিয়ে আর কথা কি ?

ঃ হতেই বা কতক্ষণ ? হয়নি বলে যে হবে না, এমন কি কোন কথা আছে ? বরং সে সম্ভাবনাই চূড়ান্ত হারে আছে। আমার আব্বাজানের কথাই শুধু নয়। ইতিমধ্যেই

www.pathagar.com

তুমি আরো অনেকেরই কোপ নজরে পড়ে গেছো। বিষ নজরে। সুতরাং ওসব গোঁয়ার্তুমী রাখো। লেখাপড়া করতে তুমি আগ্রহী, লেখাপড়াই করতে যাও। এই আগুন থেকে সরে থাকো।

ঃ সে আর কতদিন ? আবার তো ফিরে আসতে হবে।

ঃ সে যখন আসবে, আসবে। আপাততঃ এখন তো যাও।

ঃ তাহলে দেখো, তোমার আগ্রহটা মূলতঃ আমার এলেম শিক্ষা নিয়ে নয়।

ঃ না হয় না হোক।

ঃ আমারও তাই এলেম শিক্ষার প্রতি আর কোন আগ্রহ নেই।

ইসরত জাহান বিস্মিত কণ্ঠে বললো—নেই মানে ! কি করবে তাহলে ?

ঃ বাড়ীতেই থাকবো। ও কাজে আর যাবো না।

ঃ বাড়ীতে থেকে করবে কি ?

ঃ করার এখন অনেক কাজ সামনে আমার। অন্যায়, অবিচার আর সীমাহীন অত্যাচারে ভরে গেছে দেশ। স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে কোন সৎ মানুষের আর এ দেশে বাস করার উপায় নেই। যতটুকু পারি, এখন এর প্রতিকার করার চেষ্টা করবো।

পুনরায় চমকে উঠে ইসরত জাহান বললো—তার মানে ! ঐ হাজীর লোকেরা যা করছে, তাই ?

ঃ শুধু তাই-ই নয়, ঐ দলে ভর্তি হবো আর তাঁদের সাথে এক হয়ে কাজ করবো।

ঃ তুমিও ফরায়েজী বনে যাবে ?

ঃ দোষ কি ? আর তাছাড়া ফরায়েজী-অফরায়েজী বুঝিনে। জমিদার আর ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন এ দেশের সকল মুসলমানের জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে।

ঃ তাজ্জব ! বাপের মতো বাড়ীতে আবার তাহলে ফরায়েজীদের, মানে ঐ হাজী সাহেবের অনুসারীদের আড্ডা-আখড়া খুলবে ?

ঃ আড্ডা-আখড়া না খুললেও, তাঁদের নিয়ে মাঝে মধ্যে বসতে তো হবেই।

ঃ একদম আমাদের এ বাড়ীর পাশেই ঐ আগুন জ্বালাবে ?

ঃ বাড়ীটা আমার তোমাদের বাড়ীর পাশেই যখন, তখন আর উপায় কি ?

ঃ এখান থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়বো তাহলে তোমাকে।

ঃ এ আর নতুন কথা কি ? পারলে করবে।

ঃ ঘরে তোমার আগুন ধরিয়ে দেবো।

ঃ দিও।

ঃ আব্বাকে বলে তোমার ঠ্যাং ভাঙ্গার ব্যবস্থাটাই করবো সবার আগে।

এ সময় ফটকের পাহারাদার ছুটে এসে বললো—আম্মা, তাড়াতাড়ি ভেতরে যান। হুজুর ফিরে এসেছেন আর সাথে অনেক লোক আছে।

শুনে উভয়েই চমকে উঠলো। ইসরত জাহান বললো—হুজুর মানে ? আমার আব্বাজান ?

www.pathagar.com

ঃ জি-জি।

ঃ কোথায় তিনি ?

ঃ ঐতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন লোকজনের সাথে।

ঃ আচ্ছা তুমি যাও।

পাহারাদার চলে গেল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ইসরত জাহান মাহমুদ আলীকে বললো—এই উঠো-উঠো। শিগ্গির এসো—

মাহমুদ আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কোথায় আর আসবো ? এমনটি যে হতে পারে, এ ভাবনা আমার ছিল। তোমার সাধই পূরণ হোক।

ঃ মাহমুদ !

ঃ নেহায়েত ঠ্যাং ভাঙ্গার ব্যবস্থা না করতে পারলেও, উনাকে দিয়ে চূড়ান্ত একচোট অপমান করে নাও আমাকে। খানিকটা তোমার গায়ের ঝাল মিটুক।

ঃ দোহাই। আমার মাথা খাও। যত গালমন্দ এর জন্যে করতে চাও, পরে ক'রো। এখন এসোতো দেখি। এ ঘরের পেছনে বাগান আর সেই বাগানের পেছনে ছোট আর একটা দরজা আছে। ওখানে তোমাকে পৌঁছে দিই। তুমি ওদিক দিয়ে চলে যাও।

ঃ চোরের মতো ?

ঃ আহ্, কথা বাড়িও না। অল্প হলেও আমারও তো একটা দিক আছে এখানে। আমার উপরও ক্রুদ্ধ হবেন উনি। অন্ততঃ একথাটা চিন্তা করেই এসো—

ঃ আচ্ছা চলো—

উভয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

মাহমুদ আলীর সিদ্ধান্তের কথা অতি সত্বর ফরায়েজী নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহ্ সাহেবের কানে এসে পৌঁছলো। জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেবই এ খবর পৌঁছালেন। বললেন—মাহমুদ আলী আমার লাঠিয়াল দলে ভর্তি হতে চায়। এতবড় একজন এলেমদার নওজোয়ান সেরেফ লাঠিয়ালী করবে, এ কেমন কথা হলো ?

শুনেই হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব মাহমুদ আলীকে ডেকে আনতে বললেন। জালালউদ্দীন মোল্লার সাথে অবিলম্বে এসে হাজীর হলো মাহমুদ আলী। সালাম দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে, হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব সালামের জবাব দিয়ে মাহমুদ আলীকে বললেন—এসব কি কথা শুনছি ? তুমি নাকি আর এলেম হাসিল করতে চাও না ?

জবাবে মাহমুদ আলী তাজিমের সাথে বললো—জিনা জনাব। যেটুকু হয়েছে, ঐ থাক। আর কি দরকার ?

হাজী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, যতখানি এলেম হাসিল করেছো, অন্য যে কোন লোকের কাছে তা জিয়াদাই। কিন্তু কোন মেধাবী ছেলের কাছে তো নয়। গভীর পাণ্ডিত্য সাধারণ লোকেরা হাসিল করতে পারে না। মেধা যাদের অসাধারণ, তারাই পারে। তুমি কেন এলেম শিক্ষা ছেড়ে দেবে ? অর্থের অভাব ?

মাহমুদ আলী নতমস্তকে বললো—জিনা, জনাবের দোআয় আর আল্লাহ তায়ালার রহমতে সে সংস্থান আমার আছে। কারণ সেটা নয়।

www.pathagar.com

ঃ তবে ?

ঃ কি হবে আর এলেম শিক্ষা করে ? দেশে এখন আমাদের কওমের উপর যে অবিচার আর অত্যাচার চলছে, বিবেক-বিবেচনা যুক্তি ও বুদ্ধির যে অবমূল্যায়ন হচ্ছে, পাশাপাশি নির্লজ্জ বেহুদাপনা, তোয়াজ আর দালালীর যেখানে সর্বত্র জয় বিজয়, সেখানে জিয়াদা এলেম কোন্ কাজে লাগবে জনাব ?

হাজী সাহেব ধীর কণ্ঠে বললেন—উপলব্ধি তোমার পরিষ্কার ও নিখুঁত। সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে জিয়াদা এলেম এখন এ দেশে বড় কোন সহায় নয়। খ্যাতিও এতে সর্বত্র সমান পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই অভিমানে এলেম হাসিল বন্ধ করে বসে থেকে করবে কি ?

ঃ বসে তো থাকবো না জনাব ? এই মোল্লা চাচাকে বলেছি, যতটুকু সম্ভব, অবিচার অনাচারের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবো।

ঃ কিভাবে সেই মোকাবেলা করবে ?

ঃ লাঠি ধরে। যুক্তি যেখানে অচল, লাঠিই সেখানে একমাত্র অবলম্বন।

ঃ এও খুবই সংগত কথা। কিন্তু একা তুমি কয়খানা লাঠি চালাতে পারবে এক সাথে ?

ঃ একাধিক পারবো না। কিন্তু একখানা তো ঠিক মতোই চালাতে পারবো জনাব।

ঃ কিন্তু হাজার খানা লাঠি একাই তুমি চালাও—এইটেই যে আমি আশা করি তোমার কাছে ?

ঃ জনাব।

ঃ সেই জন্যেই ঐ একখানা লাঠির লাঠিয়াল হতে দিতে চাইনে তোমাকে। হাজার খানা লাঠি চালানোর উপযোগী হয়ে তুমি গড়ে উঠো, এইটেই আমি চাই।

ঃ তা কিভাবে সম্ভব ?

ঃ সঠিক নেতৃত্বদানের মাধ্যমে। আর সঠিক নেতৃত্ব দিতে চাই অধিক এলেম ও গভীর জ্ঞান বুদ্ধি। অল্প বিদ্যা নিয়ে সঠিক নেতৃত্ব দিতে কদাচিত দু' একজন লোক পারে। সেটা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বাদ দিলে সঠিক নেতৃত্বদানের প্রধান উপাদান জিয়াদা এলেম।

ঃ জনাব।

ঃ লাঠি ধরার লোক এ দেশে অনেক আছে বাপজান। কিন্তু লাঠি ধরানোর লোকের বড়ই অভাব। অর্থাৎ নেতৃত্বদানের লোকের অভাব আছে অনেক। সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে, হাজার লোক এক ডাকে এসে লাঠি ধরে তোমার পাশে দাঁড়াবে। তা না পারলে, তোমার ডাকে একজন লোকও আসবে না। একা একাই তোমাকে লাঠি ঘুরাতে হবে।

ঃ জি, তাবটে-তাবটে।

ঃ জিয়াদা এলেম শিক্ষার মাধ্যমেই গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জন করা যায় আর তার মাধ্যমেই দশজনের শ্রদ্ধাভাজন ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া যায়। অন্য

www.pathagar.com

কথায়, নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জন করা যায়। সুতরাং, এলেম শিক্ষা আদৌ তোমার ছেড়ে দেয়া চলবে না।

ঃ তা কথা হলো—

ঃ আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সাথেই আমাদের এই আন্দোলন শেষ হয়ে গেলে তো চলবে না। আমাদের পরে এই আন্দোলন ও জিহাদের নেতৃত্ব দিতে হবে তোমাদেরই। তোমরা যারা প্রতিভাবান নওজোয়ান আছো, তাদেরই নেতৃত্বদানের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে হবে এখন। প্রতিভাবান লোকের সংখ্যা কোন কালেই কোন দেশে হাজার হাজার থাকে না। আমাদের এই কওমের মধ্যে আর আমাদের পক্ষে নখে গোণা যে কয়জন আছো তোমরা, সেরেফ একখানা লাঠি হাঁকিয়ে খরচ হয়ে যাও—এটা হতে দেয়া যাবে না।

ঃ জনাব যা নির্দেশ দেবেন, তাই হবে। আমি বলছিলাম, জমিদার আর ইংরেজদের জুলুম একদম বল্গাহীন হয়ে গেছে। এক যোগে সকলেই এর প্রতিরোধে না দাঁড়ালে, এ আন্দোলন বা জিহাদ মাঝ পথেই মার খেয়ে যেতে পারে, একথা।

ঃ না-উম্মিদ হয়ো না বাপজান। যে কয়দিন আমরা, অর্থাৎ বর্তমানের মরুব্বীরা বেঁচে আছি, সে কয়দিন কমবেশী আমরাই এ জিহাদ টিকিয়ে রাখবো ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে তোমরা তীক্ষ্ণধী নওজোয়ানেরা তৈরী হয়ে এসো। অতপর আমার আওলাদ মুহম্মদ মহসীনউদ্দীন, অর্থাৎ দুদু মিয়াকে সাথে নিয়ে তোমরাই এ জিহাদ চালিয়ে যাবে—এই আমার ইচ্ছা ও আকাঙক্ষা।

ঃ তাই হবে জনাব।

ঃ রোজগার আর প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে নয়, এই জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই আরো অধিক এলেম শিক্ষা করবে তুমি—এই আমার শেষ কথা।

মাহমুদ আলীর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেল। মহান নেতার ইচ্ছা ও আকাঙক্ষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সে বাড়ীতে ফিরে এলো। এরপর তড়িঘড়ি তৈয়ার হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এলেম শিক্ষার উদ্দেশ্যে সত্বর বেরিয়ে পড়লো।

৯

সময় কারো বাধ্য নয়। বাধ্য নয় নদীর স্রোত। আপন গতিতে স্রোত ও সময় অলক্ষ্যে বয়ে যায়। জীবন ধারণের সংগ্রাম ও কর্তব্যের আবর্তে আবদ্ধ মানুষ ফাঁকে ফুরসুতে একবার যখন পেছনের দিকে চায়, তখন দেখে, ইতিমধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অলক্ষ্যে গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। বদলে গেছে অনেক কিছু।

এলেম হাসিলের সাধনায় নিমগ্ন মাহমুদ আলীরও এমনইভাবে কেটে গেল পাঁচ-ছয়টি বছর। অধ্যয়নে বিভোর থাকায় বহির্জগতের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্কই

www.pathagar.com

রইলো না। অল্প কিছু খবর-আওয়াজ কানে এসে পড়লেও, এ সময়ে বাংলা মুলুকে সংঘটিত অনেক ঘটনা ও বিস্তর বিবর্তন তার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

যশোহর হয়ে এসে মাদারীপুরে ঢুকতেই সদর রাস্তার মুখে এক বড়োসড়ো খেয়াঘাট। খেয়াঘাটে অনেক লোক। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। প্রশস্ত নদী। খেয়াতরী ওপার গেলে এপারে ফিরে আসতে অনেক সময় কেটে যায়। ইতিমধ্যে ঘাটে এসে অনেক লোক জমে।

এখনো তাই জমেছে। খেয়াতরী ওপারে। বিশাল এক গুদারা নাও। গতি অতি ধীর। এর উপর যাত্রিদের নামা-উঠা। মাঝিদের গড়িমসি। ফিরে আসতে অনেক সময় লাগবে। ঘাটে এসে ভিড় করছে অনেক লোক। নারী-পুরুষ সকলেই। পারের জন্যে ব্যস্ত সবাই। কে কার খবর রাখে!

মাহমুদ আলী ঘাটে এসে এক পাশে বসলো। পাশেই ক'জন মহিলা নতমস্তকে উপবিষ্ট। উড়ো নজরে একবার তা দেখেই মাহমুদ আলী নজর নামিয়ে নিলো এবং একটু এক পাশে সরে এসে বসলো।

"একি! আপনি! আপনি এখানে কোত্থেকে?"

উপবিষ্ট মহিলাদের একজন মাহমুদ আলীর কাছে এসে সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন করলো। মাহমুদ আলীর নজর ছিল নদীর দিকে। সচকিতভাবে মহিলাটির দিকে তাকিয়েই সে চমকে উঠলো ভীষণভাবে। বিস্ময়ে আবিষ্ট হলো অতিমাত্রায়। মহিলাটি পল্লবী। মাহমুদ আলীর চমকে উঠার কারণ পল্লবীর এই খেয়াঘাটে উপস্থিতি নয়। পল্লবীর বেশ বাস। নানাবিধ অলংকার পল্লবীর সর্বাঙ্গে শোভা পেতো সর্বক্ষণ। সেই পল্লবীর সারা দেহে অলংকারের কোন নাম চিহ্ন নেই। পরিধানে থান কাপড়।

বিস্ফারিত নেত্রে মাহমুদ আলীকে চেয়ে থাকতে দেখে পল্লবী মজুমদার ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললো—কি, চিনতে পারছেন না?

মাহমুদ আলী ঢোক চিপে বললো—তা পারবো না কেন? কিন্তু আপনার এই বেশ!

জবাবে পল্লবী ম্লান মুখে বললো—অদৃষ্টের মার। আমি কি বলবো?

ঃ অদৃষ্টের মার মানে?

ঃ মানে শাঁখা সিন্দুর পরার তিনটে মাসও গেল না। সিন্দুর মুছে, শাঁখা ভেঙ্গে থান পরতে হলো।

ঃ তার অর্থ? আপনার শাদি, মানে বিয়ে হয়েছিল?

ঃ হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি।

ঃ এরপরেই বিধবা হয়ে গেলেন?

ঃ তিন মাস পরেই।

ঃ কি আশ্চর্য! কি করুণ! তা কি হয়েছিল স্বামীর আপনার? কি বীমার?

ঃ বার্ধক্য।

ঃ বার্ধক্য!

www.pathagar.com

পল্লবী নিঃশ্বাস ফেলে বললো—নিদারুণ বার্ধক্য। আর সেই বার্ধক্যজনিত তামাম ব্যাধি।

ঃ বলেন কি ! বৃদ্ধের সাথে বিয়ে হয়েছিল আপনার ?

ঃ তাই হয়েছিল।

ঃ কেন, বৃদ্ধের সাথে কেন ? আপনার এমন রূপ, এমন এলেম ! আপনার কেন ভাল বর জুটবে না ?

পল্লবী মজুমদার ফের ম্লান হাসি হাসলো। বললো—ভাল বরই তো জুটেছিল। এতবেশী ভাল যে, বিমাতার সংসারে বাপের কথা যা-ই হোক, আমার জমিদার অভিভাবকেরা তা হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

ঃ ঐ বৃদ্ধকেই তাঁরা ভাল বর ভাবলেন ?

ঃ কেন তা ভাববেন না ? মস্তবড় জমিদার। বুনিয়াদি বংশ। জাতে-গোত্রে বিশুদ্ধ। এর সাথে তল্লাট ব্যাপী দাপট, দেশ ব্যাপী নামডাক। এ বর কি ছাড়তে পারেন তাঁরা ? এমনজনকে আত্মীয় করতে পারাটা তো মস্তবড় গর্বের কথা তাঁদের।

ঃ আপনি ? আপনিও কি তাই ভাবলেন ?

ঃ তা কি করে ভাবি ? পাল্কীতে চড়ে এসে পাল্কীতে চড়ে গেলেন আর পাল্কী থেকে নেমেই শয্যা গ্রহণ করলেন। এরপর আর উঠেননি। এমন বর স্বেচ্ছায় কে বরণ করতে চায়, বলুন ?

ঃ তাহলে আপনি আপত্তি করলেন না কেন ? বেঁকে বসলেন না কেন ?

ঃ ফল কি হতো তাতে ? বিয়ে তো করতেই হতো কাউকে না কাউকে। অভিভাবকদের অবাধ্য হলে, হয়তো কোন লম্পট মাতাল বা দুর্বৃত্তের হাতে পড়তে হতো আমাকে। ইংরেজদের সাথে মিশে আমাদের এই উঁচু শ্রেণীর যুবকদের অধিকাংশেরই চরিত্র তো খতম। তারা এখন কেবলই ভোগবাদী। অন্তর বলে কিছু আর তাদের মধ্যে নেই।

ঃ তাই বলে এমন একজন বৃদ্ধকে মেনে নেবেন নীরবে ? প্রতিবাদ করবেন না ?

ঃ কোন্ ভরসায় বলুন ? আমাদের সমাজ আপনি বড় একটা চেনেন না। এখানে এ ব্যাপারে অভিভাবকদের অবাধ্য হওয়া আর প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করা মানেই কুলটা ও পাতকী হয়ে যাওয়া। সমাজে বর্জ্য পদার্থ হয়ে যাওয়া। একমাত্র পেছনে কোন মযবুত অবলম্বন থাকলে তবেই তার বলে তা সম্ভব।

ঃ তাজ্জব !

ঃ এমন কেউ তো অদৃষ্টে আমার জোটেনি যে, তার উপর ভরসা করে বিদ্রোহ করবো আমি ? বেঁকে বসবো সবলে ? কার অপেক্ষায় কার আশায় অন্যথা করে থাকবো ?

ঃ পল্লবী দেবী।

ঃ যার উপর ভরসা করা যায়, যার আশায় আমৃত্যু কুমারী জীবন যাপনেও অনন্ত সুখ, এমন লোক আর আমি পেলাম কোথায় ? নসীব যাদের প্রসন্ন, একমাত্র তাদেরই

www.pathagar.com

এমন লোক থাকে আর বেঁকে বসার শক্তিও তারা পায়। আমি কার অপেক্ষায় আর কিসের বলে বেঁকে বসবো, বলুন ?

ঃ এ আপনি কি বলছেন ?

ঃ অবান্তর কিছু নয়। মনের চাহিদাই যেখানে অপূরণ রয়ে গেল, সেখানে অর্থহীন প্রতিবাদ করে অভিভাবকদের চাহিদাটা পণ্ড করি কেন ? মনের দিক বাদ দিয়ে সেরেফ যৌবনের চাহিদাটা আমার কাছে বেশী কিছু আকর্ষণীয় নয়।

ঃ তা না হোক, কিন্তু—

ঃ থাক ভাই, ও প্রসঙ্গ আর না-ই বা টানলেন। এবার আপনার কথা বলুন। আপনি এখানে কোত্থেকে ?

মাহমুদ আলীর ঘোর তবু কাটলো না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। পল্লবী ফের বললো—আপনি তো দীর্ঘদিন বাড়ী ছাড়া। বাড়ীতে এলেন কবে ?

মাহমুদ আলী থতমত করে বললো—এ্যাঁ, বাড়ীতে ? না–না। বাড়ীতে এখনো পৌঁছিনি। বাড়ীতেই ফিরে যাচ্ছি।

ঃ বাড়ীতেই ফিরে যাচ্ছেন ?

ঃ জি-জি। এলেম শিক্ষা করার জন্যে দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেই দিল্লী থেকে কলিকাতা, আর কলিকাতা হয়ে বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছি।

ঃ তাই নাকি ? তাহলে ইরসত জাহানের, মানে তাদের পরিবারের খবরতো কিছু জানেন ! অর্থাৎ, শুনেছেন ?

আবার ভীষণভাবে চমকে উঠলো মাহমুদ আলী। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—ইসরত জাহানের মানে ? তারও কি শাদি হয়ে গেছে ?

মাহমুদ আলীর চমকানোটা পল্লবীর দৃষ্টি এড়ালো না। সে স্মিতহাস্যে বললো—না না, তার শাদি এখনো হয়নি। কয়েকবার চেষ্টা করেও তার বাপ তাকে শাদি দিতে পারেননি। ঐ যে আপনি বেঁকে বসার কথা বললেন, ইসরত জাহান খুব শক্তভাবেই বেঁকে বসেছে বার বার।

ঃ কেন–কেন ? তারও কি খুব খারাপ সম্পর্ক এসেছিল !

পল্লবী ফের মুখ টিপে হাসলো। হাসি মুখে বললো—আমি কি তা জানি সব ? বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন ?

ঃ ও, আপনি তা জানেন না ?

ঃ না।

ঃ এখনও কি সে একইভাবে বেঁকে আছে ?

ঃ আছে তো বটেই। তাছাড়া, এখন তার শাদি করার অবকাশও নেই। মস্তবড় দায়িত্ব এখন ঘাড়ে তার।

ঃ দায়িত্ব ! কিসের দায়িত্ব ? তার আবার দায়িত্ব কি ?

পল্লবী বিস্ময়ের সুরে বললো—সেকি ! আপনি কি তাহলে কিছুই শুনেননি ? গোটা জমিদারীটাই তো ইসরত জাহানের ঘাড়ে এখন। তার বাপ-মা দু'জনই মারা গেছেন পর পর।

www.pathagar.com

বিস্ময় ও বেদনায় অস্ফুট আর্তনাদ করে মাহমুদ আলী বললো—এ্যাঁ ! একি বলছেন ? মারা গেছেন ! মারা গেছেন দু'জনই ?

ঃ হ্যাঁ, এই বছরখানেক আগে।

মাহমুদ আলীর মুখে আর বাক্য স্ফুরণ হলো না। এই সময় আওয়াজ এলো—কই, পল্লবীরা কোথায় ? তাড়াতাড়ি এসো। খেয়া নৌকা এসে গেছে।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে পল্লবী বললো—আমি যাই। মামা আমাদের খোঁজ করছেন। পারলে একবার সময় মতো দেখা করবেন বাড়ীতে গিয়ে। এখন যাই—

মাহমুদ আলী বিভ্রান্তভাবে বললো—এ্যাঁ ! যাবেন ? কোথায় যাবেন ? মানে, কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

ঃ মামার বাড়ীতে। আপনাদের জামালবাটিতে। এদিকে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসেছিলাম। এই মহিলারাও আমাদের সাথে যাবেন—

পাশের মহিলাদের দিকে ইংগিত করে পল্লবী দ্রুত পদে চলে গেল।

খেয়া নৌকায় চড়ে পল্লবীর সাথে কথা বলার আর কোন মওকা মাহমুদ আলী পেলো না। নৌকা থেকে নামার পরও ঐ একই অবস্থা হলো। মামার সাথে পল্লবী তার নাগালের বাইরে চলে গেল। ফলে, মাহমুদ আলী আর কিছুই জেনে নিতে পারলো না। বাদ বাঁকী সবকিছুই অন্ধকারে রয়ে গেল।

একা একা দাঁড়িয়ে মাহমুদ আলী কেবলই ভাবতে লাগলো, পাঁচ-ছয়টি বছর সে দেশ ছাড়া। এ সময়ের মধ্যে আরো যে কি ঘটনা ঘটেছে, কোথায় কি হয়েছে, কে জানে ! দিল্লীতে থাকতেই দেড়-দু' বছর আগে সে শুনেছে, হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব আর ইহজগতে নেই। তিনিও ইন্তেকাল করেছেন। এ খবর শোনার পর যারপর নেই আহাজারীতে দিন কেটেছে মাহমুদ আলীর। সে বেদনা সামলে নিতে অনেক সময় লেগেছে। ঐ মহান নেতার অভাবে তাঁর আন্দোলন আর জিহাদের কি অবস্থা এখন, তাঁর সাগরিদেরা সবাই এখন কি হালতে আছেন এসব সে কিছুই জানতে পারেনি। কলিকাতায় এসেও ছিটে ফোঁটা কোন ধারণাই পায়নি। মাদারীপুরের সীমানার মধ্যে ঢুকে এমন লোকের সাথে তার সাক্ষাত এখনও ঘটেনি, যার কাছে এসব খবর পাবে সে। ক্ষণিকের সাক্ষাতে পল্লবীর কাছে যেটুকু পেয়েছে, তার দক্ সামাল দিতেই সে এখন পেরেশান। এর বাইরে, আরো যে কত কি আছে, আল্লাহ মালুম।

মাহমুদ আলীও রওনা হলো। ভাবতে ভাবতে এক সময় স্বগ্রাম ও স্বগৃহে এসে পৌছলো। বাড়ীর কাছে এসে আর খবর জানার জন্যে লোক খুঁজে বেড়ায়নি। বাড়ীর টানে সরাসরি বাড়ীতে চলে এলো।

বাড়ী-ঘর তার মোটামুটি ঠিকই আছে। অস্থায়ী বেড়াটাটি ও দেউটি দুয়ারের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এই যা। এলেম শিক্ষায় যাওয়ার সময় বাড়ী-ঘর ও বিষয় সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব একমাত্র হাকিমউদ্দীনের উপরই সে ফেলে রেখে যায়নি। হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেবের সাগরিদেরা সাগ্রহে এ দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলেই মাহমুদ আলী নিশ্চিন্তে রওনা হতে পেরেছে।

www.pathagar.com

মাহমুদ আলীকে দেখতে পেয়েই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো হাকিমউদ্দীন এবং আগের বারের মতোই ছুটে আসতে আসতে "ও হারানের মা, শিগ্গির এদিকে এসো, কে এসেছে দেখো"—বলে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডাক হাঁক জুড়ে দিলো।

হারানের মা বেরিয়ে আসার আগেই বাইরের দিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মাহমুদ আলীর চেনাচেনা এক ভদ্রলোক। কে এসেছে—কে এসেছে," বলতে বলতে বেরিয়ে এসে সে ভদ্রলোকও মাহমুদ আলীকে দেখে উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। বললেন —একি, মাহমুদ আলী ! সোবহান আল্লাহ্-সোবহান আল্লাহ ! ফিরে এসেছো বাপজান ?

সালাম দিয়ে মাহমুদ আলী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো। তা দেখে হাকিমউদ্দীন ফের সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলো—চিনতে পারছো না বাপজান ? আমাদের পক্ষের লোক। তোমার বিষয় আশয়ের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে নয়া উস্তাদ এই জনাবকে পাঠিয়েছেন।

সালামের জবাব দিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন এবং হাকিমউদ্দীন থামলে তিনি বললেন—আমি কাদির বক্স বাপজান মোল্লা সাহেবের দলের লোক। তোমার সাথে অল্প কয়েকদিন দেখাশুনা। কথাবার্তাও কিছু হয়েছে। তোমার হয়তো খেয়াল নেই।

মাহমুদ আলীর খেয়াল হলো। জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেবের লাঠিয়াল দলে এঁকে কয়েকবার দেখেছে। মোল্লা সাহেবের বিশ্বস্ত সঙ্গী। তাঁর দলের একজন শক্তিশালী সংগঠক ও একনিষ্ঠ সদস্য। কথাবার্তাও বেশ কিছু হয়েছে। মাহমুদ আলীর এক বন্ধুপ্রতিম নওজোয়ানের সম্পর্কে ইনি মামুজান। সেই সুবাদে মাহমুদ আলীও এঁকে কয়েকবার মামুজান বলে ডেকেছে। লাঠিয়াল দলে থাকলেও, এলোক অনেকখানি এলেমদার লোক।

খেয়াল হতেই মাহমুদ আলী সোল্লাসে বলে উঠলো—আরে, মামুজান আপনি ! আপনি এখানে কখন এলেন ?

কাদির বক্স বললেন—এই সকালের দিকে। তোমার জমি-জমার আর খাজনাপাতি পরিশোধের কাজগ-পত্র দেখার জন্যে এসেছিলাম। এতক্ষণ তাই দেখছিলাম। সবাই তো আর কাগজ-পত্র বোঝে না, তাই উস্তাদ আমাকেই পাঠিয়েছেন।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। তা এদিকের খবর কি মামুজান ? আপনাদের সকলের খবরাখবর ভাল তো ?

কাদির বক্স সাহেব ম্লান মুখে বললেন—না বাপজান, খবর তেমন ভাল নয়। কিছুদিন আগে আবার একটা মস্তবড় অঘটন ঘটে গেছে।

ঃ অঘটন !

ঃ আমাদের সাবেক উস্তাদ হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব ইন্তেকাল করেছেন, তাতো শুনেছো বোধ হয় ?

ঃ জি মামুজান, দিল্লীতে থাকতেই এ খবর পেয়েছি। উনি কি স্বাভাবিকভাবেই ইন্তেকাল করলেন, না অন্য কোন—

www.pathagar.com

ঃ না, অন্য কোন কারণ নেই। নিজের বাড়ীতে স্বাভাবিকভাবেই উনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ পর্যন্ত অবস্থাটা মোটামুটি ভালই ছিল। দুশমনদের জুলুম-অত্যাচার পূর্বাপর থাকলেও কোন বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই কয়েক মাস আগে—

কাদির বক্স সাহেবের কণ্ঠে একটু টান পড়তেই মাহমুদ আলী ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি মামুজান ? কয়েক মাস আগে কি ? আরো কি কেউ খুন-জখম হয়েছেন বা ইন্তেকাল করেছেন ?

ঃ সে অনেক কথা বাপজান। খুন-জখম না হলেও, আর ইন্তেকাল কেউ না করলেও, বড় দুঃখজনক ঘটনা একটা ঘটে গেছে। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ আমাদের বাইশজন ফরায়েজী ভাই এখন জেলে। সাত বছরের মেয়াদ।

মাহমুদ আলী চমকে উঠে বললো—সেকি ! সা–ত বছর ! বলেন কি মামুজান ! কি ঘটনা ঘটেছিল ? ব্যাপারটা বলুন তো ?

ঃ পরে বলছি বাপজান। অনেক দূর থেকে তুমি এসেছো। আগে হাত মুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে বিরাম নাও। পরে সব বলবো। আমাদের সেরেফ খারাপ খবরই নেই। কিছু কিছু ভাল কথাও আছে। সব মিলে অনেক কথা। ধীরে সুস্থে শুনবে সব।

আহার বিরামের পর মাহমুদ আলী ও কাদির বক্স সাহেব মুখোমুখী বসলেন। বিগত পাঁচ-ছয় বছরের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে কাদের বক্স সাহেব বললেন —শুরু থেকে না বলে মাঝখান থেকে বললে আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতি ও ঘটনা-দুর্ঘটনা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। সুতরাং শুরু থেকেই বলি। এসব ঘটনাবলীর সবটুকুই তোমার জানা থাকা প্রয়োজন।

মাহমুদ আলীও উষ্ণ সমর্থন দিয়ে বললো—জি–জি, শুরু থেকেই বলুন।

ঃ তুমি চলে যাওয়ার পর আর উল্লেখযোগ্য তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। দুশমনদের দুশমনি তো আট পৌরে কাহিনী। বিগত ঈসায়ী ১৮৪০ সনে সাবেক উস্তাদ হাজী শরিয়তুল্লাহ সাহেব ইন্তেকাল করলে, তাঁর আওলাদ মুহম্মদ মুহসীনউদ্দীন, ওরফে দুদু মিয়া, আমাদের নয়া উস্তাদ হলেন। অর্থাৎ, সবাই তাঁকে একবাক্যে উস্তাদ রূপে মনোনীত করলেন। বড় উস্তাদের মতো অত বেশী না হলেও, আমাদের নয়া উস্তাদও বেশ এলেম হাসিল করা লোক। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি তাঁর ওয়ালিদের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী সংগঠক। একেবারেই নওজোয়ান। বয়সটা তোমার চেয়ে দু' এক বছর কম ছাড়া বেশী হবে না। তাই অফুরন্ত প্রাণ শক্তি। যেমনই উৎসাহী, তেমনই পরিশ্রমী। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের সংগঠন এখন এতটাই সুসংহত আর বেগবান হয়ে উঠেছে যে, এ নিয়ে তুমি গর্ববোধ করবে। এমনভাবে আমাদের সংগঠনকে তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন, যা দেখে দুশমনেরা দিশেহারা হয়ে গেছে।

ঃ বলেন কি ! কি করেছেন, মানে কিভাবে সাজিয়েছেন ?

ঃ ইংরেজ শাসনের পাশাপাশি উস্তাদ দুদু মিয়া আমাদের এই ফরায়েজীদের জন্যে একটি পৃথক প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছেন। ছোট-বড় বিভিন্ন অঞ্চল

www.pathagar.com

বা ইউনিটের মাধ্যমে একটি পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছেন। তিনশ' থেকে পাঁচশ' ফরায়েজী পরিবার সম্বলিত এলাকাকে তিনি একটি ফরায়েজী গ্রাম, ওয়ার্ড বা ইউনিট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই ফরায়েজী পরিবারগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন শিক্ষিত ও জ্ঞানবান ফরায়েজী প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করেছেন। উস্তাদের এই প্রতিনিধি খলিফা নামে পরিচিত।

ঃ আচ্ছা। তাঁর কাজ ?

ঃ অনেক। বড় কাজ ইসলামের নীতি আদর্শ তাঁর ইউনিটের ফরায়েজীদের দীলে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা। এরপরেই, নামায আদায় করার জন্যে মসজিদ নির্মাণ করা, ফরায়েজী ছেলেমেয়েদের এলেম শিক্ষার জন্যে মাদ্রাসা-মক্তব স্থাপন করা, জন্ম-মৃত্যু-শাদি ইত্যাদি সামাজিক কাজে ফরায়েজীদের সহায়তা করা, তাদের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখাশুনা করা এবং সর্বোপরি তাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কলহের অভিযোগ শোনা ও তার সুবিচার করা। সেই সাথে সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের মধ্যে গভীর ঐক্য স্থাপন করা ইউনিট খলিফার অন্যতম কাজ।

মাহমুদ আলী সবিস্ময়ে বললো—তাজ্জব ব্যাপার মামুজান ! তাহলে আর বাঁকী থাকলো কি ?

ঃ বিশেষ কিছু নয় বাপজান। সমাজের প্রায় সমুদয় সমস্যার ফয়সালা এখানেই হয়ে যায়। খলিফার এই সার্বক্ষণিক কাজের জন্যে তাঁকে স্ব স্ব ইউনিট হতে সংগৃহিত চাঁদা ও অনুদান থেকে একটা নির্ধারিত মাইনে দেয়া হয়।

ঃ বাহ্ ! বড় চমৎকার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালু থাকলে তো—

ঃ আরো আছে বাপজান। এই রকম দশটি ইউনিট নিয়ে একটি বৃহৎ ইউনিট বা সার্কেল গঠন করা হয়েছে। সার্কেলগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নামে একজন অধিক এলেমদার লোকের উপর ন্যস্ত করা আছে। তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কাজ হলো, ইউনিট খলিফাদের কাজগুলো তদারক করা, তাঁদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, ইউনিট ও উস্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং ইউনিট খলিফার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনে তা মিটমাট করে দেয়া। এ জন্যে প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক খলিফার একটি কার্যালয় বা আস্তানা আছে এবং যোগাযোগ রক্ষার কাজে একজন পেয়াদা ও একজন সংবাদবাহক আছে। নিজ নিজ এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের উপর তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে সার্বিকভাবে নজর রাখতে হয় এবং ফরিদপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলোর তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে জমিদার ও নীলকরদের জুলুমের মোকাবেলা করার জন্যে একটি নিয়মিত লাঠিয়াল বাহিনী গঠন ও সংরক্ষণ করতে হয়। পাশাপাশি, ইউনিট খলিফার মতো তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে তার যাবতীয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং উস্তাদকে অবহিত রাখতে হয়। এই প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন উস্তাদ নিজে এবং বাছাইকৃত কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নিয়ে গঠিত 'মজলিস-ই-শুরা' বা কমিটি প্রশাসন পরিচালনার কাজে উস্তাদকে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

বিস্ফারিতনেত্রে এসব কথা শোনার পর মাহমুদ আলী ফের আনন্দ বিস্ময়ে বলে উঠলো—সেকি মামুজান ! একি তাজ্জব কথা শুনাচ্ছেন ? এটা তো একটা পুরোপুরি স্বাধীন ও পৃথক রাজ্য পরিচালনার ব্যাপার।

ঃ ব্যাপারটা তা-ই। একমাত্র খাজনাপাতি দেয়া ছাড়া ইংরেজ সরকার আর জমিদারদের সাথে আমাদের ফরায়েজীদের আর কোন সম্পর্ক নেই। বিচার বা প্রতিকার পাওয়ার জন্যে কোন ফরায়েজীই আর ইংরেজ কোম্পানীর আদালতে যায় না। শুধু ফরায়েজীই নয়, ইউনিট খলিফার সুবিচারে মুগ্ধ হয়ে অনেক অফরায়েজীরাও বিচারের জন্যে তার কাছে আসে। বিশেষ করে, বিরোধটি ফরায়েজী আর অফরায়েজীদের মধ্যে হলে, দুশমনদের চামচেরা ছাড়া, সকলেই ফরায়েজী খলিফার স্মরণাপন্ন হয়, কোম্পানীর কোর্টে যায় না।

ঃ মামুজান !

ঃ এতে করে, অর্থাৎ এই খিলাফত পদ্ধতির মাধ্যমে নয়া উস্তাদ দুদু মিয়া এখন এই পূর্ব বাংলার বিশেষ করে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার কৃষক প্রজার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছেন। পল্লী এলাকার হাজার হাজার মানুষ এখন তাকে ভক্তিভরে অনুসরণ করে এবং তাঁর আদেশে সবকিছু করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

ঃ মারহাবা মারহাবা। আমি তাঁর তারিফ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে মামুজান। তিনি যে একদম অসাধ্য সাধন করে ফেলেছেন।

ঃ এসব তো আছেই। এছাড়াও তাঁর আর একটা প্রশংসনীয় দিক হলো, একটি নিয়মিত বাহিনী তৈয়ার করা। তিতুমীর সাহেব আর তাঁর ওয়ালিদ দুশমনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনিয়মিতভাবে যে লাঠিয়াল দল গঠন করেছিলেন, উস্তাদ দুদু মিয়া তা নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর আকারে সংগঠিত করেছেন আর দলে দলে লোক এসে স্বেচ্ছায় সে বাহিনীতে যোগদান করছে। জমিদার আর নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়ার মতো একটি শক্তিশালী বাহিনী তাঁর হাতে আছে এখন।

ঃ তোফা-তোফা !

আনন্দ প্রকাশ করতে করতে মাহমুদ আলী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কিন্তু মামুজান, একটা দিক দিয়ে যে আপনার একথাগুলো বেজায় বেখাপ্পা লাগছে। সুতোনাতা একটা কিছু পেলেই যেখানে জমিদারেরা নীলকরেরা আমাদের বিরুদ্ধে মার মার কাটকাট করে উঠেছে, সেখানে নয়া উস্তাদকে এমনভাবে সংগঠিত আর শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেখেও তারা চুপ করে রইলো ? গর্জে উঠলো না বিক্রমে ?

ঃ সে বিক্রম তাদের আর কোথায় বাপজান ? একমাত্র ইংরেজ সরকারের নিয়মিত বাহিনী ছাড়া উস্তাদের এই সুগঠিত বাহিনীর সামনা-সামনি দাঁড়ানোর তাকদ কি আর জমিদার নীলকরদের পাইক পেয়াদার আছে ? এক ঘা দিলে আর এক ঘা খেতে হবে বুঝে তারা ও পথ বাতিল করে দিলো।

www.pathagar.com

ঃ বলেন কি ! তারা তাহলে একদম খামুশ মেরে গেছে ? কোন রকম বিরুদ্ধাচরণই আর করেনি ?

ঃ সে কথাও নয়। আমাদের, অর্থাৎ মুসলমানদের, শক্তি বৃদ্ধি হতে দেখলে ঘুম থাকে কি ওদের চোখে কখনো ? নিজের শক্তিতে না কুলালে কি হবে ? তাদের গুরুদেবদের তো শক্তির অভাব নেই। গুরুদেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সদলবলে তারা আরাধনায় মনোনিবেশ করলো।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমাদের সংঘবদ্ধ হতে দেখে তারাও সংঘবদ্ধ হয়েছে। সংঘবদ্ধভাবে ইংরেজ সরকারকে উত্তেজিত করা আর উস্কানী দেয়া শুরু করলো, যাতে করে তিতুমীর সাহেবের মতো ইংরেজ বাহিনী এসে আমাদের উপরও চড়াও হয়। সংঘবদ্ধভাবে তারা চীৎকার জুড়ে দিলো, আমরা বৃটিশ শাসনের ভয়ংকর দুশমন। অচিরেই বৃটিশ শাসন উৎখাত করবো আমরা।

ঃ সংঘবদ্ধতো তারা বরাবরই আছে। নতুন করে আর সংঘবদ্ধ হবে কি মামুজান ?

ঃ এখানে নয় বাপজান, কলিকাতায়। নীলকর এবং প্রভাবশালী এদেশী ও লণ্ডনবাসী ইংরেজদের সমন্বয়ে জমিদারেরা সংগঠন গড়ে তুলেছে। এসব সংগঠন সমিতির লক্ষ্য প্রজাদের স্বার্থ বাদ দিয়ে একমাত্র জমিদারদের আর নীলকরদের স্বার্থ দেখা আর মুসলমানদের, বিশেষ করে ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে উত্তেজিত করে তোলা।

ঃ মামুজান।

ঃ তুমি তো শুনেই গেছো, নায়েব গোমস্তার উপর জমিদারী ছেড়ে দিয়ে যেসব জমিদারেরা কলিকাতায় বাস করে আর ব্যবসায় বাণিজ্য নিয়ে থাকে, তারা ইদানিং ছাপাখানা খুলে অনিয়মিতভাবে পত্র-পত্রিকা বের করছে ? সেইসব পত্র-পত্রিকায় কি জোরদারভাবে তাদের স্বার্থ তুলে ধরছে তারা আর তাদের বিরোধীদের কি হীনভাবে সমালোচনা করছে ? "সমাচার দর্পণ" নামে এমনই এক পত্রিকায় কি জঘন্যভাবে আমাদের সমালোচনা করেছে আর অপবাদ দিয়েছে, এর কিছুটা তো জেনেই গেছো তুমি ?

ঃ জি–জি। এলেম শিক্ষায় যাওয়ার সময়ই একথা জেনে গেছি।

ঃ এর সাথেই তারা কলিকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের নিয়ে "জমিন্‌দার্স্‌ এসোসিয়েশান" নামে একটি সমিতি খুলে বসে। নীলকরেরাও ইতিমধ্যে নীল চাষের জন্যে জমিদারী ক্রয় করেছে। অর্থাৎ তারাও এখন এ দেশের জমিদার বা জমির মালিক। এই নীলকরদের দলে ভেড়ালে জমিদারদের এসোসিয়েশান আরো শক্তিশালী হবে বোধে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে নীলকরদের এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত করেছে আর এর নতুন করে নাম দিয়েছে "ল্যাণ্ড হোল্‌ডার্স্‌ সোসাইটি"। ব্যস্‌ তোড়জোড় আর রুখে কে ?

ঃ ফলাফল কি দাঁড়ালো ? মানে, ইংরেজ সরকার কি করলো ?

ঃ ইংরেজ সরকার ?

www.pathagar.com

ঃ জি। জমিদারদের উস্কানীর পাশাপাশি আপনারা যে সংগঠিত আর শক্তিশালী হচ্ছেন, এটা তো ইংরেজদের নজর এড়াবার কথা নয়। এতসব দেখেশুনেও আপনাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক কোন পদক্ষেপ, অর্থাৎ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার কোন উদ্যোগ ইংরেজ সরকার নিলো না?

এর জবাবে কাদির বক্‌স সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন—হয়তো নিতো। এ অভ্যাস তাদের তো আছেই। কিন্তু, ইতিমধ্যে অনেকখানি 'কিন্তু' পড়ে যাওয়ায় ইংরেজ সরকার থমকে গেল। দু'দিক থেকে দু' রকমের 'কিন্তু'।

ঃ দু' রকমের 'কিন্তু'!

ঃ প্রথম কিন্তু এলো জমিদারদের আচরণ থেকেই। এই "ল্যাণ্ড্ হোল্‌ডার্স্ সোসাইটি" জমিদারদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে ইংরেজ সরকারের সাথেও পরোক্ষভাবে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিলো। এ সময় ইংরেজ সরকার মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো দেশের অন্যান্য সমস্ত লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ল্যাঠাটা বেধে গেল এখানেই। সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের অজুহাতে হিন্দু জমিদারদেরও দখলে প্রভূত নিষ্কর বা লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ছিল। এ সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে, এই ল্যাণ্ড্ হোল্‌ডার্স্ সোসাইটির মাধ্যমে জমিদারেরা সক্রীয় হয়ে উঠলো। ইংরেজ কোম্পানীর এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা বৃটিশ পার্লামেন্টের মেম্বরদের কাছে তদবির চালাতে লাগলো এবং তাদের প্রভাবিত করতে লাগলো।

ঃ মামুজান!

ঃ শুধু তাই-ই নয়। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে জমিদারেরা লণ্ডনেও "বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে একটা সমিতি খুলে বসলো। দ্বারকানাথ ঠাকুর এ কাজে লণ্ডনে গেলেন এবং ফিরে আসার সময় জর্জ টমসন নামক এক প্রভাবশালী ইংরেজকে সাথে নিয়ে এলেন। এই টমসনের সহায়তায় তিনি কলিকাতাতেও লণ্ডনের অনুকরণে "বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে আর একটা সমিতি গড়ে তুললেন। উইলিয়ম থিওবল্ড নামের এক প্রতাপশালী নীলকর এ সমিতির সভাপতি হলো। এ সমিতির মাধ্যমে জমিদারেরা রায়তের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার সাথে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে লাগলো। স্বাভাবিকভাবেই বন্ধু এতে বেজার হলো। অর্থাৎ ইংরেজ কোম্পানী নাখোশ হলো। ফলে, জমিদারদের উস্কানীতে আমাদের দমন করার আগ্রহ তাদের নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

ঃ তাই নাকি মামুজান? বাঃ! বড় মজার ব্যাপার তো!

ঃ মজার ব্যাপার আরো আছে বাপজান। আমাদের, অর্থাৎ এ দেশের রায়তদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলার লোক এ সময় ইংরেজদের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এলো।

ঃ কি রকম–কি রকম?

ঃ এরা খৃষ্টান মিশনারী। প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানেরা বাংলায় খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে নেমে জমিদার ও নীলকরদের কার্যকলাপে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। খৃষ্টান ধর্ম যারা গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে আর করছে, তারা প্রায় সকলেই গরীব রায়ত। নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত রায়তের কাছে মিশনারীরা ধর্ম নিয়ে এলেই অনেকে সরাসরি বলেছে আর বলছে, "যে স্বর্গে অমুক অমুক নীলকর সাহেব যাবে, সে স্বর্গে যেতে তারা রাজী নয়।" অর্থাৎ নীলকরদের অত্যাচার মিশনারীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এছাড়া, জমিদারেরা খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরীত গরীব রায়তদের উপর পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ-বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে নানাবিধ অন্যায় ও অতিরিক্ত কর আরোপ করায়, আমাদের মতো ঐ ধর্মান্তরীত রায়ত ও তাদের পক্ষে খৃষ্টান মিশনারীরাও প্রতিবাদ তুলছে এখন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ মিশনারীরা দেখছে, জমিদার আর নীলকরেরা প্রজাদের শোষণ করে এতই নিঃস্ব করে ফেলেছে যে, খৃষ্টান রায়তের অভাবের তাড়নায় ছেলেমেয়েদের মিশনারী ইস্কুলে প্রেরণ করতে পারছে না। পাঁচ-ছয় বছর বয়স হলেই ছেলেমেয়েদের শ্রম ও শ্রমবেচা উপার্জন সংসারের জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। ফলে, খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের ধর্ম প্রচারের স্বার্থেই জমিদার ও নীলকরদের হাতে রায়তদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছে।

মাহমুদ আলী উল্লাসভরে বলে উঠলো—সোবহান আল্লাহ ! একেই বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ঃ জি বাপজান, তা-ই ঘটেছে। জমিদারদের দেখাদেখি, মিশনারীরাও পত্র-পত্রিকা বের করছে। "দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামের তাদের এক পত্রিকায় মিশনারীরা খুব জোরালোভাবে বলেছে যে, প্রজাদের বিরুদ্ধে জমিদার ও নীলকরেরা যে অভিযোগ সরকারের কাছে এনেছে, তার চেয়ে হাজার গুণে অধিক ও লোমহর্ষক অভিযোগ জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের আছে।

ঃ মামুজান !

ঃ "দি ক্যালকাটা খৃশ্চিয়ান অবজারভার" নামে মিশনারীদের আর এক কাগজ বলেছে, অতিমাত্রায় অত্যাচারিত যে রায়তদের চীৎকারে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সেই রায়তদের আরো অধিক নিষ্পেষিত করার জন্যে 'ল্যাণ্ড্ হোলডার্স্ সোসাইটি' জমিদারদের হাত আরো প্রবলভাবে শক্তিশালী করবে। রায়তদের প্রতিকার পাওয়ারও কোন পথ নেই। কারণ, আইন আদালত পুলিশ তামামই ঘুষ, দুর্নীতি ও পক্ষপাত দোষে নিদারুণভাবে দুষ্ট। এর অসংখ্য নজীর তুলে ধরেছে ঐ পত্রিকা।

ঃ সাব্বাস–সাব্বাস !

ঃ যদিও জমিদার ও নীলকরদের প্রচারণার তুফান মিশনারীরা ছাপিয়ে উঠতে পারেনি, তবু এসব তথ্য ইংরেজ সরকারের নজরে আসায় জমিদারদের উস্কানী সরকারকে আশানুরূপ বিচলিত করতে পারলো না। অর্থাৎ, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে বিরোধিতা করার দরুন এবং মিশনারীদের মাধ্যমে জমিদার নীলকরদের অপকীর্তি অনেকখানি ফাঁশ হওয়ার দরুন, ইংরেজ সরকার আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হলো না।

www.pathagar.com

ঃ খুব ভাল কথা। তাদের শুভবুদ্ধির উদয়ই একে অনেকখানি বলা যায়। তারপর বলুন মামুজান, আমাদের লোকেরা জেলে গেলেন কি কারণে?

ঃ কারণ ঐ একটাই। সরকার এগিয়ে এলোনা দেখে, কলিকাতার সংস্থা সোসাইটিগুলোর বলে আর পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট হাত করে আমাদের দমন করার কাজটি জমিদার-নীলকরেরা আবার নিজের হাতেই তুলে নিলো। দল বেঁধে সামনা সামনি এগিয়ে না এসে একক আর বিচ্ছিন্নভাবে তারা নির্যাতন করা শুরু করলো। নির্যাতন করে আমাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো।

ঃ নির্যাতন ! কি ধরনের নির্যাতন?

ঃ নিদারুণ দৈহিক নির্যাতন। নামমাত্র অজুহাতে বা বিনে অজুহাতেই তারা ফরায়েজী প্রজাদের ধরে দাড়ির সাথে দড়ি বেঁধে গাছের সাথে ঝুলাতে লাগলো। মরিচ পুড়িয়ে নাকের মধ্যে ঢুকাতে লাগলো। হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে বিষ পিঁপড়ে ও বিষাক্ত পোকামাকড় নাভীর উপর ছাড়তে লাগলো। নির্মম প্রহার ও সম্ভাব্য সকল প্রকারের নির্যাতন চালাতে লাগলো। ধোপানাপিত ও নলজল বন্ধ করে এক ঘরে করে রাখতে লাগলো। এর সাথে জমিজমা থেকে উৎখাত করা, আটক করে রাখা, মিথ্যা মামলায় জড়ানো এবং দাড়ির উপর কর বসানো সহ অন্যান্য অবৈধ কর দ্বিগুণ হারে আদায় করতে লাগলো।

শুনতে শুনতে মাহমুদ আলীর কর্ণমূল গরম হয়ে উঠলো। সে আর্তনাদ করে বললো—উঃ ! কি নির্মম ! আপনারা তাহলে করলেন কি মামুজান? এতটার পরও দেশের তামাম ফরায়েজীরা চুপ করে রইলেন সবাই?

ঃ চুপ করে থাকেননি বলেই তো আমাদের বাইশজনকে জেলে যেতে হয়েছে। জমিদারদের মধ্যে নির্যাতনের প্রধান হোতা ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ন ঘোষ ও তার ভাই মদন মোহন ঘোষ আর নীলকরদের মধ্যে প্রধান হোতা ফরিদপুরের কুখ্যাত নীলকর কুঠিয়াল এ. এ. ডানলপ্। তার আঁওতাধীন ফরায়েজীদের নির্যাতন করার সাথে ডানলপ্ আমাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে উস্তাদ দুদু মিয়াকে বার বার মিথ্যা মামলায় জড়াতে লাগলো, যদিও প্রমাণ না থাকায় উস্তাদ বার বারই খালাস পেলেন।

ঃ কি শয়তানী !

ঃ তার চেয়েও সাংঘাতিক আচরণ শুরু করলো ফরিদপুরের ঘোষ জমিদার বংশ। অত্যাচারী অন্যান্য জমিদার সহ চরম অত্যাচারী কানাইপুরের জমিদার শিকদারেরাও অত্যাচারের মাত্রায় ঘোষদের কাছে ম্লান হয়ে গেল। ডান্‌লপের উস্কানীতে জমিদার জয়নারায়ন ঘোষ, বিশেষ করে তার ভাই মদন মোহন ঘোষ ফরায়েজী রায়তদের ধরে এতই নির্মম ও নিদারুণভাবে দৈহিক নির্যাতন করা শুরু করলো যে, তাদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। আর কত সয়? অত্যাচারের দাঁত ভাঙ্গা জবাব না দিলে তাদের অত্যাচার থামবে না বুঝে, আমরা কিছু করার আগেই, একদল ফরায়েজী ভাই গিয়ে জয়নারায়নের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে বাড়ীঘর তছনছ করে দিলো এবং এরপর অত্যাচারের প্রধান জাণ্ড মদন মোহন ঘোষকে বেঁধে আনলো। ক্রোধ সামলাতে না পেরে তাদেরই আবার কয়েকজন এক ফাঁকে মদন মোহনকে হত্যা করলো।

www.pathagar.com

ঃ সাব্বাস্ ! মরদের কাম করেছেন তাঁরা।

ঃ হ্যাঁ, আমাদের দিক দিয়ে কাজটা প্রশংসারই বটে। কিন্তু অপর পক্ষ চুপ করে থাকবে কেন ? ১১৭জন ফরায়েজী ভাইকে আসামী করে সেসন জজ কোর্টে মামলা দায়ের হলো। সাক্ষী-প্রমাণে অন্যান্যদের দোষী সাব্যস্ত করতে না পেরে বিচারক তাদের খালাস দিলেন এবং প্রকৃত হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে না পেরে বিচারক অনেকটা জিদের বশেই পাইকারী হারে বাইশজনকে সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

মাহমুদ আলী ম্লান কণ্ঠে বললো—মামুজান।

কাদির বক্‌স সাহেব ফের উৎসাহ্ ভরে বললেন—তবে এ জন্যে আমাদের লোকেরা আদৌ দমেনি বাপজান। দণ্ডপ্রাপ্ত ভাইয়েরা হাসিমুখে জেলে প্রবেশ করেছেন আর সকল ফরায়েজী ভাইদের মধ্যে এতে করে চরম উৎসাহ্ ও প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মৃত্যুবরণ করাকেও এখন সবাই দুর্লভ কিস্‌মতের ব্যাপার বলে মনে করছেন। পাশাপাশি কানাইপুরের শিকদারদের বিরুদ্ধে রওনা হতে গেলে ভয়ে তারা এসে আমাদের সাথে আপোষ করে নিয়েছে।

ঃ তাই নাকি ? এটা তাহলে খুবই আশার কথা। আচ্ছা হ্যাঁ, মোল্লা চাচার খবর কি মামুজান ? জালালউদ্দীন মোল্লা সাহেব কেমন আছেন ?

ঃ তাঁর তবিয়ত ভাল নেই বাপজান। বিমারে ভুগে ভুগে তিনি এখন বড়ই কমজোর হয়ে গেছেন। আর শ্রম দিতে পারেন না।

মাহমুদ আলীর আগমন খবর পেয়ে ইতিমধ্যে অন্যান্য লোকজন এসে হাজির হওয়ায় তাদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

১০

কাদির বক্‌স সাহেব পরের দিন সকালেই বিদায় নিলেন। কাদির বকস্ সাহেবকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে এসে মাহমুদ আলী তখনই আর বেরুলো না। বাহির বারান্দার দিকের দুয়ারটা খুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে কিতাব নিয়ে বসলো। কয়েকটা পাতা উল্টাতেই "হাকিম চাচা বাড়ীতে আছো ? তোমাদের আলেম সাহেব নাকি গতকাল দেশে ফিরে এসেছে ? কই, কোথায় সেই জবরদস্ত এলেম হাসিল করা লোক ? একটু ডাকো তো দেখি—

বলতে বলতে বারান্দার উপর উঠে এলো ইসরত জাহান। খোলা দরজা দিয়ে মাহমুদ আলীকে দেখতে পেয়েই ফের সকৌতুকে বলে উঠলো—ওম্মা ! আলেম তো একদম পাঁড় আলেম দেখছি। এসেই অমনি কিতাব খুলে বসেছে ?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে মাহমুদ আলীও ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আরে একি ! খোদ জমিদার সাহেবা যে ! আসুন আসুন। কি কাণ্ড, প্রজার বাড়ীতে রাজার পা !

নিজের কুরসীখানা সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারের কাছে এগিয়ে দিয়ে মাহমুদ আলী আর একখানা কুরসী টেনে বসতে বসতে পুনরায় বললো—জমিদার সাহেবা আসবেন, সে

www.pathagar.com

খবরটাতো জানাতে হয় ? একটু প্রস্তুত থাকতে পারি। আসুন-আসুন, এ আসনেই বসুন।

মাহমুদ আলী হাত দিয়ে কুরসী ঝাড়তে লাগলো। ইসরত জাহান নাখোশ কণ্ঠে বললো—ব্যস্ ! এসেই অমনি শুরু হলো উপহাস ?

ঃ কেন, উপহাস হবে কেন ? আপনি এখন জমিদার, এটা কি মিথ্যা কথা ?

ঃ কি বললে ? "আপনি"? আমাকে 'আপনি' বলছো তুমি ?

ঃ হ্যাঁ, বলতেই তো হবে। যার যা সম্মান তা কি দিতে হবে না তাকে ? রাজার সাথে প্রজার কি বেত্তমিজী চলে ? তাজিমের সাথে কথা বলতে হয়।

ইসরত জাহান গোমড়া মুখে বললো—হুঁউ ! বাঁকা চাঁদের মতো যে গাছের গোড়া জন্ম থেকেই বাঁকা, সেটা কি আর টিপেটেপে সোজা করা যায় ?

ঃ মানে ?

ঃ ইসরত জাহান তীব্রকণ্ঠে বললো—তোমাকেও তো তাহলে "আপনি-আপনি" করতে হয় আমার ? আমি তাই করবো নাকি ?

ঃ কেন, তা করার প্রশ্ন কি ?

ঃ প্রশ্ন তো আছেই। দেশের সেরা আলেম তুমি এখন ! রাজা-বাদশাহ যে যা-ই হোন, কিছুমাত্র মনুষত্ব ভেতরে থাকলে, এলেমের কদর না দিয়ে তিনি পারেন কি করে ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ কেন, এটা কি কোন নতুন কথা ? বিষয়-সম্পত্তি, প্রতাপ-প্রতিপত্তি, সবই অস্থায়ী আর বাইরের জিনিস। আজ আছে, কাল নেই। হাড়ি-চাঁড়াল-ডোমের উপরও অনেক সময় এসব এসে গড়িয়ে পড়ে আপ্‌ছে আপ্। কিন্তু এলেম ভেতরের বস্তু। আমৃত্যু এর ক্ষয় নেই। হস্তান্তর হয়েও যায় না। কেউ কেড়ে নিতেও পারে না। ওদিকে আবার, আপ্‌ছে আপ্ গড়িয়ে এসেও পড়ে না। সাধনা করে অর্জন করতে হয় এটা। এর কি বাড়া আছে কিছু ?

মাহমুদ আলী হাসিমুখে বললো—বাব্বা, সেরেফ জমিদারই হওনি, সেই সাথে জ্ঞানবুদ্ধিও বৃদ্ধি পেয়েছে জিয়াদা। এসো-এসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ভেতরে এসে বসো।

ইসরত জাহান খুশী হলো। হাসি চেপে বললো—তাজিমের সাথে কথা বলার বাতিকটা দূর হয়েছে তো ?

ঃ এত বেশী পেঁচালে কি আর দূর না হয়ে পারে ? এসো-এসো—।

খোশদীলে এসে কুরসীতে বসতে বসতে ইসরত জাহান বললো—তুমি এসেছো, তা আমি গতকালই শুনেছি। কিন্তু বুঝতেই তো পারছো, আগের মতো আর সেই ফুরসুত অবসর নেই। হাজারটা ঝামেলা একের পর এক ঘাড়ে এসে পড়ে। আসবো আসবো করেও তাই গতকাল সময় করতে পারলাম না।

ঃ সে কি ! তুমি আসবে কেন ? তুমি আমাকে স্মরণ করেছো, কোন পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে তা জানালেই তো পারতে।

www.pathagar.com

ইসরত জাহান কটাক্ষ করে বললো—ওরে বাপ্‌রে ! নিজে আমি আসাতেও হুজুরের মর্জি হাসিল হচ্ছে না, পাইক-পেয়াদা পাঠালে কি আর রক্ষে ছিল ?

ঃ তা কেন ? এতক্ষণ তো একটু রসিকতা করলাম। নইলে, তোমার আব্বা-আম্মা দু'জনই ইন্তেকাল করেছেন, তুমি এতিম হয়ে গেছো, এটা শুনার পর আমিও তো দুঃখ পেয়েছি অনেকখানি। তুমি না এলে বা না ডাকলেও, আমি একবার যেতামই।

সহানুভূতির আমেজে ইসরত জাহানের দীল আর্দ্র হলো। সে নরম সুরে বললো—সত্যি বলছো ?

ঃ সত্যি হবে না কেন ? তুমি একটা কচি মেয়ে। বয়স এখনও এমন কিছু হয়নি। এতবড় ঝামেলাটা যে কি করে তুমি সামলাচ্ছো, আমি ভেবেই উঠতে পারছিনে। একটা জমিদারী চালাতে হলে অনেকখানি অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ পূর্বজ্ঞান প্রয়োজন হয়। আগে থেকেই এর সাথে অল্প বিস্তর সম্পৃক্ত থাকতে হয়। এসব তোমার আদৌ কিছু ছিল বলে তো জানা নেই আমার।

ঃ কিছুমাত্র নেই। কোন অভিজ্ঞতাই এ ব্যাপারে আমার কিছু ছিল না। আকাশ থেকে পড়ার মতো হুড়মুড় করে এই বোঝা আমার মাথায় এসে পড়লো। অকস্মাৎ ছাদ ভেঙ্গে মাথার উপর পড়ার মতো ব্যাপার। আমি তো দিশেহারা।

ঃ তাহলে চালাচ্ছো কি করে ?

ঃ চালাচ্ছি আর কোথায় ? সেরেস্তাদার নূরুল আলম চাচা আছেন বলেই রক্ষে। আসলে সবকিছু উনিই চালাচ্ছেন। মালিকানাটা আমার—এই যা। অর্থাৎ নামে মাত্র জমিদার হয়ে আছি আর উপরের হুমকি-ধমকি খাচ্ছি।

ঃ হুমকি-ধমকি !

ঃ জানোই তো জমিদারীটা পেতে আর চালাতে আমার আব্বাকে কত পীরের মন যোগাতে হয়েছে ? আব্বা আর নেই, কিন্তু পীরেরা তো বহাল তবিয়তেই আছে সব। তার উপর, আমাকে এক কম বয়সী মেয়ে পেয়ে আরো যেন পেয়ে বসেছে সবাই।

ঃ ইসরত !

ঃ এসব কথা থাক এখন। আগে তোমার কথা শুনি। এলেম শিক্ষা করতে সেই গেলেই, আমি বলাতে প্রথমে বেঁকে বসলে খামাখা। তা তুমি কি এলেম শিক্ষা শেষ করে এলে, না আবার যাবে ?

ঃ এলেম শিক্ষার কি শেষ বলে আছে কিছু ? তবে যেটুকু হয়েছে, ও-ই থাক। আর কত ?

ঃ ঠিক-ঠিক। ভিন দেশে আর কতদিন ? তা এতদিন এতদূরে রইলে, এদিকের কথা কিছু মনে পড়েনি তোমার ? তোমার বাড়ী-ঘর, গ্রাম, আমরা—এসব কিছু ?

মাহমুদ আলী মৃদু হেসে বললো-তা আবার পড়ে না ? যতটা শ্বাপদ সংকুলই হোক, নিজের জন্মভূমি, জন্মস্থান, প্রতিবেশী-পরিজনের প্রতি টানই একটা আলাদা টান। কিন্তু যে কাজে গেছি, এ নিয়ে অধিক কাতর হলে তো সে কাজটা আমার হবে না।

www.pathagar.com

ঃ তা বটে-তা বটে। আচ্ছা, আমার এ অবস্থার কথা তুমি কি আগেই শুনেছিলে, না বাড়ীতে এসে শুনলে ?

ঃ আগেও না, বাড়ীতে এসেও না। পথেই এ খবরটা পেলাম। অতি সংক্ষেপে পল্লবী মজুমদার এ খবরটা আমাকে দিলো।

সচকিত হয়ে উঠে ইসরত জাহান বললো—পল্লবী !

মাহমুদ আলী বললো—এক খেয়াঘাটে হঠাৎ তার সাথে আমার দেখা।

ঃ পল্লবীর সাথে দেখা হলো তোমার ? তাহলে তার হালতটাও তো দেখেছো ?

ঃ শুধু দেখিনি। পল্লবীর মুখে মোটামুটি শুনলামও সব। আহা বেচারী ! তবে, পল্লবী দেখলাম অনেকটা শক্ত মেয়ে। এ নিয়ে তার দুঃখ আছে বটে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি খুব একটা। নিজেকে প্রবোধ দেয়ার শক্তি তার আছে।

ঃ এত কথাই তার সাথে হলো তোমার ?

ঃ হলোই তো। তার কথাও সে বললো আবার তোমাদের কথাও বললো। অল্প কথায় অনেক খবর সে আমাকে দিলো।

ঃ তাই ?

ঃ বাড়ীতে এসে সময় মতো একবার দেখা করারও আহ্বান আমাকে জানালো।

ইসরত জাহানের চোখের আয়তন বড় হলো। বললো—তাজ্জব ! এটা কি কেবলই আকস্মিক ব্যাপার, না এর মধ্যে আর কিছু আছে ?

ইসরত জাহানের মুখে চাপা হাসি। মাহমুদ আলী বললো—আর কিছু মানে ?

ঃ কোন মারুফতি টান ? যতবারই দেশে ফিরে আসো তুমি, ততবারই সবার আগে পল্লবীর সাথেই সাক্ষাত হয় তোমার। ব্যাপারটা কি ? সেবার যখন এলে, সেই যে সেই গোছল করে যাওয়ার সময় নদীর তীরে ভেজা কাপড়ে, পল্লবীর সাথেই আগে তোমার সাক্ষাত হলো। তাকে ডিঙ্গিয়ে আসার পর আমার সাথে দেখা। এবারও দেখছি সবার আগে তার সাথেই মোলাকাত। ঘটনা কি ?

ঃ ঘটনা আবার এর মধ্যে কি থাকবে ? একটা ভাগ্য বিড়ম্বিতা মেয়ের সাথে সাক্ষাতটা যদি এবারও আগে হয়েই থাকে, তা দোষের কি হলো ?

ঃ দোষের কিছু নয়। তবে পল্লবীর মুখে তোমার গুণের কথা ফুরায় না। তোমারও দেখছি ঐ রকমই অবস্থা, এই আর কি !

ঃ ঈর্ষা হচ্ছে বুঝি ?

ঃ ঈর্ষা ? আমার বয়েই গেছে ঈর্ষা হতে। কার সাথে কোথায় কার কোন্ কথা হলো, কে তার মনের দুঃখ কার কাছে উজাড় করে দিলো—আমার তা নিয়ে ঈর্ষার কি আছে ?

আড় চোখে চেয়ে হাসতে লাগলো ইসরত জাহান। মাহমুদ আলী বললো—না হলেই ভাল। মনে দুঃখ থাকলে, সহানুভূতিশীল জনের কাছে অনেকেই তার দুঃখের কথা বলে। পল্লবীর এটা একার ব্যাপার নয়।

ঃ কি বললে ? সহানুভূতিশীল ! তুমি পল্লবীর সহানুভূতিশীলজন ? যাক, একটা ব্যাপার জানা গেল তাহলে। বুঝা গেল, পল্লবীর আফসোসটা ষোল আনা সত্যি নয়।

www.pathagar.com

ঃ কি রকম ?

ঃ পল্লবীর শাদি বৃদ্ধের সাথে হয়েছিল তাতো নিশ্চয়ই তার কাছে শুনেছো ? শাদির সময় আমি তাকে বার বার আপত্তি করতে বললাম। বৃদ্ধ বর বরণ করতে নিষেধ করলাম। কিন্তু সে তা শুনলো না। বললো, "কার মুখ চেয়ে এতবড় ঝুঁকি নিতে যাবো আমি ? নিশ্চিন্তে ভরসা করা যায়, অনেকের মতো, এমনটি আমি কি আর পেলাম কাউকে এ জীবনে ? একটু আহা বলার মতোও তো কোন সৎ-সুন্দর লোক আমার নজরে নেই। আমি নারাজ হবো কার বলে ?" এখন দেখছি, পল্লবীর কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। একটু আহা কেন ? তার প্রতি ভীষণভাবে সহানুভূতিশীল সৎ-সুন্দরজন একজন আছে। আবাগীর বেটি বুঝেও এটা বুঝলো না।

মুখে আঁচল দিয়ে ইসরত জাহান হাসতে লাগলো। মাহমুদ আলীর নজর প্রায় বরাবরই জমিনের দিকে ছিল। এবার সে নজর তুলে বললো—হাসছো যে ?

ঃ হাসবো না ? বুঝেও যে বুঝে না, তার জন্যে কি কাঁদবো ?

ঃ বেশ তো, সে না হয় বুঝেনি। তুমি কি বুঝেই বেঁকে বসেছো বার বার ? শাদিতে রাজী হওনি ?

ঃ আমি ?

ঃ হ্যাঁ তুমি। পল্লবীর কাছেই শুনলাম, তোমার আব্বাও তোমার শাদির অনেক সম্পর্ক এনেছিলেন। কিন্তু তুমি রাজী হওনি। প্রবল আপত্তি তুলেছো প্রতিবার। তোমার বরও কি সবাই বৃদ্ধ অথর্ব ছিল ?

ঃ বৃদ্ধ অথর্ব ! তা হবে কেন ?

ঃ তা না হলে তোমার নারাজ হওয়ার কারণ ? ভরসা করার তুমি বুঝি পেয়েছো কাউকে ইতিমধ্যে ? সেই বুঝেই তুমি তাহলে—

ইসরত জাহান দরাজ কণ্ঠে বললো—জিনা। ঐ পল্লবীর মতো আমার কপালও পোড়া কপাল। প্রাণপাত করেও এমন কাউকে আজ পর্যন্ত হাত করতে পারিনি।

ঃ তাই নাকি ? তাহলে শাদিতে রাজী হলে না কেন ?

ঃ রাজী হলে খুবই বুঝি খুশী হতে তুমি ?

ঃ আমাকে খুশী রাখার জন্যেই কি শাদিতে তুমি রাজী হওনি, বলতে চাও ?

ঃ আমার দায় পড়েছে একজন কাঠ গোঁয়ারকে খুশী রাখতে। আমি কি আর মানুষ খুঁজে পেলাম না ?

ঃ তা পাবে না কেন ? এখন অনেক উঁচু আসনে উঠেছো। তোমাদের ঐ জগতের কত তা-বড়ো তা-বড়ো মানুষ এখন তোমার জন্যে জান ছাড়তে চাইবে !

ঃ চাইবে। একশো'বার চাইবে। তা নিয়ে কথা কি ? তোমার কি হিংসে হচ্ছে তাতে ?

ঃ মোটেই না–মোটেই না। ওসব স্বর্গের ব্যাপার নিয়ে মর্তের লোকের মাথা ব্যথা কি ? দেব-দেবীরা যতখুশী লীলা-কেলী করুক, মর্তের লোকের তাতে হিংসের কি আছে ?

www.pathagar.com

হাকিমউদ্দীন এ সময় নাস্তাপানি সহকারে হাজির হলো। তা দেখে ইসরত জাহান নারাজ কণ্ঠে বললো—আরে আরে, এসব কি ? এতসব করতে গেলে কেন ? আমি নাস্তা করে এসেছি। আমার নাস্তার দরকার নেই।

হাকিমউদ্দীন হাসিমুখে বললো—তা বললেই কি হয় আম্মাজান ? তুমি সেই কতদিন পরে এলে। শুধু মুখে কি তোমাকে বিদায় করতে পারি ? তোমাকে দেখেই তো ছুটে গিয়ে গরীবানা হালে এই আনযামটুকু করলাম।

ঃ না-না, আমি কিছু খেতে পারবো না। তুমি এসব নিয়ে যাও—

ঃ সেকি আম্মাজান ? বেশী না পারো, একটুখানি মুখে দাও।

ঃ উঁহুঁ, একটুখানিও নয়। এছাড়া বেশীক্ষণ আর থাকতেও পারবো না। তুমি নিয়ে যাও।

মাহমুদ আলী এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললো—নিয়ে যাও চাচা। তোমারও কাজ নেই। সবাই কি সবার বাড়ীতে খায়, না সবরকম খানা সবাই খেতে পারে ?

ইসরত জাহান ফোঁশ করে উঠলো। বললো—ইশ্‌রে। দিলে আবার আর এক খোঁচা ? আমাকে কি কেবল খুঁচিয়েই তুমি সুখ পাও ?

মাহমুদ আলী বললো—তা না হলে একটুও মুখে দেয়া যাবে না, এমন তো হারাম কিছু নয় ?

ঃ উঃ ! দাও চাচা, দাও-দাও। খেলে আর কি হবে ? একটু অসুবিধে হবে হোক। মরে তো আর যাবো না ?

—বলেই সে বাটিবর্তন হাকিমউদ্দীনের হাত থেকে ধরে নিতে লাগলো। এরপর অর্ধেকটা মাহমুদ আলীকে নিজের হাতে ভাগ করে দিয়ে আর অর্ধেক টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করলো।

মাহমুদ আলীও খাওয়া শুরু করে খোশকণ্ঠে বললো—এই না সুশীলা মেয়ে !

আহার শেষে হাকিমউদ্দীন বাটিবর্তন নিয়ে গেল। হাতমুখ মুছে ইসরত জাহান বললো—অনেক সময় হয়ে গেল। আর মোটেই দেরী করা যাবে না। অভয় দিলে যাবার আগে একটা কথা বলি—

ঃ বলো।

ঃ তবু আমার ভয় লাগছে।

ঃ আহা বলোই না।

ঃ আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছো তুমি। আমার মতো এক মেয়েছেলের পক্ষে এ বোঝা অধিক দিন টানা বড় দুঃসাধ্যের ব্যাপার। নূরুল আলম চাচাও বৃদ্ধ লোক। ক'দিক সামলাবেন তিনি ? তুমি মস্তবড় এলেমদার মানুষ। আমার জমিদারীর দায়িত্বটা তুমি যদি একটু নিতে !

ইসরত জাহানের মুখের দিকে নিমেষখানেক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকার পর মাহমুদ আলী বললো—আমাকে কি তোমার নকরী নিতে বলছো ?

www.pathagar.com

ঃ ওরে সর্বনাশা। তাতে যে তুমি রাজী হবে না, সেতো জানিই। জমিদারীর অর্ধেকটা তোমার নামে পার করে দেবো। নিজের কাজ হিসেবেই তুমি জমিদারীটা চালাও।

ঃ অর্ধেকটা পার করে দেবে ?

ঃ চাও তো পুরোটাই দেবো। তবু তুমি রাজী হও।

ঃ পুরোটাই দেবে ? তাহলে তোমার থাকবে কি ?

ঃ কিছুই আমি চাইনে। একটু শান্তি আর নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারলেই আমি খুশী।

ঃ একটু শান্তি আর নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার ভরসা পেলেই কি তুমি যে কাউকে তোমার জমিদারীটা দিয়ে দিতে পারো ?

ঃ এক কণাও নয়। একমাত্র তোমাকেই আমি নিশ্চিন্তে পুরোটাই দিয়ে দিতে পারি। অন্যথায় যে যত কসমই খাক আর যত শপথই করুক, সূচাগ্র পরিমাণও নিশ্চিন্তে অন্য কাউকে দিতে পারিনে আমি। তুমি রাজী হও। দ্বিমত করো না।

লহমা খানেক নীরব থাকার পর মাহমুদ আলী ম্লান কণ্ঠে বললো—আমিও যে কোনমতেই এমন সৌভাগ্য গ্রহণ করতে পারিনে ইসরত জাহান ? একটা কেন, এমন পাঁচটা জমিদারী আমাকে এক সাথে দিলেও তা সম্ভব নয়।

ঃ কেন নয় ?

ঃ মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে জমিদারী করা গেলে, তুমি আমাকে এক বিন্দু না দিলেও তোমার জমিদারী চালানোর দায়িত্ব আমি খোশদীলে গ্রহণ করতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয় না।

ঃ মাহমুদ !

ঃ যেখানে ঐ হুমকি ধমকির ব্যাপার আছে, যারা আমাদের সর্বগ্রাসী জাত দুশমন, যাদের দাপট ও জুলুম প্রতিহত করাই আমাদের ঈমানী দায়িত্ব এবং সর্বোপরি, যাদের সাথে আমরা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের পায়ে ফুল দেয়ার আর তাদের তোয়াজ করার কোন প্রশ্নই কখনো উঠে না।

ঃ তবু একটু ভেবে দেখো, একটু নরম হওয়ার চেষ্টা করো।

ঃ না–না, এমন অনুরোধ তুমি আমাকে করো না। অন্য কথা বলো।

এতসত্ত্বেও ইসরত জাহান আরো কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করলো। আবদার অনুরোধ জানালো। কিন্তু মাহমুদ আলী অনড়। সে একবিন্দুও টললো না। শক্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে নিজের অপারগতা জানিয়ে অটল হয়ে রইলো।

দুধে আলতায় মাখানো ইসরত জাহানের কুসুম কান্তি মুখমণ্ডল মৃত্যুপথযাত্রী রুগীর মতো পাণ্ডুর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে ধীর কণ্ঠে বললো—তাহলে আর একটা অনুরোধ করবো আমি তোমাকে। আমার কোন উপকারেই যখন লাগলে না, দয়া করে আমার অপকারটা করো না, এই আমার মিনতি।

মাহমুদ আলী মুখ তুলে বললো—অপকার ! অপকার মানে ?

www.pathagar.com

ঃ তোমাদের ঐ ফরায়েজী আন্দোলন আর জিহাদ নিয়ে এখানে কোন মাতামাতি করো না। একদম লাগালাগি বাড়ী। এতে আমার ক্ষতি হবে। বাড়ীতে এসেছো, ঘর-সংসার করো। আয় উপার্জনে মন দাও। পারলে আমি তোমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করবো। তুমি নিরিবিলি আর শান্ত জীবনযাপন করবে—এই আমার আরজ। রাজী ?

মাহমুদ আলী আবার দম ধরে রইলো। পরে ধীর অথচ শক্ত কণ্ঠে বললো—তা সম্ভব নয়।

আর একটা ধাক্কা খেলো ইসরত জাহান। ব্যথিত কণ্ঠে বললো—এটাও সম্ভব নয় ?

ঃ না। আমাদের আন্দোলন আর জিহাদে এ জিন্দেগী সঁপে দিয়েছি আমি। জমিদার, নীলকর আর ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আমার এই এলেম শিক্ষায় যাওয়া। এই জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জন করা। আমাদের সংগ্রামকে আরো কিছুটা বেগবান করতে না পারলে, আগের চেয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে নিতে না পারলে, আমার এই এলেম শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিবেক আর ঈমানের কাছে আমি দায়ী হয়ে যাবো।

ঃ কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না কেন, তাতে আমার সাথেই তোমার সংঘাতটা পয়দা হবে সরাসরি। এতদিন আব্বা ছিলেন জমিদার। তোমাদের সাথে কলহ-ফ্যাসাদ, দ্বন্দ্ব-দুশমিন, যা কিছু করার তিনিই করেছেন। আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি, সেসব আমার আবেগ আর মুখের কথা ছিল শুধু। কিন্তু আমি এখন জমিদার। তোমার বিরুদ্ধে লাঠি ধরতে হলে এখন আমাকেই ধরতে হবে।

ঃ তা যদি মনে করো, ধরবে। ও কথা আমি শুনে কি করবো ? তোমার যা খুশী তাই করবে !

ঃ আমার যা খুশী মানে ? আমি কি ইচ্ছে করে করবো কিছু ? আমাকে করতে হবে। আমার জমিদারী রক্ষার্থে—অস্তিত্ব রক্ষার্থে করতে আমি বাধ্য হবো।

ঃ বাধ্য হবে ?

ঃ হবো না ? যাদের অনুগ্রহের উপর আমার এই ক্ষুদ্র জমিদারীটা নির্ভরশীল—সেসব রাজা জমিদার আর ইংরেজদের ইচ্ছে-আদেশের বিরুদ্ধে আমার কি যাওয়ার উপায় আছে ? তারা যা চাইবে আর হুকুম করবে তা পালন করতে আমি নিয়তই বাধ্য। তাদের অবাধ্য আর সন্দেহভাজন হলে জমিদারীটা তো থাকবেই না, আমার মতো এক এতিম ও অসহায় মেয়ের জানটাও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মাহমুদ আলী তিক্ত কণ্ঠে বললো—অমন জমিদারী কি—তাহলে না করলেই নয় ? জমিদারীতে ইস্তফা দিলেই পারো।

ঃ ইস্তফা দিয়ে যাবো কোথায় ? খাবো কি ? এছাড়াও বড় কথা, এই অবস্থা থেকে একদম পথে এসে দাঁড়ানো কি আর আমার পক্ষে সম্ভব ? বিষয়বিত্ত সবকিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে আমার আর অস্তিত্ব রইলো কি ?

ঃ এতবেশী ভাবতে চাও ভাবোগে। রাজখানা খেতে চাও খাওগে। আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না।

www.pathagar.com

ঃ তবু একটু বুঝার চেষ্টা করো। একদম আমার ঘরের সাথে ঘর তোমার। এখানে কোন হৈচৈ হলে এর তামাম দায় আমাকে বইতে হবে। হাজার কৈফিয়ত আমাকেই দিতে হবে। সাথে সাথে সেই হৈচৈ দমন করার পুরো কাজটি আমাকেই করতে হবে। এটা তুমি কেন বুঝতে চাচ্ছো না?

ঃ বুঝতে আমি সবই পারছি। তবু আমি নিরুপায়।

ঃ বুঝতে পেরেও তুমি নিরুপায়?

ঃ বললামই তো, এটা আমার পণ।

ইসরত জাহান ক্ষেপে গেল। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো—পণ নয়, এটা তোমার বাতিক। তোমার গোঁ, তোমার বদ খেয়াল। শয়তান চেপেছে ঘাড়ে তোমার। শয়তানের তাড়নায় কেবল নিজের গোঁ আর খেয়াল-খুশীই আজীবন চরিতার্থ করে চলেছো। অন্যের দুঃখ-বেদনা, অসুবিধে-অশান্তি, কিছুই নজরে তোমার পড়ছে না।

ঃ বটে।

ঃ এসব লোক অন্যের কখনো আপন হতে পারে না। কারো দরদ ও অনুকম্পার হকদার হতে পারে না।

মাহমুদ আলী নতমস্তকে বললো—তা যা বুঝো।

ইসরত জাহান তীব্র কণ্ঠে বললো–আমার বুঝে কাজ নেই। তোমাকে আর একটা বিকল্প আমি দিচ্ছি। নিজের গোঁ যদি একান্তই না ছাড়তে পারো, দয়া করে ঘরদোর ভেঙ্গে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। আমার জমিদারীর বাইরে যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করো। সেখানে থেকে তুমি জমিদার মারো, ইংরেজ মারো, বাঘ সিংহ যা খুশী মেরে তুমি ছয়লাব করে ফেলো, একটা কথাও বলতে যাবো না আমি। আমার জমিদারীর মধ্যে এসব চলবে না।

ঃ এখান থেকে উঠে যাবো?

ঃ যাওয়াই বেহতর। তোমাকে উচ্ছেদ করতে বাধ্য করো না আমাকে।

ঃ উচ্ছেদ করবে এখান থেকে?

ঃ ঐসব মাতামাতি এখানে শুরু করলে উচ্ছেদ তোমাকে হতেই হবে। সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমিই উচ্ছেদ করবো তোমাকে। উচ্ছেদ তোমাকে না করলে শান্তি বলে কিছুই আমার থাকবে না।

ঃ এতো সবই পুরানো কথা। পারলে করবে।

ঃ তবু তুমি স্বেচ্ছায় যাবে না?

ঃ না। আমিও টিকে থাকার চেষ্টা করবো। পারলে থাকবো, না পারলে চলে যাবো। তোমার আর তোমার ঐ উপরওয়ালাদের হুমকি ধমকের ভয়ে আগেই আমি লেজ গুটিয়ে চলে যেতে পারিনে। এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তোমাদের জমিদার গোষ্ঠীর সমবেত ইচ্ছে ও অভিলাষ। আমাদের উৎখাত করার অভিলাষ ও দুরভিসন্ধি। তা মেনে নিয়ে আমি চলে যেতে পারিনে।

ঃ পারো না।

www.pathagar.com

ঃ না। তা গেলে জিহাদ করা চলে না। জিহাদ জিহাদই।

ঃ অর্থাৎ জিহাদ তুমি চালাবেই?

ঃ চালাতেই হবে আমৃত্যু।

ঃ এখানে থেকেই?

ঃ যতক্ষণ পারি।

ঃ উহ্!

দু' হাতে নিজের মাথা চেপে ধরলো ইসরত জাহান। তার দু' চোখ ছল ছল করতে লাগলো। অলক্ষ্যে একবার তা দেখে মাহমুদ আলী তখনই আবার ফিরিয়ে নিলো চোখ। নীচু করলো মাথা। নিঃশ্বাস চাপলো নীরবে।

ক্ষণিক পরেই উঠে দাঁড়ালো ইসরত জাহান। চোখে তার আগুন জ্বলছে তখন। সে শক্ত কণ্ঠে বললো—ঠিক আছে। যত দুশমনি পারো তুমি করে যাও। আজ থেকে আমিও তোমার পরম দুশমন। জেনে রাখো, তোমার যাবতীয় বদবুদ্ধির মোকাবেলা ময়দানেই করবো আমি অতপর। আর অনুনয় করতে আসবো না। তোমার প্রতি আমার তামাম দরদ আর দুর্বলতা তোমার এ ঘরেই আমি কবর দিয়ে গেলাম।

টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইসরত জাহান। তাকে ফেরানোর কোন অজুহাত ও সামর্থ মাহমুদ আলীর রইলো না।

১১

আস্‌সালামু আলাইকুম। আসুন ভাই সাহেব, আসুন—আসুন। আমি সাগ্রহে আপনার পথ চেয়ে আছি—

নয়া উস্তাদ দুদু মিয়া অনেক লোকজন নিয়ে দহলিজে বসেছিলেন। তাঁর একজন চৌকিদার এসে মাহমুদ আলীর আগমন সংবাদ জানালে, তিনি শশব্যস্তে উঠে এসে মাহমুদ আলীকে সালাম দিলেন এবং উপরোক্ত কথাগুলো বললেন।

"ওয়ালাইকুমুস্ সালাম ও রাহমাতুল্লাহ" বলে মাহমুদ আলী এসে দুদু মিয়ার সাথে মোসাফাহা করলো এবং সসংকোচে বললো— আমি বোধহয় একটু অসময়ে এলাম। মানে, আপনাদের আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালাম।

দুদু মিয়া হাসি মুখে বললেন—আরে না-না। এটাতো আট পৌরে ব্যাপার। লোকজন নিয়েই আমার হরওয়াক্ত কারবার। আসুন-আসুন—

মাহমুদ আলীকে টেনে এনে এক পাশে বসালেন। এরপর হাজেরান মজলীসের সামনে মাহমুদ আলীর পরিচয় তুলে ধরে বললেন—ইনি আমাদের এক দুর্লভ ভাই। এতবড় এলেমদার ইনসান আমাদের দলের মধ্যে থাকলেও দু' একজনের বেশী নেই। আমার মরহুম ওয়ালিদের প্রায় কাছাকাছি এলেমদার ইনি। হয়তো বা তাঁর প্রায় সমকক্ষই হবেন।

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে মাহমুদ আলী বললো—তওবা তওবা! আমাকে গুনাহ্‌গার করবেন না। কোথায় তিনি আর কোথায় আমি। এই গোটা পূর্ব বাংলায়

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন অনন্য এক এলেমদার ব্যক্তি। আমার এলেম তাঁর এলেমের সিকি পরিমাণও হবে না।

জনগণকে উদ্দেশ করে দুদু মিয়া পুনরায় হেসে বললেন—সেটা যা-ই হোক, আপনারা জেনে আরো খুশী হবেন যে, এই ভাই সাহেব তুলনাহীন বিনয়ী আর নিরহংকার ব্যক্তি। অতিশয় সদাচারী আর সৎ-আলাপী মানুষ।

উপস্থিত জনগণের অনেকেই উঠে এসে মাহমুদ আলীর সাথে সালাম বিনিময় ও মোসাফাহা করলো। সকলেই ফের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেলে দুদু মিয়া মাহমুদ আলীকে বললেন—আপনি একটু বসুন ভাই সাহেব। এঁদের সাথে কথা আমার প্রায় শেষ হয়েই গেছে। বাদবাঁকীটুকু সেরে নিয়েই আমি আপনার সাথে বসছি। আপনাকে আমার খুব জরুরী প্রয়োজন আছে।

অতি অল্প সময়ে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল। দুদু মিয়া সবাইকে বিদায় করে দিলেন। এরপর মাহমুদ আলীর কাছে ফিরে এসে বললেন—এবার বলুন ভাই সাহেব, কেমন আছেন আর এযাবত কেমন ছিলেন।

মাহমুদ আলী খোশকণ্ঠে জবাব দিলেন—আল্লাহ তায়ালার অশেষ করুণায় ব্যক্তিগতভাবে আমি বরাবরই ভাল আছি, ভিনদেশেও ছিলাম, স্বদেশে ফিরেও বেশ ভালই আছি এখনও। কোন অসুবিধে হয়নি।

ঃ বেশ-বেশ। অনেক দিন পর দেশে ফিরে এলেন। এখন কেমন মনে হচ্ছে? কেমন বুঝছেন দেশের অবস্থা?

এর জবাবে মাহমুদ আলী সোচ্চার কণ্ঠে বললো—দেশের অবস্থা যা-ই হোক, সেটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের সংগঠনের একি অবিশ্বাস্য বিপ্লব ঘটিয়েছেন উস্তাদ? যেমনই শৃঙ্খলা, সবার মধ্যে তেমনই নজীরবিহীন একতা। এক আদেশে এক ইংগিতে সকলেই এক কাতারে চলছে আর এক নিয়মে কাজ করছে। কোন ব্যতিক্রম, গড়মিল বা ছন্দপতন নেই। ফরায়েজী ভাইদের পাড়ায় বা মহল্লায় ঢুকলে মনে হয় না এটা ইংরেজ অধিকৃত আর ইংরেজ শাসিত বাংলা মুলুক। মনে হয়, পৃথক শাসনের অধীন কোন পৃথক এক দেশ এটা। কি অদ্ভূত পরিবর্তন আর উস্তাদের কি তাজ্জব সাফল্য।

দুদু মিয়া মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। মাহমুদ আলী থামলে তিনি হাসিমুখে বললেন—তাই?

ঃ শুধু কি তাই? যেখানেই যাই সেখানেই দেখি, বিদেশীর আর বিজাতির চামচেগুলো ছাড়া, উস্তাদের তারিফে সকলেই মুখর। ফরায়েজী-অফরায়েজী বলে কোন কথা নেই। ঘটনা কি উস্তাদ? অন্ততঃ অফরায়েজীদের মধ্যে এতটা উৎসাহ আর এমন অনুভূতি পয়দা হলো কি করে?

ঃ সবই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী। আমাদের প্রচেষ্টায় যতটা না হয়েছে, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হয়েছে তার চেয়ে অনেক গুণে অধিক।

ঃ কি রকম উস্তাদ?

ঃ আমাদের বেশ কিছু ফরায়েজী ভাই যে এখন জেলে আর কেন তাঁরা জেলে, এসব তো শুনেছেন?

www.pathagar.com

ঃ জি-জি। মোটামুটি সবই শুনেছি।

ঃ ঘটনা ওটাই। যদিও তাঁরা জেলে গেছেন, তাঁদের অবদানই এই পরিবর্তন এনেছে। দেশের হীনতম জালিম জমিদার জয়-নারায়ণ ঘোষের বাড়ীতে হামলা চালানো আর মূর্তিমান শয়তান মদন মোহন ঘোষকে হত্যা করার ফলেই এ পরিবর্তন এসেছে।

ঃ বলেন কি!

ঃ জমিদার আর নীলকরদের অত্যাচারে শুধু ফরায়েজী কৃষক প্রজারাই অত্যাচারিত নয়, অফরায়েজী কৃষক প্রজারাও কমবেশী ঐ একইভাবে জর্জরিত ও নিষ্পেষিত। প্রতিকারের কোন পথ না থাকায় তারা সকলেই শুধু আহাজারী করেছে আর নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। এযাবত তারা বুঝে এসেছে, ঐ নির্মম নির্যাতন ভোগ করাই তাদের নসীব লিখন। এ থেকে কোন মুক্তি নেই।

ঃ আচ্ছা!

ঃ কিন্তু ঐ চরম জালিম ঘোষ জমিদারদের জুলুমের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করার সাথে সাথে এ দেশের কৃষক প্রজাদের, বিশেষ করে মুসলমান কৃষক প্রজাদের, নজর খুলে গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, ঐ অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করা তাদের নসীব লিখন নয়। এ থেকে মুক্তির পথও একটা আছে। আর সে পথ আমাদের এই পথ। মুখ মুজে অন্যায় সহ্য না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়ে জালিমের টুঁটি টিপে ধরা আর জুলুমের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া।

ঃ উস্তাদ!

ঃ আমাদের তাই তারা এর পথপ্রদর্শক ও উদোক্তা বলে ধরে নিয়েছে আর সুনাম সুখ্যাতি করার সাথে আমাদের হাত শক্ত করার জন্যে দলে দলে ছুটে আসছে।

ঃ সোবহান আল্লাহ। তাহলে এই যে এখানে এত লোক দেখলাম, এঁরাও কি অফরায়েজী?

ঃ অধিকাংশই অফরায়েজী। অল্প কিছু ফরায়েজী আর বাদবাঁকী সকলেই অফরায়েজী। এঁরাও আমাদের সাথে একাত্ম হতে এসেছেন।

ঃ একাত্ম মানে? আমাদের মতাদর্শও গ্রহণ করতে কি?

ঃ না। যদিও আমাদের মতাদর্শ গ্রহণ করার প্রবণতা এখন আরো বেড়ে গেছে, তবু সার্বিকভাবে অফরায়েজীদের লক্ষ্য সেটা নয়। তাদের অনেকের এখন লক্ষ্য —মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আর ঐক্যবদ্ধভাবে জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা আমাদের সাথে একত্রিত হয়ে অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইরাদা ব্যক্ত করতে এসেছিলেন। আমার শেষের কথাগুলো শুনে আপনারও তো এ রকমই কিছু ধারণা হওয়ার কথা।

ঃ জি-জি। তা হয়েছে আর তাইতো তাজ্জবই হচ্ছি কেবল।

www.pathagar.com

ঃ সবই ঐ রহমানুর রহিমের অশেষ রহম, ভাই সাহেব। কারো কোন ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এখানে নেই। সবাই আমরা শ্রম দেয়ার মালিক। ফল দেয়ার মালিক ঐ একজন।

ঃ জি-জি। হক কথা।

ঃ যে জন্যে আপনাকে এতটা স্মরণ করছি আমি, সেই কথাটা বলি এখন। আমাদের সংগঠনের প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধে তো ইতিমধ্যে অনেকটা জেনেছেন, আর বুঝেছেন নিশ্চয়ই।

ঃ জি, মোটামুটি সবটুকুই বুঝেছি বৈ কি ?

ঃ সাব্বাস। আপনাদের ঐ জামালবাটি এলাকার তত্ত্বাবধায়ক খলিফার পদ এখনো শূন্য আছে। ভারপ্রাপ্ত হিসাবে একজনকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে বটে, কিন্তু ও পদটা আপনার জন্যেই রেখে দেয়া হয়েছে।

মাহমুদ আলী সবিস্ময়ে বললো—সেকি ! আমার জন্যে ?

দুদু মিয়া বললেন—হ্যাঁ। বড়ই অশান্ত এলাকা ওটা। ওখানে এক ক্ষুদে মুসলমান জমিদার থাকায়, অশান্তিটা বরাবরই ওখানে বেশী। ক্ষুদে হলেও যারপর নেই তাঁবেদার জমিদার। প্রভুর চেয়ে পারিষদের ডাঙ্গর গলার মতো ঐ জমিদারীতে উৎপাতটা আগাগোড়াই অধিক। প্রভুদের তুষ্ট রাখার জন্যেই আধিক্য করে থাকে ওরা। অবশ্য আপনি তা ভালভাবেই জানেন। এর সাথে চারপাশে আর যেসব জমিদারেরা আছে, তাদেরও খুব বাড় বেড়েছে এখন। আমরা সদরের দিকে ব্যস্ত থাকায়, মফস্বলের দিককে ওরা মগের মুলুক বানিয়েছে। এ কারণে ও এলাকার ইউনিট খলিফারা বড় বিব্রত অবস্থায় আছেন। ওখানে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী আর তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন তত্ত্বাবধায়ক খলিফা প্রয়োজন।

ঃ তা সে প্রয়োজন আমি মেটাবো কি করে ?

ঃ আপনি না পারলে, তা পারার মতো তেমন কোন লোক আর হাতে আমার নেই। কাজেই আপত্তি করার কোন অবকাশ নেই ভাই সাহেব। ও দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

ঃ উস্তাদ আদেশ করলে তা পালন করতে আমি বাধ্য। কিন্তু আমার সে যোগ্যতা আদৌ আছে কিনা—

ঃ আপনার সে যোগ্যতা জিয়াদাই আছে, তা আমি জানি। আমার মরহুম আব্বাজানই আমাকে সে কথা বলে গেছেন। নির্দেশ দিয়ে গেছেন, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনাকে ব্যবহার করতে আর কঠিন ও জটিল সমস্যায় আপনার পরামর্শ ও সাহায্য একান্তভাবে গ্রহণ করতে।

ঃ বলেন কি উস্তাদ !

ঃ এছাড়া নিজে আমি খোঁজ নিয়েও জেনেছি, শিক্ষায়-যোগ্যতায়-ঈমানে-নিয়াতে আপনি আমাদের দলের অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। অমূল্য সম্পদ। বিনয় প্রকাশ করতে চান, করুন। কিন্তু ঐ দায়িত্ব আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

মাহমুদ আলীর আর আপত্তি করার কিছুই রইলো না। সে নতমস্তকে ও স্মিতহাস্যে বললো—উস্তাদ যদি আমাকে যোগ্য মনে করে থাকেন, তাহলে আর কোন কথা নেই। আমি রাজী।

দুদু মিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন—সাব্বাস ! আজ থেকেই আপনাকে ঐ এলাকার তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নিয়োগ করা হলো। সেই সাথে আমাদের মজলিস-ই-শুরারও একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে আপনাকে মনোনয়ন দিলাম। এই উভয় নিয়োগপত্র এখনই আপনাকে দেবো আর তামাম ইউনিট ও তত্ত্বাবধায়ক খলিফার জ্ঞাতার্থে এ বার্তা আজই প্রেরণ করবো।

ঃ উস্তাদের যা মর্জি।

ঃ নাখোশ হলেন কি ?

ঃ জিনা-জিনা। উস্তাদ আমাকে এতটা যোগ্য মনে করেন বলে আমি গর্ব অনুভব করছি। এতো আমার এক জিয়াদা খোশ কিস্‌মতি !

দুদু মিয়া আবার বললেন—সাব্বাস !

উস্তাদের মকান থেকে মাহমুদ আলী বাড়ীতে ফিরে এসেই দেখলো, তার বাড়ী থেকে ফিরে যাচ্ছেন সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেব। বর্তমানে ইসরত জাহানের জমিদারীর একমাত্র কর্ণধার। তাঁকে দেখেই মাহমুদ আলী সালাম দিয়ে বললো—একি চাচা ! ফিরে যাচ্ছেন ?

সালামের জবাব দিয়ে নূরুল আলম সাহেব বললেন—হ্যাঁ বাপজান। তোমার সাথেই সাক্ষাত করতে এসেছিলাম।

ঃ সেকি ! আসুন-আসুন। ঐ বারান্দাতেই তাহলে বসি কিছুক্ষণ। একটু আলাপ করি।

ঃ না বাপজান, আজ আর বসবো না। অনেক দূর থেকে তুমি ক্লান্ত হয়ে আসছো। বসে আলাপ অন্যদিন করবো। এই যে একটু দেখা হলো, এতেই আমি খুশী। কতদিন তোমাকে দেখিনি।

ঃ চাচা।

ঃ কেমন ছিলে ভিন দেশে ? শরীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল তো ?

ঃ জি চাচা, ভালই ছিল। কোন অসুবিধে হয়নি।

ঃ না হলেই ভাল। বিভূঁই বিদেশে দেখার কেউ নেই। বিমার উমার হলে বড় মুসিবতের কথা ছিল।

ঃ জি চাচা, তা তো বটেই। তা আপনি কি জন্যে এসেছিলেন চাচা ? সেরেফ দেখা করতেই কি ?

ঃ হ্যাঁ, দেখা করতেই তো। কয়েকদিন আগে বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম, তুমি আমার সাথে দেখা করতে আমার বাড়ীতে গিয়েছিলে। তা শুনে পরের দিনই আমি তোমার বাড়ীতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি তখন বাইরে ছিলে। আজও এসে শুনি, তুমি তোমাদের উস্তাদের ওখানে গিয়েছো। সাক্ষাতটা হয়েই আর উঠছে না।

www.pathagar.com

ঃ খুবই দুঃখিত চাচা। আসার পর থেকেই আমি প্রায় ছুটোছুটির উপরই আছি। দুস্রাবার আর আপনার কাছে যাওয়ার সময় পাইনি। আপনি কেমন আছেন চাচা ? তবিয়ত ভাল আছে তো ? এই কয় বছরে কেমন যেন বেশী বেশী বুড়িয়ে গেছেন আপনি।

ঃ কি করবো বাপজান ! বয়স তো কম হলো না। তার উপর এই খাটুনী। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসুত নেই।

ঃ খাটুনী মানে ? ঐ জমিদারীর কাজে ?

ঃ হ্যাঁ, কাজতো আমার ঐ একটাই। সে কাজের চাপ আগেও কম ছিল না। কিন্তু ইদানিং সেটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে আমাকে।

ঃ চাচা !

ঃ চৌধুরী সাহেব ইন্তেকাল করলেন আর সাথে সাথে তামাম কিছু এসে আমার ঘাড়ে পড়লো। ইসরত জাহান একে অনভিজ্ঞ, তার উপর ছেলে মানুষ। কোন কাজেই সে আসছেনা। সুতরাং বুঝতে পারছো, আমার কি অবস্থা ? জমিদারী সামলাবো না কর্মচারী সামলাবো—একা কোন তাল করতে পারছিনে। ইসরত জাহানকে অনভিজ্ঞ আর ছেলে মানুষ পেয়ে সবাই হা করে আছে। একটু দাঁও পেলেই আর রক্ষে নেই।

ঃ কেন চাচা, এত ঝক্কি একা আপনি সামাল দেবেন কেন আর-দেবেন কিভাবে ? দেখেশুনে দু' একজন বিশ্বাসী লোক নিয়োগ করলেই তো চাপটা আপনার হাল্কা হয়। চাইকি, উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলে তার উপরই মূল কাজ ছেড়ে দিয়ে আপনি হালটা ধরে থাকলেন ?

ঃ হ্যাঁ, তাতো হয়। কিন্তু—

ঃ ওদিকে আবার হায়াত মউতের কথা কি কিছু বলা যায় ? আপনার অভাবে আপনার কাজটা তো কারো না কারো ঘাড়ে দিতেই হবে ? আগে থেকেই সে আনযামটা করে রাখলে আপনার বোঝা হালকাও হলো, সে লোকেরও অভিজ্ঞতাটা হয়ে গেল। বেশী পয়সা দিতে চেয়ে খুঁজে পেঁতে দেখলে কি বিশ্বাসী লোক একেবারেই দুর্লভ ?

ঃ দুর্লভ কিনা, সে চেষ্টা তো করাই হয়নি বাপজান। ইসরত জাহানই করতে দেয়নি।

ঃ কি রকম ! করতে দেয়নি কেন ?

ঃ তোমার অপেক্ষায়। ইসরত জাহান বরাবরই বলে এসেছে, বিশ্বাসী লোক পাবেন কোথায় চাচা ? এ যুগে বিশ্বাসী লোক বলে কেউ কি আর আছে তেমন ? তার চেয়ে আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। অনেক দিন হয়ে গেল, মাহমুদ আলী ইতিমধ্যেই এসে পড়বে। সে এসে গেলে আর চিন্তা নেই। তার উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনি আমি—দু'জনই নিশ্চিন্ত হতে পারবো। বিদ্যার জাহাজ হয়ে আসছে সে। আমরা দু'জন তাকে একটু সাহায্য করলে এ জমিদারীটা চালানো তার জন্যে মোটেই কোন তকলিফের ব্যাপার হবে না।

ঃ বলেন কি চাচা !

www.pathagar.com

ঃ আমি বললাম, আরে বাবা, আগেই সে তোমাদের নকরী করতে রাজী হয়নি। এখন এত এলেম হাসিল করে এসে সে তোমার নকরী করবে, এটা ভাবলে কি করে? বলে, নকরী করবে কেন চাচা? তাকে যদি আমার জমিদারীর অর্ধেকটা বা পুরোটাই দিয়ে দিই, তখন আর 'না' করবে কি করে? নিজের কাজ না করে কি পারবে তখন?

ঃ চাচা!

ঃ তোমার উপর এতটাই তার বিশ্বাস আর ভরসা। এটা যে তার একান্তই দীলের কথা, হঠাৎ করে শুনলে কেউ তা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বলবে, ও একটা কথার কথা বই নয়। নিজের সর্বস্ব সত্যি সত্যিই কেউ কি অপর কাউকে দেয়, না দিয়েছে কখনো?

ঃ তা যা বলেছেন চাচা!

ঃ সেই সাথে এটাও কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, তা দিলেও নেয় না, এমন লোকও এ দুনিয়ায় আছে।

ঃ চাচা!

ঃ আসলে তোমরা দু'জনই এক বিচিত্র ব্যতিক্রম। সাধারণের সাথে কোন তুলনাই তোমাদের চলে না।

মাহমুদ আলী এতক্ষণে সজাগ হয়ে উঠলো। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—সেকি চাচা! আপনি কি তাহলে সবকিছু শুনেছেন? মানে, ইসরত জাহানের সাথে আমার আলাপের কথা?

ঃ হ্যাঁরে বাপু। শুনেছি বলেই তো বলছি। ইসরত জাহানই ক্ষোভে-দুঃখে সব কথা খুলে বললো আমাকে।

মাহমুদ আলী নিঃশ্বাস চেপে বললো—ও আচ্ছা। তা আপনি কি বললেন?

ঃ কি আর বলবো? বললাম, ওটা মুনশী সাহেবের আওলাদ। ওদের নাড়ী নক্ষত্র চিনি আমি। আদর্শটাই ওদের কাছে বড়, বিষয়বিত্ত নয়। যার যা-ই বলার থাকুক, ওরা যেটাকে আদর্শ বলে জেনেছে, সেখান থেকে ওদের সরিয়ে আনা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ঃ তারপর?

ঃ তারপর, তার মন সেই থেকে বেজায় খারাপ। ক্রোধে আর আশংকায় ছটফট করছে কেবল।

ঃ আশংকা!

ঃ আশংকা তো বটেই। আমারও কম আশংকা হচ্ছে না। তোমাদের ঐ জিহাদের কোন একটা ঘাঁটি যদি খুলে বসো তুমি এখানে, তাহলে যে উপর থেকে কি চাপটা আমাদের উপর আসবে, তা ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছিনে। বলা যায় না, হয়তো আমার উপরই হুকুম হবে, ওকে উচ্ছেদ করো ওখান থেকে।

মাহমুদ আলী ম্লান কণ্ঠে বললো—তাতো হবেই চাচা। একটুখানি ঘি-চিনি খাওয়ার আশায় ওদের হুকুম তামিলের যন্ত্র হয়ে যতদিন আপনারা থাকবেন, ততদিন চাপ ওরা দেবেই। প্রভুগিরি ফলাবেই। আপনাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।

www.pathagar.com

ঃ তা বুঝি বাপজান। তোমার আফসোসটা কোথায়, তা বুঝি। কিন্তু তাই বলে কি এটাও সম্ভব? একটা জমিদারীতে কেউ কি এক কথায় ইস্তফা দিতে পারে? একটা উচ্চ আর অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে সহসা কি কেউ অনিশ্চিতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? সেও নিরুপায়।

ঃ নিরুপায় আমিও চাচা। একজনের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখতে গিয়ে আমি আমার জাতির স্বার্থ উপেক্ষা করতে পারিনে। আমার নিয়াতের সাথে বেঈমানী করতে পারিনে। না তার জমিদারীর দায়িত্ব নিতে, না সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে।

ঃ তা ঠিক–তা ঠিক। সমস্যা দু'দিকেই। যাক সে কথা। তুমি এখানে থাকলে একদিক দিয়ে অনেকখানি সুবিধেও আছে। বিপদে আপদে একটা বড় রকমের ভরসাও থাকে।

ঃ চাচা!

ঃ আমি ইসরত জাহানের কথা বলছি। একেবারেই কাঁচা বয়স তো? এতিম আর অসহায় পেয়ে অনেকেই মাঝে মাঝে উৎপাত করতে আসে। শক্ত কথা শুনাতে গেলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, দলবল নিয়ে হামলা করতে পারে—এসব ভয়ে চড়া গলায় কথা বলতেও পারিনে আমরা। নরম কথায়, নানা কায়দায় বিপদ এড়িয়ে চলতে হয়।

মাহমুদ আলী উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কার কথা বলছেন চাচা? উৎপাত করতে কারা আসে?

ঃ কারা আবার? আমাদের ঐ উপরওয়ালা আগাছারা। বড় বড় জমিদারের বেটা ভাস্তে আর কোম্পানীর কিছু নম্বার আমলারা। নামমাত্র অজুহাতে এসে ইদানিং খুব গা মেলে ঘুর ঘুর করা শুরু করেছে। ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে, বিদায় হতে চায় না। ইসরত জাহান খুব শক্ত আর বুদ্ধিমতি মেয়ে বলেই পাত্তা কেউ পাচ্ছে না। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? কবে যে ওরা হিংস্র হয়ে উঠে, এ ভয়েই আড়ষ্ঠ হয়ে আছি সবাই।

মাহমুদ আলীর দু' হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো। জ্বলে উঠলো দু' চোখ। সক্রোধে বললো—কি, এতবড় দুঃসাহস! কোন ভয় নেই চাচা। এরপর কেউ এসে মস্তানী শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে কাউকে দিয়ে খবর দেবেন। মুণ্ডুটা তার ছিঁড়ে ফেলে দেবো। আমাকে না পান এখানকার ইউনিট খলিফা বা যে কোন ফরায়েজী ভাইয়ের কাছে কোন মতে সংবাদটা পৌঁছাবেন। সবাইকে আমি সতর্ক করে রাখবো। আর না হোক, ঝোলায় উঠে ফেরত যেতে হবে এক এক শয়তানকে।

নূরুল আলম সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন—না বাপজান, এতটা দরকার নেই। তাতে আমাদের বিপদ আরো বাড়বে। প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমরা এসে সামনে একটু দাঁড়ালেই অনেকখানি কাজ হবে। সাহসী প্রতিবেশী আর তো কেউ কাছে কোলে নেই?

ঃ ভয় পাচ্ছেন চাচা? আপনাদের ভয় কি? সে দায় আপনাদের উপর বর্তাবে না। ঐ বদমায়েশদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা। ওদের কাউকে পুঁতে ফেললেই

www.pathagar.com

বা আপনাদের চিন্তা কি ? সে দায় নিজেরাই আমরা আমাদের ঘাড়ে নিয়ে নেবো। আপনাদের কোন সংশ্রবই থাকবে না।

ঃ বাপজান !

ঃ তারা বরাবরই জানে, আমরা আপনাদের মিত্র নই। ওদের যেমন দুশমন আমরা, তেমনি আপনাদেরও দুশমন আমরা, তারা তা নিশ্চিতভাবে জানে। কাজেই, আমাদের দায় আপনাদের ঘাড়ে যাবে না। ও চিন্তা না করে বিপদ হলেই আমাদের সংবাদ দেবেন জরুর। গড়িমসি করে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। বুঝেছেন ?

ঃ আচ্ছা বাপজান, তাই হবে।

ঃ কথাটা ভাল করে বুঝলেন তো ?

ঃ কেন বুঝবো না ? তুমি থাকতে ইসরত জাহান বা আমাদের কোন মুসিবত হতে পারে না, এটা না বুঝার কি আছে ?

ঃ হ্যাঁ চাচা, কথা কিন্তু ঐটাই। ইসরত জাহান আমার সাথে দুশমনি করবে বলে শাসিয়ে গেছে। কিন্তু সে একজন জেনানা। কয়জন পাইক পেয়াদাই বা আছে তার ? দুশমনি করার প্রশ্নে আপনাদের ঐ উপর ওয়ালাদেরই তড়িঘড়ি এগিয়ে আসতে হবে। এতে করে দুশমনিটা তাদের সাথেই হবে আমাদের। আপনাদের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগবে না বা লাগতে দেয়া হবে না—ইনশাআল্লাহ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আলম সাহেব বললেন—আলহামদুলিল্লাহ। অনেকখানি ভরসা পেলাম বাপজান।

ঃ ভরসা আল্লাহর উপর রাখুন। আমাদের করণীয় আমরা করে যাবো।

ঃ বেশ-বেশ। তাহলে আমি এখন আসি বাপজান। তোমারও তকলিফ হচ্ছে, আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে। সময় করে পরে আবার আসবো।

ঃ জি আচ্ছা চাচা।

মাহমুদ আলী অতপর তার নিজ বাড়ীতে তত্ত্বাবধায়ক খলিফার কার্যালয় বা আস্তানা খুলে বসলো। ও এলাকার ফরায়েজীরা দলে দলে এসে মাঝে মাঝেই তার বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলো। ইসরত জাহান এতে যথেষ্ট বিব্রতবোধ করলেও সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে সংঘাতে এলো না। তার উপরওয়ালাদের নজরেও ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ না আসায়, তারাও এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলো না। প্রাথমিক পর্যায়ে মাহমুদ আলীর সাংগঠনিক কাজ নিরুপদ্রবেই চলতে লাগলো।

উস্তাদ দুদু মিয়া এ সময় শরিয়তুল্লাহ নামের শহীদ তিতুমীরের এক ভাতিজার সাথে হজ্জ পালনে মক্কা শরীফে চলে গেলেন। দুদু মিয়ার অনুপস্থিতিতেও গোটা পূর্ব বাংলায় তাঁর সংগঠনের কাজ মোটামুটি নির্বিঘ্নেই নির্বাহ হতে লাগলো। মদন মোহন ঘোষের হত্যা মামলায় আসামীদের জেল হওয়ার পর ইংরেজ সরকার ফরায়েজীদের নিয়ে আর মাথা ঘামাতে গেল না। দেখেশুনে জমিদার ও নীলকরেরাও আপাততঃ খামুশ মেরে রইলো।

www.pathagar.com

কিন্তু এ অবস্থা অধিক স্থায়ী হলো না। কিছুদিন পরেই আবার ফরায়েজীদের নিয়ে ইংরেজ প্রশাসনের মাথা গরম হয়ে উঠলো। ফরায়েজীদের দোষে নয়, দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচার সফরে আগমনে। এঁরা হলেন পাটনার জিহাদ নেতা মৌলভী ইনায়েত আলী ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী। এঁরা দু'জনই নিজ নিজ দল নিয়ে এ সময় বাংলায় এসে হাজির হলেন। অবশ্য, এ দু'জনের মতবাদ পরস্পর বিরোধী ছিল। মৌলভী ইনায়েত আলী পাঞ্জাবের শিখ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের মতবাদ প্রচার করতে এলেন এবং জিহাদের ডাক দিয়ে বাংলা থেকে মুজাহিদ ও অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলেন। অপরপক্ষে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী যদিও জিহাদ নেতা শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর একজন অনুসারী ছিলেন, এক্ষণে তিনি প্রত্যক্ষ জিহাদের বিরুদ্ধে মত প্রচার করতে লাগলেন। সেই সাথে ফরায়েজীরা জুমআ ও ঈদের নামায বাদ দেয়ায়, তাদেরও বিপক্ষে চলে গেলেন।

উভয়ের মতবাদের মধ্যে বিরোধ থাকায়, তাদের সফর বড় একটা সফলকাম হলো না। উভয়ের দ্বারা উভয়ের প্রচারের গুরুত্ব খর্ব হতে লাগলো। এতসত্ত্বেও তাঁদের আগমনে মুসলমানদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। এই দু' নেতার মধ্যে মতবিরোধের ব্যাপারটা স্থানীয় প্রশাসন প্রথম দিকে না জানায়, তারাও এঁদের নিয়ে সন্ত্রস্ত ও সোচ্চার হয়ে উঠলো। বাংলার নিম্নাঞ্চলের (লোয়ার প্রভিন্‌সেস্‌) অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলাসমূহের পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্ট মিঃ ডাম্পীয়ার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও পুলিশ কর্মকর্তাগণ সহকারে বেঙ্গল গভ্‌মেন্টকে (বাংলার ইংরেজ সরকারকে) তৎক্ষণাৎ সতর্ক করে দিলো। কিছু ভুল তথ্যসহ সে সরকারের কাছে এ মর্মে সতর্কবার্তা প্রেরণ করলো যে, পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর মুসলমান জনগণ সকলেই ফরায়েজী। তারা অত্যন্ত সংঘবদ্ধ, নির্দিষ্ট নেতার ইংগিতে পরিচালিত এবং তারা ইংরেজ সরকারের ঘোরতর দুশমন। এরা অধিক উত্তেজিত হয়ে উঠলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এ এলাকায় বিদ্রোহের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এদের উপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন এবং তাদের মাঝে বাইরের এই নেতাদের কিছুতেই প্রবেশ করতে না দেয়া প্রয়োজন।

ইংরেজ সরকারও এ প্রেক্ষিতে ডাম্পীয়ার ও স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকার সাথে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দিলো। যদিও ইতিমধ্যে মৌলভী ইনায়েত আলী চলে গেলেন এবং মাওলানা কেরামত আলী ফরায়েজীদের বিপক্ষের লোক—এ তথ্য ডাম্পীয়ারের গোচরীভূত হলো, ডাম্পীয়ারের ভয় তবু ফুরালো না। ফরায়েজী প্রতি অনুরক্ত বোধে সে অনেক মুসলমান পুলিশ কর্মচারী ছাঁটাই করে দিলো, মুসলমানদের সভা-সমিতি ও জনসমাবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলো এবং সবশেষে সরকারকে আবার এ মর্মে লিখলো যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, এখন আর গোলমালের সম্ভাবনা নেই, তবে দুদু মিয়া ফিরে এলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটার চূড়ান্ত সম্ভাবনা আছে। সে জন্যে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলাসহ যশোহর জেলার বিশেষ বিশেষ অংশের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখার জরুরত অত্যধিক।

www.pathagar.com

এভাবে যখন বাইরের ফরায়েজীদের নিয়ে বাংলার প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং তাদের সভা-সমাবেশে বাধা প্রদান করতে লাগলো, জামালবাটির মাহমুদ আলীর বাড়ীতে ফরায়েজীদের সমাবেশও স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় প্রশাসন ও বড় বড় জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। থানার পুলিশ প্রশাসন সেখানে লোক পাঠিয়ে খবর নিলো, কোন গোলমাল বা শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে কিনা। বড় বড় জমিদারেরা, বিশেষ করে জমিদার তারিণীচরণ মজুমদর ও গোপী মোহন ঘোষ, জামালবাটির জমিদার ইসরত জাহানের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, ইসরত জাহান সেখানে থাকতে তার একদম ঘরের পাশে ফরায়েজীদের এমন আখড়া গড়ে উঠলো কি করে আর এত ঘন ঘন সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় কি করে ? ইংরেজ প্রশাসন কিছু করুক আর না করুক, জমিদারীর স্বার্থেই যে ফরায়েজীদের উৎখাত করা সকল জমিদারের একান্ত ও আশু কর্তব্য, একথা কি জামালবাটির বর্তমান জমিদার ইসরত জাহান জানে না, না ভুলে গেছে বিলকুল ?

এর জবাব নিয়ে সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেব ঐসব জমিদারদের কাছে গেলেন। কিন্তু জমিদার নিজে না এসে সেরেস্তাদার পাঠিয়েছে শুনে জমিদারেরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অপমানবোধ করলেন। নূরুল আলম সাহেবের সাথে কোন কথাই তাঁরা বললেন না। "জমিদার একজন জেনানা, তার পক্ষে সবসময় সর্বত্র গমন করা সম্ভন নয় বলেই তিনি জমিদারের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন"—একথা নূরুল আলম সাহেব দু' একজন জমিদারকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাঁরা ক্রোধভরে জবাব দিলেন—সম্ভব না হলে জমিদারীতে ইস্তফা দিক। পর্দানশীন হতে চায়, ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকুক, জমিদারী করা কেন ? প্রয়োজনে জমিদারকে সুদূর লণ্ডনে যেতে হতে পারে। আর পাঁচজনের সাথে সেখানে গিয়ে দয়-দরবার করতে হতে পারে। দিনের পর দিন সেখানে থাকতে হতে পারে। এ জ্ঞান কি নতুন করে দিতে হবে তাকে ? যাও, তোমার সাথে আমাদের কোন কথা নেই। তাকে আসতে বলো।

নূরুল আলম সাহেব ফিরে এসে একথা জানালে ইসরত জাহান গুম্ হয়ে বসে রইলো। ভাবতে লাগলো, কথা তাদের খুব একটা আজব কিছু নয়। এমনিতেই, জমিদারী রক্ষার্থে ইংরেজ সরকারের চেয়ে বড় বড় জমিদারদেরই অধিক পরোয়া করে চলতে হতো আগে, এখন আবার সেখানে জমিদারদের নানা রকম সোসাইটি-সমিতি হয়েছে। এসব সোসাইটি সমিতি যখন যা নির্দেশ করবে সকল জমিদারকে তখনই তাই করতে হবে। অবাধ্য হলে জমিদারী থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে চলে যাবে। মুসলমান বলে তারটার তো কথাই নেই। সবার আগেই তারটা চলে যাবে। সোসাইটির সুপারিশ-ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারও পারতপক্ষে যাবে না। সোসাইটির দুপুর রাতের সভাতেও কোন কারণে হাজির হওয়ার ডাক পড়লে, তাকে সেখানে যেতে হবে। এক মাত্র শারীরিক অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোন অজুহাত চলবে না। জেনানা-মর্দানার দোহাই, পর্দা-পুশিদার প্রসঙ্গ—এসব বিধর্মী-বেআব্রু উপর-ওয়ালাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.pathagar.com

কি করবে কি করবে ভাবতে ভাবতে পল্লবীর সুপারিশপত্র নিয়ে ইসরত জাহান ও নূরুল আলম সাহেব পাটকন্দায় হাজির হলেন। পল্লবীর সুপারিশ পত্র পেয়ে পাটকন্দার জমিদার তারিণী মজুমদার অল্পক্ষণেই ইসরত জাহানকে সাক্ষাত দিলেন বটে, তবে প্রভুগিরি ফলাতে মোটেই কার্পণ্য করলেন না। এসেই তিনি সরাসরি বললেন—বাপটা বেশ বাধ্যগতই ছিল। করণীয়ও বুঝতো। তোমার খবর কি ? তুমি কি ঐসব উচ্ছৃঙ্খল ছোটলোকদের সাথে হাত মিলিয়ে নিয়েছো ?

ইসরত জাহান থতমত করে বললো—কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কর্তা-বাবু ? ছোট লোকদের সাথে মানে ?

ঃ মানে, ঐ শরিয়তুল্লাহ দুদু মিয়ার চেলাদের সাথে ? ফরায়েজী নামের ঐ বদমায়েশদের সাথে ?

ইসরত জাহান সবিনয়ে বললো—একথা কেন বলছেন বাবু ?

ঃ বলছি এ কারণে যে, তুমি একজন মুসলমান। কোন মুসলমানকে আমরা আর বিশ্বাস করতে পারছিনে।

ঃ বাবু !

ঃ মুখে তারা যা-ই বলুক, তাদের অধিকাংশেরই আন্তরিক টান ঐ দিকে। এই বুঝেই তো আমাদের এস্. পি. ডাম্পীয়ার সাহেব অনেক মুসলমান পুলিশকে ছাঁটাই করে দিয়েছেন। বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। তোমাকে নিয়েও আমাদের মনে ঐ প্রশ্ন জোরদার হচ্ছে দিনে দিনে।

ঃ আমার কসুর কি কর্তা বাবু ?

কর্তাবাবু গর্জে উঠলেন। বললেন—কসুর কি মানে ? তোমার বাড়ীর মধ্যে কে না কে এক মাহমুদ আলী ফরায়েজীদের বাজার বসিয়ে দিলো, দপ্তর খুলে বসলো, তুমি করলে কি ? সে খবরটাও আমাদের দেয়া প্রয়োজন মনে করলে না ?

ঃ তা কথা হলো, একেবারেই খোলামেলা ব্যাপার বাবু। মোটামুটি সকলেই জানে। থানা থেকেও লোক এসে খবর নিয়ে গেছে। তাই নতুন করে খবর দেয়াটা প্রয়োজন মনে করিনি। মানে, খবর দেয়ার আর প্রয়োজন আছে কিনা, বুঝে উঠতে পারিনি।

ঃ বুঝে উঠতে পারোনি ? তা যদিও হয়, তুমি চুপ্ করে বসে আছো কি কারণে ? কি পদক্ষেপ নিয়েছো তুমি ? পাইক-পেয়াদা হাঁকিয়ে ওদের আখড়া ভেঙ্গে দাওনি কেন ?

ইসরত জাহান ইতস্ততঃ করে বললো—সাহস পাইনি কর্তাবাবু। সংখ্যায় ওরা অনেক। সাথে আবার লাঠিয়াল দলও আছে। কয়েকজন মাত্র পাইক-পেয়াদা আমার। ঐ অত লোককে তারা এঁটে উঠতে পারবে না ভয়ে সাহস পাইনি।

মজুমদার বাবু তিরিক্ষি কণ্ঠে বললেন—এটা কি কোন যুক্তি হলো ? এঁটে উঠতে পারবে না ভেবেই চুপ করে রইলে ? পারবে কিনা, একবার চেষ্টা করেও দেখবে না ? আমাকে পাগল বোঝানো বোঝাচ্ছো ?

www.pathagar.com

ইসরত জাহান অপরাধী কণ্ঠে বললো—কসুরটা আমার হয়ে গেছে ঠিকই কর্তাবাবু। প্রথম দিকে চেষ্টা করলে হয়তো কাজ কিছুটা হতো। কি করে, কি মতলব, দেখি দেখি করতে করতে দলে ওরা অনেক বেশী ভারী হয়ে গেল। এখন আর সাহসই পাচ্ছিনে। তার উপর আমি একজন মেয়েছেলে বাবু। দয়া করে আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখুন।

বাবু এবার ধমক দিয়ে বললেন—থামো। ওসব ছিচ্‌কে কাঁদন কেঁদে কোন লাভ নেই। আগে কাজ, পরে দয়া। যাও, আগে ওদের উৎখাত করো ওখান থেকে, পরে এসে কথা বলো।

ঃ কিন্তু বাবু—

ঃ আর কোন কথা নেই। সব জমিদার বাবুরাই ক্ষেপে আছেন তোমার উপর। তাঁরা কাজ চান। তোমার আচরণ দেখতে চান। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করার পর যদি না পারো, তখন সেটা বিবেচনা করবেন সবাই। ফালতু কথা শোনার কারো সময় নেই—

তারিণীচরণ মজুমদার রুষ্টভাবে উঠে অন্দরে চলে গেলেন। ইনিই তাঁদের একমাত্র কিছুটা হাতের লোক। ইনিই পাত্তা তাদের দিলেন না। আর কোন জমিদারই পাত্তা তাদের দেবে না বুঝে, নূরুল আলম সাহেব সহকারে ইসরত জাহান বাড়ীতে ফিরে এলো।

চিন্তান্বিত মনে বাড়ীতে ফিরে এসে পরের দিনই ইসরত জাহান আলম সাহেবকে বললো—এ অপমান আর সহ্য হয় না চাচা। মাহমুদ আলীর আস্তানা ভাঙ্গতেই হবে যেভাবে হোক। পথ একটা দেখুন।

জবাবে নূরুল আলম সাহেবও চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—তা কি আর আমিও ভাবছিনে আম্মাজান? কিন্তু পথ তো কিছু দেখিনে। বলপ্রয়োগ করে যে ফল কিছু হবে না, সেটা তুমিও বোঝ।

ঃ কেন, মাহমুদ আলীকে ভিটে ছাড়া করলেই তো আপোষে সব ল্যাঠা চুকে যায়? ওর নাম কেটে দিয়ে ওর ঐ বসত বাড়ীর দাগটা অন্যজনকে পত্তন দিন। তার মাটি নয় দেখলে আর অন্যজন কাগজ নিয়ে দখল নিতে এলে, সে তখন উঠে যেতে বাধ্য হবে। এ কাজটাই করুন।

নূরুল আলম সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন—সেটা খুবই হীন কাজ হয় আম্মাজান। খাজনা পাতি বাঁকী নেই। এতবড় অন্যায়টা কোন্ বিবেকে করা যায়?

ইসরত জাহান তপ্ত কণ্ঠে বললো—অন্যায়! এখনও আপনি ন্যায়-অন্যায় আর বিবেকের হিসেব কষছেন চাচা? কিছুমাত্র ন্যায়-অন্যায় আর বিবেচনাবোধ তার মধ্যে কি আছে?

ঃ আম্মাজান!

ঃ তা যদি থাকতো, তাহলে কিছুতেই সে এখানে আস্তানা খুলে বসতো না। আমাদের চরম বিপদ হবে বলে তাকে হাতে পায়ে ধরার পরও কি সেটা সে বিবেক বিবেচনায় নিয়েছে? যা বললাম, সেইটেই জলদি জলদি করুন।

www.pathagar.com

নূরুল আলম সাহেব অগত্যা সেইটেই করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। অনেক চেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হলেন। হতাশ হয়ে এসে ফের ইসরত জাহানকে বললেন—না আম্মাজান, এভাবেও কাজ হলো না।

ইসরত জাহান প্রশ্ন করলো—কেন?

আলম সাহেব বললেন—তার বসতবাড়ী পত্তন নিতে কেউ রাজী হলো না। মাঠের জমি হলে হয়তো কিছুটা কথা ছিল। কিন্তু বসতবাড়ীর কথা শুনে সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেল। বলে, "ওরে বাপ্‌রে! দখল নিতে পারে এমন বাহাদুর কে আছে এই তল্লাটে? সীমানায় পা রাখতেই জ্যান্ত তাকে মাটির তলে যেতে হবে। মাহমুদ আলী কি আর সে মাহমুদ আলী আছে এখন? এখন সে মস্তবড় লোক। হাজারজন সবসময় এখন তার পেছনে মোতায়েন"—ব্যাপারটা বুঝো এবার?

ঃ চাচা!

ঃ এভাবে কাজ হলো না আম্মাজান। বুঝিয়েও হলো না। আর তো পথ কিছু দেখিনে?

ইসরত জাহান শক্ত কণ্ঠে বললো—কেন চাচা, সংখ্যায় অসংখ্য না হলেও আমার পাইকেরাই বা এমন কি দুর্বল? অন্যভাবে কাজ না হলে লাঠি ধরতে হবেই —একথাটা আদৌ বলতে চাচ্ছেন না কেন?

ঃ তা কথা হলো, লাঠির বল এখানে মোটেই কোন বল নয়—এ কথাটাই ভাবছি। আর তা ছাড়া—

ইসরত জাহান ঠেশ্ দিয়ে বললো—ভাস্তে আপনার বেজার হবে? যেভাবেই তাকে উৎখাত করতে চান না কেন চাচা, তাতে ভাস্তে বেজার হবেই। তুষ্ট কখনো থাকবে না। ওদিকে আবার, তাকে উচ্ছেদ না করে উপায় নেই, তা আপনিও বোঝেন। উচ্ছেদ করতে না পারলেও সে চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। সুতরাং আর চিন্তা-ভাবনা নয় চাচা, লাঠি হাঁকান।

ঃ আম্মাজান!

ঃ আপনি না পারেন, পাইক-পেয়াদা নিয়ে নিজেই আমি বেরুবো। বুড়ো মানুষকে হাঙ্গামায় ফেলবো না। আপনি ওদের তৈরী করে দিন। যান—

সত্যি সত্যিই ধেয়ে এলো ইসরত জাহানের পাইক-পেয়াদার দল। তার কিছু পুরুষ কর্মচারী সাথে সাথে এলেও, গা বাঁচিয়ে সবাই ফাঁকে ফাঁকে হাঁটতে লাগলো। লাগালাগি বাড়ী। পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে দিয়ে ইসরত জাহানও বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। বৃদ্ধ নূরুল আলম সাহেব পাইক-পেয়াদার পেছনে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন। মাঝপথে এসে তিনি দাঁড়ালেন। তা দেখে ইসরত জাহানও তাঁর কাছে চলে এলো। তাঁর পাশে দাঁড়ালো। একে অপরকে সরে যাওয়ার তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও কেউ তাঁরা সরলেন না। কি ঘটে, ফলাফল কি দাঁড়ায়, তা দেখার জন্যে শংকাকুল চিত্তে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

হা-রা-রা রবে লাঠি শোটা উঁচিয়ে নিয়ে মাহমুদ আলীর বাড়ীর উপর চড়াও হলো পাইক-পেয়াদার দল। মাহমুদ আলীর বাহির আঙ্গিনায় বিশাল এক ছাউনির মধ্যে

www.pathagar.com

মাহমুদ আলীর আস্তানা বা দপ্তর। এ ছাউনিতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাইক-পেয়াদার কেউ কেউ মশাল জ্বালিয়ে নিলো।

মিথ্যা শুনেননি নূরুল আলম সাহেব। বসতবাড়ী পত্তন নেয়ার প্রসঙ্গে মিথ্যা বলেনি আহুত ব্যক্তিরা। হাজার লোক না হলেও, মাহমুদ আলীর আস্তানায় এখন সর্বক্ষণ মোতায়েন থাকে শ'য়েক সোয়াশো লোক। এরা প্রায় সকলেই লাঠিয়াল বাহিনীর জোয়ান। পাইক-পেয়াদারা ছাউনির কাছে না পৌছতেই হুংকার দিয়ে বেরিয়ে এলো এ শ'য়েক সোয়াশো জোয়ান। পাইক-পেয়াদাদের ঘিরে ধরে সমানে লাঠি হাঁকাতে লাগলো। খবর শুনে চারপাশের ফরায়েজীরাও মার মার রবে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো।

তাদের এসে পৌছার অপেক্ষা রইলো না। চারপাশের ফরায়েজীরা পথের মাঝে থাকতেই এদিকের লড়াই খতম হয়ে গেল। বেপরোয়া লাঠি হাঁকিয়ে লাঠিয়াল জোয়ানেরা পলকের মধ্যেই ইসরত জাহানের পাইক বাহিনীকে তূলার মতো ধুনে ফেললো।

ক্ষত বিক্ষত পাইক-পেয়াদার দল রক্তাক্ত কলেবরে বাঁচাও-বাঁচাও রবে আর্তনাদ করে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদার ইসরত জাহানের বাড়ীর দিকে দৌড় দিলো। লাঠিয়াল জোয়ানেরা তাদের ধাওয়া করে এগিয়ে এলো। পলায়মান পাইক-পেয়াদার অধিক আহত দু'জন পথের মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। অন্যান্য পাইকেরা এ দু'জনকে ফেলে রেখেই পালিয়ে যেতে লাগলো। তা দেখে চমকে উঠলেন নূরুল আলম সাহেব। তিনি ছুটে গিয়ে কয়েকজন পাইক-পেয়াদা আটকালেন এবং তাদের সাথে ধরাধরি করে ভূলুণ্ঠিত দু'জনকে ফটকের দিকে নিয়ে গেলেন।

পাইক-পেয়াদার দল দ্রুতবেগে ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো দেখে মাহমুদ আলীর জোয়ানেরা আর এগুলো না। তারা মাঝ পথেই দাঁড়িয়ে গেল।

অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল ইসরত জাহান। পরণে তার শাড়ী কাপড়। পাতলা একখানা চাদর ঘোমটার মতো করে মাথার উপর দিয়ে বুকে-পিঠে জড়ানো। মুখ ছিল খোলা। জোয়ানেরা অনেকেই তাকে চিনতো না। মুখ দেখে চেনা একজন বলে উঠলো—ঐরে, ঐ সেই জমিদারনী। এ আওরাতই পাইক লেলিয়ে দিয়েছে।

কয়েকজন জোয়ান সঙ্গে সঙ্গে হুংকার দিয়ে উঠলো। এক সাথে বললো—তাই নাকি ? ধরো-ধরো। লাগাও তাহলে ওকেও দুই ঘা।

থাম থাম করতে করতে জোয়ানদের কয়েকজন দল থেকে বেরিয়ে ইসরত জাহানের দিকে সক্রোধে ছুটে গেল।

ইসরত জাহান অনেকটা বেহুঁশ হয়েই দাঁড়িয়েছিল। লড়াইয়ের হুটপাট ও হৈহল্লোড় শুনে এবং আতংকগ্রস্ত পাইক-পেয়াদার রক্তাক্ত কলেবর দেখে সে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। সরে যাওয়া উচিত, এ খেয়াল তার সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। খেয়াল যখন হলো তখন ঐ কয়েকজন জোয়ান এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে হুংকার এলো—হুঁশিয়ার !

www.pathagar.com

জোয়ানদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে মাহমুদ আলীও তৎক্ষণাৎ তাদের পেছনে ছুটে এসেছিল। জোয়ানেরা মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল দেখে সেও তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে ইসরত জাহানের দিকে ছুটে যেতে দেখেই চমকে উঠলো সে। সক্রোধে হুংকার দিয়ে উঠলো—হুঁশিয়ার!

দৌড়ের উপর মাহমুদ আলী ইসরত জাহানের পাশে এসে দাঁড়ালো। আগত জোয়ানদের উদ্দেশ্যে সগর্জনে বললো—খবরদার। একি বেয়াদবী। একি করছেন আপনারা?

ভূত দেখারও অধিক ভয়ে আঁতকে উঠলো জোয়ান ক'জন। খোদ তত্ত্বাবধায়ক খলিফা এখানে এসে হাজির হবেন, এটা তারা কল্পনা করতে পারেনি। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করে ভয়ে-লাজে-সংকোচে তারা জড়ো-সড়ো হয়ে গেল। এদের একজন না বুঝেই বললো—ইনি হুজুর, ইনিই পাইক-পেয়াদা লেলিয়ে দিয়েছেন।

মাহমুদ আলী সরোষে বললো—তাতে কি হয়েছে?

ঃ দুশমন হুজুর, ইনি আমাদের দুশমন।

ঃ খামুশ! চোখে কি ঠুলি পড়ে আছেন আপনারা? দুশমন হলেও, ইনি যে একজন জেনানা, এটা কি চোখে পড়েনি কারোই?

ঃ হুজুর!

ঃ এ আদব কোথায় আপনারা শিখেছেন? কোথায় পেলেন এ এলেম? দুশমন হোক আর দোস্তই হোক, একজন মহিলার উপর চড়াও হওয়ার মানসিকতা আপনাদের মধ্যে পয়দা হলো কি করে?

বক্তাসহ অনেকেই এবার নত মস্তকে বললো—ভুল হয়েছে হুজুর। ঝোঁকের মাথায় কসুর করে ফেলেছি। ক্রোধের বশে একথা খেয়ালেই আমাদের আসেনি।

ঃ তওবা-তওবা। এই আপনাদের মতো লোকেরাই আমাদের জাতিকে ডুবিয়েছে, আমাদের সংগঠনকেও ডোবাবেন। কোন মুসলমান কখনো কোন জেনানার উপর চড়াও হতে পারে না। হাতিয়ার হাতে সামনা-সামনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে, সে কথা আলাদা। তাও আবার ঐ যতক্ষণ লড়াই, ততক্ষণ।

ঃ হুজুর।

ঃ আপনাদের এই আচরণের জন্যে আমাদের সংগঠনের ভাবমূর্তি কোথায় নেমে গেল, একথা কি মাথায় আপনাদের ঢুকেছে?

সকলেই এক সাথে বললো—জি হুজুর, জি জি। এমন কাজ আর হবে না। আপনি আলেম মানুষ। হুজুর মানুষ। আমরা সবাই অজ্ঞ। আমাদের মাফ করে দিন হুজুর।

ঃ মাফ করা না করা, বিবেচনা করে দেখার পর। এখন নয়। এখন আপনারা ভাগুন। দূর হয়ে যান এখান থেকে—

জোয়ানেরা তৎক্ষণাৎ দৌড় দিলো। মূল দলের কাছে এলে মূলদলের জোয়ানেরাও ধিক্কার দিতে দিতে তাদের নিয়ে আস্তানার দিকে চলে গেল।

সকলেই বিদায় হলে মাহমুদ আলী ইসরত জাহানকে বললো—এভাবে তোমার এখানে আসা কি ঠিক হয়েছে? এলেইবা যদি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার লোকেরা সবাই চলে গেল, তুমিও চলে যাবে?

www.pathagar.com

ইসরত জাহানের দু' চোখ ছলছল করছে তখন। ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে দু' ঠোঁট তার থরথর করে কাঁপছে। মাহমুদ আলীর কথার সে কোনই জবাব দিলো না। মাহমুদ আলী ফের বললো—পাইক-পেয়াদা লেলিয়ে দেবে, দাও। আমাকে উচ্ছেদ করতে চাও, তোমার দল বল নিয়োগ করো। তুমি কেন বাইরে বেরিয়ে আসবে আর এই তুফানের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে ? তুমি কি ভেবেছো, আমার লেঠেলেরা সবাই আমারই মতো এলেমদার। জ্ঞান সবার সমান ? মাঠ থেকে, ক্ষেত থেকে অনেকেই ছুটে এসে লাঠিয়াল দলে ভর্তি হয়েছে। আদব-কায়দা-আকিদা এখনো এদের অনেকের রপ্ত হয়নি পুরোপুরি। এরা তোমাকে কেউ কিছু বলবে না, এটা ভাবলে কি করে ?

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ইসরত জাহান বললো—সান্ত্বনা দিচ্ছো ? আমাকে তুষ্ট করতে এসেছো ?

ঃ ইসরত !

ঃ রকমারী মিষ্টি বুলি আউড়িয়ে তুমি আলম চাচাকে হাত করে নিয়েছো। সরল-সহজ মানুষ, তোমার মিষ্টি কথায় ভুলেছে। আমাকেও কি ভোলাতে পারবে ভেবেছো ? আমাকেও হাত করা কি ঐ রকমই সহজ মনে করেছো ?

ঃ তোমাকে আমি হাত করতে আসিনি। তোমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে লাঠিয়ালদের হাতে তুমি হ্যাস্তন্যাস্ত হতে, সেই কথাটা খেয়ালে দিতে এসেছি।

ঃ তাতে তোমার কি ? আমি হ্যাস্তন্যাস্ত হই, এটাই তো তুমি চাও। তুমি আমার দুশমন। ঘোর দুশমন। লাঠিয়ালদের হাতে হ্যাস্তন্যাস্ত না হলেও, হ্যাস্তন্যাস্ত আমাকে অন্যখানে হতেই হবে। তোমার দুশমনি আচরণের জন্যে বড় বড় জমিদার আর ইংরেজ প্রশাসনের হাতে হ্যাস্তন্যাস্ত মান-অপমান হরদম আমাকে হতেই হচ্ছে, আরো হবে।

ঃ ইসরত জাহান।

ঃ থাক। কোন দুশমনের মুখে দরদী ডাক শুনতে রুচি নেই আমার। দরদ থাকলে, আমার বুকের উপর এভাবে আগুন জ্বেলে বসে থাকতে না তুমি।

ঃ ইসরত !

ঃ তুমি দূর হও। তোমার সাথে আমার কোন আপোষ নেই। তোমাকে আমি ছেড়ে কথা বলবো না। কখ্খনো না, কখ্খনো না—

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ইসরত জাহান। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সে বাড়ীর দিকে ছুটে গেল।

অবিলম্বে খবর গেল বড় বড় জমিদারদের কাছে। মাহমুদ আলীকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে ইসরত জাহানের পাইক-পেয়াদার হাড়-হাড্ডি গুঁড়িয়ে গেছে, কয়েকজনের বাঁচার আশা ক্ষীণ,—এ সংবাদ জমিদারেরা পেলেন। সেই সাথে অনেকটা অতিরঞ্জিত হয়েই তাঁদের কাছে আরো খবর গেল যে, মাহমুদ আলী এখন মহাবলে বলীয়ান। দু' চার শো পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে তাকে কাবু করা মোটেই সম্ভব নয়। তাদের মূল দলের মতোই তাকেও কাবু করতে ইংরেজ শক্তি দরকার।

www.pathagar.com

জমিদার বাবুরা ঘরপোড়া গরু। খবর শুনে তাঁরা খামুশ মেরে গেলেন। একত্রিত হয়ে সবাই যুক্তি আঁটলেন, তাহলে আর সামনা সামনি নয়। কৌশলে আর অতর্কিতে মারতে হবে ব্যাটাকে।

১২

হজ্জব্রত পালন করে দুদু মিয়া ফিরে এলেন। সংবাদ পেয়ে তত্ত্বাবধায়ক খলিফারা সকলেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যেতে লাগলেন। জামালবাটির মাহমুদ আলীও খবর পেয়ে উস্তাদের মোলাকাতে রওনা হলো।

রওনা হয়ে জামালবাটির পাশের গ্রামের মাঝামাঝি এলে, আধ ময়লা পোশাকের এক বালক ছুটে এসে বললো—আলেম হুজুর, শুনুন-শুনুন। আপনাকে ডাকছেন।

মাহমুদ আলী প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলো না। কিন্তু বালকটিকে তার দিকেই চেয়ে থাকতে দেখে সে প্রশ্ন করলো—আমাকে ?

বালকটি বললো—জি হাঁ।

ঃ আমাকে কে ডাকছেন ?

ঃ ঐ যে ওখানে। আসুন—

ছেলেটির সাথে অল্প একটু পিছিয়ে এসে মাহমুদ আলী দেখলো, সদর রাস্তার সাথে প্রায় লাগালাগি এক সাদামাটা বাড়ী। বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে পাতলা কিছু গাছ-গাছড়া থাকায় বাড়ীটা পথিকদের নজরে তেমন পড়ে না। সেই গাছ-গাছড়ার ফাঁক দিয়েই ছোট একটা পরিচ্ছন্ন পথ বাড়ীটাকে সদর রাস্তার সাথে সংযুক্ত করেছে। এই ছোট রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালে, বাড়ীটা সরাসরি দেখা যায়। দূরত্ব হাত তিরিশেক হবে।

এখানে এসে মাহমুদ আলী বাড়ীটার দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলো, বাড়ীটার খোলামেলা আঙ্গিনায় বাঁশের মাচার উপর এক মহিলা বসে আছে। সামনে একটা ফুলের ঝাড় আড়াল হওয়ায় মুখ চেনা যাচ্ছে না। সেই দিকে ইংগিত করে বালকটি মাহমুদ আলীকে বললো—ঐ যে উনি আপনাকে ডাকছেন। যান—

দ্বিধাগ্রস্ত পদে এগিয়ে গিয়ে ঐ বাড়ীর আঙ্গিনায় উঠতেই, মহিলাটি ধড়মড় করে উঠে এগিয়ে এসে বললো—আসুন-আসুন।

মাহমুদ আলী চোখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলো, পল্লবী মজুমদার তাকে ডাকছে। পল্লবীর মুখের দিকে সামনা সামনি চেয়ে মাহমুদ আলী আজ ক্ষণিকের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। একি জ্বলন্ত যৌবন। খেয়াঘাটে সেদিন তাকে সামনাসামনিই দেখেছিল বটে, কিন্তু এতটা উন্মুক্তভাবে দেখেনি। খেয়াঘাটের ঐ জনসমাবেশে পল্লবী যথাসম্ভব নিজেকে বস্ত্রাবৃত রেখেছিল। মুখটাই ছিল খোলা। আজ তার দেহটুকু বাদে মুখ-মাথা কান-গলা, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। থান কাপড়ের আঁচলটা আগ্‌লা হয়ে কাঁধ থেকে খসে পড়ায়, গলার নীচে বুক-পিঠের সামান্য একটু অংশও অনাবৃত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ভরাট স্বাস্থ্যের সে অংশটুকুও দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। তদুপরি, পল্লবী আজ একটুখানি সেজেগুজে এসেছে। সব মিলে রূপ আর যৌবন তার ঠিক্‌রে পড়ছে যেন।

চোখ তুলে জেনানা দেখলে, মাহমুদ আলী সবসময় সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নেয় চোখ। আজ সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। পল্লবীর মুখের দিকে। পল্লবীর রূপ যৌবন দেখার জন্যে নয়। এক পলক তা দেখেই মাহমুদ আলী আনমনা হয়ে গেল। মন গেল অন্যদিকে। পল্লবীর দিকে চেয়ে থেকেই ভাবতে লাগলো, হায় ! এমন একটা লাবণ্যময় প্রস্ফুটিত জীবন একেবারেই বিফল হয়ে গেল ? চাওয়া-পাওয়ার আর তার কিছুই রইলো না ? ভাবতে লাগলো, বৈধব্যের আগুনে দগ্ধ হয়ে হয়েই শেষ অবধি শেষ হয়ে যাবে এ জীবনটি। বঞ্চনার দুর্বিষহ বোঝা টেনে টেনেই এমন একটা জিন্দেগীর তামাম লেনাদেনা শেষ হয়ে যাবে একদিন অলক্ষ্যে ! উঃ ! কি করুণ এ পরিণতি।

মাহমুদ আলীর চোখটাই শুধু পল্লবীর মুখের উপর ছিল। কিন্তু সম্বিতে সে এতটুকু ছিল না। তাকে এভাবে চেয়ে থাকতে দেখে পল্লবী মজুমদার হেসে উঠে বললো—এমন করে কি দেখছেন মুখে আমার ?

চমকে উঠলো মাহমুদ আলী। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলো চোখ। নীচু করলো মাথা। জড়িত কণ্ঠে বললো—না মানে, আপনি এখানে ? মানে, কি তাজ্জব ব্যাপার। প্রতিবারেই কি আচানকভাবে আপনার সাথে সাক্ষাত ঘটে আমার। আপনিই কি আমাকে ডাকলেন ?

পল্লবী ফের হাসি মুখে বললো—হ্যাঁ, আমিই। এখান থেকে দেখলাম, আপনি পথ বেয়ে যাচ্ছেন।

ঃ ও আচ্ছা। কিন্তু আপনি এখানে এই মাচার উপর বসে ?

ঃ আসুন, ঐ মাচার উপর বসেই বলি। খুব কি তাড়া আছে আপনার ?

ঃ না, তেমন একটা নেই।

ঃ আসুন তাহলে—

যন্ত্রচালিতের মতো পল্লবীর সাথে এসে মাহমুদ আলীও ঐ বাঁশের মাচার উপর বসলো। পল্লবী এবার বললো—আমাদের এক মালীর আত্মীয়ের বাড়ী এটা। ফুলের চারা নিতে এখানে আমি এসেছি।

ঃ একাই এসেছেন ?

পল্লবী আবার হাসলো। বললো—তা আসবো কেন ? আমাদের সেই মালী, তার স্ত্রী, আর বাড়ীর একজন চাকরও আমার সাথে এসেছে। সবাই ওরা বাড়ীর পেছনে ফুলের চারা তুলছে। ওদিকে জঙ্গল তো, তাই এখানে বসে আছি।

ঃ আচ্ছা। তা ফুলের চারা কার প্রয়োজন আপনার ?

পল্লবী বললো—আমারই তো। নিজেই আমি ফুলের বাগান করি। আমার একটা পৃথক বাগান আছে।

ঃ তাই ? আপনি তাহলে বরাবর মামার বাড়ীতেই থাকেন ?

www.pathagar.com

পল্লবীর মুখ একটু ম্লান হলো। বললো—হ্যাঁ, বরাবরই। সৎ মায়ের সংসার। ছোট মা বাড়ীতে আসার পর থেকে আমার মায়ের ওখানে আর স্থান হয়নি।

ঃ ও। আপনার একটা আলাদা বাগান আছে এখানে তাহলে ?

ঃ নিজস্ব। নিজের হাতে তৈরী।

ঃ নিজে আপনি বাগান করেন ? নিজের হাতে ?

আর এক পোঁচ কালী পড়লো পল্লবীর মুখমণ্ডলে। একটু থেমে বললো—কি করবো, বলুন ? সময়তো কাটাতে হবে যেভাবে হোক। ঘর নেই, সংসার নেই, বসে বসে থাকি শুধু। ওভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায় ? তাই ফুলের বাগান করে কিছুটা সময় কাটাই। নতুন নতুন চারা নিয়ে গিয়ে পূঁতি, পুরানো গাছ তুলে ফেলি, জল ঢালি দু' বেলা—এসব করে সময় কাটানোর চেষ্টা করি।

অলক্ষ্যে নিঃশ্বাস চেপে মাহমুদ আলী বললো—তা বটে-তা বটে।

ঃ কিন্তু কৈ, আপনাকে সেদিন সেই যে সাক্ষাত করার অনুরোধ করে এলাম, আপনি তো তবু একবারও গেলেন না ?

ঈষৎ হাসি মুখে মাহমুদ আলী জবাব দিলো—যাইনি কে বললে ? ঐ দিকে যাতায়াতের পথে দু' দু'বার গেলাম। কিন্তু গেলে কি হবে ? আপনাকে বাড়ীর বাইরে পেলে তো ? আপনাদের সীমানার উপর হাঁটাহাঁটি করে এলাম।

পল্লবী ব্যগ্র কণ্ঠে বললো—সেকি ! ডাক দেবেন আমাকে ? কাউকে দিয়ে খবর দেবেন ?

মাহমুদ আলী লজ্জিত কণ্ঠে বললো—তাই কি দেয়া যায় ? আপনি আমার কেউ নন। স্বজাতিও নন। আপনার বাড়ীর লোকেরা আমাকে বড় একটা চেনেন না। এমতাবস্থায় আপনার মতো একটা সোমত্ত মেয়েকে আমি খোঁজাখুঁজি করতে লাগলে কেমন দেখায়, ভেবে দেখুন ? কি দরকার, কেউ প্রশ্ন করলে, জবাবটা দিই কি ?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পল্লবী নিস্তেজ কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, তাও কিছুটা কথা বটে। আসলে আপনাকে ডেকে নেয়ার কথা না ভেবে, ঐভাবে যেতে বলা ঠিক হয়নি আমার। তা যাক, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

ঃ আমাদের উস্তাদের সাথে সাক্ষাত করতে। মানে, উস্তাদের মকানে।

ঃ উস্তাদ মানে—ঐ ফরায়েজী নেতা দুদু মিয়া না কি নাম, উনি ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, উনিই।

পল্লবী পুনরায় মৃদু হেসে বললো—আপনিও কাজ একটা পেয়েছেন যা হোক। ঐ কাজের মোহে পড়ে আমার বান্ধবীটাকে কাঁদিয়ে তবে ছাড়লেন ?

ঃ জি ? আপনার বান্ধবীকে—

ঃ বান্ধবী মানে ইসরত জাহান। তাকে তো সেদিন হু-হু করে কাঁদিয়েছেন।

ঃ আমি কাঁদালাম, কে বললে ?

ঃ ইসরত জাহানই বললো। দুঃখ করে বললো। তাছাড়া বলতেই বা হবে কেন ? এতবড় একটা লড়াই জঙ্গ হয়ে গেল গাঁয়ে, তল্লাটের লোক জানলো আর আমি তা

www.pathagar.com

জানবো না ? কান্না চাপতে চাপতে ইসরত জাহান বাড়ীর দিকে এলো, এটা অনেকেই দেখেছে।

মাহমুদ আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁউ !

ঃ খামাখা তাকে কাঁদানো কি ঠিক হচ্ছে আপনার ?

ঃ আমি কাঁদাতে গেলাম কখন ? তাকে তো আপনারাই কাঁদাচ্ছেন।

ঃ আমরা !

ঃ আপনার জমিদার অভিভাবকেরা। অহেতুক তাঁরা তার উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন আমাকে উৎখাত করতে। এটা তাঁরা না করলে তো কিছুই হয় না ? ইসরত জাহানের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটিনে ?

পল্লবী গম্ভীর হলো। বললো—তা অবশ্য ঠিক। কি যে তাঁদের মাথা ব্যথা হয়েছে, তাঁরা আপনাকে আর আপনাদের সহ্য করতেই পারছেন না।

ঃ মাথা ব্যথা ঐ একটাই। তাঁরা মাত্রাহীন জুলুম করবেন, ইতর প্রাণী গণ্য করবেন আমাদের আর আমাদের তা মুখ মুজে মেনে নিতে হবে। তা কি কেউ নেয় ?

ঃ এজন্যেই তাঁদের সাথে আমারও তেমন বনে না। যতখানি রয়-সয় তাই করাই উচিত, এটা তাঁরা মেনে নিতে চান না।

ঃ আপনিই ভেবে দেখুন, তাঁরা যদি আমাদের নিয়ে মরিয়া হয়ে না উঠেন আর আমাদের ব্যাপারে অনর্থক হস্তক্ষেপ করতে না আসেন, তাঁদের সাথে কিছুমাত্র সংঘাত আমাদের হয় না। জুলুম মাত্রাধিক হলে প্রতিবাদ উঠবেই—প্রত্যাঘাত আসবেই—এটাই নিয়ম। অথচ তাঁরা তা আদৌ বুঝতে রাজী নন।

ঃ সেটা কি আর জানিনে ? তাছাড়া আবার এটা আমার জ্যাঠা মশাইয়ের একার ব্যাপারও নয়। সব জমিদারদের ব্যাপার ঐ একই। তাদের ঐ জিদেরই আর এক অসহায় শিকার হয়েছে ইসরত জাহান। আপনাকে এঁটে উঠতে সে পারুক আর না পারুক, আপনাকে উৎখাত তার করতেই হবে। কি যে বিড়ম্বনায় সে পড়েছে।

মাহমুদ আলী জোর দিয়ে বললো—তাহলেই বুঝুন, আমার দোষটা কোথায় ?

ঃ দোষটা আপনাকেও দেয়া তেমন যায় না, তারও কোন দোষ নেই। মাঝখানে বেচারীকে অনর্থক কেঁদে মরতে হচ্ছে।

মাহমুদ আলী আনমনা হলো। উদাস কণ্ঠে বললো—মাঝে মাঝে ভাবি, তার ঐ ভোগান্তির অবসান ঘটিয়ে আমি না হয় অন্যত্র চলেই যাই কোথাও। এতদিন হয়তো যেতামই। কিন্তু উস্তাদ আমার ঘাড়ে এ এলাকার তত্ত্বাবধায়ক খলিফার দায়িত্বটা দেয়াতেই মুসিবতে পড়েছি। এটা এক ঈমানী দায়িত্ব। এটা পালন না করার প্রশ্নই তাই উঠে না। অথচ এটা পালন করতে হলে এই জামালবাটি বা এর আশেপাশেই থাকতে হবে। ইসরত জাহানের জমিদারীর বাইরে গেলে চলবে না।

ঃ এক কাজ করুন না তাহলে ? আপনাদের উস্তাদকে বলে কয়ে এ দায়িত্ব ছেড়ে দিন।

ঃ তাতে কি হবে ? আমি গেলে আর এক অপরিচিতজন এ এলাকার তত্ত্বাবধায়ক খলিফা হয়ে আসবেন। তাতে ইসরত জাহানের যন্ত্রণা বাড়বে বৈ কমবে না।

www.pathagar.com

ঃ ও আচ্ছা। সব দিক দিয়েই মস্তবড় মুসিবত।

ঃ তবু ইদানিং একথাই মাঝে মাঝে ভাবতে শুরু করেছি। অন্য জায়গার দায়িত্ব নিয়ে আমি না হয় এখান থেকে উঠেই যাই। এদিকে যা হয় হোক। ইসরত জাহান তো আমাকে আর দোষ দিতে পারবে না।

পল্লবী ছেলেমী করে বললো—উঠে যাবেন ? কোথায় যাবেন ?

ঃ যেখানে হয় সেখানে। নিজের গাঁয়েই স্থান হচ্ছে না যখন, তখন আর জায়গার খবর করতে যাওয়ার কি গরজ ? এতিম আর একা মানুষ আমি। যেখানে রাত, সেখানে কাত।

পল্লবীর ছেলেমী বেড়েই গেল। বললো—বান্ধবহীন পরিবেশে একা একা যাবেন ?

ঃ বান্ধবহীন হবো কেন ? তামাম ফরায়েজী ভাইয়েরাই আমার বান্ধব।

ঃ সে তো বাইরের ব্যাপার। খণ্ডকালীন। সার্বক্ষণিক আর ঘরের বান্ধব কোথায় ?

মাহমুদ আলী সহাস্যে বললো—তা আর পেলাম কই অদ্যতক ?

উচ্ছলিত কণ্ঠে পল্লবী বললো—পেলেন না ? এক কাজ করুন। নির্ঘাত তাহলে পেয়ে যাবেন। এসব ঝুটঝামেলা ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরী হন। তাহলে বাইরের বান্ধব ঘরের বান্ধব সবভাবেই একজনকে সাথে পাবেন আপনি।

মাহমুদ আলী সজাগ হলো। সকৌতুকে প্রশ্ন করলো—সাথে পাবো ? কে তাহলে সাথে যাবে আমার ?

ঃ কেউ না গেলে আমি যাবো। আপনাকে তো আর একা একা ছেড়ে দেয়া যায় না ? যেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন, সেখানেই আমি আপনার সাথে যাবো।

ঃ আপনি যাবেন ?

ঃ অসুবিধে কি ? ইসরত জাহানের মতো তো আর জমিদারীর মোহ নেই আমার যে, আপনাকে ছেড়ে দিয়ে জমিদারী নিয়ে থাকবো ?

ঃ আচ্ছা।

ঃ থাক ইসরত জাহান তার জমিদারী নিয়ে। আপনাকে ছেড়ে দিয়ে জমিদারী আঁকড়ে ধরে থেকে কি সুখটা সে পায়, একবার বুঝুক।

ঃ তাই ?

ঃ চলুন না, এখান থেকেই আর এখনই পালিয়ে যাই আমরা দু'জন ? আশেপাশে কেউ নেই। উত্তম সুযোগ। পালিয়ে গিয়ে যেখানে হয় সেখানে আমরা ঘর বাঁধি ! ইসরত জাহানের মতো আমি কখনোও অবাধ্য আপনার হবো না।

ছন্দপতন ঘটলো। পল্লবীর এ কথায় তড়িৎ বেগে চোখ তুললো মাহমুদ আলী। পল্লবীর মুখের উপর নজর তার স্থির হলো। গম্ভীর হলো মুখমণ্ডল। এক পলক সে নীরব হয়ে বসে রইলো। এরপরে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—পল্লবী দেবী !

খিল খিল করে হেসে উঠলো পল্লবী। বললো—ওম্মা ! একি ছেলে মানুষরে ! অমনি ভয় পেয়ে গেলেন ?

ঃ ভয় ? না, ভয় আমি পাইনি। তবে মস্করাটা স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকছে না—এই আর কি ?

www.pathagar.com

ঃ কেন থাকবে না ? সত্যি সত্যিই আপনার সাথে যাবো নাকি আমি যে, গম্ভীর হয়ে গেলেন বড় ? হিন্দুর বিধবা আমি। জান গেলেও আপনি আমাকে সঙ্গে নিতে পারবেন নাকি কখনো ?

ঃ পারবো না ?

ঃ কস্মিন কালেও নয়।

পল্লবীর চাহনীতে দুষ্টুমীর জের লেগেই রইলো। মাহমুদ আলীও আবার কৌতুক করে বললো—যা ব্বাবা ! এই এখনই আবার উল্টো মূর্তি, উল্টো মত ?

ঃ নাখোশ হলেন ?

ঃ দূর-দূর ! খোশ নাখোশের ফাঁকটা এখানে কোথায় ? আপনাদের মনীষীরা বলেন, নারীর মন দেবতারও অগোচর। আমি তুচ্ছ একটা মানুষ। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যা, আমি বুঝবো কি করে যে, খোশ নাখোশের দু'টোর একটা বেছে নেবো ?

পল্লবী আবার ভ্রূকুটি করে বললো—মরেছিরে ! ঘোর এখনো কাটেইনি দেখছি।

ইতিমধ্যে মালীরা ফুলের চারা নিয়ে কলরবে এদিকে এগিয়ে এলো। অল্প কথায় পল্লবীর কাছে বিদায় নিয়ে মাহমুদ আলী ফের পথে নামলো।

১৩

হজ্জ পালন করে উস্তাদ দুদু মিয়া বাড়ীতে ফিরে এলেন। তাঁর সুখ্যাতি আর পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে তাঁর প্রভাব তখন তুঙ্গে। তাঁর খ্যাতি-প্রভাব তিনি তুঙ্গে তুলে রেখেই হজ্জ পালনে গিয়েছিলেন এবং তুঙ্গে থাকার মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে তত্ত্বাবধায়ক খলিফাগণ সহ অন্যান্য আরো অনেক ফরায়েজী নেতৃবৃন্দ তাঁর মোলাকাতে এলেন এবং মোলাকাত করে সবাই আবার ফিরে গেলেন।

উস্তাদ দুদু মিয়ার এই অনুপস্থিতির সময় এস. পি. ডাম্পীয়ার সরকারকে লিখেছিল, "পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এখন আর গোলমালের কোন সম্ভাবনা নেই। তবে দুদু মিয়া ফিরে এলে পরিস্থিতির আবার অবনিত ঘটার চূড়ান্ত সম্ভাবনা আছে।" এ কথায় সে সরকারকে বোঝাতে চেয়েছিল, দুদু মিয়াই গোলমাল পাকিয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে।

ডাম্পীয়ার ডাঁহা মিথ্যা বলেছিল। বরাবর পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটে আসছে তা দুদু মিয়া বা তার সাগ্‌রিদদের দোষে ঘটেনি। ঘটেছে ডাম্পীয়ারের পেয়ারের জমিদার ও নীলকরদের দৌরাত্ম্যের কারণেই। দুদু মিয়া গোলমাল পাকানো লোক নন। দুদু মিয়া ফিরে আসার পরে তাই তাঁর বা তাঁদের কারণে পরিস্থিতির অবনতি ঘটার প্রশ্নই কিছু উঠে না, আর তা ঘটেওনি।

কিন্তু তিনি বা তাঁরা না ঘটালে কি হবে, তাঁদের অস্তিত্বই যারা বিলুপ্ত করতে চায়, তারা কি চুপ করে বসে থাকবে তাই বলে ? তাদের অপতৎপরতার কি কখনো কম্‌তি আছে কিছু ? সঙ্গে সঙ্গে না হলেও দুদু মিয়া ফিরে আসার কিছু দিন পরে

www.pathagar.com

জমিদার আর নীলকরদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের দরুণ পরিস্থিতির আবার চরমভাবে অবনতি ঘটলো। ঝড় উঠলো অশান্তির।

হঠাৎ করে নয়, ঘটনাটা পেকে উঠলো দিনে দিনে। শুরুটা শুরু হলো জমিদারদের জুলুমের সূত্র ধরেই। সবিক্রমে ফরায়েজীদের সামনে আসতে না পারলেও, প্রজা নির্যাতন হেথা হোথা সমানেই তারা চালাচ্ছিল। স্বেচ্ছাচার আর সৈরাচারের সাথে সীমাহীন অর্থ লালসা চরিতার্থ করার হীন তৎপরতা তাদের অব্যাহতই ছিল। এ সময় এক জমিদারের হাতে যশোহরের কিছু সংখ্যক ধর্মান্তরীত খৃষ্টান রায়ত চরমভাবে নির্যাতীত হওয়া থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হলো। নির্যাতিত ঐ রায়তদের আর্তনাদে খৃষ্টান মিশনারীরা হৈ হৈ করে উঠলো। এ জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ করার সাথে সাথে তারা জমিদার ও নীলকরদের হাতে দেশের সমুদয় রায়তদের নিদারুণ দুরবস্থার কথা আবার তাদের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জোরদারভাবে তুলে ধরা শুরু করলো। একই সাথে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়ার জন্যে মিশনারীরা 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করলো।

মিশনারীরাও ইংরেজ, উক্ত সোসাইটির সর্বাধিক প্রতাপশালী সদস্যরাও ইংরেজ। ফলে, মিশনারীদের চাপ বিফলে গেল না। 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' এ ব্যাপারে একটি পৃথক কমিটি গঠন করতে বাধ্য হলো। এ কমিটির কাজ হলো, প্রশ্নমালা (কোয়েস্টিয়নেয়ার) বিতরণ করে বাংলার নিম্নাঞ্চলের (ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, নোয়াখালী ইত্যাদি এলাকার) কৃষক প্রজাদের প্রকৃত অবস্থার খবর সংগ্রহ করা এবং তা পত্রিকায় প্রকাশ করা।

অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে দেয়া প্রশ্নমালার জবাব এসে পৌছতে লাগলো এবং প্রথম দিকে তা হুবহু ছাপাও হতে লাগলো। জবাব যা এলো তা আবার নতুন করে প্রমাণ করলো যে, জমিদারেরা প্রজাদের প্রতি বরাবরই অবর্ণনীয়ভাবে নির্মম। হাজারটা অজুহাতে জমিদারেরা এতবেশী অন্যায় ও অতিরিক্ত কর আদায় করে, যা পরিমাণে আসল খাজনার চেয়ে অনেকগুণে বেশী। জমিদারদের জুলম নীরবে মেনে নিতে অনিচ্ছুক প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্যে জমিদারেরা নানাবিধ দুর্নীতি ও জালিয়তির আশ্রয় নেয়। খাজনা নিয়ে খাজনার রশিদ আটকে দেয়। প্রজাকে জোর করে ধরে এনে প্রহার করে। আটক করে রাখে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং জমির মালিকানা বা স্বত্ব থেকে বিচ্যুত করে। নীলকরদের অত্যাচারও ঐ একই রকম। শারীরিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা করাই নীলকরদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক কথায়, জমিদারী প্রথা ও নীলকর চাষের ব্যঁবস্থা এ দেশের কৃষক প্রজাকে চরমভাবে নিগৃহিত ও নিঃস্ব করে ছেড়েছে। দীনাতিদীন বানিয়েছে।

এ সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁশ হয়ে যেতে থাকায় 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' বড়ই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গেল। ফলে, এসব খবর ছাপানো বা প্রকাশ করা আকস্মিকভাবে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল।

জমিদার ও নীলকরদের ভাবমূর্তি নষ্ট যা হবার তা এতে করেই ইতিমধ্যে অনেকখানি হয়ে গেল। অবস্থা তাদের সর্বসমক্ষে নাজুক হয়ে যাওয়ায় তারা মাথায়

www.pathagar.com

হাত দিলো। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ক্ষতিপূরণ করার লক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হলেন প্যারীচাঁদ মিত্রনামের বৃটিশ সরকার, জমিদার ও নীলকরদের এক তাঁবেদার আঁতেল এবং বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য। "দি ক্যাল্‌কাটা রিভিউ" পত্রিকায় তিনি পর পর দু'টি একেবারেই বানোয়াট, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিবন্ধ প্রকাশ করলেন। "দি জমিনদার এ্যাণ্ড রায়ত" এবং "ইণ্ডিগো ইন লোয়ার বেঙ্গল" শিরোনামের এই দুই কুখ্যাত রচনায় প্রজাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে একেবারেই একতরফাভাবে তিনি জমিদার ও নীলকরদের স্বার্থ তুলে ধরলেন এবং একমাত্র ফরায়েজীদেরই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানালেন। তিনি লিখলেন, চৌদ্দ বছর আগে তিতুমীরের অধীনে যারা ইংরেজ সরকারকে যারপর নেই নাস্তানাবুদ করেছে, এই ফরায়েজীরা সেই একই জনগোষ্ঠী। এক্ষণে তারা দুদু মিয়ার নেতৃত্বে বাংলার এই নিম্নাঞ্চলে সংগঠিত হয়েছে। আগের চেয়ে আরো অধিক শক্তিমান এখন তারা এবং আরো অধিক ভয়ংকরভাবে বৃটিশ শাসন উৎখাত করার কাজে নিয়োজিত আছে।

এক কথায়, জমিদার ও নীলকরদের হাতে রায়তদের ঐ মর্মান্তিক দিক থেকে ইংরেজ সরকার ও অন্যান্য সকলের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার হীন উদ্দেশ্য, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর মুখের তামাম বিষ ফরায়েজীদের উপর উগ্‌ড়ে দিলেন এবং ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে উত্তেজিত করে তুলতে জ্বালাময়ী ও উত্তেজক বাক্যবাণে তাঁর নিবন্ধ পরিপূর্ণ করলেন। তাঁর রচনায় তিনি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করলেন, এ ফরায়েজীরা হত্যা, গুম, রাহাজানী, লুটতরাজ, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। দুঃসাহস এদের আকাশচুম্বি হয়ে গেছে। অচিরেই এদের দমন না করলে, ইংরেজ শাসন বিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনাসহ এদের হাতে মদনমোহন ঘোষের মতো জমিদার ও নীলকরদের জীবন আর মোটেই নিরাপদ নয় যাঁরা নিতান্তই নীরিহ ও প্রজাবৎসল ব্যক্তি।

প্যারী চাঁদ মিত্রের এই প্রকাশনার দ্বারা জমিদার ও নীলকরদের হৃত ভাবমূর্তি যতটাই পুনরুদ্ধার হোক, তাদের বল গেল দুই গুণে বেড়ে। জমিদার ও নীলকরেরা এতে করে ভয়ানক উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। শক্তি প্রয়োগ করে ফরায়েজীদের উৎখাত করতে দৃঢ় সংকল্প হলো তারা। মিত্র বাবুর লেখা ছাপা হওয়ার সাথে সাথেই কুখ্যাত নীলকর এ্যাণ্ড্রু, আণ্ডারসন ডান্‌লপ্‌ দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে অপহরণ ও খুনের এবং বেআইনী জনসমাবেশের অভিযোগ এনে আদালতে পর পর দু'টি মিথ্যা মামলা দায়ের করলো। কিন্তু একেবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ায় মোকর্দমায় দুদু মিয়া আবার নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। এ পথে কাজ হলো না দেখে ডান্‌লপ্‌ ও গোপীমোহন ঘোষের নেতৃত্বে তাদের জমিদার বন্ধুরা দুদু মিয়াকে হত্যা করেই সব সমস্যার সমাধান করার এবং শক্তিপ্রয়োগ করেই তাঁর আন্দোলন স্তব্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ডান্‌লপের গোমস্তা কালী প্রসাদ কাঞ্জিলাল ও কয়েকজন জমিদার সাত আটশো সশস্ত্র লোক নিয়ে অতর্কিতে এসে দুদু মিয়ার বাড়ীর উপর

www.pathagar.com

চড়াও হলো। তারা সদর দরজা ভেঙ্গে ফেললো। চারজন চৌকিদারকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করলো। অন্যান্য চৌকিদার, পাহারাদার ও উপস্থিত লোকজনকে আহত করলো। দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করলো। নগদ অর্থ সহ দেড় লক্ষ টাকার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করলো। নিহতদের লাশ গুম করলো এবং আহতদের ধরে নিয়ে গিয়ে বেআইনি সমাবেশে যোগদানকারী লোক হিসেবে থানার দারোগার কাছে সোপর্দ করলো। দারোগাও তাদের সেই অপরাধের অপরাধী হিসেবে ম্যাজিষ্ট্রের কাছে প্রেরণ করলো। আমিরউদ্দীন নামক আহতদের একজন এই টানাহেঁচড়ার মধ্যে ইন্তেকাল করায় মৃতের সংখ্যা পাঁচে দাঁড়লো। নসীবগুণে দুদু মিয়া এই হামলাকারীদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে গেলেন।

ফরায়েজীদের জন্যে এ ঘটনা মাথায় আগুন ধরে যাওয়ার মতো ঘটনা। কিন্তু ঘটনাটি নিয়ে ফরায়েজীরা উত্তেজিত হয়ে উঠার আগেই দুদু মিয়া সবাইকে নিরস্ত করে দিয়ে আইনের আশ্রয় নিলেন। যদিও এ আশ্রয় ভরসাহীন আশ্রয়, তবু এতবড় ঘটনা ইংরেজ প্রশাসন উপেক্ষা করতে পারবে না ভেবে, এবং অপরদিকে, তাঁর ক্রোধান্বিত সাগরিদদের রাশ এই মুহূর্তে টেনে না ধরলে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে বিবেচনা করে, তিনি শান্তির পথ বেছে নিলেন।

ঘটনার পরে পরেই তিনি ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাটিষ্ট্রেট জি. সি. ফ্রেচারের কাছে গিয়ে ঘটনাটি তদন্ত করার আবেদন জানালেন। কিন্তু নীলকর ও জমিদারদের প্রতি অনুরক্ত ফ্রেচার দুদু মিয়ার ঘটনা ও আবেদনের উপর তেমন কোন গুরুত্বই দিলেন না। বরং জমিদার ও নীলকর কর্তৃক আনীত বেআইনি সমাবেশে যোগদান করার মিথ্যা অভিযোগের উপরই অধিক গুরুত্ব দিলেন এবং কোর্টের কিছু আমলা সাথে দিয়ে তিনি দারোগাকে এ ঘটনাই তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিলেন। দুদু মিয়ার যা বলার আছে তদন্তকালে তা দারোগার কাছেই বলার কথা বলে দুদু মিয়াকে বিদায় করলেন।

ঘটনা যা ঘটার তাই ঘটলো। কোর্টের কয়েকজন আমলা সহ দারোগাটি তদন্তে এসে জমিদার ও নীলকরদের আস্তানায় গিয়ে উঠলো। তদন্তের নামে কিছুক্ষণ প্রহসন করার পর তারা দুদু মিয়াকে নিয়ে বসলো। দুদু মিয়া তাঁর বক্তব্য পেশ করার মুখে বাধা প্রদান করে দারোগার যোগসাজসে ডান্‌লপ ও জমিদারেরা দুদু মিয়াকে বেঁধে ফেললো। বাঁধার পরে জোরপূর্বক তাঁকে ডান্‌লপের নীলকুঠি পাঁচ্চরে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দুদু মিয়াকে দু'দিন এক রাত্রি একটি প্রকোষ্ঠে আটক করে রাখলো এবং পুনঃপুনঃ তাকে হত্যা করার হুমকি দিতে লাগলো। অনেক বলা-কওয়া, বিশেষ করে, এর ফলে সারাদেশে যে আগুন জ্বলবে তা থেকে তারাও নিস্তার পাবে না বলে সমঝানোর পর, দুদু মিয়াকে প্রাণে না মেরে দুর্বৃত্তেরা অতপর তাঁকে ছেড়ে দিলো।

সেখান থেকে এসেই দুদু মিয়া পুনরায় জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবারও সে দরখাস্ত সরাসরি বাতিল করে দিয়ে নীলকর ডান্‌লপের সাথে বিষয়টি মিটমাট করে নেয়ার জন্যে দুদু মিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। মীমাংসায় আসতে দুদু মিয়া একেবারেই অস্বীকৃত হলে এবং তদন্তের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অবশেষে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার একটা দায়সারা গোছের আশ্বাস দিলেন।

www.pathagar.com

দীর্ঘ সময় পরে ঢাকার নিকটে পরগ্রাম নামক একস্থানে মহিষ শিকারে আসার সময় রথ দেখা কলা বেচার মতো দুদু মিয়ার অভিযোগ তদন্ত করে দেখতে যাবেন বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দুদু মিয়াকে পরগ্রামে ডেকে নিলেন। পর পর আটদিন তাঁকে পরগ্রামে অপেক্ষায় রাখার পর তদন্তে না গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঢাকায় গেলেন। তা দেখে দুদু মিয়া ঢাকায় এসে বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবার তাঁকে পরগ্রামে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন। অর্থাৎ, তদন্তেও যাবো না—'না'ও বলবো না, এই মর্মে কেবলই তাঁকে ঘোরাতে লাগলেন।

এ হলো এ দৃশ্যের একদিক। অপর দিক এই ব্যর্থ চেষ্টা ও ভ্রান্ত পথের বিপরীত। দুদু মিয়ার বাড়ীতে হামলা, হত্যা ও লুটতরাজের খবর তামাম ফরায়েজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বারুদের ঘরে আগুন ধরে গেল। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সর্বত্রই সকলে মার মার রবে হুংকার দিয়ে উঠলো। উস্তাদ দুদু মিয়ার একান্ত অনুরোধে কিছুদিন তারা ধৈর্য ধরে রইলো বটে, কিন্তু ডান্‌লপের কুঠিতে দুদু মিয়াকে আটক করে রাখার এবং তদন্তের নামে ম্যাজিস্ট্রেটের টালবাহানার ঘটনায় তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে আবার চারদিকে সকলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তীব্র হলো প্রতিশোধ গ্রহণের তাকিদ।

দেশময় ফরায়েজীদের ক্ষিপ্ত মূর্তি দেখে বিভিন্ন এলাকার জমিদারেরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তাদের অনুরোধে থানার কর্মকর্তারা সোচ্চার হয়ে উঠলো এবং জমিদারদের পাহারা দিয়ে রাখার সাথে বেআইনী সমাবেশের অভিযোগে কিছু কিছু ফরায়েজীদের হুমকি দিয়ে ফিরতে লাগলো।

ফরায়েজীদের হুংকারে জামালবাটি এলাকাও আলোড়িত হয়ে উঠলো। নীলকর ও জমিদারদের গোষ্ঠী এবার ফরায়েজীরা সাফ করে ফেলবে, এরূপ গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ গুজব শুনে জামালবাটির জমিদার ইসরত জাহান ভয় পেয়ে গেল এবং ভীতসন্ত্রস্তভাবে দিন কাটাতে লাগলো।

সেদিন সোমবার আসরের নামাযের পর বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে ফরায়েজীরা এসে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা মাহমুদ আলীর আস্তানায় হাজির হতে লাগলো। উস্তাদ নিজে মরীচিকার পেছনে ছুটোছুটি করছেন, করুন। তত্ত্বাবধায়ক খলিফারা প্রতিশোধ গ্রহণের কোন্ পদক্ষেপ নিচ্ছেন, পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে কেন, এ মর্মে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে মাহমুদ আলীর বাড়ীতে প্রচুর সংখ্যক ফরায়েজীরা এসে সমবেত হলো এবং "নারায়ে তকবির—আল্লাহু আকবার" ধ্বনিতে চারদিক প্রকম্পিত করতে লাগলো।

ইসরত জাহান সমুদয় ঘটনা শংকার সাথে অবলোকন করছিলো এবং কি হয়—কি ঘটে, ভেবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলো। এ সময় কোথা থেকে কি শুনে এসে এক পেয়াদা ইসরত জাহানকে জানালো, ঐ ফরায়েজী জনতা আজ জমিদার ইসরত জাহানের বাড়ীর উপর হামলা চালাবে এবং তার বাড়ী লুণ্ঠন করে দুদু মিয়ার উপর হামলা হওয়ার খানিকটা প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

শুনেই ইসরত জাহান আঁত্কে উঠলো। সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেবের কাছে দৌড়ের উপর এসে কাঁপতে কাঁপতে বললো—চাচাজান, এবার উপায় ?

নূরুল আলম সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—উপায় ! কিসের উপায় আম্মাজান ?

একই রকম শংকিত কণ্ঠে ইসরত জাহান বললো—হুংকার শুনতে পাচ্ছেন না ? মাহমুদ আলীর বাড়ীতে হাজার লোক জড়ো হয়ে হুংকার দিচ্ছে, তা এখনও শুনতে পাননি ?

ঃ শুনতে পাবো না কেন ? কিন্তু তাতে কি হয়েছে ?

ঃ কি হয়েছে ! এখনই তারা আমাকে আক্রমণ করবে। আমার বাড়ীতে চড়াও হবে। এ মুহূর্তেই।

ঃ সেকি ! এ খবর কোথায় পেলে তুমি ?

ঃ বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি। আজ আর আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না ওরা।

নূরুল আলম সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন—পাগল !

তা দেখে ইসরত জাহান রুষ্ট কণ্ঠে বললো—সেকি চাচাজান ! আপনার কাছে এটা কি একটা হাসির ব্যাপার হলো ? আমার সর্বস্ব যেখানে বিপন্ন, সেখানে আপনার মুখে এ হাসি ! এর অর্থ কি চাচাজান ?

আলম সাহেব একই রকম প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন—এর অর্থ ? অর্থ হলো, তুমি একটা আস্ত পাগল আম্মাজান। আর এ কারণেই কে তোমার আপন, কে তোমার পর, তা বিলকুল ভুলে যাও।

ঃ কি রকম ?

আলম সাহেব এবার কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—মাহমুদ আলী নিজে ওখানে আছে না ? সে ওখানে থাকতে তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগবে, এটা তুমি কল্পনা করলে কিভাবে ?

ঃ চাচাজান !

ঃ মতিগতি এখনও তোমার পরিপক্ক হয়নি। সেরেফ ছেলে মানুষই রয়ে গেছো এখনও। নইলে, মাহমুদ আলীর উপর ভরসা তোমার কিছুমাত্র কম আছে, তা তো মনে হয় না ! তবু—

ইসরত জাহান থমকে গেল। ঢোক চিপে বললো—না, কথা হচ্ছে, ওর মতিগতি বুঝে উঠা ভার চাচা। যে রকম একরোখা আর কাঠগোঁয়ার, তাতে কখন যে কি করে বসে—

নূরুল আলম সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন—আম্মাজান, আমি বুড়ো হয়ে গেছি ঠিকই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝিনে, তা নয়। ছোটকাল থেকেই তোমরা একে অন্যের হিতৈষী। বাইরে তোমাদের ঝগড়া-ফ্যাসাদ যতই হোক, ভেতরে কোন গলদ নজরে আমার পড়েনি।

ইসরত জাহান লজ্জিত কণ্ঠে বললো—চাচাজান।

www.pathagar.com

আলম সাহেব বললেন—তবে পার্থক্য একটুখানি নজরে পড়ছে ইদানিং। তোমার আস্থা যতটা নড়বড়ে, তার আস্থা ততটাই স্থির। এ নিয়ে তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নজরে পড়েনি আমার। দু' এর মধ্যে এ ফাঁকটাই দেখা যাচ্ছে এখন।

ঃ চাচাজান !

ঃ যাও, ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকোগে। পাগলী মেয়ে কোথাকার ! মাহমুদ আলী যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তুমি যে একটা নিশ্চিত নিরাপত্তার আবেষ্টনীর মধ্যে আছো—এটা কি বুঝেও বুঝো না ?

পুলকিত অন্তরে ও ভীরু ভীরু চরণে ইসরত জাহান সেখান থেকে সরে এলো।

ইসরত জাহান তার বিশ্বস্ত ঝি জয়তুনের মা ও একজন বর্ষীয়ান গোমস্তাকে সাথে নিয়ে কার্যোপলক্ষ্যে জামালবাটি গাঁয়ের শেষ মাথায় এসেছিল। পল্লবীর মামার বাড়ীর পাশ দিয়ে পথ। ফেরত আসারকালে পল্লবী তাকে দেখতে পেয়ে পথের মাঝে আটকালো। দূর থেকে দেখেই পল্লবী ছুটে এলো এবং পুলক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো —কি ব্যাপার ইসরত জাহান ? এ সময়ে তুমি এদিকে ?

ইসরত জাহান দাঁড়িয়ে গেল। গোমস্তা ও জয়তুনের মা অল্প একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। পল্লবীর প্রশ্নের জবাবে ইসরত জাহান হাসি মুখে বললো—এ দিকে একটু জরুরী কাজ ছিল।

ঃ জরুরী কাজ ! কাজ ছিল বলেই তুমি একা একা চলে এলে এতদূরে ?

ঃ একা একা হবে কেন ? ঐতো আমাদের জয়তুনের মা আর একজন গোমস্তা সাহেব সাথে আছেন।

ঃ ব্যস্ ! এতেই তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলে ? ভয় নেই তোমার একটুও ?

ঃ ভয় !

ঃ জানের ভয়। মানের ভয়। বিপদকালে ঐ এক বৃদ্ধ আর এক আউরাত তোমাকে আগ্‌লাবে কি ? একজন ফরায়েজীর একটা নাস্তাও তো নয় ওরা ?

ঃ কি রকম ?

ঃ রকমটা কি তুমি জানো না ? মামার কাছে শুনলাম, ওদের উস্তাদ ঐ দুদু মিয়ার বাড়ীতে হামলা হওয়ায় আর লোকজন খুন হওয়ায় দেশের ফরায়েজীরা সকলেই আগুনের মতো জ্বলে উঠেছে। সর্বত্রই ওরা বাঘের মতো ফুঁশছে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কখন যে ওরা কার ঘাড় মট্‌কাবে, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

ঃ বলো কি !

ঃ ফরায়েজীদের ভয়ে কোন জমিদার আর নীলকর সাহেব এখন উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া গা মেলে বাইরে ঘোরাফেরা করছেন না। ফরায়েজীদের তামাম আক্রোশ জমিদার আর নীলকরদের উপর। কখন যে কার ওরা জমিদার জয়নারায়ন ঘোষের ভাই মদন মোহন ঘোষের হাল করে ছাড়ে, কে জানে !

ঃ আচ্ছা ?

ঃ তুমিও একজন জমিদার আর অন্যান্য জমিদারদের চেয়ে তোমার অবস্থা আরো নাজুক। একদম তোমার বুকের উপর ফরায়েজীদের থৈ মাতম। ওখানে নাকি হরদম

www.pathagar.com

এখন সভা-সমাবেশ হচ্ছে, হুংকার হুল্লোড় উঠছে আর দলে দলে ফরায়েজীরা আসছে আর যাচ্ছে। এরই মাঝে তোমার বাস। তুমি কি করে এমন গা মেলে চলাফেরা করছো ? ভয় নেই দীলে তোমার ?

ঃ তা কথা হলো—

ঃ ফরায়েজীরা কি কেউ কখনো পড়েনি তোমার সামনে ? তোমার বাড়ীর পাশ দিয়েই ওদের এন্তার যাওয়া-আসা। চারপাশেও গিজ্ গিজ্ করছে ফরায়েজী। গাঁয়েরও আবার অনেকেই ওদের সাথে হাত মিলিয়ে নিয়েছে। এরা কি কেউ তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেনি ? বাঁকা নয়নে তাকায়নি বা কটু কথা বলেনি ?

ঃ কে বলবে ? কার এত দুঃসাহস ?

ঃ বলো কি ? এত শক্তি তোমার ? জমিদার হলেও এমন কোন বাজখাঁই জমিদার তুমি নও। তার উপর তুমি একজন মেয়েছেলে। তোমার ভয়ে কি ফরায়েজীরা সবাই খামুশ হয়ে থাকবে ?

ঃ তাই থাকতে হবে। নইলে কি কাউকে ছেড়ে কথা বলবো ?

ঃ আচ্ছা ! তাহলে এতটাই সাহস তোমার দীলে ? বিপদ আপদের কোন ভয়ই নেই তোমার ?

ঃ না। ওসব ভয় আমি করিনে।

পল্লবী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁউ, বুঝেছি।

ঃ বুঝেছো ! বুঝেছো মানে ?

ঃ আড়চোখে চেয়ে পল্লবী বললো—ভয় আর থাকবে কেন ভাই ? বিপদ-আপদ নিজেই যদি বান্ধব হয় কারো, তার আর বিপদের ভয় কি ? বান্ধব কি কখনো কারো ভীতির কারণ হয় ?

ঃ বান্ধব !

ঃ দীলের বান্ধব। প্রাণের সখা

ঃ পল্লবী !

ঃ চোখ পাকাচ্ছো কেন ? মাহমুদ আলী কি তোমার খাতিরের লোক নয় ? বাল্যকালের প্রিয় সাথী নয় ?

ঃ তাতে কি হয়েছে ?

ঃ তাতেই সব হয়েছে। তোমার এই গা মেলে ঘুরে বেড়ানো থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আর কিছু না হলেও, মাহমুদ আলী বড়ই দরদী পড়শী তোমার। সে এখানে ফরায়েজী দলের নেতা বলেই তোমার কোন ভয় নেই। তোমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর কোন সাহস তার দলের কারো নেই।

ঃ তারপর ?

ঃ সাব্বাস ভাই ! একেই বলে নসীব। এমন একজন প্রতিবেশী তুমি পেয়েছো, যে জন কেবল মেরেই যায় না, ঘন ঘন ফিরেও চায়।

www.pathagar.com

ঃ বটে !

ঃ এমন নসীব ক'জনের হয় ভাই। মারারটা সবারই চারপাশে থাকে। ফিরে তাকানোরটা আর কার নসীবে জোটে বড় ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ মারার পর যে ফিরে তাকায়, তার হাতের মারটাও মারের মতো লাগে না ভাই, মধুর মতো লাগে।

ঃ যা-ব্বাবা, এতদূর ! তা এতই যখন আফসোস্ তোমার দীলে, তখন আর দূরে সরে আছো কেন ? যাওনা কাছে এগিয়ে। তার ঘরের পাশে ঘর তোল। প্রতিবেশী হও। আমি হলপ করে বলতে পারি, মেরে যদি যায়ও কখনো, নির্ঘাত সে তোমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে। তোমার প্রতি সে দরদ দীলে যে তার থৈ থৈ করছে, তা আমি ভালভাবে টের পেয়েছি।

ঃ পেয়েছো নাকি ?

ঃ আর ঘরের পাশে ঘর তোলারই বা গরজ কি ? সরাসরি তার ঘরে গিয়েই উঠো। আফসোস্ তোমার মিটে যাক।

কপট খেদে পল্লবী বললো—তা কি আর হয় ভাই ? আমি হিন্দুর বিধবা। কারো ঘরে কি আর স্থান আছে আমার ? সমাজ কি তাহলে আর কল্লাটা আমার রাখবে ?

ইসরত জাহান বললো—সমাজের ভয় কি ? ফুসলিয়ে তাকে হাত করো। তারপর একদিন দেশ থেকে লাপাত্তা হয়ে যাও। আর তোমাকে ধরে কে তখন ?

ঃ কি যে বলো ? সে ফাঁকটুকুই কি রেখেছো তুমি ? এমনভাবে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছো যে, বেচারার আর নড়ন-চড়নের জো নেই। ফুসলিয়ে কি আর ফায়দা আছে কিছু ? আমাকে নিয়ে যে পালিয়ে যাবে, এতটুকু সে সাধ্য কি তার আছে ?

ঃ বলো কি ? সে চেষ্টাও করেছো নাকি ?

ঃ করিনি আবার ? কিন্তু সাড়াটা পেলাম কৈ ? তাছাড়া পরের ধনে হাত দেয়াও পাপ। তাই বুঝে সুঝে খামুশ হয়ে গেছি। অধিক তোড়জোড় করিনি।

পল্লবী ঠোঁটটিপে হাসতে লাগলো। বিস্ময়ের ভান করে ইসরত জাহান বললো—ওম্মা ! সে কি কথা লো !

পল্লবী শব্দ করে হেসে বললো—ভয় নেই-ভয় নেই। অত পুলকও দীলে আমার নেই আর কারো হক মারার রুচিও আমার নেই। তুমিই বরং চটপট তার ঘরে গিয়ে উঠো, দেখে আমি দু' চোখ জুড়াই।

নড়েচড়ে উঠে দূরে দাঁড়ানো গোমস্তা সাহেব এই সময় বললেন—আম্মাজান, সেরেস্তায় আমার জরুরী কাজ আছে। আপনার দেরী থাকলে আমি গিয়ে না হয় অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেই ?

ইসরত জাহান ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—নানা, কাউকে পাঠাতে হবে না। আমারও তাড়া আছে, আমি এখনই আসছি।

www.pathagar.com

পল্লবীর দিকে ফিরে চেয়ে বললো—যাই ভাই। তোমার মতো এমন আজগুবী আর মধুর মধুর খোয়াব দেখার সময় কি আর আছে আমার এখন ? তুমি বরং ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে খোয়াব দেখো, আমি গিয়ে কাজ করি—

হাসতে হাসতে ইসরত জাহান চলে গেল।

বেআইনী সমাবেশের অভিযোগে মাহমুদ আলী এরই মধ্যে অভিযুক্ত হলো। চারপাশের জমিদারেরাই মাহমুদ আলীকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে থানায় খবর দিলো এবং দারোগাকে চাঙ্গা করে দিলো। এই উত্তেজনার সময় অধিক কিছু করা সম্ভব না হলেও, ব্যাটাকে থানায় ধরে এনে বেশ খানিকটা ধমকানো হোক আর মান-অপমান সহকারে ভয় দেখিয়ে ব্যাটাকে খামুশ করে দেয়া হোক—এ যুক্তিই জমিদারেরা দারোগাকে দিলো আর দারোগা বাবুও খোশ দীলে তা কবুল করলো। সেই সাথে জমিদার বাবুরা ইসরত জাহানের উপর হুকুম চাঁড়লো—মাহমুদ আলীর উপর সর্বক্ষণ সতর্ক নজর রাখা হোক এবং থানার দারোগা সেখানে গেলে মাহমুদ আলীকে ধরিয়ে দেয়ার সর্ববিধ ব্যবস্থা করা হোক।

হুকুম শুনে ইসরত জাহান ভড়কে গেল। কিভাবে কি করবে, কোন দিশে করতে পারলো না। ভাবতে ভাবতেই তার কাছে খবর এলো, সেপাই-পাইক নিয়ে থানার দারোগা গাঁয়ে এসে ঢুকেছে। এ ব্যাপারে ইসরত জাহানকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার জন্যে দারোগা সাহেব অগ্রিম খবর পাঠিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ইসরত জাহান মাহমুদ আলীর খবর নিলো। খবর নিয়ে জানলো, মাহমুদ আলীর আস্তানায় আজ লোকজন তেমন নেই। অল্প কয়েকজন লোক নিয়ে মাহমুদ আলী বাড়ীতে বসে গল্প করছে। পুলিশ আসার খবর যে আদৌ তারা জানে না, তাদের নিশ্চিতভাব দেখে তা বোঝা যাচ্ছে।

ইসরত জাহান তখনই জয়তুনের মাকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিলো। দৌড়ের উপর এসে জয়তুনের মা মাহমুদ আলীকে বললো—বাপজান, ইসরত জাহান মহাবিপদে পড়ে গেছে। শিগ্গির আপনি একবার সেখানে আসুন।

পুলিশ আসার খবর এই মাত্র মাহমুদ আলী পেয়েছে। চেষ্টা করলে এখনো হয়তো সে সরে পড়তে পারবে—এ চিন্তাই করছে। এ সময় জয়তুনের মা খবর নিয়ে আসায় মাহমুদ আলী বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, মহাবিপদ মানে ? কি বিপদ ?

জয়তুনের মা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—সেটা বোঝানোরও সময় নেই বাপজান। তার জান মান যদি বাঁচাতে চান, চুপটি করে এখনই তার বাড়ীতে আসুন।

দ্বিরুক্তি না করে মাহমুদ আলী তৎক্ষণাৎ জয়তুনের মায়ের পেছনে পেছনে ছুটলো। পেছনের দরজা দিয়ে ইসরত জাহানের বাড়ীতে এসে হাজির হয়েই মাহমুদ আলী প্রশ্ন করলো—কৈ, কোথায় ইসরত জাহান ? কোথায় সেই বিপদ ?

মুখে আঙ্গুল দিয়ে জয়তুনের মা নীচু কণ্ঠে বললো—কথা বলবেন না বাপজান। চুপি চুপি আসুন। কেউ দেখে ফেললে তামাম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার জান মান

www.pathagar.com

কিছুই রক্ষে পাবে না। ইসরত জাহান উপর তলায় তার শয়ন ঘরে। বিপদটা ওখানেই। অতর্কিতে গিয়ে হাজির হতে হবে।

লুকিয়ে ছাপিয়ে আবার তারা ছুটলো। ইসরত জাহানের শয়ন ঘরের দুয়ারের কাছে এসে জয়তুনের মা মাহমুদ আলীকে বললো—যান, বিপদ ঐ ভেতরে। শিগ্গির ভেতরে যান—

মাহমুদ আলীর কোমরে গোপনভাবে একটা ছোরা গোঁজা ছিল। সেই ছোরার উপর হাত রেখে মাহমুদ আলী ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। ইসরত জাহান ঘরের মধ্যেই ছিল। মাহমুদ আলী ঘরে ঢোকার সাথে সাথে ইসরত জাহান ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো এবং ঘরের দুয়ার বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে দিলো। মাহমুদ আলী কিছু বুঝে উঠার আগেই ইসরত জাহান বললো—খবরদার ! কোন কথা বলো না। কোন সাড়াশব্দ করো না। চুপচাপ চাদর মুড়ি দিয়ে আমার বিছানার উপর শুয়ে থাকো।

হতবুদ্ধিভাবে মাহমুদ আলী বলে উঠলো—তার মানে ! একি ষড়যন্ত্র !

ইসরত জাহান কাতর কণ্ঠে বললো—আল্লাহর দোহাই, আল্লাহর কসম। আর একটা কথাও বলো না।

জয়তুনের মায়ের সাথে ইসরত জাহান তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো।

সেপাই বাহিনীসহ দারোগা সাহেব এসে মাহমুদ আলীর বাড়ী ঘেরাও করলো। তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। আশে-পাশে কোথাও খুঁজে না পেয়ে দারোগা সাহেব সদলবলে ইসরত জাহানের বাড়ীতে এসে হাজির হলো। ইসরত জাহানকে ডেকে নিয়ে বললো—কি ব্যাপার ? সবাই বললে, মাহমুদ আলী তার বাড়ীতেই আছে। কিন্তু সেখানে তো পাওয়া গেল না তাকে ?

যথাসম্ভব আব্রু করে দারোগার সামনে এসে ইসরত জাহান ব্যস্তকণ্ঠে বললো—সেকি ! নেই সেখানে ?

দারোগা বললো—না। পথে একজন বললো, আপনার বাড়ীর দিকেই সে একটু আগে এসেছে।

চোখে মুখে বিস্ময় টেনে এনে ইসরত জাহান বললো—হায় সর্বনাশ ! তাহলে সে পালিয়ে গেছে। আমার বাড়ীর সামনের দিকে না এসে সে পেছনের দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে। খুঁজুন-খুঁজুন, চারদিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করুন। যদিও আমার বাড়ীতে ঢুকলে নিশ্চিত ধরা পড়বে জেনে সে এখানে কখনো আসবে না, তবু আমি আমার লোকজন নিয়ে ভেতরে সর্বত্র খোঁজ করছি। আপনারা বাইরের দিকে দেখুন।

ভেতরে বাইরে আবার খোঁজ করা হলো। কিন্তু কোথাও মাহমুদ আলীকে পাওয়া গেল না। বাইরের অনেকটা এলাকা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করে এসে দারোগা সাহেব উষ্মার সাথে ইসরত জাহানকে বললো—কর্তব্যে আপনার অবহেলার জন্যেই আমার এই অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল। আসামীর উপর নজর রাখার জোর তাকিদ থাকা সত্ত্বেও আপনি মোটেই নজর রাখলেন না বা আসামী কোন দিকে গেল তার কোন হদিসও দিতে পারলেন না। শুধু শুধুই হয়রান হলেম আমরা।

www.pathagar.com

সদলবলে মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিয়ে নাস্তা পানির আপ্যায়নে ইসরত জাহান দারোগাকে ঠাণ্ডা করলো। অতপর ভবিষ্যতে সবিশেষ কর্মতৎপর থাকার আশ্বাস দিয়ে দারোগাকে বিদায় করলো।

দারোগার গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াটা নিশ্চিত হলে, ইসরত জাহান উপরে উঠে এলো এবং ঘরের দুয়ার খুলে দিয়ে মাহমুদ আলীকে হাসিমুখে বললো—যাও, দারোগা চলে গেছে। জয়তুনের মায়ের সাথে আবার পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে বাড়ীতে যাও। কেউ দেখে না যেন। তাহলে শরমে আমার মাথা কাটা যাবে।

ইসরত জাহানের মুখের দিকে এক ধেয়ানে চেয়ে থাকার পর মাহমুদ আলী বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললো—ইসরত জাহান!

ঃ দারোগা তোমাকে কয়েদ করতে এসেছিল, তা কি জানো?

মাহমুদ আলী বিহ্বল কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, জানি।

ইসরত জাহান বললো—সে কারণেই আমি তোমাকে কিছুক্ষণ কয়েদ করে রাখলাম। হাজার হলেও তুমি আমার দুশমন। অমনি অমনি তোমাকে আমি ছাড়বো কেন?

ইসরত জাহান মুখ টিপে হাসতে লাগলো। নিষ্পলক নেত্রে আরো কিছুক্ষণ ইসরত জাহানের মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর মাহমুদ আলী নজর নামিয়ে নিলো এবং জয়তুনের মাকে অনুসরণ করে নীরবে উপর থেকে নেমে এলো।

অধিক অপেক্ষা রইলো না। দুশমনদের এই কিসিমের দুশমনি প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ তরান্বিত করলো। উত্তেজিত ফরায়েজীদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক খলিফারা অচিরেই একত্রিত হলেন। তাঁদের সাথে যোগ দিলেন লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান কাদির বকস সাহেব। ষোলকলা পূর্ণ হলো। সাব্যস্ত হলো, বিলম্বে কর্মনাশ। উস্তাদের মুখ চেয়ে থাকলে কিছুই হবে না। তাঁর মত নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলে, প্রতিশোধ নেয়া হয়ে উঠবে না কোনদিনই। চরম পদক্ষেপ কখনই তিনি অনুমোদন করবেন না। অথচ, এ মুহূর্তে প্রয়োজন চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। তা না হলে দুশমনেরা খামুশ কখনো হবে না। তাদের প্রাণে আতংক পয়দা না হলে দুশমনি তারা কোন দিনই ছাড়বে না।

পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেল। লক্ষ্য এবার প্রথমে কুখ্যাত কুঠিয়াল ডানলপ ও তার দুরাচার গোমস্তা কালী কাঞ্জিলাল এবং অতপর গোপীমোহন ঘোষ ও তাদের চামচেরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিক লোকের অনর্থক ভিড় বাদ দিয়ে চার পাঁচশো বাছাই বাছাই সশস্ত্র ফরায়েজী অতর্কিতে গিয়ে মার মার রবে চড়াও হলো পাঁচ চরে অবস্থিত ডানলপের নীলকুঠির উপর। চারদিক থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা ডানলপের নীলকুঠি ভস্মিভূত করলো। কাঁচা ঘর কাঁচা ছাউনি একটিও অবশিষ্ট রইলো না। পাকা ঘরে ঢুকে তারা আসবাবপত্র আগুনে নিক্ষেপ করলো। দরজা জানালা ও অন্যান্য ভঙ্গুর দ্রব্যাদি ভেঙ্গে চুরে তছনছ করলো।

কুঠির লোকজন ও পাহারাদার প্রচণ্ড মারের মুখে পড়ি-মরি পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো। দুর্বৃত্ত গোমস্তা কালী প্রসাদ কাঞ্জিলালও পলায়নের চেষ্টা করলো। কিন্তু সে

www.pathagar.com

সুযোগ সে পেলো না। এই কালী কাঞ্জিলালই নিজে গিয়ে দুদু মিয়ার বাড়ীতে হামলা পরিচালনা করেছিল। তদুপরি, এই কালী কাঞ্জিলাল এত অধিক দুরাচার যে, তার নির্যাতনে চারপাশের কৃষক প্রজাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কেউই তাকে সে সুযোগ দিলো না। তখনই তাকে ধরে তারা বেঁধে ফেললো। ডানলপ এ সময় কুঠিতে না থাকায় সে রেহাই পেয়ে গেল।

এরপর ফরায়েজীরা বাজার বস্তি পেরিয়ে এসে অল্প দূরে অবস্থিত জমিদার গোপীমোহন ঘোষের বাড়ীতে চড়াও হলো। ডানলপের কুঠিতে হামলা খবর শুনেই গোপী মোহন ঘোষ তার পরিবার-পরিজন নিয়ে গোপনে সরে পড়েছিল। আমলা কর্মচারীরাও ফরায়েজীদের আসতে দেখেই ভেগে গেল। গোপী মোহনের বাড়ীতে চড়াও হয়ে ফরায়েজীরা একইভাবে অগ্নিসংযোগ করে পাকাঘর বাদে সমুদয় কাঁচাঘর ও দাহ্যবস্তু ভস্মিভূত করলো। পাকাঘরেরও সবকিছু চুরমার করার পর পাশেই অবস্থিত গোপীমোহনের দুষ্কর্মের দোসর শিবচন্দ্রের বাড়ীও তছনছ করলো।

অতপর কিছু কিছু চামচেদের দীলে আতংক পয়দা করে এসে তারা নদী তীরে অবস্থিত ডানলপের কাচারী বাড়ী জ্বালিয়ে দিলো এবং কালী কাঞ্জিলালকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার পথে কালী কাঞ্জিলালকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

১৪

পাঁচ্চরে ডান্‌লপের কুঠি আক্রান্ত হওয়ারকালে ফরায়েজী নেতা দুদু মিয়া ফরিদপুরের জয়েন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে পরগ্রামে ছিলেন। ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সেখানে তিনি ছিলেন, পরেও কয়েকদিন ছিলেন। মহিষ শিকারে পরগ্রামে আগত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দু'দিন পরে ঘটনার খবর পেলেন। খবর পেয়েই ম্যাজিষ্ট্রেট পাঁচ্চরে ছুটে এলেন। তিনি জানতেন, এ ঘটনার সাথে দুদু মিয়াকে সম্পৃক্ত করলে, আইন সঙ্গতভাবে তা প্রমাণ করা সম্ভবপর হবে না। তবু তিনি পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্ ডাম্পীয়ারকে লিখলেন, এখানে দুদু মিয়ার হাত আছে। তাকে গ্রেফতার করে আটক রাখা প্রয়োজন। কারণ, পাঁচ্চরের মাইল দু'য়েক দূরে তার বাড়ী আর পাঁচ্চর এলাকায় প্রভাব তার প্রচণ্ড। সে বাইরে থাকলে ঘটনার তদন্ত কাজ ব্যাহত হবে বিধায়, ঘটনা প্রমাণে সাক্ষী পাওয়া যাবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্র পেয়ে এস্. পি. ডাম্পীয়ারও ম্যাজিষ্ট্রেটের মতামত উষ্ণভাবে সমর্থন করলো এবং তখনই দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে আটক করে রাখলো। ঘটনার বিবরণ ফলাও করে তুলে ধরে ডাম্পীয়ার অতপর সরকারকে লিখলো, এই গোঁড়া ফরায়েজী সম্প্রদায় বরাবরই এ রকম দুর্বৃত্ত ও দুরাচার। ইংরেজ শাসনের প্রতি এরা নিদারুণ হুমকি আর প্রশাসনের এঁরা যারপরনেই পেরেশানীর কারণ। বার বার বলেও এদের দমন করার জন্যে সরকারের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে পারিনি। এ দুর্ঘটনা এদের ঐ বল্গাহীন ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া আচরণেরই আংশিক বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে ডাম্পীয়ার লিখলো, মিঃ ডান্‌লপের সাথে দীর্ঘ দিন ধরে এই দুরাচার দুদু মিয়া সীমাহীন দুশমনি করে আসছে। তাঁকে অনর্থক হয়রান করে আসছে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক মোকর্দমা স্থানীয় আদালতে হয়েছে। দুদু মিয়া কোথাও সুবিধে করতে পারেনি। তার অবস্থান ক্রমেই খারাপ হতে থাকায় সে ডান্‌লপ ও তাঁর মিত্রদের ঘায়েল করতে শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং শক্তি প্রয়োগ করে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। যাতে করে কেউ আসামীদের সনাক্ত করতে না পারে আর তাকে দোষারোপ করতে না পারে, সেই মতলবে সে তার দূর-দূরান্তের অনুসারীদের লেলিয়ে দিয়ে এই অঘটন ঘটিয়েছে। এক্ষণে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। ফরিদপুর ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর হাজার হাজার মুসলমান জনতার উপর এতই তার প্রভাব এবং উচ্চ-নীচ সকল প্রকার মুসলমান কর্মচারীরা তার প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে, এখন দুদু মিয়াকে ছেড়ে দেয়া হলে ঘটনা তো প্রমাণিত হবেই না, বরং তার দ্বারা আরো অতি ভয়ংকর দুষ্কর্ম সংঘটিত হওয়ার চূড়ান্ত সম্ভাবনা আছে, আর তা হবেই।

এস. পি. ডাম্পীয়ার কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতো একেবারেই এক তরফাভাবে নীলকর ও জমিদারদের পক্ষ নিলো। আরো আশ্চর্য ও পরিহাসের বিষয় যে, বিনা উস্কানীতে নীলকর ও জমিদারদের দ্বারা দুদু মিয়ার বাড়ীতে ঐ গুরুতর হামলার কথা, পাঁচ পাঁচজন লোক খুন হওয়ার কথা এবং দেড় লক্ষ টাকার ধন-সম্পদ লুট হওয়ার কথা সরকারের কাছে তার সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে ডাম্পীয়ার এক বিন্দুও লিখলো না। সেই সাথে এটা যে ফরায়েজীদের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ, সরকারকে তা আদৌ জানতে দিলো না।

ডাম্পীয়ারের এ রিপোর্ট ও অন্যান্য আরো দু'টি রিপোর্ট পেয়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট (বাংলার ইংরেজ সরকার) ঢাকা বিভাগের কমিশনার জে. ডানবারকে প্রকৃত অবস্থার উপর এবং ফরিদপুর আর তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের, বিশেষ করে ফরায়েজীদের, মন-মানসিকতা ও অনুভূতির উপর প্রতিবেদন দাখিল করতে বললো।

সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই কমিশনার ডানবার সরকারের কাছে উক্ত প্রতিবেদন দাখিল করলেন। ডানবার যাদের কাছে এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলেন, অর্থাৎ যাদের নিকট থেকে প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করলেন তারা আদৌ ফরায়েজী জনগণ বা সাধারণ জনগণ নয়। তারা হলো ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এস. পি. ডাম্পীয়ার, ডাম্পীয়ারের অধীনস্ত জেলার পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, নীলকর ডানলপ, ডানলপের মতোই অন্যান্য নীলকরও ইউরোপীয়ান ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় জমিদারবর্গ। ডানবার এদের কাছেই এলেন এবং উল্লেখিত বিষয়ে এদের নিকট থেকেই খবর সংগ্রহ করলেন। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা আর ফরায়েজীদের অনুভূতি সম্বন্ধে এরা যা বললো, কমিশনার ডানবার তারই উপর নির্ভর করে প্রতিবেদন তৈয়ার করলেন এবং তা সরকারের কাছে পাঠালেন।

বলা বাহুল্য, ডানবারের প্রতিবেদনে এদের মতামতই প্রতিফলিত হলো। ফরায়েজীদের দমন করার ব্যাপারেও এরা যে ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ-

www.pathagar.com

করলো, ডানবার সেই ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশই তাঁর প্রতিবেদনে করলেন। সেই সাথে সরকারকে তিনি জানালেন, ফরিদপুরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, অর্থাৎ যারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা, অন্য জেলার তুলনায় অধিক সুখে আছে। এ সরকারকে নিয়ে তারা খুবই খুশী আছে। এ সরকারের পরিবর্তন হলে (আদৌ যদি কোন কারণে হয়) তাদের জন্যে তা বড়ই দুঃখ ও আফসোসের ব্যাপার হবে। তবে ইদানিং ফরায়েজীদের ধর্মীয় মতবাদ তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের মন অস্থির করে তুলেছে। সচ্ছল ও বিত্তবান লোকদের শান্তিও ফরায়েজীদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে মাঝে মাঝেই বিঘ্নিত হচ্ছে। জমিদার ও নীলকরদের মিথ্যা প্রচারণা প্রতিধ্বনিত করে ডানবার লিখলেন, দুদু মিয়া শক্তিপ্রয়োগ করে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় এবং শক্তি প্রয়োগ করেই সে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে আর সুকৌশলে শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে।

ফরায়েজীদের খিলাফত পদ্ধতির প্রশাসনিক অবকাঠামো তুলে ধরে কমিশনার ডানবার লিখলেন, হিন্দু জনসাধারণ এবং অফরায়েজী মুসলমান জনতার বদ্ধমূল ধারণা, বর্তমান শাসন উৎখাত করে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ফরায়েজীদের একমাত্র লক্ষ্য। দুদু মিয়ার ক্ষমতা এখন বিশাল। পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার লোক তার কথায় উঠে বসে। আইনের বিরুদ্ধে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করলে, বিপুল হাঙ্গামা, রক্তক্ষয় আর সীমাহীন পেরেশানী ভোগ না করে তার প্রতিবিধান করা সম্ভব নয়।

ফরায়েজীদের দমন করার পদক্ষেপ হিসাবে কমিশনার ডানবার সুপারিশ করলেন, অতিশয় কঠোর হস্তে এই সম্প্রদায়কে দমন করতে হবে। কঠোরতায় কিছুমাত্র কমতি হলে এদের দমন করা কখনো সম্ভব হবে না। এদের এমন আঘাত হানতে হবে যাতে করে এরা আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে এদের দমনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি দুদু মিয়াকে দীপান্তর দণ্ড দিতে হবে। তার খলিফা, মুনশী ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। ফরায়েজীদের সামনে সরকারী সুযোগ-সুবিধার দুয়ার বন্ধ করে দিতে হবে। সরকারী জমি, খাস মহল ইত্যাদি তাদের মধ্যে পত্তন দেয়া নিষিদ্ধ করতে হবে। তাদের সংগঠনকে দেয় অনুদান বা চাঁদা না দেয়ার জন্যে ফরায়েজীদের প্রত্যেকের উপর নোটিশ জারি করতে হবে।

এভাবে জমিদার, নীলকর এবং "সমাচার দর্পণ" ও "দি ক্যালকাটা রিভিউ"-এর লেখকদের সুরে অন্ধভাবে সুর মিলিয়ে ডানবার ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করলেন এবং তাদের ইচ্ছাই প্রতিফলিত করে ফরায়েজীদের দমন করার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি প্রদান করলেন। তাদেরই আকাঙক্ষা মাফিক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তিতুমীরের মতো দুদু মিয়া তথা ফরায়েজীদের দমন করার সুপারিশ করলেন।

কিন্তু "সকলি" না হলেও কিছুটা "গরল ভেল"। যতটা তোড়জোরের সাথে আর উত্তপ্তভাবে কমিশনার ডানবার দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে আহ্বান করলেন, সরকার তার আহ্বানে তত উত্তপ্ত হলো না। কারণ, অপরাধী যেমন নিজের অজ্ঞাতেই তার অপরাধের কিছু চিহ্ন রেখে যায়, কমিশনার ডানবারও তেমনি ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলতে গিয়ে তাঁর রিপোর্টে এমন সব কথা বলে

www.pathagar.com

ফেললেন, যা প্রণিধান করে সরকার উত্তপ্ত হওয়ার বদলে অনেকখানি শীতল হয়ে গেল।

ডানবার জোশের বশে বললেন, সেরেফ জমির খাজনাটা দিলেও জমিদারকে অন্যান্য প্রাপ্য ও আনুষ্ঠানিক কর ফরায়েজীরা এক পয়সাও জমিদারদের দেয় না। এ থেকে বোঝা যায়, জমির খাজনা ফরায়েজীরা এক পয়সাও না দেয়া করছে না। জমির খাজনা তারা ঠিকই দিচ্ছে।

খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া বন্ধ করার সুপারিশ করতে গিয়ে ডানবার বললেন, জমিদারদের জমি থেকে ফরায়েজীরা ক্রমেই সরে যাচ্ছে এবং খাস মহলে গিয়ে বসতি স্থাপন করছে। জমিদারদের আঁওতার মধ্যে থাকছে না। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, অত্যাচার করায় অভ্যস্ত জমিদারেরা অত্যাচার করছে বলেই তারা জমিদারদের আঁওতা থেকে সরে যাচ্ছে।

তাদের সংগঠনকে চাঁদা-অনুদান দেয়া বন্ধ করার জন্যে ফরায়েজীদের উপর নোটিশ জারীর সুপারিশ করতে গিয়ে ডানবার লিখলেন, অত্যন্ত অধিক হারে এসব চাঁদা অনুদান আদায় করার কারণে ফরায়েজীদের মধ্যে দুদু মিয়ার প্রভাব অনেকখানি কমে গেছে। তার অর্থ, দুদু মিয়ার শক্তি আর ততটা নেই এবং ফলে আর ততটা ভীতির কারণ সে নয়।

এছাড়া, দুদু মিয়া আটক আছে—বিচারকার্য শুরু হচ্ছে—তাকে এখন ছেড়ে দেয়া যাবে না, একথাও ডানবার বলেছেন। আটকই যদি থাকে তাহলে আর তাকে নিয়ে ভয় কি ? বিচার যেখানে শুরু হচ্ছে, সেখানে বিচারের ফলাফল দেখার আগেই তাকে বা তাদের দমন করার জন্যে ব্যস্ত হওয়ার যুক্তি কি ?

এসব দিক বিবেচনা করে দেখে, কমিশনারের মতো ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার এতটা গরজ সরকার অনুভব করলো না। এর উপর জমিদার ও নীলকরদের হাতে রায়তদের নির্মম নির্যাতনের কিছু কথা মিশনারীদের মাধ্যমে সরকার ইতিমধ্যেই জেনেছিল এবং লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে জমিদার ও নীলকরেরা বিরোধিতা করায় সরকার এদের উপর আগে থেকেই অনেকখানি বিরূপ ছিল। স্বার্থে ঘা লাগলে এরা যে সরকারেরও বিরুদ্ধে যেতে ইতস্ততঃ করে না, সরকার এটা বুঝেছিল।

এই সমস্ত কারণে, কমিশনারের ইন্ধনে সরকার তেমন উত্তপ্ত না হয়ে কমিশনারকে জানালো, বিচার যেখানে শুরু হচ্ছে আর দুদু মিয়া আটক আছে, বিচারের চূড়ান্ত ফলাফল দেখার আগে সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে রাজী নয়। সেই সাথে কমিশনারকে নির্দিষ্ট করে জানানো হলো, ডিপুটি গভর্নর চরম পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব কখনই অনুমোদন করবেন না। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শাস্তির মাত্রা যতই বৃদ্ধি করা হয়েছে এদের শক্তি হ্রাস পাওয়ার বদলে ততই আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধর্মীয় তৎপরতা ও উত্তেজনা আরো অধিক বিস্তার লাভ করেছে।

সরকারের তরফ থেকে এই সাফ সাফ জবাব পাওয়ার পর স্থানীয় প্রশাসন সরকারকে ছেড়ে দিয়ে বিচার প্রক্রিয়াকে আঁকড়ে ধরলো। অর্থাৎ এ পথে মতলব হাসিল করার কাজে মনোনিবেশ করলো। স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান তিন ব্যক্তি, অর্থাৎ

www.pathagar.com

ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এস. পি. ডাম্পীয়ার এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার ডানবার একটা বিষয়ে প্রত্যেকেই একই মত পোষণ করতেন। তাহলো, পাঁচ্চরের হামলার ব্যাপারে দুদু মিয়াকে সম্পৃক্ত করার কোনই উপযুক্ত ভিত্তি নেই। তবু কি আশ্চর্য ব্যাপার যে, এই তিনজনই, বিশেষ করে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এই মোকর্দমার আসামী করে দুদু মিয়াকে বিচারে সোপর্দ করার এবং আদালতের মাধ্যমে তাঁর শাস্তি হাসিল করে নেয়ার কাজে উঠেপড়ে লাগলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁরা এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণের আশ্রয় নিলেন যা ছিল সম্পূর্ণ ভূয়া, মিথ্যা, বানোয়াট ও শেখানো সাক্ষ্য-প্রমাণ।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট পরিশ্রম করে দু'টি পৃথক পৃথক মোকর্দমা গড়ে তুললেন এবং তাতে বিধিবদ্ধরূপ দিলেন। এর একটি দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে। অভিযোগ-উস্কানী, পরামর্শ এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আদেশ দিয়ে তাঁর অনুসারীদের পাঁচ্চরের কুঠি আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। অপরটি পাঁচ্চরে হামলা চালানোর অভিযোগে দুদু মিয়ার ৬৩ (তেষট্টি)জন অনুসারীদের বিরুদ্ধে। মামলা দু'টি তিনি ফরিদপুরে অবস্থিত ঢাকা জেলার সেসনজজ কোর্টে প্রেরণ করলেন। তদানুসারে আসামীদের গ্রেফতার করা হলো এবং বিচার কাজ শুরু হয়ে গেল।

১৫

অন্যান্যদের সাথে মাহমুদ আলীও আসামী হিসেবে গ্রেফতার হওয়ায় এবং আদালতে তাদের বিচার শুরু হওয়ায় ইসরত জাহান ভেঙ্গে পড়লো। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিলো। ঘর-সংসার ও জমিদারীর কাজকাম বাতিল করে দিয়ে নীরব হয়ে ঘরের মধ্যে বসে রইলো। ঘরের বাইরে বড় একটা আর আসে না। তা দেখে সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেব তাকে বললেন—এমনটি হলে তো চলবে না আম্মাজান? নিজের শরীর স্বাস্থ্যও থাকবে না, জমিদারী ঘর-সংসার সবই নড়বড়ে হয়ে যাবে। একা আমি ক'দিকে নজর রাখি?

ইসরত জাহান অসহায় কণ্ঠে বললো—এখন কি হবে চাচাজান?

আলম সাহেব বললেন—কি হবে মানে? কিসের কি হবে?

ঃ মাহমুদ আলীর যে ফাঁসী-দ্বীপান্তর হবে। ফাঁসী-দ্বীপান্তর হলে কি হবে চাচা?

ঃ হওয়ার আর কি আছে? তার নসীবে যদি সেইটেই থেকে থাকে, তাহলে তা হবেই। তুমি আমি ভেবে কি করবো?

ঃ আমি যে তাহলে বড়ই অসহায় হয়ে যাবো। ভরসা বলে আমার আর থাকবে কি?

ঃ ভরসা! ভরসা মানে?

ঃ বল। বুকের বল, মনের বল। একদিকে ফরায়েজীদের ভয়, অন্যদিকে জমিদারদের দাপট আর নানা রকম বাজে লোকের উৎপাত। এতদিন মাহমুদ আলী

www.pathagar.com

ছিল, বুকে একটা মস্তবড় বল ছিল। তেমন কিছু হলে কার উপর ভরসা করে থাকবো আমি ?

ঃ আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকতে হবে আম্মাজান। আল্লাহ না করুন, তেমন কিছু হলে আল্লাহই একটা উপায় হয়তো করে দেবেন তখন।

ঃ চাচা।

ঃ কারো জন্যেই কোন কিছু আট্‌কে থাকে না আম্মা। দিন একভাবে কেটে যায়ই। তার খারাপ কিছু হলে আমাদের জন্যে তা নিদারুণ শোকের কারণ হবে ঠিকই। কিন্তু সে শোক সম্বরণ করে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। একেবারেই ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না।

ঃ আমার তাহলে ভবিষ্যত কি থাকবে চাচা ? আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাহলে আর ভাববে কে ?

ঃ ভবিষ্যত !

ঃ আব্বা আম্মা ইন্তেকাল করলেন। আমি এতিম হয়ে গেলাম। তবু মাহমুদ আলী আছে বলে অনেকখানি বল ছিল মনে। যত দুশমনীই করুক, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ হোক, কাল হোক, ভাবতেই হতো তাকে। আমাকে একদম ভাসিয়ে দিতে পারতো না বা ভেসে যেতে দেখলে সে চুপ থাকতে পারতো না। কিন্তু এখন ?

আলম সাহেব থমকে গেলেন। থতমত করে বললেন—এ্যাঁ ? তা-মানে—

ঃ সে-ই যদি না থাকে, তাহলে কি হবে এ জমিদারী দিয়ে আর মূল্য কি আমার এ জিন্দেগীর ?

ঃ আম্মাজান !

ঃ আমার জীবনটাই যদি বিরাণ হয়ে যায়, তাহলে এ ঘর-সংসার, জমিদারী কোন্ কাজে আসবে চাচা ? এসব সামলানো নিয়ে কোন্ আনন্দে ব্যস্ত হবো আমি ?

ইসরত জাহানের চোখের পাতা আর্দ্র হলো। আলম সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। ইসরত জাহানের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। মাহমুদ আলীর প্রতি ইসরত জাহানের জিয়াদা দরদ ও যথেষ্ট দুর্বলতার কথা আলম সাহেব জানতেন। জানতেন, পরিস্থিতি কিছুটা পক্ষে এলে তাকেই সে শাদি করতে আগ্রহী। কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন, তা তিনি জানতেন না। একমাত্র তাকেই যে সে আঁকড়ে ধরে আছে, জীবনের ভূৎ-ভবিষ্যত সবকিছু তার উপরই নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, বিকল্প চিন্তা-ভাবনা কিছুই আর রাখেনি, আজ তা সবিশেষ উপলব্ধি করে আলম সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি সান্ত্বনা স্বরূপ বললেন—তা এ নিয়ে এখনই এতটা চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন আম্মাজান ? এখনই এতবেশী ভেঙ্গে পড়ার যুক্তি তো কিছু দেখিনে।

ঃ চাচাজান !

ঃ এমন কিছুতো এখনও হয়নি ? আদালতে বিচার চলছে। বিচারে তার ফাঁসী-দ্বীপান্তরই হবে, এমন ভাবার কি আছে ? জেল-জরিমানাও হতে পারে ! আল্লাহ তায়ালার রহম হলে চাইকি খালাস পেয়েও যেতে পারে !

www.pathagar.com

আশান্বিত হয়ে উঠে ইসরত জাহান বললো—খালাস ? খালাস পেয়ে যাবে ?

ঃ কি হবে তা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু বিচারের ফলাফল জানার আগেই একেবারে হাত-পা ছেড়ে দেয়ার যুক্তিটা কোথায় ?

ঃ সবাই যে বলছে, খুন আর বাড়ী পোড়ানোর অপরাধ সবচেয়ে বড় অপরাধ ? ফাঁসী কিংবা দ্বীপান্তর ছাড়া এ অপরাধের আর কোন সাজা নেই ? তার উপর, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সবাই ওদের বিপক্ষের সমর্থক। ফাঁসী-দ্বীপান্তর না হয়েই আর পারে না ?

সঙ্গত কারণেই আলম সাহেব ফের দমে গেলেন। নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, ন্যায় বিচারের আশা মোটেই কিছু করা যায় না, এটা ঠিক। ব্যাপক লুটপাট আর পাঁচ পাঁচটা লোক খুন হওয়ার পরও যাদের কাছে কোন বিচারই ওরা পায়নি, তাদের কাছে ন্যায় বিচার পাবে—এমন চিন্তা করা বাস্তবিকই কঠিন। তবু ঐ যে কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে কি না হতে পারে ? তিনি যদি রাখেন, কার সাধ্যি মারে ?

ঃ চাচাজান !

ঃ আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে আম্মাজান। একেবারেই ভেঙ্গে না পড়ে. আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতে হবে। তিনিই একমাত্র ভরসা। কায়মন প্রাণে আল্লাহ তায়ালার করুণা কামনা করাই এখন একমাত্র করণীয়।

ঃ তা কি আর কম করছি চাচা ? বসে বসে সর্বক্ষণ তাকেই তো ডাকছি।

ঃ তাই ডাকো। আল্লাহ তায়ালার রহম হলে অনেক কিছু হতে পারে। সেই সাথে নাওয়া-খাওয়া করো আর মনে সাহস শক্তি আনো।

ইসরত জাহান কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বললো—তা চাচা, তাহলে একটু তদবির করলে কি হয় না ? আল্লাহকে ডাকার সাথে সাথে একটু তদবির করলে হয়তো আরো বেশী ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে ! আল্লাহর করুণা পেতে হলে তদবির করাও তো দরকার।

ঃ তদবির !

ঃ মোকর্দমার তদবির। যত টাকা লাগে আমি দেবো। জমিদারীর তামাম আয় আমি এর পেছনে খরচ করবো। আপনি গিয়ে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের একটু ধরার চেষ্টা করুন চাচা। ভাল ভাল উকিল নিযুক্ত করুন গিয়ে।

আলম সাহেব আমতা আমতা করে বললেন—তা-কথা হলো, এটা তো মাহমুদ আলীর একার ব্যাপার নয় যে আমি গিয়ে তদবির করবো ? এটা ওদের দলীয় ব্যাপার ! খোদ দুদু মিয়া সহ ষাট পঁয়ষট্টিজন ফরায়েজী এই মোকর্দমার আসামী। তদবির করার কি ঘাটতি আছে কিছু ?

ঃ ভাবতে তাই মনে হচ্ছে চাচা। কিন্তু তদবির করার লোক কোথায় তেমন ? ওদের উস্তাদ সহকারে বড় বড় নেতা আর তত্বাবধায়ক খলিফারা অধিকাংশই গ্রেফতার হয়ে আছেন। ঠিক মতো তদবিরটা করবে কে ? বাইরে যারা আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই অল্প জ্ঞানের দীন দরিদ্র মানুষ। বুদ্ধিই বা দেবে কে আর প্রয়োজনীয় অর্থটাই বা পাবেন কোথায় তাঁরা ?

www.pathagar.com

ঃ আম্মাজান !

ঃ ওদিকে আবার দলগত চেষ্টাটুকু ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে মাহমুদ আলীর জন্যে একটু 'আহা' বলার একটা লোকও নেই। বাপ ভাই কেউ থাকলে এতটা ভাবতে হতো না আমাদের। তার এই দুর্দিনে আমরা যদি একেবারেই নীরব হয়ে থাকি, তাহলে কি সেটা মানুষের কাজ হবে ?

ঃ হ্যাঁ, তা একটা কথাই।

ঃ নেতাহীন দলীয় চেষ্টায় কতটুকু কি হবে চাচা ? সেরেফ ঐ টুকুর উপর ভরসা করে কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায় ? আপনি যান। ওঁদের দলীয় চেষ্টার সাথে আপনিও গিয়ে গোপনে সামিল হন। কিছু করতে না পারেন, অর্থকড়ি দিয়ে ওঁদের খানিকটা সাহায্য করলেও অনেকখানি কাজ হবে।

ঃ আম্মাজান !

ঃ ওঁদের ঐ দলীয় চেষ্টা জোরদার করতে আমি আমার সাধ্যমতো অর্থ যোগান দেবো। অর্থের কিছু সংস্থান পেলে, আর না হোক, বড় উকিল নিয়োগ করতে পারবেন তাঁরা।

ঃ সে তো ঠিকই। তবে—

ঃ আর ভাবনার কিছু নেই চাচা। কাজ এতে যা-ই হোক, মাহমুদ আলীর জন্যে কিছু অর্থ খরচ করাতেও আমার অনেক তৃপ্তি। জমিদারীর যা হয় হোক। যতটুকু পারি আমিই তা দেখবো। আপনি এখন ঐদিকে নজর দিন।

ঃ আম্মাজান !

ঃ মরে তো যাচ্ছিই। মরার আগে একটু হাত পা নেড়ে দেখতে দোষ কি ? কথা আর বাড়াবেন না চাচাজান। আপনি যান।

ইসরত জাহান জিদ ধরলো। মাহমুদ আলীর এই দুঃসময়ে তার কিছু কাজে লাগার আগ্রহ আলম সাহেবের দীলেও যথেষ্টই ছিল। ফলে, এতে আর অন্যথা হলো না। মামলার তদবিরে আলম সাহেব অতপর ঘন ঘন ফরিদপুরে যাতায়াত করতে লাগলেন।

বাদীদের চেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের অধিক উৎসাহ দেখে মোকর্দমার আসল বাদী নীলকর ও জমিদারদের আনন্দের অবধি রইলো না। বিচারের ফলাফল সম্বন্ধে তারা একদম নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। আদালত এবার ফরায়েজীদের চরম দণ্ড দেবে—এ সম্বন্ধে সেরেফ বাদীরাই নয়, অন্যান্য অনেকেই নিশ্চিত হয়ে গেল। আসল বাদীদের প্রত্যয় দুর্বার। ফরায়েজীদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে যাবে এবার, ওদের আন্দোলন-আস্ফালন মাটির সাথে মিশে যাবে, উস্তাদ ও অন্যান্য নেতাহারা হয়ে ওদের দল-জোট ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে—এ চিন্তা করে জমিদার ও নীলকরেরা পুলকিত হয়ে উঠলো যেমন, তাদের সাহস ও দাপটও ফের বেড়ে গেল তদ্রূপ। আবার তারা সর্বত্র হুংকার ছেড়ে ফিরতে লাগলো।

www.pathagar.com

হাঁক হুংকার অধিক হলো ইসরত জাহানের প্রভু শ্রেণীর জমিদারদের। মাহমুদ আলীকে এবার তাঁরা বাগের মধ্যে পেয়ে গেছেন। পাইক-পেয়াদার শক্তি তুচ্ছ করে ব্যাটা, এবার যায় কই ? সামনা-সামনি না এসে কায়দায় ফেলে মাহমুদ আলীকে জব্দ করার অপেক্ষায় ছিলেন এসব জমিদারেরা। সে কায়দা এবার হাতের মধ্যে এসে গেছে তাঁদের। বিচারে তার জেল-ফাঁসী যা-ই হোক, জামালবাটি থেকে তাকে সমূলে উচ্ছেদ করার আর তার আড্ডা আখড়া ভেঙ্গে দেয়ার এটেই মোক্ষম ওয়াক্ত।

ইসরত জাহানকে তাঁরা হুকুম করে পাঠালেন—মাহমুদ আলীর ভূসম্পত্তি অবিলম্বে কেড়ে নেয়া হোক। তামাম জমির উপর তার স্বত্ব-দখল বিলুপ্ত করা হোক। তার নাম-ধাম কেটে দিয়ে তার সমুদয় ভূসম্পত্তি অন্য কাউকে পত্তন দেয়া হোক। এর একবিন্দু অন্যথা সহ্য করা হবে না। কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা পেতে চান। এক সপ্তাহের অতিরিক্ত একদিনও অপেক্ষা তাঁরা করবেন না। অবাধ্যতার দণ্ডবিধান করবেন।

জমিদারদের বার্তাবহ হুকুমনামা এনে ইসরত জাহানের নিজের হাতে দিয়ে গেল। হুকুমনামা পাঠ করে ইসরত জাহান কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। এরপরে হুকুমনামাসহ সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেবের কাছে এসে বললো—এই দেখুন চাচা, উৎপাতের আর এক নমুনা।

আলম সাহেবের সামনে সে হুকুমনামা মেলে ধরলো। হুকুমনামা পাঠ করে আলম সাহেবও নীরব হয়ে গেলেন। ইসরত জাহান ফের বললো—এরপর যে আরো কতভাবে ঐ শয়তানেরা জ্বালাবে আমাকে, কে জানে ?

আলম সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—খুবই স্বাভাবিক। মোকর্দমায় ওদেরই দৌরাত্ম্য বহাল হয়ে গেলে, কখন যে কোন মূর্তি ধারণ করবে তারা, তা কল্পনা করা কঠিন।

ইসরত জাহান ক্ষোভের সাথে বললো—দরকার হলে গলায় দড়ি দেবো চাচা, তবু ঐ ফালতু মাতব্বরদের অধিক অত্যাচার কখনো সহ্য করবো না।

আলম সাহেবও সখেদে বললেন—তাহলেই বুঝো, কোন্ দুঃখে মাহমুদ আলী ওদের তাঁবেদার হতে রাজী হয়নি ?

ঃ সেটা আর বুঝতে বাঁকী নেই চাচা। এবার বলুন, এই হুকুমনামার প্রেক্ষিতে আমি কি করবো এখন ?

আলম সাহেব ফের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—হুকুম পালন করতে হবে আম্মাজান।

ঃ হুকুম পালন করবো ?

ঃ এছাড়া আর উপায় নেই।

ঃ মাহমুদ আলীকে উচ্ছেদ করবো তার জমিজমা থেকে ?

ঃ তাই করতে হবে আম্মা। বড় দুঃসময় যাচ্ছে এখন। এ সময় কোনভাবেই ওদের অসন্তুষ্টির আর আক্রোশের কারণ হওয়া যাবে না। বিবেক বলে কিছুই ওদের

www.pathagar.com

নেই। কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হলেই ওরা এখন কল্পনাতীত অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে. মাহমুদ আলী নেই। তার সঙ্গী সাথীরাও সকলেই নাজুক অবস্থায় আছে এখন। বিপদ হলে আমাদের ডাকে কে ছুটে আসবে আর ওদের জুলুম ঠেকাতে সাহসী হবে কে ?

ঃ চাচাজান।

ঃ বিচারের ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে হবে আমাদের। রায় যদি একেবারেই হতাশাজনক হয়, আশা করার কিছুই যদি অবশিষ্ট না থাকে, তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। একেবারেই অসহ্য হলে, ওদের সংস্রব থেকে সরে পড়তে হবে। মাহমুদ আলী সেদিন তো এ দুঃখেই বলেছিল, অমন জমিদারী কি না করলেই নয় ?

ঃ চাচা !

ঃ সে পরের কথা পরে। এখন যা হুকুম হয়েছে তাই করো আম্মাজান।

ঃ তাই করবো ? এরপর মাহমুদ আলী যদি ফিরে আসে ? ঐ যে আপনি সেদিন বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালার রহম হলে অনেক কিছুই হতে পারে ? ফাঁসী-দ্বীপান্তর না হলে আল্লাহর রহমে ফিরে তো সে আসবেই একদিন। সেদিন সে কোথায় দাঁড়াবে চাচা ? তার বাড়ীঘর জমিজমা সবই অন্যজনের হয়ে গেলে, সে এসে উঠবে কোথায় ? এছাড়া, তার বাড়ীঘরে হাকিমউদ্দীন চাচারা এখনও বিদ্যমান। তারাই বা কোথায় যাবে ?

এক নিমেষ চিন্তা করে আলম সাহেব বললেন—এক কাজ করো। বসতবাড়ী সহ তার তামাম জোতভূঁই তুমি তোমার নিজের নামে নিয়ে নাও। হাকিমউদ্দীন যেমন আছে তেমনই থাক। তার মাঠের ভূঁইয়ের দখল তোমার পছন্দমতো বর্গাদারকে দিয়ে দাও।

ঃ চাচা !

ঃ এরপর আল্লাহ তায়ালার রহমে পরিস্থিতি যদি অন্য রকম হয় আর মাহমুদ আলী ফিরে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার সবকিছু আবার তার নামে পার করে দিতে পারবে। একদণ্ডের ব্যাপার। অন্যকে পত্তন দিলে যে ফ্যাসাদ হবে, তোমার নিজের নামে থাকলে তা আর হবে না।

ঃ সে তো বুঝলাম চাচা। কিন্তু আমার ঐ ভূঁইফোড় প্রভুরা যদি ধরে বসে ? যদি বলে, তোমার নামে কেন ? অন্য লোককে পত্তন দাওনি কেন ? তখন কি জবাব দেবো ?

ঃ এর তো সোজা জবাব আছে আম্মা। তোমার প্রতিবেদনে তুমি বলে দাও, ফরায়েজীদের ভয়ে মাহমুদ আলীর সম্পত্তি পত্তন নিতে কেউ রাজী হচ্ছে না। পত্তন নেয়ার লোক অভাবে আপাততঃ আমার নামে পার করে নিয়েছি আর জমির দখল আমার বর্গাদারকে দিয়ে দিয়েছি। ফরায়েজীরা চূড়ান্তভাবে খামুশ হয়ে গেলে, অর্থাৎ ওদের নিয়ে আর কারো ভয়ের কারণ না থাকলে, তখন জমির পত্তন অন্য লোককে দিয়ে দেবো আর অন্যলোক তখন আগ্রহ করে নেবেও।

www.pathagar.com

উৎফুল্ল হয়ে উঠে ইসরত জাহান বললো—সাব্বাস্ ! তাইতো মাঝে মাঝে ভাবি, আমার জমিদারীর তামাম ঝামেলা একা আপনি সামাল দিচ্ছেন কি করে ! এত তীক্ষ্ণ জ্ঞানবুদ্ধি আপনার ! সত্যি চাচা, আপনার মেধার কোন তুলনা হয় না।

এ কথায় আলম সাহেব অল্প একটু হাসলেন।

ইসরত জাহান হুবহু আলম সাহেবের কথা মতোই কার্য সম্পাদন করলো। ভেতরের কথা খুলে বললে হাকিমউদ্দীনের পেটে তা নাও থাকতে পারে ভেবে, সে সব কথা ইসরত জাহান হাকিমউদ্দীনকে বললো না। তাকে ডেকে শুধু বলে দিলো, মাহমুদ আলীর জমিজমা সে নিজের নামে নিয়েছে, জমির দখল নিয়ে হাকিমউদ্দীন যেন কোন গোলমাল করতে না আসে।

ইসরত জাহান নিজে নিষেধ করায় আর ফরায়েজীরা বড় নাজেহাল অবস্থায় থাকায়, নীরিহ হাকিমউদ্দীন জমির দখল নিয়ে কোন গোলমাল করতে গেল না বা ফরায়েজীদেরও কারো এ নিয়ে চিন্তা করার কোন অবকাশ ছিল না।

অপরপক্ষে ইসরত জাহানের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে ইসরত জাহানের ভূঁইফোড় প্রভুরাও আপাততঃ এতেই শান্ত হলো। এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলো না।

এদিকে বিচারের নামে আদালতে চলতে লাগলো লম্বা এক প্রহসন। একটানা এক মিথ্যাচার ও জালিয়াতির খেল। দুদু মিয়ার অপরাধ প্রমাণে কয়েকজন জাল সাক্ষী শিখিয়ে পড়িয়ে তৈয়ার করে আনা হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনজন আদালতে এতটা পর্যন্ত বললো যে, পরগ্রামে থেকেই দুদু মিয়া তার শিষ্যদের লুট-তরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যার আদেশ দিয়েছে এবং পরগ্রামে গিয়ে তারা নিজের কানে তা শুনে এসেছে। শুনে এসে সে কথা তারা ডানলপের মুহরীকে বলেছে আর মুহরী তা ডানলপকে জানিয়েছে।

বর্ণনা করার কালে তাদের এই বক্তব্যগুলো ছিল একেবারেই অসংলগ্ন, বাস্তবের সাথে সংগতিহীন ও প্রকটভাবে পরস্পর বিরোধী। তদুপরি এরা এবং অন্যান্য সাক্ষীরা সকলেই ছিল ডান্‌লপ ও জমিদারদের একান্ত বাধ্যগত প্রজা। তাদেরই অধীনস্ত আর নিতান্তই পেটোয়া লোক। তবু এসব তেমন একটা বিবেচনায় নেয়া হলো না। হুকুম দিতে তারা যে শুনেছে, এইটেই আদালতে মুখ্য বলে গণ্য হলো।

এই সাথে মোকর্দমা চালু হওয়ার ছয়-সাত মাস পরে চার চারখানা জাল চিঠি আদালতে দাখিল করা হলো। দু'খানা চিঠি দুদু মিয়ার হুকুম দেয়ার খবর শুনে ডান্‌লপ ও তার মুহরীর মধ্যে যোগাযোগপত্র বলে দাবী করা হলো। অথচ মোকর্দমা দায়ের করার সময় এসব চিঠি দাখিল করা হলো না। বস্তুত তখন ও তার পরেও দীর্ঘদিন এসব চিঠির কোন অস্তিত্বই ছিল না। আর দু'খানার একখানা দুদু মিয়ার লেখা এবং অন্যখানা দুদু মিয়ার এক সাগরিদের লেখা বলে দাবী করা হলো। কিন্তু এ লেখা ও স্বাক্ষর তাঁদের নয় বলে বার বার জানানো সত্ত্বেও আসামী পক্ষের কথায়

www.pathagar.com

গুরুত্ব দেয়া হলো না। অর্থাৎ চিঠিগুলো আসল না নকল তা যথাযথ যাচাই করে দেখাই হলো না।

দ্বিতীয় মামলায়, অর্থাৎ ৬৩জন অন্য আসামীর অপরাধ প্রমাণের ব্যাপারেও শতাধিক সাক্ষী হাজির করা হলো। ঘটনাস্থলে সকলেই তারা উপস্থিত ছিল, সবকিছু তারা স্বচোক্ষে দেখেছে এবং আসামীদের চেনে বলে দাবী করে সাক্ষ্য দিলো। সাক্ষ্যদানকালে এই শতাধিক লোক এমন সব উল্টাপাল্টা আর একে অন্যের একেবারেই বিপরীত কথাবার্তা বললো যা শুনলে একজন অদ্‌না আদমীও নিসন্দেহ হবে যে, তারা কেউ সেখানে ছিল না আর আসামীদের কেউ তারা দেখেওনি, চেনেওনি। এর সাথে আবার আসামীরা কেউ স্থানীয় লোক নয়। তিরিশ চল্লিশ মাইল বা ততোধিক দূরবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা লোক। সাক্ষীরা সব পাঁচ্চর এলাকার স্থানীয় অধিবাসী। স্বাভাবিকভাবেই হামলাকারীদের চেনা তাদের সম্ভবপরও ছিল না।

অসংখ্য উল্টাপাল্টা আর একটানা পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য ছাড়াও মজার ব্যাপার হলো, প্রকৃত আসামীদের চিনতে না পারায় যে ৬৩জনকে আসামী করা হয়েছিল, নখেগোণা কয়েকজন বাদে তারা সকলেই নির্দোষ লোক। এই হামলার সাথে তাদের কোন সংস্রবই ছিল না। নখেগোণা কয়জনও চিনতে পাবার জন্যে নয়, বাদীপক্ষের আক্রোশের শিকার হয়েই আটকে গিয়েছিল। নীলকর, জমিদার ও স্থানীয় প্রশাসন আক্রোশ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বেছে বেছে তাদের পছন্দমতো ফরায়েজীদের আসামী বানিয়ে দিয়েছিল। পরিহাসের বিষয়, না জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে, না সেসনজজ কোর্টে—কোথাও এসব কিছু ভাল করে যাচাই করা হলো না বা সাক্ষীদের যথাযথ জেরা করা হলো না।

এসব ভূয়া চিঠিপত্র ও মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই সেসনজজ হেনরী সুইটেনহ্যাম দুদু মিয়াসহ ঐ ৬৩জন আসামীর সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করলেন। দুদু মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন এবং অপর ৬৩জনকে পাঁচ থেকে সাত বছর মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করলেন।

প্রচলিত আইনে সেসনজজ এমন গুরু দণ্ড প্রদান করলে তা উর্ধতন আদালত থেকে অনুমোদন করে নিতে হতো। তাই দণ্ডাদেশ ঘোষণা করার পরেই এই দণ্ডাদেশ অনুমোদন করে নেয়ার জন্যে সেসনজজ নথীপত্র সদর নিযামত আদালতে প্রেরণ করলেন।

১৬

সেসনজজ কর্তৃক মোকর্দমার রায় ঘোষণার সাথে সাথে উল্লাসে জয়োধ্বনী করতে লাগলো জমিদারগণ ও চামচেরা। কুঠিয়ালরা বলতে লাগলো—'হিপ্ হিপ্ হুররে'। যদিও আরো কিছু অধিক সাজা আকাঙক্ষায় তাদের ছিল, তবু তাদের মনস্কামনা পূরণে এ সাজাও অপ্রতুল ছিল না। দ্বীপান্তর না হলেও যাবজ্জীবন ঘানী টানবে ফরায়েজী নেতা দুদু মিয়া। পাঁচ থেকে সাত বছরতক্ কারাগারে আটক থাকবে নেতৃস্থানীয় সহ

www.pathagar.com

মারকুটে ফরায়েজীরা। মাঠ থাকবে ফাঁকা। সমানে ডাণ্ডা হাঁকিয়ে ফরায়েজীদের নামচিহ্ন মুছে ফেলার পক্ষে এ সময় কম সময় নয়। তাদের হাড়হাড্ডি গুড়িয়ে দেয়ার জন্যে এ মওকা মামুলী মওকা নয়। মওকার উপর পোয়াবারো, স্থানীয় প্রশাসন তাদের একান্ত সহায়। দুদু মিয়ার বাড়ীতে তাই এতগুলো খুন জখম আর এমন ব্যাপক লুট-তরাজ করার পরও গায়ে তাদের কাঁটার আঁচড় লাগেনি। ভবিষ্যতেও লাগবে না।

আদালতের প্রাঙ্গনে বসেই জমিদার ও নীলকরেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো—সদর নিযামত আদালত থেকে রায়টা অনুমোদন হয়ে আসামাত্রই এক সাথে সবাইকে মাঠে নামতে হবে। লাঠিপেটা করে ফরায়েজীদের দল ও সংগঠন নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। যে কয়জন নেতৃস্থানীয় ফরায়েজী বাইরে আছে এখনও, তাদের ধরে এনে আচ্ছামতো ধোলাই দেয়াই হবে তাদের সর্বপ্রথম কাজ। কোৎকার মুখে ওদের ঘাড় থেকে ফরায়েজী ভূত নামিয়ে দিতে হবে। জমিজমা কেড়ে নিয়ে, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়ে, এলাকা থেকে ওদের একদম উৎখাত করতে হবে। পাশাপাশি সাজাপ্রাপ্ত ফরায়েজীদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিলে আর তাদের সংগঠনের আখড়া আস্তানা পুড়িয়ে দিলে, সাধারণ ফরায়েজীরা আপ্‌ছে আপ্‌ খামুশ হয়ে যাবে। আন্দোলনের 'আ' শব্দটিও মুখে আনার সাহস তাদের হবে না। জিহাদের জোশ্‌টুকু জলের মতো শুকিয়ে হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে। দু' একজন তবুও যদি মাথা নাড়তে চায়, মাথায় মুগুর পড়লেই মাথা গুঁজতে দিশে পাবে না তারাও।

সিদ্ধান্ত পোক্ত করে নিয়ে জমিদার ও নীলকরেরা নিজ আবাসে ফিরে এলো এবং দণ্ডাদেশ অনুমোদিত হয়ে আসার অপেক্ষায় কালহরণ করতে লাগলো।

তত্ত্বাবধায়ক খলিফা মাহমুদ আলীর উপর ক্ষিপ্ত জমিদার বাবুরা, অর্থাৎ ইসরত জাহানের প্রভু শ্রেণীর জমিদারগণ দণ্ডাদেশ অনুমোদনের অপেক্ষাতেও রইলেন না। উর্ধতন আদালত কর্তৃক দণ্ডাদেশ অনুমোদনের ব্যাপার যে একটা মামুলী ব্যাপার —তাঁরা তা জানতেন। রেওয়াজ আছে বলেই ওটুকু করে নিতে হয়। সুতরাং সে অপেক্ষায় তারা আর থাকলেন না। অন্য কথায় থাকতে তাঁরা পারলেন না। ক্রোধের আধিক্যে বাড়ীতে ফিরে এসেই মাঠে নেমে পড়লেন।

তাঁদের এই অধিক আক্রোশের হেতু দ্বিবিধ। মাহমুদ আলীর উপর তাঁদের পূর্ব আক্রোশ তো ছিলই, সেই সাথে এবার ইসরত জাহানের উপর তাঁদের ক্রোধের সীমামাত্রা ছিল না। কারণ সেসনজজ কোর্টের এই মোকর্দমায় ইসরত জাহানের বিরোধী ভূমিকা তাঁদের কাছে ফাঁশ হয়ে গিয়েছিল। মাহমুদ আলীর তথা ফরায়েজীদের পক্ষে এবং নীলকর ও জমিদারদের বিপক্ষে ইসরত জাহানের সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেবের ঐকান্তিক তদবির ও নিরলস তৎপরতা তাদের কারো অগোচর ছিল না। অজানা ছিল না ফরায়েজীদের পক্ষে ইসরত জাহানের বিপুল অর্থব্যয়ের কথা। যথেষ্ট সতর্কভাবে চলেও আলম সাহেব এঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারেননি। দালাল-চামচের প্রভুভক্তির আধিক্যে অর্থব্যয়ের ব্যাপারটাও চাপা পড়ে থাকেনি।

সবকিছু সবিস্তারে জেনে যাওয়ার ফলে রায় প্রকাশের আগে থেকেই এই জমিদারগণ সাপের মতো ফুঁশছিলেন। এক্ষণে আদালত থেকে এসেই আক্রোশ

www.pathagar.com

চরিতার্থ করার কাজে প্রবৃত্ত হয়ে গেলেন। অন্যান্য জমিদার বাবুর উৎসাহ এবার ঘোষ মজুমদার দুই বাবুই এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। ইসরত জাহানের কাছে এই ধৃষ্টতার কৈফিয়াত তলব করে তাঁরা বার্তাবহ পাঠিয়ে দিলেন। বলে পাঠালেন, এই প্রেরিত বার্তাবহের হাতেই যথাযথ কৈফিয়াত প্রেরণ করতে হবে। আরো বলে পাঠালেন, পত্র পাঠ মাত্রই মাহমুদ আলীর বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ওখান থেকে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিতে হবে। এর অন্যথা হলে ইসরত জাহানের সামনে তাঁদের করুণার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

মামলার রায়ের খবর যথাসময়ে ইসরত জাহানের কাছে এসে পৌছলো। খবর শুনে ইসরত জাহান উস্তাদ দুদু মিয়ার জন্যে দুঃখ অনুভব করলেও, মাহমুদ আলীর খবরে মোটেই দুঃখিত হলো না। দুঃখ পাওয়ার পরিবর্তে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আল্লাহ তায়ালার শুকুরগোজারী করতে লাগলো। দণ্ড যে তার হবেই এবং গুরু দণ্ড হবে—ইসরত জাহান তা নিশ্চিতভাবে বুঝেছিল। ফাঁসী-দ্বীপান্তর হয়ে যাবে, এ ভয়েই আড়ষ্ঠ হয়ে ছিল। এমতাবস্থায় মাত্র পাঁচ বছরের জেল হয়েছে মাহমুদ আলীর ইসরত জাহানের কাছে এ-খবর একটা মস্তবড় খোশ খবর ছিল। পাঁচ বছর আর কতদিন ? দেখতে দেখতে কেটে যাবে—এই আনন্দে ইসরত জাহানের অন্তর প্লাবিত হয়ে গেল।

চূড়ান্ত খবর তার কাছে এনেছিলেন নূরুল আলম সাহেব। আদালত থেকে এসেই বিচারের ফলাফল জানিয়ে তিনি বলেছিলেন—আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করো আম্মাজান। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। পাঁচ বছর পরেই আল্লাহর রহমে ফিরে আসবে মাহমুদ আলী। চিরতরে হারিয়ে সে যাচ্ছে না। সেরেফ মাহমুদ আলীই নয়, একমাত্র ঐ উস্তাদ দুদু মিয়া ছাড়া, পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যেই ফিরে আসবে সাজাপ্রাপ্ত তামাম ফরায়েজীরা। উস্তাদ দুদু মিয়ার জন্যে ওঁদের মধ্যে একটা মস্তবড় শোকের ব্যাপার থাকলেও দেখলাম, আশায় ও উদ্দীপনায় ফরায়েজীদের সবার দীল পুনরায় ভরে গেছে। এই জামালবাটির ইউনিট খলিফা নিজেই বললেন, "ঘাবড়ানোর আর কারণ নেই জনাব। উস্তাদের বেরিয়ে আসতে দেরী হবে হোক। ছুটি ছাঁটা বাদ দিয়ে ষোল সতের বছর যা লাগে লাগুক। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বেরিয়ে এলেই আবার আমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবো। জমিদার আর নীলকরদের প্রতিটি অত্যাচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব আবার আমরা একইভাবে দিতে পারবো।" আমি বললাম, " তা ঠিক। তবে এক্ষণে—" উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এক্ষণেও ভয়ের কোন কারণ নেই। ওরা যতই জয়োধ্বনী করুক, আমাদের তামাম ফরায়েজী ভাইয়েরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ওরা ভেবেছে, আমরা ঘাব্ড়ে গেছি কিন্তু মোটেই ঘাব্ড়াইনি। অন্যায়ভাবে ফাঁসী-দ্বীপান্তর হচ্ছে সবার—সেই আফসোসেই কাতর ছিলাম, এই যা। বরং ওদের ঐ মিথ্যাচারের জন্যে তলে তলে আমাদের সবাই আবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। এর উপর ফের আল্লাহর রহমে ফাঁসী দ্বীপান্তরও হয়নি কারো। এতে আরো সকলের বুকের বল বেড়ে গেছে। ওদের শয়তানীর যোগ্য জবাব এখনও আমরা দেয়ার চেষ্টা করবো আর জান দিয়ে হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা দেবোও

www.pathagar.com

ইনশাআল্লাহ। কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই আর আপনারাও ভয় পাবেন না। আমাদের জন্যে অনেক করেছেন আপনারা। আমাদের সকল ফরায়েজী ভাই এতে মহাখুশী এবং আপনাদের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আপনাদের বিপদ আপদে, নিজের বিপদ মনে করে, সবাই তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। মাহমুদ আলী সাহেব নেই, কিন্তু আমরা তো জামালবাটিতে আছিই। কোন জুলুম উৎপাতের সম্ভাবনা দেখলে, কাউকে দিয়ে খবরটা পাঠাবেন, ব্যস্। আপনাদের ঋণ কিছুটা শোধ করার জরুর আমরা চেষ্টা করবো।"

কথাগুলো একটানা বলেছিলেন নূরুল আলম সাহেব। শুনে ইসরত জাহানের দীল সেই থেকেই ফের শক্তি ও সাহসে চাঙ্গা হয়ে ছিল।

এই যখন অবস্থা, সেই সময় জমিদারদের বার্তাবহ কৈফিয়াতের পরোয়ানা নিয়ে এসে ইসরত জাহানের হাতে দিলো। পরওয়ানা পাঠ করে ইসরত জাহান আগের বারের মতোই ফের নীরব হয়ে গেল। বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় বদলে গেল তার চোখ-মুখের চেহারা। কিছুক্ষণ পর সে অপেক্ষমান বার্তাবহকে বললো—তুমি যাও—

বার্তাবহ সবিস্ময়ে বললো—যাবো মানে ? কৈয়িয়াত ? কৈফিয়াত যা দেবার তা লিখে দেবেন না ?

ঃ সেটা পরে দেখা যাবে।

ঃ পরে দেখবেন কি ? ওটা আমাকে হাতে হাতে নিয়ে যেতে হবে।

ঃ তা হোক, তুমি যাও—

ঃ তা হবে কেন ? আপনার কি কৈফিয়াত আছে এখনই লিখে দিন। বাবুদের কড়া হুকুম।

ইসরত জাহানের রাগ হলো। বললো—বটে ! লিখে দেবো ? কি কৈফিয়াত দেবো কিংবা কৈফিয়াত আদৌ দেবো কি-না, তা ভেবে না দেখেই লিখে দেবো ?

ঃ সেকি ! কৈফিয়াত তাহলে কি নাও দিতে পারেন ?

ঃ দেই না দেই সেটা আমার ইচ্ছে। তুমি যাও—

ঃ তাজ্জব ! তাহলে বাড়ীটা তো জ্বালিয়ে দেবেন ? পত্রে স্পষ্ট করে লিখা আছে, পত্রপাঠ মাত্র ঐ লোকের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিতে হবে। জ্বালিয়ে দেয়া হলো কিনা, আমাকে তা নিজের চোখে দেখে যেতে হবে। বাবুদের হুকুম।

ঃ হুকুম ! কিসের হুকুম ?

ঃ বাড়ীতে আগুন দেয়ার হুকুম।

ঃ এ হুকুম করে তারা কোন্ মুখে ? তাদের কি লাজ-লজ্জা হায়া-শরম কিছুই নেই ? ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার অপরাধে মোকর্দমা দায়ের করে যারা একজনকে জেলে পাঠায়, তারাই আবার সেই লোকেরই ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার হুকুম করে কোন্ আক্কেলে ? এতবড়ই বেলাজ আর বেহুদা তারা ? নাকি ঐ অপরাধে আমাকেও জেলে পাঠানোর মতলব আছে তাদের ?

বার্তাবহ ঠেকে গেল। বেকায়দায় পড়ে জড়িত কণ্ঠে বললো—তা মানে তাহলে কি ঐ বাড়ীঘরও জ্বালাবেন না ?

ঃ না। কানুনে যা অপরাধ তা আমি কখনই করতে পারবো না। তুমি যাও—

www.pathagar.com

বার্তাবহ তবু ইতস্ততঃ করতে লাগলো। ইসরত জাহান শক্ত কণ্ঠে বললো—কি, তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে ? তোমাকে চলে যাওয়ার কথা কয়েকবার বলার পরও দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? নাকি ডাকতে হবে কাউকে ?

বার্তাবহ চমকে উঠে বললো—আজ্ঞে না, আজ্ঞে না। আমি যাচ্ছি—

বার্তাবহ চলে গেল। পরোয়ানাটি এনে আলম সাহেবের হাতে দিয়ে ইসরত জাহান বললো—এই দেখুন চাচা, তাদের বাড়াবাড়ির বহর দেখুন।

পত্রখানা পাঠ করে আমল সাহেবেরও মন মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। তিনি কোনমতে বললেন—সত্যি বড় অসহ্য।

ইসরত জাহান বললো—না জবাব দিয়ে আমি বার্তাবহকে তাড়িয়ে দিয়েছি চাচা !

আলম সাহেব বললেন—ঠিক করেছো।

বার্তাবহ ফিরে এসে সব কথা জানালে জমিদার বাবুরা বাঘের মতো গর্জে উঠলেন। বললেন—কি এতবড় স্পর্দ্ধা ! জমিদারী তার খেয়ে নেবো। জমিদারীর সাধ তার মিটিয়ে দেবো ! আর ছেড়ে কথা নেই।

বলতে বলতে এক সাথে সবাই হাত-পা ছুড়লেন কিছুক্ষণ। এরপরে পাটকন্দার জমিদার মজুমদার বাবু জমিদার গোপী মোহন ঘোষকে বললেন—শরীরটা আমার ভাল যাচ্ছে না ঘোষ বাবু। নইলে এক্ষুণি আমি জামালবাটিতে যেতাম।

ঘোষ বাবু প্রশ্ন করলেন—কেন কেন ?

মজুমদার বাবু বললেন—জমিদারী তার অবশ্যই খেয়ে নিতে হবে। এ নিয়ে কথা নেই। কিন্তু পরের হাতের ব্যাপার। সরকারকে রাজী করাতে হবে তো ? এতে বেশ সময় লাগবে। তার উপর ফের নচ্ছার মেয়েটা সদরে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিলে আরো ঝামেলা হবে। জানেন তো, সুন্দর মুখ দেখলে ইংরেজ সাহেবদের মাথামুণ্ডু ঠিক থাকে না ?

ঃ মজুমদার বাবু !

ঃ তাই শরীর ভাল থাকলে এক্ষুণি আমি জামালবাটিতে যেতাম। তার এই ঔদ্ধত্যের জন্যে তাকে আগে আচ্ছামতো দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে গায়ের ঝালটা নগ্‌দা-নগ্‌দী মিটিয়ে নিয়ে আসতাম।

গোপী মোহন ঘোষ সোল্লাসে বলে উঠলেন—আচ্ছা ! একথা ? ঠিক আছে—ঠিক আছে। আপনার শরীর খারাপ, আপনি থাকুন। আমার মওকামতো পড়ে গেছে। আগামীকাল জরুরী এক কাজে আমি ঐ দিকেই যাচ্ছি। ও কাজটা আমিই সেরে আসবো। এতবড় দুঃসাহস ? এর উচিত জবাব না দিয়ে শুধু মুখে ছেড়ে দিলে কি হচ্ছে ?

মজুমদার বাবু বললেন—তাহলে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু দেখবেন, পা ধরে কেঁদে পড়লে গলে যাবেন না যেন ?

ঘোষ বাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—কখ্‌খনো নয়, কখ্‌খনো নয়। এতবড় কাঁচা ছেলে এই গোপী মোহন নয়।

www.pathagar.com

যথাসময়েই ঘোষ বাবু জামালবাটিতে চলে এলেন। ইসরত জাহান ও নূরুল আলম সাহেব সেরেস্তায় বসে কাজ করছিলেন। ঘোষ বাবু এসে সরাসরি সেরেস্তায় ঢুকে পড়লেন এবং ইসরত জাহানকে লক্ষ্য করে বক্র কণ্ঠে বললেন—এই যে, খুব চুটিয়ে জমিদারী করছো দেখছি।

গোপী মোহন ঘোষকে দেখে ইসরত জাহান ও আলম সাহেব বিস্মিত হলেন। সেরেস্তার অন্যান্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সৌজন্য প্রকাশ করে ইসরত জাহান বললো—একি ! খোদ কর্তাবাবু যে। আসুন—আসুন, বসুন। কি আমার সৌভাগ্য !

ইসরত জাহানের ইশারায় সেরেস্তার পেয়াদা ভাল একটা কুরসী এনে ঘোষ বাবুর সামনে দিলো। ঘোষ বাবু রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—থাক, জুতো মেরে গরুদানের দরকার নেই।

ইসরত জাহান বললো—জি ?

ঘোষবাবু বললেন—আমি বসতে আসিনি। ক' হাত তোমার পাখা গজিয়েছে তাই দেখতে এসেছি।

ঃ বাবু !

ঃ আমাদের অনুগ্রহে জমিদারী করছো তুমি। তোমার বাপ করেছে, তুমি করছো। সেই তোমার এতবড় সাহস যে কোমর বেঁধে আমাদের বিরোধিতা করো ?

ঃ বিরোধিতা !

ঃ আমরা যাতে করে মোকর্দমায় হেরে যাই, অপদস্থ হই, ফরায়েজীরা আমাদের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়, সেই উদ্দেশ্যে তুমি মরিয়া হয়ে তদবির করো মামলার ? কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ঢালো আমাদের বিরুদ্ধে ? এই হীন আচরণ করার তোমার হেতু কি ?

ইসরত জাহান বুঝলো, সহজে কামড় ছাড়তে এ জোঁক আসেনি। ইসরত জাহান শক্ত হলো। বললো—সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ঘোষ বাবু আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—ব্যক্তিগত ব্যাপার ? আমাদের সর্বনাশ করাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমার ? এত স্পর্দ্ধা বেড়েছে ? এতবড় অবাধ্য আর নিমকহারাম ? এ কারণেই বুঝি বার্তাবহকে তুমি অপমান করে তাড়িয়েছো ? পত্রের জবাবটা দেয়ারও গরজবোধ করোনি ?

ঃ তা যা বোঝেন।

ঃ আমার বোঝার দরকার নেই। বোঝার পালা তোমার। জমিদারী করার ইচ্ছে আছে কি নেই, সেটা তুমি আগে বোঝো।

ঃ জমিদারী করার ইচ্ছে থাকবে না কেন ? এখানে তা নিয়ে বুঝাবুঝির কি আছে ?

ঃ এখানেই বুঝাবুঝির আছে। আদৌ যদি সে ইচ্ছে থেকে থাকে, তাহলে এখনি তা প্রমাণ করো।

ঃ প্রমাণ !

ঃ তোমার লোকজন পাঠিয়ে ঐ শয়তান মাহমুদ আলীর বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দাও। এ যাবত যা করেছো, করেছো। নতুন করে আবার তোমার প্রভুভক্তির পরিচয় দাও।

www.pathagar.com

ঃ তার মানে ! মাহমুদ আলীর বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেবো ?

ঃ হ্যাঁ, দেবে। আমার হুকুম। জমিদারী যদি আর দু'টো দিনও করতে চাও, এ মুহূর্তেই আমার হুকুম পালন করো।

ঃ বটে ! এ হুকুম করতেই আপনি এখানে এসেছেন ?

ঃ চোপ্। হুকুম পালন করবে কিনা তাই আমি শুনতে চাই। ছোট মুখে বড় কথা শুনতে চাইনে। বাচাল আর বেআদব কোথাকার !

ইসরত জাহানের গায়ে আগুন ধরে গেল। জ্বলে উঠলো ইসরত জাহান। বললো—আপনি কে ? আমাকে হুকুম করার কে আপনি ?

গোপী মোহন ঘোষ চীৎকার করে উঠলেন—কি ! কি বললে ?

ঃ কে ডেকেছে আপনাকে ? কোন সুবাদে আপনি আমাকে হুকুম করতে এসেছেন ? আপনি কোন্ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আমার যে, আপনি হুকুম করলেই তা পালন করবো আমি ?

ঃ হুঁশিয়ার ! জমিদারী থাকবে না।

ঃ আপনারা তার কি ? জমিদারী থাকা না থাকার আপনি আর একপাল আপনারা কে ? আমার জমিদারীর মালিক কি আপনারা, না আপনাদের কাছ থেকে জমিদারী নিয়েছি আমরা ? আপনাদের জমিদারীর যে মালিক, সেই ইংরেজ সরকার আমারও জমিদারীর মালিক। আপনাদের সাথে সম্পর্ক কি আমার আর আপনাদের কি ধারধারি আমি ? বেহায়ার মতো আমার ব্যাপারে আপনারা কেন বার বার নাক গলাতে আসেন ?

ঃ কি ? কি বললে ? বেহায়া ? আমরা বেহায়া ?

ঃ সন্দেহ কি তাতে কিছু আছে ? বেহায়া না হলে, আপনারা কোন্ গুরুঠাকুর আমার যে, ধেয়ে ধেয়ে হুকুম করতে আসেন ? ঘর পোড়ানোর জন্যে নিজেরাই বাদী হয়ে জেলে পাঠান অন্যকে আর নিজেরাই ফের ঘর পোড়াতে চান ? তাও আবার যাকে জেলে পাঠিয়েছেন তারই ঘর ? এতটুকু হায়া-লজ্জা আর বিবেকবোধ থাকলে কি কোন মানুষ তা পারে ? আপনারা যে মানুষ নন, অমানুষ আপনারা, তা আপনারাই প্রমাণ করেছেন বার বার।

অপমান করতে এসে নিজেই এতটা অপমানিত হবেন, ঘোষ বাবু তা কল্পনাও করেননি। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—দেখে নেবো-দেখে নেবো। এই জমিদারী কতদিন থাকে তা না দেখে কিছুতেই ছাড়বো না। ধরাকে সরাজ্ঞান করছো ?

তিনি প্রস্থানোদ্যোগ করলেন। ইসরত জাহান বললো—তা যত পারেন দেখে নেন গে। ও ভয় আর আমি করিনে। ভয় করে করেই মাথায় উঠেছেন আপনারা। এ মওকা আর আপনাদের নেই। শালুকে মাতব্বরী করতে আর কখ্খনো আপনারা আসবেন না।

www.pathagar.com

ঃ আমাদের আসতে হবে না। জমিদারী চলে যেতে লাগলে আমাদের পায়ে এসে তোমাকেই ফের লুটিয়ে পড়তে হবে। অপরিণামদর্শী কাঁহাকার ? এর ফল তুমি হাতে হাতে পাবে।

গর্জন করতে করতে গোপী মোহন ঘোষ ইসরত জাহানের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘোষ বাবু বেরিয়ে গেলে নূরুল আলম সাহেব ইসরত জাহানকে লক্ষ্য করে খোশ কণ্ঠে বললেন—সাব্বাস্ !

ঈষৎ হেসে ইসরত জাহান বললো—কিছুটা আধিক্য হয়ে গেল, তাই না চাচা ?

আলম সাহেব বললেন—হ্যাঁ, আধিক্য তো হয়ে গেল জিয়াদাই। তবে এটারও প্রয়োজন ছিল। বাড়তে বাড়তে অনেক বেশী বেড়ে গেছে ওরা।

ঃ হ্যাঁ চাচা, সেই জন্যে শুনিয়ে দিলাম উচিত কথা। পিঠ আমার একদম দেয়ালে ঠেকে গেছে।

ঃ তা বটে। তবে ওরা যতই গর্জন করুক, জমিদারী ওদের নয় যে এক কথায় নিয়ে নিবে। অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হবে, তবেই সে কথা। এছাড়া সরকারের পাওনা কোন বছর এক পয়সাও বাঁকী রাখিনি আমরা। দোষ আমাদের কিছু নেই। সুতরাং আমাদেরও পাল্টা চেষ্টা করতে হবে। এরপর দেখা যাক কি হয়।

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে ইসরত জাহান বললো—না চাচা, ওসব কোন চেষ্টা তদবিরের মধ্যে আমি আর নেই। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।

ঃ কি রকম ?

ঃ আমি জমিদারীতে ইস্তফা দেবো। এ জঞ্জাল আর আমি রাখবো না।

ঃ সেকি ! আগেই ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছো কেন ? ঐ যে বললাম, নিতে চাইলেই নিয়ে ফেলবে, ব্যাপারটা তো এমন নয়।

ঃ তা যেমনই হোক। ওরা নিতে না পারলেও, এমন জমিদারী আর আমি করবো না। আমার তামাম অশান্তির মূল এ জমিদারী। এ জমিদারীই আমার জিন্দেগীটা ব্যর্থ করে দেয়ার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জমিদারীর জন্যেই আমাকে নির্লজ্জ জালিমদের পায়ে দু' বেলা তেল মাখতে হচ্ছে। তাদের হাতে হেস্ত-নেস্ত আর মান অপমান হতে হচ্ছে। তার চেয়েও বড়কথা, এ জমিদারীই আমার আর মাহমুদ আলীর মধ্যে দুলর্ঙ্ঘ এক প্রাচীর তুলে রেখেছে। এ প্রাচীর সরাতে না পারলে মাহমুদ আলীর নাগাল আমি কোনদিনই পাবো না।

আনন্দে ও বিস্ময়ে আলম সাহেব বললেন—আম্মাজান।

ঃ আমার জিন্দগীর সুখ শান্তির চেয়ে জমিদারীর নামে এই কাঁটার বোঝা আমার কাছে বড় নয়। নিজের সাথে অনেক জিহাদ করেছি। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এযাবত পারিনি। আজ আমি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি চাচা। মধুর পাত্র ছুড়ে দিয়ে বিষের হাঁড়ি বুক দিয়ে আর আগ্‌লাবো না।

ঃ আম্মাজান।

ঃ আপনি বিজ্ঞজন। বুঝতে আপনার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

www.pathagar.com

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে আলম সাহেব বললেন—বুঝেছি আম্মাজান, আর বলতে হবে না। এমন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করো তুমি, আমিও যে এযাবত এ আশাই পোষণ করে আসছি। জমিদারী ছাড়ার কথা মুখ ফুটে বলতে পারিনি—এই যা।

ঃ চাচা !

ঃ মাহমুদ আলী তো এইটেই তোমার কাছে আশা করে আম্মাজান ! জমিদারী করার নামে জালিম আর শয়তানের গোলামী না করে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে তুমি স্বল্প বিত্তের নির্মল জীবন যাপন করো, এই তো সে চায়।

ঃ জি চাচা। তা বুঝেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার আর আপনাদের চলার মতো মোটামুটি একটা সংস্থান রেখে বাদ বাঁকী জমিদারীটা আমি অতি সত্বর ছেড়ে দেবো। জমিদারী কেড়ে নিয়ে আমাকে জব্দ করার কোন মওকাই ওদের দেবো না। আপনি এখানকার ফরায়েজীদের একটু বলে রাখবেন। তাঁরা যেন আমার উপর কিছুটা নজর রাখেন। জমিদারী না থাকলে শক্তিহীন হয়ে যাবো তো ? নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো। বিপদ মুসিবত হলে—

কথা শেষ করতে না দিয়ে আলম সাহেব সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—এক পায়ে খাড়া। তোমার বিপদ মুসিবত ঠেকানোর জন্যে সবাই তাঁরা এক পায়ে খাড়া। ও নিয়ে মোটেই তুমি ভেবো না।

ইসরত জাহান তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলো। অতিরিক্ত কিছু জোতভূঁই সহ মাহমুদ আলীর ভূসম্পত্তি মাহমুদ আলীর নামে ফের পার করে দিলো। সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেব সহকারে শুভাকাঙক্ষীদের সবাইকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমিজমা পত্তন দিয়ে দিলো। পৈতৃক সম্পত্তির সাথে সচ্ছলভাবে চলার জন্যে নিজের নামে আরো কিছুটা জমিজমা রেখে কয়েক দিনের মধ্যেই ইসরত জাহান সদরে গিয়ে জমিদারীতে ইস্তফা দিয়ে এলো।

১৭

ইসরত জাহানকে হাতে হাতে ফল দিতে চেয়ে এসে গোপী মোহন বাবুরা ফলটা নিজেরাই হাতে হাতে পেয়ে গেলেন।

দণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্যে নথীপত্র সদর নিযামত আদালতে এলে খুলে গেল থলের মুখ, বেরিয়ে এলো থলের বিড়াল। বিচারের নামে তামাম মিথ্যাচার ও জালিয়তি সদর নিযামত আদালতে ধরা পড়ে গেল। নথীপত্র খুলেই গোঁজামিল ও অসংগতির বহর দেখে এই আদালত থমকে গেল। অতপর তামাম ব্যাপারটা সবিশেষ যাচাই করে সদর নিযামত আদালত বিপুল বিস্ময়ের সাথে দেখলো, সবকিছু বানোয়াট। ভূয়া ও জাল। সাক্ষীরা কেউ আসল সাক্ষী নয়। জাল ও শেখানো সাক্ষী। তারা কোন নিরপেক্ষ লোক নয়। নীলকর ও জমিদারদের পেটোয়া লোক সবাই। সাক্ষীদের সাক্ষ্যও প্রকটভাবে পরস্পর বিরোধী। কারো সাথে কারো বক্তব্যের কোন সংগতি নেই। চিঠিগুলোও সব ক'টিই বানোয়াট। ঘটনার অনেক পরে ঘরে বসে

www.pathagar.com

তৈরী। সাক্ষীদের যথাযথ জেরা করে সত্য উদ্ঘাটন করা হয়নি। চিঠিগুলোর সত্যতাও যাচাই করে দেখা হয়নি।

দ্বিতীয় মোকর্দমার ৬৩জন আসামীও প্রকৃত আসামী নয়। নিরপরাধ ব্যক্তি। বাদীদের আক্রোশ ও অসৎ উদ্দেশ্যের শিকার। প্রকৃত আসামী তাদের মধ্যে দু' চারজন থাকলেও, সাক্ষ্য-প্রমাণে তাদের অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সন্দেহাতীত তো নয়ই।

বিচারের নামে নিম্ন আদালতের, বিশেষ করে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের, নিছক প্রহসন ও অন্ধ পক্ষপাতিত্ব দেখে সদর নিযামত আদালত স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই আদালত আরো জেনে স্তম্ভিত হলো যে, বাদীরাই আসামীদের চেয়ে অনেক বড় ও বেশী অপরাধে অপরাধী। লুটতরাজ সহ আসামীদের পাঁচ পাঁচজন লোককে খুন করেছে বাদীরা। তবু আসামীরা কোথাও এর বিচার পায়নি। স্থানীয় প্রশাসন ও নিম্ন আদালতগুলো সে বিচার না করে পাঁচ্চরের অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর ঘটনায় তাদেরই বেঁধে এনে বিচারের নামে প্রহসন করেছে এবং অপরাধ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও জোর করে কারাদণ্ড দিয়েছে।

যা হোক, সেসনজজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড একেবারেই ভিত্তিহীন ও বিচারসম্মত না হওয়ায় এবং দ্বিতীয় মোকর্দমায়, এর সাথে আবার আসামীগণই নিশ্চিতভাবে সনাক্ত না হওয়ায়, সদর নিযামত আদালত দুই মোকর্দমার দণ্ডই নাকোচ করে দিয়ে দুদু মিয়াসহ সকল আসামীদের খালাস করে দিলো। সেই সাথে অবিলম্বে তাদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে কয়েদখানায় আদেশপত্র পাঠিয়ে দিলো।

সদর নিযামত আদালতের রায়ের ধারাবিবরণী (যা ছিল নিম্ন আদালতের বিচারের নামে জঘন্য দুশমনী ও উলঙ্গ পক্ষপাতের প্রতিচ্ছবিতে ভরপুর) সরকারের কাছে পৌছলে নাটের গুরু জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন মহলে ছিঃ ছিঃ রব পড়ে গেল। সরকারও সঙ্গে সঙ্গে এই জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে তিরস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো।

এ ধারাবিবরণী পাঠ করে কুটিল এস. পি. ডাম্পীয়ার চমকে উঠলো। নিজের দোষ ঢাকার আর গা বাঁচানোর জন্যে সে সঙ্গে সঙ্গে সাফাই গাওয়া শুরু করলো। তখনই সে সরকারকে লিখলো, পরে অনুসন্ধান করে সে জেনেছে, নিযামত আদালতে বিচারের যেসব দোষ-ত্রুটি ধরা পড়েছে, তার বাইরেও আরো অনেক দোষ-ত্রুটি ও পক্ষপাতিত্ব আছে। নিম্ন আদালতের বিচারকের হিংসুটে স্বভাব ও অনভিজ্ঞতার কারণেই এসব ঘটেছে। অতপর (সবকিছু তার আগেই জানা থাকা সত্ত্বেও) আরো সে মিথ্যা করে লিখলো, বাদীরা দুদু মিয়ার বাড়ীতে হামলা করে অনেক ধন-সম্পদ লুট করেছে ও পাঁচ পাঁচটি লোক খুন করেছে, এটাও সে এক্ষণে জানতে পেরেছে এবং ঘটনা সত্য। সেসনজজের গা বাঁচাতে সে লিখলো, সেসনজজ সাহেবের মতো একজন বিজ্ঞ বিচারক ও নিরপেক্ষ লোক এমন সব বানোয়াট সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর এ দণ্ড কিভাবে দিলেন, তা সে বুঝে উঠতে পারছে না।

www.pathagar.com

মোকর্দমা দু'টিতে সদর নিযামত আদালতের রায়ের খবর পেয়ে আর ডাম্পীয়ারের পত্র পাঠ করে ডিপুটি গভর্নর সদর নিযামত আদালতের ফার্সী (পার্শী) ভাষার তামাম ধারাবিবরণী ইংরেজীতে অনুবাদ করে সরকারের অবগতির জন্যে প্রেরণ করার আদেশ দিলেন। অতপর ডিপুটি গভর্নর জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেটের বিরুদ্ধে সরকারী নিন্দাবাদের অনুলিপি ডাম্পীয়ারের নিকট পাঠালেন এবং দুদু মিয়ার বাড়ীতে সংঘটিত হামলার বিস্তারিত বিরবণ ডাম্পীয়ারকে দাখিল করতে বললেন।

ডাম্পীয়ার কি বিবরণ দিলো আর তারপর কি হলো, যদিও তা বাইরের কেউ জানলো না এবং সদর নিযামত আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে সরকারী মহলের হৈ চৈ ও নিন্দাবাদ সরকারী মহলের মধ্যেই আটক রাখা হলো, সাধারণ লোককে তেমন একটা জানতে দেয়া হলো না, তবুও কাজ হলো। এতে করে সরকার সবিশেষ অবগত হলো যে, ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার সহ অন্যান্যেরা যত বিষ উদ্গীরণ করেছে, ফরায়েজীরা আসলেই তত খারাপ নয়। ফলে, ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের সেসব জোর সুপারিশ ছিল এবং সরকারও কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল, সরকার এবার তাতে সরাসরি অসম্মতি জানালো। অর্থাৎ সরকার ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে ইচ্ছুক নয়—একথা সুস্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট মহলকে জানিয়ে দিলো।

পাল্টে গেল দৃশ্যপট। উল্টে গেল পরিস্থিতি। সদর নিযামত আদালতের এই রায়ে জমিদার ও নীলকরদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তাদের কোমর ভেঙ্গে গেল। দুদু মিয়াদের বিরুদ্ধে মোকর্দমায় ব্যর্থ হওয়ায় এবং ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকার সরাসরি অস্বীকার করায়, জমিদার ও নীলকরদের মাথায় হাত বসে পড়লো। ফরায়েজীরা এখন তাদের প্রত্যেকটি অপতৎপরতার দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং শক্তির প্রতিযোগিতায় ফরায়েজীরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী তুখোড়—এ সত্যটি সম্যক উপলব্ধি করে জমিদার নীলকরেরা একদম খামুশ মেরে গেল। অতপর ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে কোন অত্যাচারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বা তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে তারা আর সাহসী হলো না।

ইতিমধ্যে নীলকরদের সাথে জমিদারদের নানা কারণে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ায় মধুর হাঁড়ি ফুটো হয়ে গেল আর এতে করে জমিদারদের ভাঙ্গা মাজা আরো বেশী ভেঙ্গে গেল। দুদু মিয়ার সাথে আর তারা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে এলো না।

পাঁচ্চরের এই মোকর্দমার ফলে ফরায়েজী নেতা দুদু মিয়ার সম্মান, মর্যাদা ও প্রভাব আগের চেয়ে আরো অনেক বেশী বেড়ে গেল। তিনি খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলেন। সারা দেশে তার নামে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঈসায়ী ১৮৫৭ সনের মহাবিপ্লবের আগে (যা সিপাহী বিদ্রোহ নামে অপপ্রচারিত) ইংরেজ সরকার আর ফরায়েজীদের নিয়ে মাথা ঘামাতে আসেনি। একমাত্র ঐ সময়ই, আর তাও বাইরের উস্কানীতে, ইংরেজ সরকার আবার দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠে। নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দুদু মিয়াকে ঐ সময় গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখা হয় এবং বিপ্লব থেমে গেলে তাঁকে আবার ছেড়ে দেয়া হয়। ঈসায়ী ১৮৬২ সনে ঢাকায় তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

যা হোক, সদর নিযামত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তির আদেশ কারাগারে পৌছার সাথে সাথে দুদু মিয়াসহ কারারুদ্ধ সকল ফরায়েজীদের মধ্যে খুশীর প্লাবন ছুটে গেল। আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে করতে তাঁরা কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে দেখলেন, কারাগারের ফটকের বাইরে ফরায়েজীদের ঢল নেমে গেছে। সদর নিযামত আদালতের রায়ের খবর শুনামাত্র শত শত ফরায়েজী আর আসামীদের আত্মীয়স্বজন খোশ আমদেদ জানানোর জন্যে চারদিক থেকে ছুটে এসেছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত ফরায়েজীরা এসে খোশদীলে সবার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং কুশলাকুশলের খবর করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর উস্তাদ দুদু মিয়া বললেন—এখানে আর এভাবে কালহরণ করার কোন যুক্তি নেই। সবাই এবার জলদি জলদি নিজ নিজ মকানে চলে যান। সকলেরই পরিবার-পরিজন এখন বিপুল আগ্রহ নিয়ে পথ চেয়ে আছেন। এতবড় দুর্যোগের পর এমন একটা খোশ খবর তাঁদের আকুল করে রেখেছে। তাঁদের পেরেশানী আর বাড়াবেন না। কিছুদিন পরে আবার আমরা একত্রিত হবো আর প্রাণ খুলে তখন আলাপ-আলোচনা করবো।

উস্তাদের নির্দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত ফরায়েজীরা নিজেদের মধ্যে ফের কোলাকুলি করে আত্মীয়-স্বজনের সাথে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। মাহমুদ আলীর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। দু' একজন যাঁরা আছেন, তাঁরা দূর-দূরান্তে বাস করেন। তার পক্ষে তাই কোন আত্মীয়-স্বজন আসেননি। তাকে খোশ আমদেদ জানাতে এসেছেন জামালবাটির ইউনিট খলিফা সাহেব। এই ইউনিট খলিফার সাথেই মাহমুদ আলী জামালবাটিতে ফিরে যাবে—একথাই ছিল। কিন্তু উস্তাদ দুদু মিয়া হঠাৎ তাঁকে একটা কাজের দায়িত্ব দেয়ায় ইউনিট খলিফা সাহেব সেই কাজে চলে গেলেন। ফলে, জামালবাটির আশেপাশের কয়েকজন ফরায়েজীর সাথে মাহমুদ আলী জামালবাটিতে ফিরে চললো।

পুরাতন নওকর হাকিমউদ্দীন আর তার স্ত্রী ছাড়া, বাড়ীতে মাহমুদ আলীর আপন কেউ নেই। একমাত্র তারা ছাড়া তার জন্যে পথ চেয়ে থাকারও আর কেউ নেই। পথ চেয়ে থাকলে তারাই যা আছে। একথা ভাবতেই মাহমুদ আলীর মনে হলো ইসরত জাহানের কথা। মনে হতেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ইসরত জাহানও নিশ্চয়ই তার পথ চেয়ে আছে। অধীর আগ্রহ নিয়ে পথ চেয়ে আছে। ভাবতেই মাহমুদ আলীর অন্তরের তামাম শূণ্যতা কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে গেল।

ইসরত জাহানের কথা সে ভুলেনি। বিশেষ করে, সেবার ঐ দারোগার হাতে কয়েদ হওয়া থেকে তাকে রক্ষে করার ব্যাপারে ইসরত জাহানের অবিস্মরণীয় দরদ, আকুলতা ও তৎপরতা প্রত্যক্ষ করার পর সে আর ইসরত জাহানকে ভুলে থাকতে পারেনি। ইসরত জাহানের সাথে সেই তার শেষ দেখা। এরপর এই কারাগারে এসে অবসরে একাকিত্বে ইসরত জাহানের কথা সে সবসময়ই ভেবেছে। ভেবেছে, ইসরত জাহানের দীলের এতটা অংশই দখল করে আছে সে ? এতটাই তার জন্যে করতে পারলো ইসরত জাহান ? নিজের শয়ন ঘরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলো তাকে ? একান্তই আপনজনের মতো নিজের বিছানায় তাকে শুইয়ে রাখলো নির্দ্বিধায় ? এসব

www.pathagar.com

ভাবতে বসলেই মাহমুদ আলীর মনে হয় ইসরত জাহানের দেহের ও চুলের মনোরম সুবাস যেন তার নাকে মুখে লেগে আছে এখনো।

পথ চলছে আর মাহমুদ আলী ভাবছে। ভাবছে, তার এই মুক্তির খবর নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ইসরত জাহান পেয়েছে। নিশ্চয়ই এতে সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেছে। মাহমুদ আলী বাড়ীতে এসে পৌছেছে—এ সংবাদ পাওয়া মাত্র নিশ্চয়ই সে আকুল হয়ে ছুটে আসবে খোশ আমদেদ জানাতে।

কিন্তু একটু পরেই ছিঁড়ে গেল তার কল্পনার গাঁথা মালা। নিভে গেল অন্তরের প্রজ্জ্বলিত আলোকচ্ছটা। আশার প্রাসাদ তার চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়লো পথের মাঝেই। কথায় কথায় পথেই সে তার সঙ্গী ফরায়েজীদের কাছে জানলো, ইসরত জাহান তার অন্তরের বান্ধব নয়, ঘোরতর দুশমন। সামনা-সামনি দুশমনি করে এতদিন যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেনি, তার এই দুর্দিনের সুযোগ নিয়ে ইসরত জাহান তা পুরোপুরি হাসিল করে নিয়েছে। জামালবাটি থেকে এবার তাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করে ছেড়েছে। তার জোতভূঁই কিছুই আর নেই। সমস্ত জমিজমা কেড়ে নিয়েছে ইসরত জাহান। তার জমিজমা নিজের নামে নিয়ে ইসরত জাহান তার বর্গাদারদেরও উচ্ছেদ করেছে জমি থেকে। নতুন বর্গাদার নিয়োগ করেছে। বসত বাড়ীতে তার ঘরগুলোই আছে শুধু, বসত বাড়ীর জমিটাও নেই। বসত বাড়ীর ভিটেটাও নিয়ে নিয়েছে ইসরত জাহান।

এসব কথা শুনে মাহমুদ আলী যারপরনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এর কারণ কি জানতে চাইলে তার সঙ্গীরা তাকে জানালো, তারা ভিন গাঁয়ের লোক, সঠিক কারণ তারা জানে না। তবে তার জমিজমা আর ভিটে মাটি যে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, এটা তারা সঠিকভাবেই জানে। এর মধ্যে একবিন্দু ভুল নেই। কারণের ব্যাপারে ফের তারা বললো, কারণটা তার এই দুর্দিনই হবে জরুর। দুর্দিনেই তো দোস্ত দুশমন চেনা যায়!

মাহমুদ আলী এরপরে বিলকুল নীরব হয়ে গেল। এটা বিশ্বাস করতে যথেষ্ট সে তকলিফ বোধ করতে লাগলো। অন্তর তার বিদ্রোহ করে উঠতে লাগলো। কিন্তু তার সঙ্গীরা যে প্রত্যয়ের সাথে এ খবর তাকে শুনালো, তাতে নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর রইলো না। তার মনের কোণে তখনও তবু একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দিতে লাগলো যে, বাড়ীতে গেলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন হয়তো দেখা যাবে—এদের এ জানাটা ঠিক জানা নয়, তারা উল্টাপাল্টা শুনেছে।

মাহমুদ আলীর বাড়ীতে এসে পৌছতে রাত হয়ে গেল। বাড়ীতে ঢোকার সাথে সাথে হাকিমউদ্দীন ছুটে এসে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। মুক্তি পেয়ে তার এই ফিরে আসার আনন্দে হাকিমউদ্দীন বিভিন্ন ভাষায় খোশ প্রকাশ করতে লাগলো। তার দু' চোখে বইতে লাগলো আনন্দের অশ্রুধারা।

সে একটু শান্ত হয়ে এলে মাহমুদ আলী যেই জমিজমার ব্যাপারটা জানতে চাইলো, অমনি তার আনন্দের অশ্রু বেদনার অশ্রুতে পরিণত হয়ে গেল। হু-হু করে কেঁদে

www.pathagar.com

উঠে হাকিমউদ্দীন বললো—কিছু নেই বাপজান। এ ঘর ক'খানা ছাড়া ভূসম্পত্তি বলে আর কিছু তোমার নেই। সুঁই ফোটানোর মতো স্থানটাও নেই।

মাহমুদ আলী চমকে উঠলো। তার অন্তরের কোণে যে সামান্য একটু আশা ছিল তা নিঃশেষে উবে গেল। পথে সে যা শুনেছে তা সম্পূর্ণ সত্য বুঝে প্রস্তর মূর্তির মতো সে চুপ চাপ বসে রইলো। হাকিমউদ্দীন অশ্রু বর্ষণ করতে করতে পুনরায় বললো—সেই জন্যেই তোমার এই খালাস পাওয়ার এতবড় সুসংবাদ শুনেও আমি তোমার কাছে ছুটে যেতে পারিনি বাপজান। তোমার এ ভিটে মাটিটা বেহাত হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি আর বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরোইনি। কি জানি, তোমার এ ঘর-দুয়ার আর আসবাবপত্রও সেই ফাঁকে বেহাত হয়ে যায় যদি ? আমি নেই জেনে কেউ এসে দখল করে নেয় যদি ?

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মাহমুদ আলী ম্লান কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কে নিয়েছে আমার জমিজমা ভিটেমাটি ?

হাকিমউদ্দীন অভিমান ভরে বললো—কে আবার ? ইসরত জাহানই তার নিজের নামে নিয়ে নিয়েছে। নেবে আবার কে ? ভেবে আমি হয়রান হই বাপজান, এই দু'দিন আগেও যে ইসরত জাহান তোমার প্রতি এত দরদ দেখালো, সেই ইসরত জাহান কি করে এতবড় কাজ করতে পারলো। মানুষের পরিবর্তন হলে কি এতটাই হয় ? কিয়ামত আর দূরে নেই মোটেই।

মাহমুদ আলী ফের একইভাবে প্রশ্ন করলো—কেন সে নিয়ে নিলো, তা কিছু বলেনি ?

ঃ না। সেরেফ বললো, মাহমুদ আলীর তামাম ভূসম্পত্তি এখন আমার। এই ভিটে মাটিটাও। যেভাবে তুমি এখানে আছো, আপাততঃ সেইভাবে থাকো। মাঠের জমির দখল নিয়ে যেন গোলমাল করতে এসো না। আমার নিষেধ।

ঃ এরপর তুমি কি করলে ?

ঃ কি করবো ? সে নিজে ডেকে মুখ ফুটে বলে দিলো। এরপর আর আমার করার থাকে কি ? ওদিকে আবার তার হাতে কত শক্তি। একা আমি কি করতে পারি ?

ঃ হুঁউ !

ঃ তোমার ফরায়েজী ভাইয়েরাও তোমাদের জন্যে কেবলই আদালতে দৌড়ানো নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে নজর দেবে কে কখন ? ফাঁসী-দ্বীপান্তরই হয়ে যায় কিনা, এই ভেবে ধড়ে কি প্রাণ ছিল কারো ?

ঃ তা বটে।

ঃ তুমি এসেছো, এখন যা হয় ব্যবস্থা একটা জলদি জলদি করো বাপজান। যেখানে হোক, এক টুকরো জমি যোগাড় করে অতি সত্বর এই ঘর-দুয়ার পার করো সেখানে। এতবড় একটা ভূসম্পত্তি এক পলকে বেহাত হয়ে গেল যেখানে, সেখানে এই ঘর-দুয়ার বেহাত হতে আর কতক্ষণ ?

www.pathagar.com

মাহমুদ আলী নিঃশ্বাস ফেলে বললো—হ্যাঁ চাচা, তা ঠিক। এছাড়া, পরের মাটিতে দণ্ডকালও থাকতে আমার রুচি নেই। রাতটা শেষ হোক। সকালেই বেরিয়ে পড়বো জমির খোঁজে।

জমির খোঁজে মাহমুদ আলী সকালেই বেরিয়ে পড়তে চাইলো। কিন্তু ফযরের নামাযের পরেই তার সাথে মোলাকাত করতে এমনভাবে একের পর এক লোকজন আসতে লাগলো যে, তাদের পাশ কাটিয়ে তখনই বের হতে পারলো না। ভিড়টা কমে এলে তবে সে বেরুলো।

রাতে শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করে দেখেছিল, বেশ কিছু ফরায়েজী ইতিমধ্যে নিকটবর্তী এক খাস মহলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে জামালবাটির ইউনিট খলিফার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনও আছেন। সেখানে আর সুবিধেমতো জায়গা জমি আছে কিনা, থাকলে পত্তন পাওয়ার সহজ পথ কি—এসব তথ্য জরুর এই ইউনিট খলিফা দিতে পারবেন। উস্তাদের কাজে আটকে যাওয়ায় এই ইউনিট খলিফা সাহেব তার সাথে তখন আসতে না পারলেও, রাতের মধ্যে এসে গেছেন ভেবে তাঁর মকানের দিকেই মাহমুদ আলী রওনা হলো।

কিন্তু অধিক দূরে এগুতে তাকে হলো না। ইউনিট খলিফা সাহেবের বাড়ীরই এক লোক পথেই তাকে জানালো, ইউনিট খলিফা সাহেব গত রাতে ফেরেননি। আজ হয়তো ফিরে আসতে পারেন।

মাহমুদ আলীকে অগত্যা ফিরতে হলো। এলোমেলো নানা চিন্তা করতে করতে বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি চলে এলে, হঠাৎ এক ডাক শুনে মাহমুদ আলী পেছন ফিরে তাকালো তাকিয়েই সে সবিস্ময়ে দেখলো, পল্লবী মজুমদার দ্রুত পদে তার পেছনে আসছে আর হাত তুলে ডাকছে।

মাহমুদ আলী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পল্লবী কাছে এলে প্রশ্ন করলো—একি ! আপনি ? আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

পল্লবী হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—আপনার সাথে দেখা করার জন্যে আপনার বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম। কপালের জোরে পথেই আপনাকে পেয়ে গেলাম। আসুন, পথ থেকে একটু ওপাশে সরে দাঁড়াই।

একটু আড়ালে সরে এসে মাহমুদ আলী খোশ কণ্ঠে বললো—আপনিও আমার আসার সংবাদ পেয়ে দেখা করতে আসছেন ?

পল্লবী মজুমদার ম্লানকণ্ঠে বললো—হ্যাঁ। জীবনে আর আপনার সাথে দেখা সাক্ষাত হবে নাতো, তাই দেখা করতে এলাম। ভেবেছিলাম, আপনার সাথে দেখাটা আর আমার হলোইনে বুঝি। খালাসের রায় আদালতে বেশ কয়েকদিন আগেই হয়েছে। ভেবেছিলাম ইতিমধ্যেই ফিরে আসবেন আপনি। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি না আসায় মনটা আমার একদম ভেঙ্গেই গিয়েছিল।

ঃ পল্লবী দেবী।

ঃ আজ সকালেই শুনলাম, আপনি এসে গেছেন। শুনেই এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়লাম। আপনার সাথে.এই শেষ দেখার কিস্‌মতটা হওয়ায় মনটা আমার অনেকখানি হালকা হলো। বলতে পারেন, ভরে গেল।

www.pathagar.com

মাহমুদ আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—শেষ দেখা।

পল্লবী বললো—আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি যে ! আর কখনো আসবো না।

ঃ সেকি ! কোথায় যাচ্ছেন ?

ঃ মুঙ্গেরে। ওখানে আমাদের এক বিধবা আত্মীয়া আছেন। তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। তাই আমার মা আমাকে তাঁর কাছে রাখতে যাচ্ছেন।

ঃ এরপর ওখানেই থাকবেন ?

ঃ না। ঐ বিধবা আত্মীয়ার সাথে পরে হয়তো কোন পূর্ণস্থানে চলে যেতে হবে আর সেখানেই আজীবন থাকতে হবে।

ঃ তাজ্জব ! আপনার অভিভাবকেরা এভাবে আপনাকে বিদায় করার হেতু ?

ঃ ক্লীষ্ট হাসি হেসে পল্লবী বললো—'হেতু আর কি ? হিন্দুর ঘরে যুবতী বিধবা মানেই একটা অপয়া মুখ আর জ্বলন্ত আপদ। আপদ হয়ে পরের ঘাড়ে আর কতদিন থাকি, বলুন ?

ঃ তাই আপনার মামা-মামীরা সরিয়ে দিচ্ছেন আপনাকে ?

ঃ না। ঠিক তাঁরা সরিয়ে দিচ্ছেন না। আমি নিজেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বেশ কিছু দিন আগে থেকেই আমাদের ঐ আত্মীয়া ডেকে পাঠাচ্ছেন আমাকে। আমি এ যাবত মনস্থির করতে পারিনি। কি করবো কেবলই তা ভেবেছি। এক্ষণে আমি সিদ্ধান্তটা স্থির করে ফেললাম। তাই আমার জিদেই তাঁরা আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ওখানে। আজ দুপুরের পরেই আমাকে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেবে। আমি বিদেয় হয়ে যাবো।

ঃ বলেন কি ! আপনার জিদে ? আপনার এমন জিদ হওয়ার কারণ ?

পল্লবী আবার ম্লান হাসি হাসলো। বললো—কারণ তো একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা আর না-ই বা শুনলেন।

মাহমুদ আলীর বিস্ময় বেড়ে গেল। বললো—সেকি ! বলার মতো নয় তাহলে ?

ঃ না-না, গোপনীয় তেমন কিছু নয়। তবে বলাটা খুবই শক্ত।

ঃ হোক শক্ত। একটু কষ্ট করেই তাহলে বলুন না, শুনি ? এমন কি কারণ, যার জন্যে দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছেন আপনি ?

পল্লবী মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে এর জবাব দিতে পারলো না। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো। এরপর নতমস্তক আরো খানিক নত করে বললো—অন্য সময় হলে একথা কখনো মুখ ফুটে বলতে আমি পারতাম না। আজ চলে যাচ্ছি বলেই বলছি। যে কারণে আমি বৃদ্ধকে শাদি করতে আপত্তি করিনি, সেই কারণেই আজ আবার সাগ্রহে মুঙ্গেরে চলে যাচ্ছি।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমার বান্ধবী ইসরত জাহানের কথা বলছি। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তার সুখের পথের কোন কাঁটা হতে আমি কখনোই চাইনে।

www.pathagar.com

ঃ পল্লবী দেবী !

ঃ ইসরত জাহান আপনাকে ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছুই বোঝে না। বাল্যকাল থেকেই আপনার আত্মার মধ্যে তার আত্মা, আপনার প্রাণের মধ্যে তার প্রাণ লীন হয়ে আছে। তার পৃথক কোন অস্তিত্ব আর নেই। এটা বুঝেই আমি তার পথে বাধা হতে চাইনি। তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে আগ্রহী হইনি। এ কারণেই আমি বৃদ্ধকে শাদি করতে রাজী হয়েছি আর আজও তার সুখের মাঝে কাঁটা হয়ে থাকতে চাইনে বলেই দূরে সরে যাচ্ছি। আপনি ফিরে আসছেন শুনেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পল্লবীর মুখমণ্ডল করুণতর হলো। মাহমুদ আলী চমকে উঠে বললো—সেকি ! তার মানে ?

অল্প একটু মাথা তুলে পল্লবী বললো—খুব তো দুর্বোধ্য কিছু নয়। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন।

ঃ পল্লবী দেবী !

ঃ আমাদের এক মালীর আত্মীয়ের বাড়ীতে সেই যে সেবার বাঁশের মাচার উপর বসে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আপনাকে আমি দিয়েছিলাম, তা কি মনে আছে ?

ঃ হ্যাঁ, আছে। মনে থাকবে না কেন ?

ঃ সেদিন মিথ্যা করে বলেছিলাম, আমি রসিকতা করছি। কিন্তু ওটা আমার রসিকতা ছিল না। আমার মনের কথাই ছিল।

মাহমুদ আলীর চোখ মুখ ফুটে উঠলো। সে কম্পিত কণ্ঠে বললো—সত্যি ? সত্যিই কি তাই ?

ঃ একদম সত্যি। ওটা ছিল একান্তই দীলের কথা আমার। আপনার সাথে দেখা আমার আর কোনদিনই হবে না। এরপর আমার ঐ কথাটা কালেভদ্রেও যদি স্মরণ করেন আপনি আর স্মরণ করে এক পলকের জন্যেও বিমনা হয়ে যান, তাহলে বড়ই ধন্য হবো। একটুখানি হলেও আমাকে নিয়ে আপনি ভাবছেন—এটা মনে করে সেই আনন্দেই আমি আমার বাঁকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো।

বিস্ময়ের অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে মাহমুদ আলী অস্ফুট কণ্ঠে বললো—পল্লবী !

ঃ একথাটা জানিয়ে যাওয়ার জন্যেই আপনার সাথে সাক্ষাত করা নিয়ে এতটা উন্মুখ ছিলাম আমি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাহমুদ আলী দাঁড়িয়ে রইলো। কি বলবে, কি সান্ত্বনা দেবে—তার হুঁশে কিছুই এলো না। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে পল্লবী ফের বললো—আমি যাই। চুরি করে এসেছি। কেউ দেখে ফেললে অনর্থক একটা কেলেংকারী হয়ে যাবে।

মাহমুদ আলীর মুখের দিকে আর একবার চোখ তুলে চেয়ে পল্লবী ধীর ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

পল্লবী চলে যাওয়ার পরও মাহমুদ আলীর ঘোর অনেকক্ষণ কাটলো না। স্থবির হয়ে ওখানেই ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় সে বাড়ীতে ফিরে আসতে লাগলো।

www.pathagar.com

পল্লবীর জন্যে তার দুঃখ হলো। সব জেনেশুনে কেন যে সে এই খামখেয়ালী করতে গেল তা ভেবে মাহমুদ আলী ব্যথিত হলো। সমবেদনার ভারে সে নিজের অজ্ঞাতেই বলে উঠলো—আহা বেচারী !

এরপর ইসরত জাহান সম্পর্কে পল্লবীর ধারণার কথা স্মরণ হতেই মাহমুদ আলীর অন্তরে ফের শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। বিদ্রূপের সুর বেজে উঠলো। "মাহমুদ আলীর আত্মার মধ্যে ইসরত জাহানের আত্মা লীন হয়ে গেছে"—পল্লবীর এ ধারণাটা যে একদম ভুল, সেটা ভাবতেও মাহমুদ আলীর মন তিক্ত হয়ে উঠলো। পথ চলতে চলতে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে সে স্বগতোক্তি করতে লাগলো—হুঁঃ ! আত্মায় আত্মা লীন ! আত্মায় আত্মা লীন হয়ে থাকলে কি কেউ এমন আচরণ করতে পারে ? ভিটে মাটিটাও গ্রাস করতে পারে ? এছাড়া, এতবড় বিপদ থেকে বেঁচে আসার সংবাদেও কেউ কি দেখা করতে না এসে ঘরে বসে থাকতে পারে ? ফিরে আসার খবরটা কত দূরের লোকজন জানলো, জেনে তারা দেখা করে গেল, পল্লবীও জেনে দেখা করতে এলো, আর ঘরের পাশে বসত করে ইসরত জাহান তা জানলো না ? আত্মায় আত্মা হলে কি সাক্ষাত করতে না এসে সে পারতো ? কি নিদারুণ বিভ্রান্তি !

বিড় বিড় করতে করতে মাহমুদ আলী বাড়ীতে পৌঁছে দেখলো, আরো অনেক লোক তার সাথে মোলাকাতের আশায় ভিড় করে আছে। কিন্তু ইসরত জাহান নেই। আগন্তুকদের বিদায় করার পর হাকিমউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করে জানলো, ইসরত জাহান আসেইনি আদৌ। বেদনায় দগ্ধ হতে হতে মাহমুদ আলী অবশেষে হাকিমউদ্দীনকে বললো—একবার ওদিকে যাও তো চাচা। অসুখ-বিসুখ, না বাড়ীতে নেই, না আমার ফিরে আসার খবরটা সে আদৌ পায়নি—একটু যাচাই করে এসোতো ?

হাকিমউদ্দীনও একথাই ভাবছিল। অনুমতি পেয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। একা একা খোলা বারান্দায় বসে মাহমুদ আলী আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

সে অন্য মনস্ক ছিল। এ সময় হঠাৎ তার কানে এলো—আস্‌সালামু আলাইকুম জনাব। আপনার সাথে আসতে না পেরে দীলে বড়ই তকলিফ নিয়ে আছি।

"ওয়ালাইকুম্‌স্ সালাম" বলে নজর ফিরিয়েই মাহমুদ আলী দেখলো, জামাল-বাটির ইউনিট খলিফা সাহেব তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে মাহমুদ আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো—আরে, এ অবস্থায় আপনি কোত্থেকে আসছেন ? বাড়ী থেকে কি ?

বলতে বলতে তাকে এনে বারান্দায় বসালো। ইউনিট খলিফা সাহেব বললেন—জিনা-জিনা। আমি সরাসরি ওখান থেকেই আসছি। বাড়ীতে এখনো পৌঁছাইনি। তারপর বলুন, পথে কোন তকলিফ হয়নি তো ?

মাহমুদ আলী উদাস কণ্ঠে বললো—না, তকলিফ আর কি ? এই একটু আগে আমি আপনার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম। আপনার বাড়ীর দিকে।

ঃ বলেন কি ! কেন-কেন ?

ঃ সে জিল্লতির কথা কি আর বলবো ? আপনার আত্মীয়েরা যে খাস মহলে গিয়ে বাড়ীঘর করেছেন, সেখানে আর কোন জায়গা-জমি আছে কিনা, সেই খোঁজটা নেয়ার জন্যে।

www.pathagar.com

ঃ সেকি ! খাস মহলে জায়গার খোঁজ কেন ?

ঃ কেন আবার ? আপনি জানেন কিনা জানিনে, আমার জায়গা-জমি বলে কিছুই আর নেই। এই ভিটেটাও জমিদার ইসরত জাহান গ্রাস করে ফেলেছেন। এখন দাঁড়াবার ঠাঁই তো একটা চাই ?

ঃ এ্যাঁ ! কি বললেন ? জমিজমা গ্রাস করে ফেলেছেন ?

ঃ বিলকুল। এক ছটাক জমিও আর এখানে আমার নেই।

বিপুল শব্দে হেসে উঠে ইউনিট খলিফা বললেন—হায়রে জনাব। এসে শুধু এটুকুই শুনেছেন আর বাঁকীটুকু শোনেননি ?

ঃ বাঁকীটুকু ! বাঁকীটুকু মানে ?

ঃ আপনার কিছুই যে খোয়া যায়নি, বরং জোতভূঁই আরো অনেকখানি বেড়েছে—এ খবরটা এখনো উদ্ধার করতে পারেননি ?

মাহমুদ আলী বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো—আপনি আবার এসব কি বলছেন ?

ঃ যা সত্যি তাই বলছি।

ঃ তাজ্জব ! আমার কিছুই খোয়া যায়নি, আরো বরং বেড়েছে, এই আজগুবী সত্যিটা আপনি তাহলে উদ্ধার করলেন কোথেকে ?

ঃ তাঁদের কাছ থেকেই। সেরেস্তাদার নূরুল আলম সাহেব আর আমি যে হাত ধরাধরি কাজ করেছি অহরহঃ। আপনাদের মোকর্দমার তদবিরের কাজ। তাঁর কাছেই শুনেছি।

দিশেহারা কণ্ঠে মাহমুদ আলী বললো—কি রকম ?

তামাম ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্য-অন্ত বর্ণনা করার পর ইউনিট খলিফা সাহেব বললেন—এ হলো ব্যাপার। আপনার মুখ চেয়ে উনি উনার জমিদারী, অর্থাৎ সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। আপনাকে বাঁচানোর দুর্বার আকুলতায় আপনাদের এ মোকর্দমার পেছনে উনি উনার ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন। আপনার জমিজমা গ্রাস করবেন মানে ?

শুনে মাহমুদ আলী থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে বললো—কি আশ্চর্য ! একি শুনছি ?

ঃ নূরুল আলম সাহেব সবকিছু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে আমাকে শুনিয়েছেন। আপনার হাকিমউদ্দীন জানলে গোপনীয়তা রক্ষে না-ও হতে পারে বোধেই তাকে কিছু জানানো হয়নি। সবকিছুই মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। জমিদারীতে ইস্তফা দিয়ে যেদিন উনি এলেন, তার বোধহয় একদিন পরেই সদর নিযামত আদালতে এ নতুন রায় প্রকাশ হলো। এরপরেই তো আবার এই দ্বিতীয় দফার হুটপাট আর আনন্দ উল্লাস ! কার দিকে নজর দেয় কে, আর এসব খবর পাবেই বা কে ?

ঃ ভাই সাহেব।

ঃ আপনি যা শুনেছেন, অর্থাৎ আপনার ঐ জমিজমা নিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা কিছুদিন আগে ঘটেছে। তাই আপনার হাকিমউদ্দীন সহ আরো অনেকেই বাইরের

www.pathagar.com

এটুকুই জেনেছে আর দেখেছে। জমিজমা নিয়ে নেয়ার ভেতরের ঘটনা জানবেই বা কে, আর তার পরের টুকু জানার সময় সুযোগই বা হলো কার কখন ?

সবকিছু উপলব্ধি করে মাহমুদ আলী বিহ্বল কণ্ঠে বললো—কি তাজ্জব ব্যাপার ! আমি খোয়াব দেখছি না তো ? এতবড় খোশ্ নসীব আমার ?

ঃ এতবড়ই জনাব।

মাহমুদ আলী ফের চিন্তিত কণ্ঠে বললো—কিন্তু সে তাহলে এখনও দেখা করতে আসছে না কেন ? আপনার কথার সাথে যে মিল খুঁজে পাচ্ছিনে ? এতবড় ব্যাপার অথচ—

এই সময় ফিরে এলো হাকিমউদ্দীন। ছুটে আসতে আসতে সে উল্লাস ভরে বললো—বাড়ীতে নেই-বাড়ীতে নেই। তোমার মুক্তির খবর শুনতে পেয়েই ইসরত জাহান তোমাকে আনতে আর খোশ আমদেদ জানাতে জেলখানায় ছুটে গেছে। এখনও ফিরে আসেনি বাপজান। খবরটা পরে শুনে পরে গেছে তো, তাই যোগাযোগটা হয়নি।

ইউনিট খলিফা সাহেব সহাস্যে বললেন—হলো তো ? এবার বুঝলেন তো ব্যাপারটা ?

আনন্দের আতিশয্যে ইউনিট খলিফাকে জড়িয়ে ধরে মাহমুদ আলী আওয়াজ দিলো—ভাই সাহেব !

আলিঙ্গন খুলতে খুলতে ইউনিট খলিফা সাহেব সসম্ভ্রমে বললেন—আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করুন জনাব। এমন দুর্লভরত্ন কম লোকের কিস্‌মতেই জোটে ! গোলাপ ফুল তুলতে একটু কাঁটার আঁচড় লাগেই তো !

দুপুর হয়ে গিয়েছিল। ইউনিট খলিফা সাহেব চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ ঘর-বাহির করে করে মাহমুদ আলী অবশেষে ভেতরে গিয়ে নাওয়া খাওয়া করলো এবং শ্রান্তির আবেশে শয্যায় এলিয়ে পড়লো।

কিন্তু ঘুম চোখে এলো না। আনন্দের আধিক্যে এপাশ ওপাশ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। আর শুয়ে থাকতে পারলো না। ইসরত জাহান ফিরে এলো কিনা আর একবার খোঁজ নিয়ে দেখার আগ্রহে বিছানার উপর উঠে বসতেই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকলো ইসরত জাহান। বোরকার আবরণে তার সর্বাঙ্গ আবৃত। খরতাপে সে ঘেমে উঠেছিল। ঘরে ঢুকেই মুখের ঢাকনা তুলতে তুলতে ইসরত জাহান বললো—এই যে, ঘরে এসে আরাম করে বসে আছেন সাহেব আমার। ওদিকে আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান।

নড়েচড়ে উঠে মাহমুদ আলী স্মিতহাস্যে বললো—এসো-এসো। এভাবে এ অবস্থায় ! সরাসরি জেলখানা থেকে বুঝি ?

ঃ হ্যাঁ। সব শুনেছো তাহলে দেখছি !

ঃ শুনেছি তো সবই। তা জমিদারীটা ছেড়েই দিলে ?

ঃ দিলামই তো। না দিয়ে কি উপায় রইলো ?

www.pathagar.com

ঃ রইলো না ?

ঃ এমন কাঠ গোঁয়ার যে, আমার পথে আনতে তোমাকে কিছুতেই পারলাম না। ইংরেজ আর অন্যান্যদের তোয়াজ করার কাজে তোমাকে রাজী করাতে পারলাম না। তাই বাধ্য হয়ে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাকেই তোমার পথে আসতে হলো।

ঃ আমার পথেই এলে ?

ঃ না এনে কি ছাড়লে ? তোমার সাথে পাল্লা দিয়ে জিততে পারলাম কবে ?

—বলেই ইসরত জাহান অন্দরের আঙ্গিনার দিকে লক্ষ্য করে ডাক দিলো—হাকিম চাচা, চিঁড়ে-মুড়ি যা থাকে তাই শিগ্গির আনোতো। সেই সাথে এক পাত্র পানি। উঃ ! কতদূর থেকে আসছি। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় জানটা একদম আসি-যাই করছে।

মাহমুদ আলী কিঞ্চিৎ বিস্মিত কণ্ঠে বললো—ইসরত।

তড়িৎ বেগে মুখ ফিরিয়ে ইসরত জাহান বললো—এই, ইসরত কি ? ইসরত জাহান। এত শিগ্গির দামটা আমার পড়ে গেল ?

মাহমুদ আলী হেসে বললো—না না, তা পড়বে কেন ? আমি বলছি, তুমি চিঁড়ে মুড়ি খাবে ?

ঃ কি করবো ? ঘি-চিনি তো খেতে আমাকে দিলে না। একদম পথের ফকির বানালে। এখন আমি কি খাবো, সে ভাবনা তোমার। ও নিয়ে আমি আর ভাবতে যাবো না কখনো।

ঃ ইসরত জাহান !

ঃ দায়-দায়িত্ব সব।

আড়চোখে চেয়ে ইসরত জাহান মুখ টিপে হাসতে লাগলো। মাহমুদ আলী উল্লাসভরে আওয়াজ দিলো—সাব্বাস ! এই তো সুবোধ মেয়ে !

—: সমাপ্ত :—

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

নাম ঃ
শফীউদ্দীন সরদার

জন্ম ঃ
ইং ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা ঃ
বকুলপট্টি, পোঃ+জেলা—নাটোর,
ফোন—২৯০।

শিক্ষা ঃ
ইং ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন। অতপর-আই. এ.; বি. এ. (অনার্স); এম. এ. (ইতিহাস); এম. এ. (ইংরেজী); বি. এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন-এড (লন্ডন)।

কর্মজীবন ঃ
প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

সখ ঃ
প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্য-পরিচালক ও রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

সাহিত্য ঃ

উপন্যাস (ঐতিহাসিক)
১। বখতিয়ারের তলোয়ার—প্রকাশিত
২। গৌড় থেকে সোনার গাঁ—প্রকাশিত
৩। যায় বেলা অবেলায়—প্রকাশিত
৪। বিদ্রোহী জাতক—প্রকাশিত
৫। বার পাইকার দুর্গ—প্রকাশিত
৬। রাজ বিহঙ্গ—প্রকাশিত
৭। শেষ প্রহরী—প্রকাশিত
৮। প্রেম ও পূর্ণিমা—প্রকাশিত
৯। বিপন্ন প্রহর—প্রকাশিত
১০। সূর্যাস্ত—প্রকাশিত
১১। পথহারা পাখী—প্রকাশিত
১২। বৈরী বসতি—প্রকাশিত
১৩। অন্তরে প্রান্তরে—যন্ত্রস্থ

উপন্যাস (সামাজিক)
১। শীত বসন্তের গীত—প্রকাশিত
২। অপূর্ব অপেরা—প্রকাশিত
৩। চলন বিলের পদাবলী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

নাটক
১। গাজী মন্ডলের দল—প্রকাশিত
২। সূর্যগ্রহণ—প্রকাশিত
৩। বনমানুষের বাসা—প্রকাশিত
৪। রূপনগরের বন্দী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৫। ছবি—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

রম্য রচনা
১। ঘাসকাটা গল্প—প্রকাশিত
২। চার চন্দের কেচ্চা—যন্ত্রস্থ

রূপকথা
১। সুলতানার দেহরক্ষী—প্রকাশিত

কবিতা
১। সার্বজনীন কাব্য (কবিতাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত)

www.pathagar.com